সাবোটাজ

বিক্রমাদিত্য

সাবোটাজ

বিক্রমাদিত্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SABOTAGE
A Bengali Thriller
By Vikramaditya
Published by
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073

প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

ISBN—81-7079-645-8

মুদ্রক
অশোক চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সাহিত্যরসিক বুদ্ধিজীবী, আইনের বই লেখক
অনুসন্ধানী, সবার আপনজন
কলকাতা হাইকোর্টের উজ্জ্বল
অ্যাডভোকেট
নবী চৌধুরীকে
বন্ধুত্ব ও প্রীতির সঙ্গে

এই লেখকের অন্যান্য বই

- রিভল্যুশন
- মার্ডার অ্যাট মিডনাইট
- সিণ্ডিকেট
- বেইমান
- ডেডবডি
- সিক্রেট এজেণ্ট
- পাপ
- কলগার্ল স্পাই
- সর্দার
- ফতেনগরের লড়াই
- অপারেশন সার্চলাইট
- নতুন যুগের স্পাই
- অডিসিয়াস
- মার্ডার
- স্পাই গেম
- গোল্ড স্মাগলিং
- ইনফরমার
- স্মাগলার
- গ্রেট গ্যাম্বলার
- স্পাই
- ডবল ক্রস
- স্বাধীনতার অজানা কথা
- মুকুটহীন রাজা, জওহরলাল
- লাভ ক্রাইম মার্ডার
- কে.জি.বি. রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ
- লাভ মি কিস্ মি
- মাকড়সার জাল

আমার কথা

'সাবোটাজ' আমার রচিত স্পাই থ্রিলার কাহিনীর তৃতীয় পর্ব। এই কাহিনী দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর আগে স্পাই জগতের রহস্য নিয়ে 'কে.জি.বি' রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এবং 'মাকড়সার জাল' ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস' পাঠকদের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই পর্বের পরবর্তী কাহিনী হল 'অক্টোপাস'—'সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স সার্ভিস' পাঠকদের কাছে যে প্রতিষ্ঠান সি-আই-এ নামে পরিচিত।

'সাবোটাজ' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় যুদ্ধকালীন সময়ে যে সব স্পাইং-এর কাজ কারবার হয়েছিল, তাই নিয়ে লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এসপিওনেজ জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। যুদ্ধের পরবর্তীকালে আরম্ভ হল, রাশিয়া-আমেরিকার 'ঠাণ্ডা লড়াই'। এ থেকে শুরু হল স্পাই জগতের খেলা। এই সময়ে পশ্চিম জগতের পাঠক-পাঠিকারা নিছক প্রেমের গল্প কাহিনী থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করল। গতানুগতিক গল্প কাহিনী তাদের কাছে নীরস বেসুরো বলে মনে হল। এই পরিবেশ থেকে জন্ম নিল স্পাই জগতের কাহিনী। বলা যায় এক নতুন সাহিত্য। ক্রাইম থ্রিলার সাহিত্য 'স্পাই' এসপিওনেজ কাহিনীর অগ্রদূত হলেন ইয়ান ফ্লেমিং। তিনি তাঁর যুদ্ধকালীন সময়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সৃষ্টি করলেন তার কাহিনীর নায়ক জেমস বণ্ড। 'জেমস বণ্ড' আজ সর্বজনবিদিত। অবশ্যি ইয়ান ফ্লেমিং-এর আগেও পিটার চেনী, ফ্রেডারিক ফরসাইথ, এরিক এম্বলার, লাগিও মারস'-বিভিন্ন ধরনের স্পাইং-এর গল্পকাহিনী লিখে পাঠক সমাজে স্থান করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু জেমস বণ্ডের কাহিনী সবাইকে টেক্কা দিয়ে গেল। হয়তো এই জনপ্রিয়তার জন্যে কিছুটা চিত্রজগৎ দায়ী।

আমাদের দেশে স্পাই কাহিনী অস্পৃশ্য কেন? একটি বড় কারণ হল, আমরা অতীতকে কিংবা বলা যায় পুরাণ সমাজকে বিসর্জন দিতে রাজি নই। স্বীকার করতে রাজি নই। পুরাতন সাহিত্য জগতের অবসান হয়েছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের স্পাই এসপিওনেজ সার্ভিস সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট পরিষ্কার জ্ঞান ছিল। 'অর্থশাস্ত্র' থেকে আমরা জানতে পারি কৌটিল্য রাষ্ট্রপরিচালনার জন্যে এসপিওনেজ সার্ভিসকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি প্রথমে গোপনে সংকেতে চিঠি, রিপোর্ট লেখবার পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। ভগবান বৌদ্ধ তার শিষ্যদের সঙ্গে চৌষট্টি ধরনের লেখবার পদ্ধতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান কালে ক্রিপ্টোগ্রাম এর সঙ্গে ঐ চৌষট্টি ধরনের লেখবার পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে।

বাৎসায়নের 'কামশাস্ত্রে' চৌষট্টি কলার মধ্যে গোপনে চিঠি লেখবার পদ্ধতি হলো একটি বিদ্যা। আরো অসংখ্য নজির আছে।

বর্তমানে আমাদের কাছে স্পাই, এসপিওনেজ সার্ভিস একটি পৃথক নতুন জগৎ। শুধু ভাষায় নয়, কথা এবং কাহিনীতেও। কারণ আজো আমাদের সাহিত্যের চৌহদ্দি 'অতীতের চৌকাঠ' থেকে বেরিয়ে আসেনি। আজো অনেকের কাছেই 'অতীতই বর্তমান।'

স্পাই থ্রিলার কাহিনী সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। এই কাহিনী রচনায় যে মুন্সিয়ানা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে হয়ত সেই যুক্তি অনস্বীকার্য। এই রচনায় লেখকের ব্যর্থতা, অনভিজ্ঞতা এবং প্রকাশকের উদাসীনতা বাঙালি পাঠককে এই জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে!

যে সব বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা আজো অতীত নিয়ে দর্প করেন, তাঁরা যদি এই কাহিনীতে কোন নতুন স্বাদের এবং তথ্যের অভাব অনুভব করেন তাহলে মাথানত করে স্বীকার করে নেবো আমার ব্যর্থতা।

আমার এই কাহিনী রচনায় অনেকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, সুভাষচন্দ্র দে এই বই প্রকাশ করে যে বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা আজকের প্রকাশকের দরবারে বিরল। পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং সংশোধন করে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিক্রমাদিত্য

সাবোটাজ

স্পাই কে ?

পুরানো প্রশ্ন তবে ছোট জবাব।

যারা পরের ঘরের জিনিষ চুরি করে তাদের চোর বলা হয়।

আর যারা পরের ঘরের খবর চুরি করে তাদের স্পাই বলা হয়।

চোর ধরা পড়লে তাদের সাজা হল জেল।

স্পাই ধরা পড়লে সাজা হল 'মৃত্যুদণ্ড'।

চোর অপরাধী তবে অনেকের চোখে স্পাই দেশপ্রেমিক।

চোর ধরবার জন্যে সরকার এবং পাড়া-প্রতিবেশী সজাগ।

স্পাই ধরবার জন্যে বিদেশি সরকার সাবধানী এবং সতর্ক।

প্রশাসন চালাতে হলে সরকারের খবরের দরকার। শাসক জানতে চাইবেন দেশের কোথায় কী ঘটছে ?

এ খবর সংগ্রহ করবে কে ?

স্পাই।

খবর সংগ্রহ কাজে অসাবধানী হলে দেশের শাসন ভেঙ্গে পড়বে।

তাই স্পাইকে দুধকলা দিয়ে পুষতে হয়।

বাইবেলের যুগেও স্পাই ছিল।

দেশের কোথায় কী ঘটছে জানবার জন্যে চাণক্য স্পাই ইনফরমার ব্যবহার করেছিলেন।

আজো স্পাই বাহিনীকে পুষবার জন্যে দেশের সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। কারণ খবর সংগ্রহের কাজে গাফিলতি হবার যো নেই।

আজকের স্পাই হলেন 'মিলিয়ন ডলার স্পাই'। বিপদ, এডভেঞ্চার, নাইট ক্লাব —এবং ইত্যাদি। নারী নিয়ে স্পাইর প্রেম খেলার যুগ। অতি পুরাতন খেলা। বাইবেলের যুগেই এই খেলা শুরু হয়েছিল। বলা যায় ঈশ্বরই প্রথম স্পাইপ্রথা চালু করেছিলেন। তিনি তার শিষ্য মোসেসকে ডেকে বলেছিলেন জেরিকোতে লোক পাঠাও। আমি জেরিকো শহরের সব খবর জানতে চাই……

মোসেসের স্পাইরা একাজ করতে পারেননি। তাই ঈশ্বর মোসেসের বংশধরদের শাস্তি দিয়েছিলেন। সেই কাহিনী আজ কারো অজানা নেই। তবে আজ অতীত নিয়ে কাসুন্দী ঘাটবনা। আজকের দিনের কথা বলব।

এ কাহিনী মহাযুদ্ধের স্পাইদের সাবোটাজের কাজ কারবার এবং জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিবরণী।

আধুনিক যুগের শুরু থেকে স্পাই জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এল। এল বিজ্ঞানের যুগ, শুরু হল কম্পিউটারের কাজ কারবার।

মানুষের মনের চিন্তা এবং ভাবধারার পরিবর্তন হয়েছিল এবং চিন্তা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের কায়দা কানুন পাল্টে গেল।

এবার রঙ্গমঞ্চে এলেন স্পাইমাস্টার জেমস বণ্ড।

* * *

বিশ-ত্রিশ দশকের য়ুরোপ। কোন দেশেই শান্তি নেই। বিভিন্ন কারণে দেশগুলি শক্তিহীন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ইংল্যাণ্ড কমিনটার্নের নেতা জিনোভিয়েভের চিঠি প্রকাশিত হবার পর লেবার গভর্নমেন্টের পতন হল। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে কমিনটার্ন বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে এক চিঠিতে বলল: Upon the success of the revolutionary movement in England now depends the whole course of the International socialist revolution. Only a well organised mass strike movement can prepare the way for active revolutionary struggle."

এই সময়ে ফ্রান্স রাজনীতিবিদদের অন্তর্কলহে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

য়ুরোপের রাজনীতির এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জর্মানীতে এক নতুন নেতার আগমন হল। তিনি হলেন হের হিটলার। তিনি তার বক্তৃতায় বললেন: পৃথিবীকে শাসন করবে তিনটি মহাশক্তি বৃটেন, আমেরিকা এবং জর্মানী। তিনি অভিযোগ করলেন প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান জেনারেলরা জর্মানীকে বিক্রী করেছে। হিটলার ভেসাই সন্ধিকে স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। তার বক্তব্য ছিল "ডয়েচল্যাণ্ড উইবার সালেস" অর্থাৎ সবার উপর জর্মানী।

এই সময়ে (১৯৩০) বৃটিশ আইবী 'এম আই ফাইভ' কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বৃটেনের ডান এবং বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের উপর নজর দিল। ইংল্যাণ্ডে গড়ে উঠেছিল একটি ফাসিস্ত দল "বৃটিশ ইউনিয়ন অব ফাসিস্ত" যার নেতা ছিলেন স্যর অসোয়ালড মোসলে। এরপর থেকে শুরু হল কম্যুনিষ্ট এবং ফাসিস্তদের দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ।

মোসলেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন ইতালির ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনি। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় মুসোলিনী মোসলকে মাসে তিন হাজার ষ্টার্লিং করে মাসোহারা দিচ্ছিলেন তার এবং পার্টির খরচের জন্যে। পরে জর্মানীর এক নেতা মোসলের এই সংস্থার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন 'নেতা চমৎকার কিন্তু সংস্থা অতি দুর্বল।'

মোসলে এই ফাসিস্ত দল গঠনে হিটলার এবং মুসোলিনীর নাৎসী ফাসিস্ত দলের আদব কায়দা থেকে অনেক কিছু নকল করলেন। মোসলের নেতৃত্বে গড়ে

ছিল 'ব্ল্যাকশার্ট মুভমেন্ট'। বলা যায়, ইংল্যান্ডে ব্ল্যাকশার্ট মুভমেন্ট ছিল হিটলার মুসোলিনীর ফাসিস্ত দলের একটি ছায়া। এই আন্দোলনে জার্মানীর নাৎসী দলের অনেক প্রভাবও দেখা গেল।

ব্ল্যাকশার্ট আন্দোলন ইংল্যাণ্ডে ইহুদীদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। কিন্তু ব্ল্যাকশার্ট আন্দোলন ছিল ক্ষণস্থায়ী।

অপর দিকে য়ুরোপে জর্মানী এবং ইতালিতে ফাসিস্ত দলের প্রভাব প্রতিদিন বাড়তে লাগল।

এই ফাসিস্ত দলের কর্মসূচি হল জর্মানী এবং ইতালির 'গাইড ফিলসফি'। জর্মানীর জাগরণ, রাজনীতিতে হিটলারের আগমন ইংল্যাণ্ডে অনেক নেতাকে চিন্তিত করে তুলল। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উইনস্টন চার্চিল। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টের সামান্য একজন সদস্য। ঘোর জর্মান বিদ্বেষী।

ইংল্যাণ্ডের নেতারা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন জর্মানী, ইতালির ফ্রান্সের ঘরের খবরাখবর চাই। ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে পুনর্গঠন করবার দাবী উঠল। যারা এই দাবী করেছিলেন তারা ছিলেন ধনী, জমিদার এবং রাজনীতিতে রক্ষণশীল। এরা দেশের অর্থনীতি তৈরি করতেন এবং এরা রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন এবং কম্যুনিজম এদের কাছে জুজুবুড়ি ছিল। এদের মধ্যে অনেকে হিটলারের গোপন সমর্থকও ছিলেন। একটি উদাহরণ হল সম্রাট পঞ্চম জর্জের বড় ছেলে প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরে ডিউক অব উইণ্ডসর নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়ে ছিলেন, তিনি ছিলেন হিটলারের গোপন সমর্থক।

প্রিন্স অব ওয়েলস হিটলার এবং জর্মানী নীতির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের এই সহানুভূতির পেছনে একটি বিশেষ গোপন কারণ ছিল। তার প্রেমিকা মিসেস ওয়ালিস সিম্পসন এবং তিনি ছিলেন জর্মানীর সমর্থক।

ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—সব গোলমাল হাঙ্গামার পেছনে নারীর হাতের স্পর্শ আছে। প্রিন্স অব ওয়েলস মিসেস স্যাম্পসনের গভীর প্রেমে পড়েছিলেন। মিসেস স্যাম্পসন ছিলেন হিটলারের বিদেশনীতির পরামর্শদাতা (পরে বিদেশমন্ত্রী) জোয়াকিম রিবেনট্রপের বিশেষ বন্ধু।

মিসেস স্যাম্পসন কে ছিলেন ?

আমেরিকান, প্রথমে ১৯২৬ সালে তিনি এক আমেরিকান নৌবাহিনীর অফিসারকে বিয়ে করেছিলেন। পরে তাদের ডিভোর্স হল। ১৯২৮ সালে তিনি এক আমেরিকান ব্যবসায়ী, আর্নেষ্ট সিম্পসনকে বিয়ে করলেন। তারপর শুরু হল প্রিন্সের সঙ্গে তার প্রেমের লীলা-খেলা।

বৃটিশ রাজপরিবার অতি গোড়াপন্থী রক্ষণশীল ছিল। তারা কোন এক ডির্ভোসীর বাকিংহ্যাম প্যালেসের অন্দরে আনাগোনাকে পছন্দ কিংবা সমর্থন করতেননা।

এই সময়ে বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যে হিটলার বিরোধী কোনো কিছু করতে চাইতোনা। তবু মনে মনে তারা একটু আতংকিত ছিল। কিন্তু বাজারে একটি কানাঘুষো শোনা গেল: মিসেস সিম্পসন প্রিন্সের উপরে প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। আরো শোনা গেল প্রিন্স হিটলারের কাছে গোপনে চিঠি দিয়েছেন।

কিছুদিন পরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ মারা গেলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস হলেন অষ্টম এডওয়ার্ড। অষ্টম এডওয়ার্ডের দরবারে ছিলেন ডিউক অব কোবুর্গ। তিনি ছিলেন জর্মানীর সমর্থক এবং অনেক নাৎসী নেতার বন্ধু। তিনি সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের অভিষেকের সময়ে রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে এই অভিষেকের একটি রিপোর্ট হিটলারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের উপরে স্পষ্ট করে লেখা ছিল শুধুমাত্র হিটলারের রিবেনট্রপের জন্যে। কোবুর্গ এই রিপোর্টে বলেছিলেন ডিনারের সময় আমার সঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলসের কথাবার্তা হয়েছিল। ডিউক আমাকে বললেন তিনি বৃটেন এবং জর্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব চান। এই হবে আমাদের বিদেশ নীতির প্রধান এবং নতুন কাঠামো। পরে সম্রাট আমার সঙ্গে বৃটেন ও নাৎসী দলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলেন।

কোবুর্গ বললেন, এই বিষয়টি নিয়ে হিটলার এবং বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ষ্টানলি বলড্উইনের মধ্যে একটি বৈঠক হওয়া দরকার। এর জবাবে এডওয়ার্ড রুক্ষস্বরে বললেন, এদেশে রাজা কে? আমি না বলড্উইন? আমি নিজে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। প্রয়োজন হলে আমি জর্মানীতে যাব।

সম্রাট পরে আরো বললেন তিনি রিবেনট্রপকে পছন্দ করেন।

হিটলার এবার রিবেনট্রপকে ইংল্যাণ্ডে জর্মানীর এম্বাসডর করে পাঠালেন। শ্যাম্পাইন বিক্রেতা হলেন এম্বাসডার। ক্রমে ক্রমে সম্রাট নাৎসী নেতা এবং নাৎসী দলের প্রতি তার সমর্থনের নীতিকে স্পষ্ট করলেন। পরে সম্রাট বিদায়ী জর্মান এম্বাসডার ভন হোয়েসকে বলেছিলেন তিনি বলড্উইনকে স্পষ্ট করে বলেছেন যদি বলড্উইন জর্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। সম্রাট এডওয়ার্ডের বদ্ধ ধারণা ছিল বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা ইংল্যাণ্ডের সম্রাটকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে কিংবা করবে। যেমনি কম্যুনিষ্টরা রাশিয়া থেকে জারকে হটিয়েছে।

এর কিছুদিন পরে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসনকে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজসিংহাসন ত্যাগ না করলে একজন ডির্ভোসীকে বিয়ে করা তার সম্ভব ছিলনা। অষ্টম এডওয়ার্ড রাজসিংহাসন ত্যাগ করলেন। পরে মিসেস সিম্পসনকে বিয়ে করে তিনি ডিউক অব উইন্ডসর নাম নিয়ে প্রথমে ফ্রান্সের 'টুর' শহরে গেলেন। ঐখানে তিনি যার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন— সেই চার্লসবদো ছিলেন হিটলারের একজন অন্ধ সমর্থক।

এগারই অক্টোবর ১৯৩৭ সালে তিনি এবং ডাচেস অব উইণ্ডসর কার্লফ্রের ফ্রাইস্ত্রিকস্ট্রাসের রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হল তিনি এবং ডাচেস অব উইণ্ডসর জর্মানীর বস্তী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজটি নিজের চোখে দেখতে এসেছেন।

হিটলারের সঙ্গে তার যখন দেখা হল। তিনি "রোমান" স্যালুট করে হিটলারকে অভিনন্দন জানালেন। 'রোমান স্যালুট' ফাসিস্ত নেতারা ব্যবহার করতেন।

এদিকে ইংল্যাণ্ড এবং জর্মানীর মধ্যে মতভেদ স্পষ্ট হচ্ছিল। এই মতভেদ হবার বিভিন্ন কারণ ছিল।

* * *

১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে নিলেন। তারপর চেকোস্লোভাকিয়ার উপর তার নজর পড়ল।

আর ঐ বছরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের নজরে পড়ল।

সেই ঘটনাটি ছিল জর্মান সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা এডমিরাল কানারীর এবং জর্মানীর সামরিক বাহিনীর কর্তাদের হিটলার বিরোধী আন্দোলন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন দুইটি নীতি অনুসরণ করছিলেন। একটি ছিল কোন প্রকারেই বৃটিশ সরকার লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে কোন চুক্তি করবেনা। ইংল্যাণ্ড ছিল লেনিনের রাশিয়ার ঘোর শত্রু। দ্বিতীয় নীতি ছিল জর্মানীর সঙ্গে কখনই লড়াই করবে না। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ মীমাংসা করবার ইচ্ছাও তাদের ছিলনা। এ ছাড়া চেম্বারলিন সন্দেহ করলেন যে রাশিয়া জর্মানী এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে লড়াই শুরু করবার চেষ্টা করছে। চেম্বারলিন অভিযোগ করলেন বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস উপযুক্ত, মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরে জর্মানী যখন অস্ট্রিয়া দখল করে নিল তখন ইংল্যাণ্ডের আতঙ্ক বাড়ল। জর্মানীর সঙ্গে লড়াই প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের পর খবর সংগ্রহ করবার জন্য বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে নতুন করে গঠন করা হল।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একটি নতুন বিভাগ, 'সেকশন ফাইভ' শাখার গঠন করা হল। এই দপ্তরের প্রধান কাজ হল রাশিয়ার কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখা। জর্মানীর উপরে নয়। এই সেকসনের বড়কর্তা হলেন ফেলিক্স কাউগিল। কোন এক সময়ে তিনি ছিলেন ভারতীয় পুলিশের একজন বড় কর্মচারি। এবং তিনি কম্যুনিজম দমনের একজন স্পেশালিস্ট ছিলেন। আর একটি শাখা তৈরী করা হল সেকশন 'ডি' অর্থাৎ "ডেস্ট্রাকশন" সেকশন। এই সেকশন ডি'র প্রধান কাজ ছিল রাজনৈতিক লড়াই, স্যাবোটাজ এবং গাড়িলা যুদ্ধের জন্যে সৈনাবাহিনী তৈরি করা। সেকশন 'ডি' কে

বলা হল ছোট ছোট য়ুরোপীয় দেশগুলিতে হিটলার যেন তার প্রভাব বাড়াতে না পারে তার উপর নজর রাখা। হিটলারের প্রভাব দমন করবার জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হল। প্রথমে সেকশন 'ডি'র কাজের দায়িত্ব কর্নেল লরেন্স গ্র্যাণ্ডকে দেয়া হল। কিন্তু দপ্তরকে চালাবার দায়িত্ব বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা সিনক্লেয়ার নিজের হাতে রাখলেন। পরে তিনি মেজর রিচার্ড স্টিভেন্সকে তার সহকারি হিসেবে নিয়োগ করলেন।

হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করবার পর বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে আবার নতুন করে বড় করা হল। দুটি নতুন শাখা গঠন করা হল এবং মেনজিস হলেন সিনক্লেয়ারের ডান হাত এবং এই দুইটি শাখার কর্তা।

কিছুদিন পরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছ থেকে একটি গোপন রিপোর্ট পেলেন এবং জানতে পারলেন হিটলার মধ্য য়ুরোপে এবং বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, বালটিক রাজ্যে তার প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছেন। ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের রিপোর্ট থেকে আরো জানা গেল হিটলার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতে রাজি আছেন। এই মীমাংসার শর্তানুযায়ী হিটলার কয়েকটি দেশে ইংল্যাণ্ডের, বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সার্বভৌমতা স্বীকার করে নিতে রাজি আছে তবে জর্মানীকে তার পুরান কলোনিগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে।

হিটলার এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করবার জন্যে এক বড় শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করছেন। হিটলার জর্মানী আরো বড় করতে চান। ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে আরো বলা হল বৃটেন জর্মানীর প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে পারে না। প্রথম এবং প্রধান কারণ হল ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের অতি পুরোতন বন্ধুত্বের চুক্তি আছে। এই বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তাদের রিপোর্টে প্রস্তাব করল, আমাদের বিকল্প প্রস্তাব হল হিটলারকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে অবিলম্বে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ স্পেনের ভবিষ্যৎ কী হবে আমরা জানিনা।

এই রিপোর্ট লিখবার সময় স্পেনের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়নি এবং স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব রাখা প্রয়োজন ছিল। তুর্কী এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা দরকার। কারণ রিপোর্ট বলল, জর্মানী দূরপ্রাচ্যর দিকে নজর দিয়েছে। অতএব য়ুনাইটেড স্টেটসের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব রাখা একান্ত আবশ্যক। কারণ ঐ এলাকায় আমেরিকার স্বার্থ আছে।

রিপোর্ট বলল, যে সব দেশগুলি জর্মানীর বিরোধিতা করবে তাদের সাহায্য করা দরকার। তারা যেন কোন প্রকারে ব্যবসার কিংবা হাতিয়ারের জন্যে জর্মানীর উপর নির্ভর না করে।

সংক্ষেপে, রিপোর্ট বলল, জর্মানী তার প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার উপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু জর্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্বও রাখা আবশ্যক।

এই রিপোর্ট পেশ করবার সময়ে শুরু হল চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন হিটলারের প্রতি এক 'তোষণ নীতি' অনুসরণ করছিলেন। একদিন হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদতেনল্যাণ্ড' দখল করে নিলেন। অবশ্য হিটলার তার সৈন্যবাহিনী সুদতেনল্যাণ্ডে পাঠাবার আগে তিনি চেম্বারলিনের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি চিঠিতে লিখলেন 'শান্তি চাই'।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা শুরু হবার আগে জর্মান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের আভাষ দেখা দিল। এক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেল। জর্মান সৈন্যবাহিনীর চীফ অব দি স্টাফ ছিলেন জেনারেল 'লুডউইগ ভন বেক'। বেক চেকোশ্লোভাকিয়াতে জর্মান সৈন্যবাহিনী পাঠাবার বিরোধিতা করলেন এবং হিটলারকে সাবধান করে বলেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদতেনল্যাণ্ড' দখল করলে বিভিন্ন প্রান্তে লড়াই শুরু হবার সম্ভাবনা আছে। হয়তো ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং য়ুনাইটেড স্টেটস জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারে, এবং ঐ যুদ্ধে জর্মানীর পরাজয় হবেই হবে। চেকোশ্লোভাকিয়া কখনই জর্মানীর কোন ভীতির কারণ হতে পারে না। বেক হিটলারের কাছে দাবি করলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোন জর্মান সৈন্যবাহিনী পাঠান উচিত হবে না। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন হিটলারের দাবিকে স্বীকার করে নেবার পর বেক দুর্বল হলেন। এরপর বেকের পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ ছিলনা। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে আরো একটি খবর ছিল যে জর্মান সৈন্যবাহিনীর অনেকেই যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তবে চেম্বারলিন হিটলারের দাবী স্বীকার করে নেবার পর হিটলারের সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই ঘটনার পর বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা সিনক্লেয়ার এবং মেনজিস হিটলারের বিরোধী আন্দোলনকে পাকাপোক্ত, শক্ত করবার জন্যে য়ুরোপে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের আরো একটি নতুন শাখা খুললেন। এই শাখার নাম হল সেকশন 'জেড'। এবং এই শাখার কর্তা হলেন লেঃ কর্নেল ক্লড ডেনসী। ঠিক হল এই 'জেড' ইনটেলিজেন্স বিভাগ বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের পাল্লা দিয়ে "সমান্তরাল সার্ভিসের" হিসেবে কাজ করবে। তবে একে অন্যের অস্তিত্বের খবর জানবেনা। কেউ জানতে পারবে না অন্য কে কী করছে।

এই নতুন শাখা গঠন করবার প্রয়োজন ছিল। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তার সরকারকে হিটলারের গোপন উদ্দেশ্যের কোন আভাষই দিতে পারেনি। অতএব খবর সংগ্রহ এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ করবার এবং বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার জন্যে একটি দপ্তর খুলবার প্রয়োজন ছিল। এ কাজের জন্যে একটি শাখা খোলা হল। ম্যুনিক সম্মেলনে হিটলার বড়াই করে বলেছিলেন যে, জর্মান সরকার লণ্ডন এবং প্যারীর ভেতর যে টেলিগ্রাম আদান প্রদান করছে।

প্রতিটি টেলিগ্রামই জর্মানীর আবভের দপ্তর তর্জমা করছে। প্রমাণ স্বরূপ হিটলার দুতিনটি টেলিগ্রামের তর্জমা চেম্বারলীনকে দেখালেন।

কী করে এই সব টেলিগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছিল? জানা গেল বৃটেনের রোম এবং বার্লিন এম্বাসীর সিকিউরিটি খুবই দুর্বল ছিল। খুব সম্ভবতঃ এই সব এম্বাসীর কোন স্থানীয় কর্মচারি বৃটিশ সরকারের গোপন কাগজ চুরি করছেন।

অতএব য়ুরোপে বৃটিশ এম্বাসীগুলির সিকিউরিটি আরো দৃঢ়, কঠোর করা হল। এছাড়া বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস য়ুরোপের বিভিন্ন বৃটিশ এম্বাসীর সিকিউরিটি পরীক্ষা করবার জন্যে তাদের কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কর্তা ভ্যালেনটিয়ান ভিভিয়ানকে রোম এবং বার্লিনে পাঠাল। ভিভিয়ান রোমের বৃটিশ এম্বাসীর দুর্বল সিকিউরিটি দেখে অবাক হলেন। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন দীর্ঘকাল ধরে রোম এম্বাসী থেকে বৃটিশ সরকারের গোপনীয় কাগজপত্র চুরি হচ্ছিল। ইতালি ইথোপিয়া আক্রমণ করবার পর বৃটশ এম্বাসীর কাগজ চুরি বেড়ে গিয়েছিল। এই সব কাগজ থেকে ইতালি সরকার জানতে পারল ইথোপিয়াকে বৃটিশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। অতএব ইতালি বিনা দ্বিধায় ইথোপিয়ায় অভিযান চালাল।

রোমের বৃটিশ এম্বাসী থেকে গোপন কাগজপত্র চুরি হচ্ছে তার কিছু আভাষ ইঙ্গিত বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রীও পেয়েছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে এম্বাসডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিদেশ সচিব এন্থনী ইডেনও জানতে পেরেছিলেন। বৃটিশ এম্বাসডার ছিলেন স্যর এরিব ড্রামণ্ড। তিনি ইডেনের এই অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না তবে কিছুদিন পরে এম্বাসী থেকে তার স্ত্রীর ডায়মণ্ড নেকলেস চুরি হবার পর এম্বাসডার সজাগ হলেন এবং তিনি তার মত পাল্টালেন।

ভিভিয়ান ভ্যালেনটাইন রোমের চ্যান্সারী এবং এম্বাসীর সিকিউরিটি নিয়ে তদন্ত করলেন। পরে ভিভিয়ানের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল যে বৃটিশ সরকারের সিকিউরিটি লংঘন করা খুবই সহজ কাজ এবং যদি "গেষ্টাপো" ইচ্ছে করে যে কোন সময়ে, দিনে কিংবা রাত্রে, এম্বাসীর ভেতর ঢুকে গোপন কাগজপত্র দেখতে চায় তাহলে তারা সে কাজ করতে পারবে। পরে ভিভিয়ানের রিপোর্টকে ভিত্তি করে বৃটিশ বিদেশ সচিব বিভিন্ন এম্বাসীর সিকিউরিটিকে আরো কঠোর মজবুত করবার নির্দেশ পাঠালেন।

* * *

মিউনিক চুক্তি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার প্রথম ধাপ। পর পর চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অস্ট্রিয়া দখল করে নেবার পর হিটলার খুশি হলেন। এদিকে চেম্বারলিন এবং বৃটিশ জনগণ হলেন বিস্মিত, হতভম্ব। তারা শুনতে চেয়েছিলেন 'শান্তির বাণী' কিন্তু শুনলেন 'লড়াইর দামামা'। বৃটিশ

ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এতদিন সবাইকে বলেছিল হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে। তাই চেম্বারলিন জর্মানীর অভিযোগে কোন বাধা সৃষ্টি করেননি। রাশিয়া এবং জর্মানী যদি ইউক্রেন নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করে তাহলে বৃটেনের আপত্তি থাকবে না। কিন্তু শোনা গেল হিটলার ফ্রান্স-বৃটেনের দিকে নজর দিয়েছেন। যুদ্ধ নিকটে, এই গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। এই গুজবের কারণ ছিল পরপর কয়েকটি ঘটনা—যা একটু ফেনিয়ে বলা দরকার।

লেঃ কর্নেল ডেনসীকে 'জেড' সেকশনের কর্তা করা হল। তাকে বলা হল তিনি গোটা য়ুরোপে ইনটেলিজেন্স-এ সাবোটাজ ইত্যাদি কাজকর্ম করবেন। বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে 'জেড' সেকশনের কাজকর্মের কোন আভাষ দেওয়া হলনা। বলা যায় 'জেড' সেকশন হল স্বাধীন অর্গানিজেশন।

ডেনসী ক্যাপ্টেন বেষ্টকে হল্যাণ্ডে 'জেড' সেকশনের কর্তা করে পাঠালেন। 'ক্যাপ্টেন বেষ্ট এবং তার স্ত্রী' হল্যাণ্ড অনেক পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কারণ ইংল্যাণ্ডে কর্তারা ভাবলেন ক্যাপ্টেন বেষ্ট হয়ত তার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে, হিটলার বিরোধী গোপন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রকে বেশ শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ করতে পারবেন। এছাড়া বেষ্টের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কাজ করবার অভিজ্ঞতাও বেশ ছিল।

বেষ্ট জর্মান রাজনীতি এবং হিটলারের দরবারে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সব খবর রাখতেন। এই সময়ে হিটলার বিরোধী একটি ষড়যন্ত্র বেশ দানা বেধে উঠেছিল। গোপনে 'জেড' সেকশন এই ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করছিল। হিটলারের বিরোধী দলের মধ্যে ছিলেন জেনারেল বেক, চীফ অব দি স্টাফ, জর্মান আর্মি এবং আবভেরের কর্তা এডমিরাল কানারী। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করবার পর জর্মান সৈন্যবাহিনীর অনেক বড় বড় জেনারেলরা এবং এডমিরাল কানারী হিটলারের বিরোধী এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন যার আভাষ আমরা আগেই পেয়েছি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে কিংবা বৃটিশ সরকারকে এই ষড়যন্ত্রের কোন আভাষ ইঙ্গিত দেয়নি। এদিকে ইংল্যাণ্ডে উইনষ্টন চার্চিল এবং তার সমর্থকেরা দাবি করছিলেন হিটলারকে হটিয়ে দেওয়া হোক কিংবা তাকে গুলি করে হত্যা করা হোক। বেষ্টের সাহায্য নিয়ে জেনারেল বেকের প্রতিনিধি কার্ল গোরেবডলার এসে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা মেঞ্জিসের সঙ্গে দেখা করলেন।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী গোয়েরডলার প্রস্তাব করেছিলেন যদি হিটলার আশ্বাস দেন তিনি যুদ্ধ করবেন না তবেই ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স উভয়েই হিটলারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার বৈঠকে বসবেন। হিটলার যদি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স জর্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ডাঃ গোয়েরডলার বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 'এরপর আমরা

উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করব এবং একটি সরকার গঠন করব। এই নতুন সরকার ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে কথা বলবে। বহু বিতর্কের বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। গোয়েরডলার বৃটিশ সরকারের কাছে তাদের এই প্ল্যানের উপর মতামত জানতে চাইলেন।

শুধু তাই নয়, গোয়েরডলার তাদের চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের একটি কর্মসূচী তৈরি করে বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার গোয়েরডলারের প্রস্তাবকে কোন গুরুত্ব কিংবা আমল দিলেন না।

আর একটি খবর রাশিয়াকে বিচলিত করে তুলেছিল। খবরটি ছিল যদি হিটলার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি কব্জা করেনেন তাহলে এর ফল হবে জর্মান-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব। এরপর হিটলার রাশিয়ার প্রতি নজর দেবেন। কারণ রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এন. কে. ভি. ডি. অনুমান করেছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন জর্মানীর উপর চাপ সৃষ্টি করবেন যেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন।

অবশ্যি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে একটি উড়ো খবর ছিল যে ইনটেলিজেন্সের বিভিন্ন দপ্তরে রাশিয়ার বন্ধু এবং কম্যুনিষ্ট নীতির সমর্থকেরা ঢুকে পড়েছে। যখন 'সেকশন ফাইভ' এবং 'সেকশন ডি' গঠন করা হয়েছিল তখন ঐ সব দপ্তরে কিম ফিলবী এবং গাই বার্জেস ঢুকে পড়েছিলেন। এরা ছিলেন রাশিয়ার ডবল এজেন্ট।

বৃটিশ সরকার আরো একটি উড়ো খবর পেল হিটলার হল্যাণ্ড আক্রমণ করবার প্ল্যান করছেন। বৃটিশ সরকার এই খবরটি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানাল। পরে জানা গেল খবরটি ছিল গুজব চেম্বারলিন সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন য়ুরোপে শান্তি হবেই। যুদ্ধ অসম্ভব। কিন্তু তার পরেই বাজারে আর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল। হিটলার এবার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন। পোলিশ বিদেশমন্ত্রী কর্ণেল বেক বাজারের এই গুজবকে হেসে উড়িয়ে দিলেন। গুজব ছিল হিটলার তার জেনারেলদের বলেছেন (২৩শে মে) 'পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার জন্যে আপনারা প্রস্তুত হন'।

পোল্যাণ্ড আক্রমণের আরো বিস্তৃত খবর পাওয়া গেল স্যার ভানসিটার্টের রিপোর্ট থেকে। ভানসিটার্ট পরে বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রণালয়ে এসে বললেন হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ আসন্ন। এ সাধারণ গুজব নয়। বৃটিশ বিদেশ দপ্তর পোল্যাণ্ড আক্রমণের খবর সহজে বিশ্বাস করতে চাইলনা, কারণ তাদের কাছে একটি গুজব ছিল জর্মান জেনারেলরা পোল্যাণ্ড আক্রমণে হিটলারকে বাধা দিচ্ছেন এবং বলেছেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তারা হিটলারকে হটিয়ে দেবেন।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স আরো একটি গুজব শুনেছিল যে নাৎসী দলের নেতা রিবেনট্রপ জর্মান সাম্রাজ্যকে বড় এবং প্রসার করতে চাইছেন। রিবেনট্রপ নিজেকে প্রগতিশীল নেতা বলে জাহির করতেন। কিন্তু নাৎসী দলের অন্যান্য

নেতা, যার মধ্যে ছিলেন গোয়েরিং তিনি রিবেনট্রপের নীতির বিরোধিতা করলেন। গোয়েরিং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতে চাইছিলেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা সিনক্লেয়ারের কাছে খবর ছিল গোয়েরিং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে আসবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে গোয়েরিং ইংল্যাণ্ডে এলেন না।

এরপর বৃটিশ সরকারের মনে আর কোন সন্দেহ রইলনা 'যুদ্ধ অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী'।

২২শে আগষ্ট ১৯৩৯, হিটলার ঘোষণা করলেন তিনি ২৬শে আগষ্ট ১৯৩৯ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন।

হিটলার এই বক্তৃতায় আরো বললেন: কয়েকদিনের মধ্যে তিনি জর্মান রাশিয়ান সীমান্তে গিয়ে স্টালিনের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করবেন এবং দুজনে মিলে সারা দুনিয়া ভাগ করে নেবেন। স্টালিন রুগ্ন, তিনি মারা যাবার পর জর্মানী রাশিয়াকে ভেঙ্গে দেবে। তারপর শুরু হবে "ডয়েচল্যাণ্ড উইবার আলেস"— অর্থাৎ জর্মানীর জয়জয়কার হবে। এবার জর্মানী-রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হল।

গোয়েরিং এই খবর শুনে আনন্দে নাচতে শুরু করলেন।

রুশ-জর্মান চুক্তি সাক্ষরিত হবার পর হিটলার নিরাপদ বোধ করলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন এই চুক্তি সাক্ষরিত হবার পব ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স জর্মানীকে আক্রমণ করবেনা কিংবা করতে সাহস করবে না। এবার তার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে কোন বাধা পেতে হবেনা।

এই সময়ে আর একটি খবরে হিটলার বিচলিত হয়েছিলেন। খবরটি ছিল, যে কোনদিন ইংল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড একটি সাহায্য চুক্তিপত্রে সই করতে পারে। মুসোলিনী ঠিক ঐ সময়ে কোন যুদ্ধ শুরু করবার বিরোধী ছিলেন। তাই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখলেন। বৃটিশ সরকার হিটলাবের এই সিদ্ধান্তকে ভুল বুঝলেন। তারা ভাবলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবার মতো কোন সাহস হিটলারের নেই। এদিকে আর একটি খবর ছিল রোম-বার্লিন বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে। এবং অনেক জর্মান জেনারেলরা ধমক দিয়ে বলছেন যদি হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন তাহলে জর্মান সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে। গোয়েরডলার বৃটিশ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিলেন; দুর্বলতা দেখাবেন না। হিটলার যদি জর্মান জেনারেলদের মতের বিরোধিতা করে, তাহলে তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে পারবেন না।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল বৃটিশ মন্ত্রণালয় খবর পেল, হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছেন।

ঠিক লড়াই শুরু হবার আগে ওয়াশিংটনের বৃটিশ এম্বাসী থেকে একটি খবরে জানা গেল যে এম্বাসী থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর চুরি করে রাশিয়ানদের কাছে বিক্রী করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের বৃটিশ এম্বাসীর সাইফার-

ক্লার্ক ছিলেন 'কেজিবি স্পাই।' আমেরিকান সরকারকে এই খবরটি দিয়েছিলেন 'কে জি বি'-র এজেন্ট ক্রিভিটস্কি। তিনি কিছু দিন আগে আমেরিকানদের কাছে বলেছিলেনঃ রুশ-জর্মানদের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হবে। এই চুক্তি সাক্ষর সত্যি বলে প্রমাণিত হবার পর বৃটিশ এবং আমেরিকান সরকারের কাছে ক্রিভিটস্কির কদর বাড়ল। ক্রিভিটস্কি আরো খবর দিলেন ওয়াশিংটনে বৃটিশ এম্বাসী সাইফার ক্লার্ক ক্যাপ্টেন জন কিং হলেন রাশিয়ান স্পাই। এবারও ক্রিভিটস্কিকে বিশ্বাস করা হল। ক্রিভিটস্কির দেওয়া খবরকে ভিত্তি করে ক্যাপ্টেন জন কিং কে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হল। ক্যাপ্টেন কিং তার দোষ স্বীকার করলেন। বিচারে তার দশ বছর জেল হল। বৃটিশ সরকারকে ওয়াশিংটন এম্বাসীর সাইফার দপ্তরকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হল।

এই বিপদ দুর্যোগের মধ্যে বৃটিশ সরকার দুইটি গোপনীয় মূল্যবান খবর পেয়েছিল। একটি খবর সত্যি ছিল, অপরটি ছিল 'মিথ্যা'। অক্টোবর ১৯৩৯ সালে অসলোর বৃটিশ এম্বাসীর নেভাল এটাচী একটি গোপন খবর পেলেন। খবরটি তিনি পেয়েছিলেন এক অজানা অপরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে। খবরে বলা হয়েছিল যদি বৃটিশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে চায় তাহলে তারা যেন বি. বি. সি-র মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়ে খবর পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইঙ্গিত দেবার বাণী ছিলঃ হ্যালো, 'হিয়ার ইজ লণ্ডন'।

নির্ধারিত সময়ে এই ইঙ্গিত দেওয়া হল। কিছুদিন পরে নেভাল এটাচি একটি প্যাকেট পেলেন। ঐ প্যাকেটে কিছু বৈজ্ঞানিক খবর ছিল। খবরগুলি যাচাই করবার জন্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ জোনসের কাছে পাঠান হল। তিনি ঐ ডকুমেণ্টগুলির মূল্য যাচাই করে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করলেন। জর্মান ডাইভ বোম্বারের সাহায্যে এণ্টি এয়ারক্রাফট মেশিনে কী ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র বসান আছে, তারপর রাডার, বোমা, এয়ারক্রাফট এবং পেনিমুনডে যেখানে "ভি ওয়ান", "ভি টু" বোমা তৈরি করা হচ্ছিল তার খবরও ঐ প্যাকেটে ছিল। পরে জানা গিয়েছিল এই খবরগুলি সত্যি ছিল।

দ্বিতীয় খবরে ছিল ব্যর্থতার সুর। ১৯৩৬ সাল। হল্যাণ্ডের বৃটিশ কলোনী। একদিন একটি খবরে জানা গেল, মেজর ডালটন আত্মহত্যা করেছেন।

মেজর ডালটন কে ছিলেন?

কেন তিনি আত্মহত্যা করেছেন?

তার আত্মহত্যার কারণ ছিল মেজর ডালটনের সিক্রেট ফাণ্ডের হিসেবপত্র মিলছিল না। তার তহবিলে দুই হাজার বৃটিশ স্টার্লিং ঘাটতি ছিল।

মেজর ডালটন ছিলেন হল্যাণ্ডে বৃটিশ পাশপোর্ট কণ্ট্রোল অফিসের কর্তা। কিন্তু তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্সের লোক।

পাশপোর্ট কণ্ট্রোলের বড় কর্তা ছিলেন 'ভিভিয়ান ভ্যালেনটাইন'। তাকে রোম এম্বাসী থেকে বদলি করে হল্যাণ্ডে পাঠান হয়েছিল। তার দপ্তরের আসল কাজ ছিল য়ুরোপ হিটলার বিরোধী আন্দোলনকে শক্ত করে গঠন করা এবং যারা এ কাজ করবে তাদের সাহায্য করা।

ডালটন ছিলেন ভিভিয়ানের একজন বিশ্বাসী লোক।

এখানে বলা দরকার য়ুরোপে বৃটিশ স্পাই, পি সি ও এবং জেড অর্গানিজশনের অস্তিত্বের কিংবা কাজ কর্মের কোন খবর রাখতনা কিংবা জানত না।

ডালটন তার এক এজেণ্টকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাকী টাকা পরে দেবেন। ডালটন ঐ টাকা দিতে পারেননি। পরে এজেণ্ট আবভেরের কাছে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কার্যকলাপের বিস্তারিত খবর দিয়েছিলেন।

এরপর ডালটনের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ ছিল না।

ডালটনের স্থানে এলেন মেজর স্টিভেন্স।

মেজর স্টিভেন্স এবার জ্যাক হুপার নামে এক শয়তান, দুর্নীতির রাজাকে তার পি. সি. ও'তে রিক্রুট করেছিলেন। ঐ হুপার কোন এক সময়ে আবভেরেতে কাজ করতেন। হুপার নিজেও স্বীকার করেছিলেন তার আবভেরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পি সি ও এবং ষ্টিভেন্স এ খবর জানতে পারেননি। হুপার আবভেরকে অটো ক্রয়গারের কাজকর্মের খবর দিয়েছিলেন। অটো ক্রয়গার ছিলেন বৃটিশ ডবল এজেণ্ট। জর্মান নৌবাহিনীর কাছে তিনি পি. সি. ও'র এবং বিভিন্ন গোপন খবর দিচ্ছিলেন। হুপার এবার ক্রয়গারের মুখোস খুলে দিলেন। ক্রয়গার ধরা পড়লেন। পরে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। অবশ্যি আর একটি খবর হুপার জানতে পারেননি যে ভ্যান কুত্রিক নামে একজন ডবল এজেণ্ট জর্মানীর সঙ্গে কাজ করছেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগে জানা গিয়েছিল ভ্যান কুত্রিক হল্যাণ্ডে জর্মান এম্বাসীর এক ডিপ্লোম্যাটের কাছে বৃটিশদের খবর বিক্রী করছেন। এদিকে জর্মান বিদেশ মন্ত্রণালয় জানতে পারল যে হল্যাণ্ড-জর্মান এম্বাসীর একজন বড় মাপের ডিপ্লোম্যাট বৃটিশদের কাছে খবর বিক্রী করছেন। তারা হল্যাণ্ড-জর্মান এম্বাসীর এক সিনিয়র ডিপ্লোম্যাট, উলফগ্যাংগ জুপুটলিজকে ডেকে এই খবরটি দিল এবং বলল লোকটিকে খুঁজে বার করুন। জর্মানীর বিদেশমন্ত্রণালয় জানতে পারেনি যে দোষী ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং উলফগ্যাংগ। উলফগ্যাংগ বিদেশ-মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এখবর পেয়ে পালিয়ে লণ্ডনে চলে গেলেন।

* * *

কিছুদিন পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা সিনক্লেয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার তার গদিতে বসলেন তার সহকারি গ্রাহাম মেনেজিস। গদীতে বসে মেনেজিস এক সঙ্কটে পড়লেন। তার আমলে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার থেকে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের ব্যর্থতার এবং জর্মান সিক্রেট সার্ভিসের সাফল্যর কথা

শোনা গেল।

এ ছিল 'ভেনলো' কাহিনী। এই কাহিনীর পূর্বাভাষ দেওয়া দরকার।

যুদ্ধের আগে স্থির করা হয়েছিল ডেনসে তার স্পাই বাহিনী নিয়ে ফ্রান্স এবং সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন। ডেনসে 'জেড' অর্গানিজশনকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন পি.সি.ও'র পাশপোর্ট কণ্ট্রোল অফিসের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন। দুইটি আলাদা, স্বতন্ত্র স্পাইং অর্গানিজেশনের একই কাজ করা ঠিক হবেনা। তখন জেড অর্গানিজশনের কর্তা ছিলেন পেয়ন বেষ্ট এবং পাশপোর্ট কণ্ট্রোল অফিস অর্থাৎ পি সি.ও'র কর্তা ছিলেন স্টিভেন্স। আগেই বলা হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠান আর এক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের খবর রাখত না। কারণ দুটি প্রতিষ্ঠানের একহয়ে কাজ করবার কয়েকটি অসুবিধা ছিল। কারণ জর্মান ইনটেলিজেন্স এজেন্সী আবভের এবং এস ডি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর অর্থাৎ পি. সি. ও'র মধ্যে তাদের কিছু এজেন্ট ঢুকিয়েছিল। এর দরুন এস ডি—জেড অর্গানিজশনের কাজকর্মের খবর অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারত। তাই এস ডি এক প্ল্যান করে স্টিভেন্স এবং বেষ্টকে অতি সহজে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগে বলা হল হিটলারের বিরুদ্ধে যে সব চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তার পেছনে রয়েছেন স্টিভেন্স এবং বেষ্ট। এই গ্রেপ্তার ছিল ভেনলো কাহিনী।

* * *

ভেনলোর কাহিনী হল জেমস বণ্ডের কাহিনী। লোক চুরি করে নিয়ে যাওয়া। এ কাহিনীতে এডভেঞ্চারের সবই আস্বাদ ছিল শুধু সুন্দরী মেয়ে এই কাহিনীতে ছিলনা।

একদিন ক্রুড ডেনসীর তার পারীতে সফরের সময় এক জর্মান রিফিউজির দেখা পেলেন। তার সঙ্গে ডেনসীর কিছুটা আলাপ-পরিচয় ছিল। রিফিউজির নাম ছিল ডাঃ ক্লাউস স্পাইকার। ১৯৩৩ সালে নাৎসী সরকার ক্ষমতায় আসবার পর স্পাইকার জর্মানী থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাৎসী সরকার গঠন হবার আগে তিনি দুই জর্মান চ্যান্সেলরের প্রেস ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু পরে তিনি নাৎসী সংবাদপত্রের চোখের বিষ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্পাইকার এস ডি'-রও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

পারীতে এসে স্পাইকার জর্মান ফ্রীডম পার্টিতে যোগ দিলেন। পার্টির কাজ ছিল নাৎসী সরকারের বিরোধী ইস্তাহার জর্মানীতে বিলি করা। এই সব ইস্তাহার জর্মানীতে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। যুদ্ধ শুরু হবার পর এই পার্টি পারীর এক শহরতলীতে গিয়ে কাজ করতে শুরু করল। পার্টির একটি গোপন ব্রডকাষ্টিং স্টেশন ছিল। স্পাইকার এই ব্রডকাষ্টিং স্টেশন থেকে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বিবিসি থেকে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন।

ডেনসী ত্রিশ দশকের প্রথম থেকে স্পাইকারকে চিনতেন। স্পাইকার যে ঘোর

নাৎসী বিরোধী ছিলেন এই বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিলনা। স্পাইকার জর্মানীর বিভিন্ন দলের অনেক গোপন খবরাখবর রাখতেন।

স্পাইকার নাৎসী কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

একদিন ডাঃ ফ্রানজ ফিশার নামে এক জর্মান শরণার্থী বিখ্যাত লেখক এমিল লুডউগের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে স্পাইকারের কাছে এলেন। অতএব স্পাইকার ফিশারকে বিশ্বাস করলেন। এই বিশ্বাস করে স্পাইকার এক মারাত্মক ভুল করলেন। এই ভুলের জন্যে তাকে পরে অনুতাপ করতে হয়েছিল।

ফিশার আসলে ছিলেন জর্মান ক্রিমিনাল পুলিশের এক পুরোন পাপী। ১৯৩৩ সালে তিনি প্রায় সাড়ে তিন লাখ দুয়েচ মার্ক চুরি করেছিলেন। পুলিশ ফিশারকে ধরবার চেষ্টা করল। তিনি পালিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে তাকে কোন স্থান দেওয়া হলনা এবং ঐ দেশ থেকে তাকে বের করে দেওয়া হল।

ফিশার পারীতে এলেন এবং দুই তিন বছর এখানে রইলেন।

১৯৩৭ সালে ফিশার এস ডি বাহিনীতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এস ডি-তে তাকে স্থান দেওয়া হল। তিনি এস ডি'র বড় কর্তা হাইড্রিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পরে হিমলারের নজরেও পড়েছিলেন। ১৯৪০ সালে ফিশারকে ফ্রান্সে গেষ্টাপো অর্গানিজেশনে কাজ করবার জন্যে লুকিয়ে পারীতে পাঠান হল। জর্মান হাইকম্যাণ্ড সহজে গেষ্টাপোর কোন কর্মচারিকে পারীতে কাজ করতে দিত না। ফিশারকে বলা হয়েছিল যদি ভাল কাজ করতে পারে তাহলে তাকে টাকা চুরির অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

এই সময়ে ফিশারের কোন নির্ধারিত, নির্দিষ্ট কাজ ছিলনা। তার কাজ ছিল পারীতে বিদেশী শরণার্থীদের উপরে নজর রাখা এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া।

হঠাৎ একদিন হাইড্রিক ফিশারকে তার দক্ষতা দেখাবার সুযোগ দিলেন।

এই খেলায় আর একজন খেলোয়াড় ছিলেন জোহানেস ট্রাভেলেগিও। তিনি ভাল গান করতে পারতেন। প্রথমে ছিলেন অপেরা গায়ক।

১৯৩৫ সালে হিটলার যখন জর্মানকে 'অস্ত্রকরণ' করতে শুরু করলেন, তখন ট্রাভেলেগিও জর্মান বিমানবাহিনী লুফটওয়াফাতে যোগ দেবার জন্যে আবেদন করলেন। তার আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হল না। কারণ তার বিমানবাহিনীতে যোগ দেবার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। পরে এক পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি এডমিরাল কানারীর সঙ্গে দেখা করলেন। এডমিরাল কানারী তাকে এস ডি-র কর্তা হাইড্রিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রথম শ্রেণীর স্পাই, অর্থাৎ জেমস বণ্ড হবার সব যোগ্যতাই ট্রাভেলেগিওর ছিল। এবার এস ডি বাহিনী ট্রাভেলেগিও-র একটি কোড নেম দিলেন 'মেজর সোমস'। ট্রাভেলেগিওকে প্রথমে হল্যাণ্ড পাঠান হল। বলা হল তিনি সবার কাছে ঘোর নাৎসী নীতির বিরোধী, হিটলারের শত্রু বলে পরিচয় দেবেন। তার

কাজ হবে যে সব জর্মান শরণার্থীরা হিটলারের শাসনের বিরোধী সমালোচনা করছেন কিংবা তাকে ক্ষমতার গদী থেকে হটাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করা।

পরে হিটলার সুদতেনল্যাণ্ড দখল করবার প্ল্যান করলেন। ট্রাভেলেগিও এবং ফিশার তাদের দল বড় করলেন। দলের এই তৃতীয় খেলোয়াড়ের নাম ছিল স্ট্রাউস, পেশায় ব্যবসায়ী। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। স্ট্রাউস ডাঃ স্পাইকারকে বলেছিলেন ইংল্যাণ্ডে তার এত টাকা আছে যে ঐ টাকা দিয়ে তিনি হিটলারের বিরোধী নেতাকে দীর্ঘকাল পুষতে পারবেন।

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হল। ট্রাভেলেগিও-ফিশার বললেন হিটলারকে হটাবার জন্যে তারা সৈন্যবাহিনীতে একটি দল করেছেন। এই দলের মধ্যে জেনারেল ফ্রিৎস, রুনষ্টাড সবাই আছেন। ট্রাভেলেগিও বললেন জর্মান সিনিয়র অফিসারদের বক্তব্য হল হিটলার যুদ্ধ করে জর্মানীর বিপদকে ডেকে আনবেন এবং দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেন। যেমনি করে হোক হিটলারকে রুখে দিতে হবে। স্পাইকার গেণ্টাপোর এইসব কর্মচারিদের বিশ্বাস করলেন। তিনি এবার ডেনসীকে বললেন যে তিনি জর্মানীর এক শক্তিশালী বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে খবর ছিল জর্মান সৈন্যবাহিনীর কর্তারা হলো হিটলারের বিরোধী। কিন্তু বিরোধী কোন দলের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা।

স্পাইংএর নিয়ম অনুযায়ী ডেনসে এই বিরোধী নেতাদের সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। যদি তিনি এই দুই শরণার্থীর সঙ্গে দেখা করতেন তাহলে এর পরবর্তী দুর্ঘটনা হয়ত হত না। কারণ ডেনসীর লোক চিনবার ক্ষমতা ছিল।

তবু ডেনসীর মনে সন্দেহ হল। বিষয়টি নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে 'জেড' অর্গানিজশনের কর্তা বেষ্টের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ফিশার লোকটিকে নিয়ে কী করা যায় এই ছিল তাদের আলোচনার বিষয়। বেষ্ট দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিলেন এবং হল্যাণ্ডে তার একটি ব্যবসাও ছিল। এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা। তিনি এখানকার অনেক লোক চিনতেন। এই আলোচনার পর বেষ্ট ফিশারের অতীত নিয়ে তদন্ত শুরু করলেন। এই তদন্ত থেকে জানা গেল যে, ফিশার হলেন পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এবং কোনপ্রকারে বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব ফিশারের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত হবেনা।

এই নাটকের প্রযোজক হাইড্রিক স্থির করলেন এবার নাটকের ড্রপসীন অর্থাৎ যবনিকা পতন হওয়া দরকার। কারণ ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। এদিকে লণ্ডন থেকে নির্দেশ এল ফিশারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। লোকটা হয়ত কাজে লাগবে। বেণ্ট এই নির্দেশের বিরোধী ছিলেন। তবু লণ্ডনের নির্দেশ

তাকে মানতে হল।

বেষ্ট ফিশারের সঙ্গে দেখা করলেন। তবে নিজের পরিচয় গোপন করলেন। ফিশারকে বলা হল ট্রাভেলেগীও বেষ্টের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে জর্মান সীমান্ত ভেনলো শহরে এক হোটেল উইলহেলিমাতে অপেক্ষা করবেন। ঐখানে জর্মান বিমান বাহিনীর আর একজন মেজর সোমসও উপস্থিত থাকবেন। মেজর সোমস ছিলেন লুফটওয়াফার বিমানবাহিনীর জেনারেল গেইলের এডজুটানট ফিশার নিজে ঐ মিটিং আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না।

বেষ্ট সোমসের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু সোমস বেশি কিছু বলতে রাজি হলেন না। তিনি শুধু বললেন বিষয়টি নিয়ে আমার কর্তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চাই। স্থির হল বেষ্ট আর একবার সোমসের সঙ্গে দেখা করবেন এবং পরে কথাবার্তা বলবেন। অবশ্য সোমস বলেননি তার আসল কর্তা কে? কর্তার নাম ছিল রাইনহাবড হাইড্রিক। হাইড্রিক ছিলেন হিমলারের ডানহাত, এস ডি-এবং এস এস বাহিনীর কর্তা সোমসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই সোমসের সঙ্গে আবার কথাবার্তা বলতে তার কোন আপত্তি হলনা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিলেন। ঐদিন বেষ্ট হেগের বৃটিশ এম্বাসীতে টেলিফোন করে পাশপোর্ট কণ্ট্রোল অফিসার মেজর স্টিভেন্সের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি স্টিভেন্সকে 'জেড' অর্গানিজশনের দপ্তরে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

স্টিভেন্স লণ্ডনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেনঃ আপনি বেষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করুন। তবে আপনি ওর কাজকর্মে নাক গলাবেন না।

স্টিভেন্স বেষ্টের সঙ্গে ক খও দেখা করেননি এবং তার সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিলনা।

স্টিভেন্স জানতেন না যে জর্মান স্পাইরা পাশপোর্ট কণ্ট্রোল দপ্তরের উপর শকুনির নজর রাখছিল। অর্থাৎ ঐ দপ্তরে কোথায় কে আসে এবং ওখানে কী ধরনের কাজকর্ম করা হয় তার সব খবরই জর্মান ইনটেলিজেন্স নখদর্পণে রাখত।

ষ্টিভেন্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর আর একটি ঘটনা ঘটল যা স্পাইর ইতিহাসে প্রায় শোনা যায়না। লণ্ডন থেকে মেনজিস বেষ্টের কাছে তার স্পাইদের তালিকা চেয়ে পাঠালেন। সাধারণতঃ এই ধরণের স্পাইর তালিকা চাওয়া হয় না।

স্পাইদের তালিকা লণ্ডনে পাঠান বিপজ্জনক ছিল। বেষ্ট এবার একটা মীমাংসা করলেন। তিনি তার রিপোর্ট এবং স্পাইদের একটি তালিকা স্টিভেন্সকে দিলেন।, স্টিভেন্স লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছিলেন। স্থির হল স্টিভেন্স ঐ লিষ্ট মেনজিসের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু ষ্টিভেন্স এবং মেনজিস

জানতেন না যে তালিকায় যে সব স্পাইদের নাম লেখা ছিল, ঐ সব স্পাইদের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। নামগুলি ছিল 'ভুয়ো'। কিছুদিন পরে লণ্ডন থেকে মেজর হ্যাডন এলেন। বেস্ট স্টিভেন্স এবং হ্যাডন এক বৈঠকে বসলেন। ঐ বৈঠকে বেস্টকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হল।

এদিকে চেম্বারলিন যুদ্ধ এড়াবার জন্যে সব চেষ্টাই করেছিলেন। তার ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে হিটলার পোল্যাণ্ড দখল করে নিলেন। তখন চেম্বারলিন হয়ত তার ভুল বুঝতে পারলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী পূর্ব প্রান্ত থেকে পোল্যাণ্ডের আর এক অংশকে আক্রমণ করল। পোল্যাণ্ডকে দখল করে নিতে রেড আর্মির বেশি সময় নিল না। বাজারে গুজব রটেছিল শিগগিরই হিটলার হয়ত ফ্রান্স আক্রমণ করবেন। কারণ তিনি সৈন্যবাহিনীকে পশ্চিম প্রান্তে জড়ো করছেন।

চেম্বারলিনের চিন্তা বাড়ল।

চেম্বারলিনের পরামর্শদাতাদের পরামর্শ ছিল হিটলারকে গদি থেকে সরাতে হবে একাজ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই করা যাবে না। স্টিভেন্স, বেস্ট ফিশার, ট্রাভেথেনিও এবং মেজর সোমসের মিষ্টি কথায় ভুললেন। মেনে নিলেন এই দলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। হিটলারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কু দ্য আঁতাত কিংবা বিপ্লব করতে হলে তাদের সাহায্য দরকার। মেনজিস, ফিশার এবং সোমসের আশ্বাসকে বিশ্বাস করলেন।

* * *

পরের বৈঠকে মেজর সোমস অনুপস্থিত ছিলেন। বেস্টকে অনুরোধ করা হল: আমাদের সঙ্গে চলুন।

কোথায়? কৌতূহলী বেস্ট জিজ্ঞেস করলেন।

বেস্ট সন্দেহ করলেন। তিনি সোমসের প্রতিনিধির কথায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। জর্মানীর ভেতরে যাবার তার কোন ইচ্ছাই ছিল না। বাধ্য হয়ে সোমস বেস্টের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সোমস পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় বললেন জর্মান মিলিটারি হাইকম্যাণ্ড হিটলারের হাত থেকে ছুটি নিতে চায়। আমরা য়ুরোপ জর্মানীর ভবিষ্যতের কথা নিয়ে চিন্তা করেই হিটলারকে হটাতে চাই, সোমসের কণ্ঠস্বরে বেশ দৃঢ়তা ছিল।

বেস্ট এবার লণ্ডনকে খোলাখুলি ভাবে সব কথা বললেন: আমি এদের সন্দেহ করি। এই সব আলাপ আলোচনায় আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি....

লণ্ডন অবশ্য এই ব্যাপারে নাছোরবান্দা ছিল। এই দুই জর্মানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। এরা ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

এই সময়ে ফিশার সোমসকে বললেন: আপনার সঙ্গে দেখা করে এবং বিপজ্জনক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কথাবার্তা বলে আমরা নিজেদের বিপদকে ডেকে আনছি। এ ভাবে আর গরিমষী করে আমরা বেশিদিন কথা বলতে পারব না।

আপনারা কী করবেন খুলে বলুন। এ সাধারণ ছেলেখেলা নয়।

ফিশার সোমসকে জানবার চেষ্টা করলেন। বললেন বেষ্ট এবং ষ্টিভেন্স আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা প্রমাণ করুণ।

কী ধরণের প্রমাণ আপনারা চান? বেষ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

যদি বি বি সি কোন নির্দ্ধারিত দিনে এবং সময়ে একটি খবর প্রচার করে তাহলে আমরা স্বীকার করব আপনারা বিশ্বাসযোগ্য।

নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বি বি সি ফিশার সোমসের দেওয়া খবরটি প্রচার করল। এরপর হাইড্রিক, ফিশারের মনে বেষ্ট এবং ষ্টিভেন্সের পরিচয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।

আবার লণ্ডন বেষ্ট এবং স্টিভেন্সকে নির্দেশ পাঠাল প্ল্যান পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। প্রশ্ন করবেন না। তবে বিষয়টি নিয়ে একবার ডাচ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা, মেজর জেনারেল ভ্যানডড়শটের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন।

মেজর জেনারেল ভ্যানডড়শট ইংল্যাণ্ডকে ভালোবাসতেন। তার স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ। ভ্যানডড়শটের সঙ্গে ষ্টিভেন্সের বেশ গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

ভ্যা শট বেষ্ট এবং স্টিভেন্সকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। ভ্যানডড়শট সীমান্ত অতিক্রম করবার জন্যে সীমান্ত থেকে তাদের রক্ষী বাহিনী সরিয়ে নিলেন।

হাইড্রিক এই নাটক পরিচালনার দায়িত্ব তার সহকারি ওয়ালটার শেলেনবুর্গের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শেলেনবুর্গ ছিলেন জর্মান ইনটেলি-জেন্সের এক উজ্জ্বল তারকা। এর কথা পরে বলা হবে।

* * *

হল্যাণ্ডের সীমান্তে 'দিনকমপারলো' বলে একটি খুব ছোট শহর ছিল। স্থির হল ২০শে অক্টোবর, বেষ্ট, ষ্টিভেন্স ক্লফ এবং ফিশার ঐ শহরে যাবেন। কিন্তু 'জুটপেন' শহরে এসে বেষ্ট এবং স্টিভেন্স তাদের প্ল্যান পাল্টালেন। ফিশার এবং ক্লফ 'দিনকমপারলো' শহরে জর্মানদের ডেকে আনতে গেলেন। পরে ক্লফ টেলিফোন করে বললেন যে তারা জর্মানদের নিয়ে 'জুটপেন' শহরে আসছেন। ফিশার এদের বেষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন ফন আইডলিজ (আসল নাম ফন সালিশ এবং লেঃ গ্রেস ক্রিশ্চিয়ানমেন) আজকের আলোচনায় এরা যোগ দেবেন। আমি এদের দুজনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর জর্মানরা বললেন তাদের রাত আটটার মধ্যে জর্মানীতে ফিরে যেতে হবে। অতএব 'জুটপেন শহরে ঐ আলাপ আলোচনা করার জন্যে একটি 'সেফ হাউস' ঠিক করা হল।

দুজন জর্মানীকে দেখে বেষ্ট ভাবলেন হয়ত এরা সত্যিকারের জর্মান অফিসার। এবার তার মনে ধারণা হল হয়ত হিটলার নিজেও বৃটিশদের

সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতে চাইছেন।

আলোচনায় কোন বাধা বিঘ্ন হলনা। লণ্ডন এই আলোচনার বিষয় এবং মীমাংসার শর্ত বেধে দিয়েছিল। শর্ত ঠিক হল জর্মানী অষ্ট্রিয়া এবং পোল্যাণ্ড থেকে তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবে। হিটলারকে তো হটান হবেই।

আলাপ আলোচনা শেষ হবার আগে দেখা গেল ডাচ পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে। তারা খবর পেয়েছিল জর্মানরা ঐ বাড়িতে আছে। তাড়াতাড়ি ডাচ পুলিশকে চলে যাবার জন্যে অনুরোধ করা হল। ডাচ পুলিশের আগমনে আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হল। ঠিক হল চূড়ান্ত আলোচনার জন্যে আর একটি মিটিং 'হেগে' করা হবে।

ক্রিশ্চিয়ানসন ফিরে আসবার পর শেলেনবুর্গ এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্থির করলেন এই নাটকে আরো কয়েকজন অভিনেতাকে টানতে হবে এক ডাক্তার নাম ডাঃ ক্রিনি···তিনি ছিলেন শেলেনবুর্গের বন্ধু এবং বার্লিনের এক ক্লিনিকের ডাক্তার। স্থির হল ডাঃ ক্রিনি হবেন কর্ণেল মার্টিন' তিনি হবেন এই দলের ও আলোচনার নেতা···তার সঙ্গে যাবেন, লেঃ প্রস (ক্রিশ্চয়ানসন) এবং দলের আর একজন সদস্য হবেন ক্যাপ্টেন শেমেল। আর ক্যাপ্টেন শেমেলের রোলে অভিনয় করবেন ওয়ালটার শেলেনবুর্গ স্বয়ং।

শেলেনবুর্গ বাঘের খাঁচায় ঢুকে তার সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন' কারণ বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কাছে শেলেনবুর্গ ছিলেন জর্মান ইনটেলিজেন্সের এক বড় উজ্জ্বল তারকা।

জার্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে হাইড্রিকের পরেই ছিল তার স্থান! প্রথম মিটিং স্থগিত রাখা হল। চারদিন পরে আবার আলোচনা করবার জন্যে জর্মান দল হেগে গেল। জর্মান ডেলিগেশনে ক্যাপ্টেন ওয়েটিন হফ বৃটিশ ডেলিগেশনে তার অনুপস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করল। কারণ তিনি ছিলেন সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি। কিন্তু শেমেল (শেলেনবুর্গ) একাই ছিলেন একশো। তিনি আসর, মিটিং জমিয়ে রাখলেন

আলোচনায় স্থির হল 'কু দ্য আঁতাতের' পরে হিটলারকে গ্রেপ্তার করা হবে! অন্য নাৎসী নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে আলোচনায় সন্ধির শর্তও পেশ করা হল। এবার জর্মান প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করলেনঃ আলোচনার চূড়ান্ত দিনে বৃটিশ এবং ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরা কিংবা মন্ত্রীরা যোগ দেবেন কিনা? শেমেল জিজ্ঞেস করলেন শেষ দিনের আলাপ-আলোচনায় কোন কোন জর্মান নেতাকে বৃটিশ প্রতিনিধিরা স্বীকার করে নেবেন। গোয়েরিং এর নাম প্রস্তাব করা হল।

বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার জন্যে বৃটিশ ডেলিগেশন কিছু সময় চাইলেন। ঠিক হল বৃটিশ ডেলিগেশন পরিবর্তে দুই দল 'ওয়াকি টকির' সাহায্য

নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

পরের দিন বৈঠক হল না। পরে ওয়াকিটকির সাহায্যে [শেলেনবুর্গ] স্থির করলেন আলোচনার দিন হবে ৭ই নভেম্বর। এবার ডাচ জর্মান সীমান্তে ভেনলোর কাছে ব্রোরিক নামে একটি ছোট শহরে এক কাফেটেরিয়ার নাম করা হল। কিন্তু হিমলার হাইড্রিককে বলেছিলেন ব্যাপার গুরুতর। আলোচনা নিয়ে আর দেরি করা উচিৎ হবে না। এবার ড্রপসীন টেনে ফেলতে হবে। হাইড্রিক হিমলাবেব কথা শেলেনবুর্গকে জানালেন।

সেদিনকার আলোচনায় জর্মান ডেলিগেটরা অসন্তোষ প্রকাশ করল। স্থির হল পরের দিন বেস্ট এবং স্টিভেন্স তাদের গোপনীয় কাগজপত্র নিয়ে আবার কনফারেন্সে যোগ দেবেন। কিন্তু পরের দিন শেমেল এসে বললেন, অনিবার্য কারণে যে জেনারেলেব আজকের বৈঠকে যোগ দেবাব কথা ছিল তিনি যোগ দিতে পারবেন না কিন্তু বেষ্ট এবং স্টিভেন্সকে গ্রেপ্তার করবার জন্য এক কিডন্যাপিং স্কোয়াড সীমান্তে দেরি করছিল। তারা আর দেরি করল না। বেণ্ট এবং স্টিভেন্সকে কিডন্যাপ ক ব জর্মানীব অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হল।

পরে হল্যাণ্ডেব সংবাদ পত্রে এই কিডন্যাপের কাহিনী বেশ ফলাও করে ছাপা হল

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস হিটলারকে হটাবার প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে এ কথা বুঝতে সময় নিল না।

জর্মানী এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্রেব কাহিনী নিয়ে এক প্রোপাগানডার ঝড় তুলল। বলল বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস হিটলারকে হত্যা করবার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু গেস্টাপো তাদের প্ল্যানকে বানচাল করে দিয়েছে।

একই সময়ে বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ এম আই ফাইভ আবভেরের ভেতর তাদের কিছু এজেণ্ট ঢোকাবার চেষ্টা করছিল। এম আই ফাইভ এক প্রস্তাব করল ভবিষ্যতে যে সব জর্মান এজেন্টদের গ্রেপ্তার করা হবে তাদের হত্যা করা উচিত হবে না বরং তাদের সাহায্য নিয়ে আবভেরের কাছে মিথ্যা খবর পাঠাবার চেষ্টা করতে হবে হিসেব করে দেখা গেল এই কাজ করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই কাজের জন্যে এম আই ফাইভের প্রথম শিকার হল আর্থার ওয়েনস—'কোডনেম' স্নো। পেশায় তিনি ছিলেন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। কিছুদিনের জন্য তিনি কানাডায় চলে গিয়েছিলেন। পরে আবার লণ্ডনে ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগে ওয়েনস বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। জর্মান নৌবন্দরে যে সব সামরিক এবং বেসামরিক জাহাজ তৈরি করা হচ্ছিল তার খবর দেওয়া ছিল 'স্নো'র একটি বড় কাজ। পরে এম আই ফাইভ 'ওয়েন্সের' কাছ থেকে হামবুর্গের একটি ঠিকানা খুঁজে পেলেন। জানা গেল এ হল আবভেরের দপ্তরের একটি ঠিকানা। 'স্নো' এর জবাবে বললেন

এম আই ফাইভের কাজ করবার জন্য তিনি আবভেরের ভেতর ঢ্রকে খবর বার করবার চেণ্টা করছেন। 'স্নো' এম আই ফাইভকে আবভেরের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার একটি প্ররো বিবরণী দিলেন। পরে জানা গিয়েছিল 'স্নো' আবভেরকে অনেক মিথ্যা খবর দিয়েছিলেন। এম আই ফাইভ ঐ সময়ে 'স্নো'র বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কারণ তারা জানত ইচ্ছে করলে তারা যে কোন সময়ে 'স্নো'-কে গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু গ্রেপ্তার করলে আসল কাজ সিদ্ধি হবে না।

১৯৩৯ সালের আগণ্ট মাসে 'স্নো' এবং তার জর্মান বান্ধবী হামবর্গের দিকে রওনা দিলেন। 'স্নোর'-র সঙ্গে আর একজন এজেণ্ট ছিল। এম আই ফাইভ তাদের যেতে কোন বাধা দিল না।

কিছ্রদিন পরে 'স্নো' লণ্ডনে ফিরে এলেন।

ওয়াটারল্র স্টেশনে তাকে গ্রেপ্তার করা হল।

'স্নো' বললেন তিনি এম আই ফাইভের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছ্রক এবং ইংল্যাণ্ডে যে সব জর্মান এজেণ্টরা কাজ করছে তাদের নাম ঠিকানা দিতে প্রস্তুত। 'এম আই ফাইভ' 'স্নো'র প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিল।

'স্নো' এবার তার রেডিও ট্রানসমিটরের সাহায্যে কর্তার কাছে খবর পাঠালেন। হল্যাণ্ডে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই! 'আবহাওয়ার' কোড নিয়ে আসবেন। কোথায় এবং কখন দেখা করতে হবে জানাবেন। 'স্নো'র আবভেরের কণ্ট্রোলার ছিলেন মেজর রিটার।

আবহাওয়ার কোড ছিল প্রতিদিন আবহাওয়ার রিপোর্ট পাঠান। এইটে ছিল 'স্নো'র একটি বড় কাজ। পরে 'স্নো' এম আই ফাইভকে বললেন তাকে একজন ওয়েলসের নাগরিককে রিক্রুট করতে বলা হয়েছে। ওয়েলসে এমন একটি লোক চাই যিনি সাবোটাজের কাজ করতে পারবেন। গিউলেন উইলিয়ামস নামে এক প্রলিশ ইন্সপেক্টর হলেন 'স্নো'র ওয়েলসের এই নাগরিক।

'এম আই ফাইভ' গিউলেন উইলিয়ামসকে 'স্নো'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এর পরে আয়োজন অন্রযায়ী স্নো এবং উইলিয়ামস আমস্টারডামে গিয়ে রিটারের সঙ্গে দেখা করলেন। রিটার তাদের টাকা দিলেন। পরে আবভেরের কোড সাইফার মাইক্রোডট তৈরি করবার নিয়মকান্রন শেখালেন। শ্রধ্র তাই নয়, একটি বাক্সে কিছ্র বোমাও দিলেন। রিটার ইংল্যাণ্ডে আবভেরের আরো দ্রজন এজেণ্টের নাম ঠিকানা দিলেন। এজেণ্টদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। তার নাম ছিল মিথাইলড ক্রাফট। পরে এম আই ফাইভ এদের গ্রেপ্তার করল। রিটার আবভেরের একটি বিশেষ কোড 'স্নো'কে দিয়েছিলেন। পরে এই কোডের সাহায্য নিয়ে এম আই ফাইভ, আবভেরের কোড সাইফারকে ভাঙ্গতে শ্রর্ করল। 'স্নো'র কাজকে নকল করে ব্রটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স 'ডবল ক্রস' সিস্টেম চাল্র করেছিলেন। সেই কাহিনী পরে বলা হবে।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স এম আই ফাইভ কিংবা স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ (এস ও ই) কিংবা অন্যান্য ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স শাখার বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কাহিনী বলবার আগে আমাদের বিভিন্ন জর্মান ইনটেলিজেন্স বাহিনী-গুলির এবং এদের বিভিন্ন বড় কর্তাদের কিছু পরিচয় দেওয়া-দরকার। শুধু তাই নয়, জর্মান ইনটেলিজেন্স বাহিনী ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় কী ধরনের স্পাইং করে থাকত সেই সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রথমে নাৎসী নেতাদের সম্বন্ধে কিছু বলব। নেতারা জানতেন খবরই তাদের প্রধান শক্তি। কারণ দেশের ভেতর এবং বাইরের কোথায় কী ঘটছে একথা জানতে পারলে তারা অন্যের উপর টেক্কা দিতে পারবেন। তাই নেতারা খবর সংগ্রহ করবার জন্যে নিজেদের অধীনে কিছু খবর সংগ্রহের দপ্তর করেছিলেন।

প্রথমে গোয়েরিং। তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর মন্ত্রী। মন্ত্রী হবার পর তিনি তার মন্ত্রণালয়ে খবর সংগ্রহের জন্য একটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট খুলেছিলেন।

এই দপ্তরের কর্তা ছিলেন হানস সিম্ফ। তিনি ছিলেন গোয়েরিং-র বিশেষ বন্ধু। গোয়েরিং চেয়েছিলেন খবর সংগ্রহ করে ঐ খবর হিটলারকে দেবেন। তাহলে হিটলারের কাছে তার সম্মান, কদর বাড়বে।

হিটলারের সংগ্রামের প্রথম জীবনে এবং নাৎসী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন আর্নেষ্ট রোয়েম। একদিন গোয়েরিং-এর দপ্তর খবর দিল রোয়েম হলেন 'হমোসেক্সুয়াল'। এই অপরাধে রোয়েমকে গুলি করে হত্যা করা হল। এর পরে সিম্ফকে হত্যা করা হল। কারণ সিম্ফ এই হত্যাকাণ্ডের অনেক কিছু জানতেন।

গোয়েরিং-এর রিসার্চ ডিভিশন টেলিফোন লাইন ট্যাপ করত, চিঠি খুলে পড়ত এবং টেলিগ্রামের কোড অনুবাদ করত।

হিটলারের নাৎসী দলের নাম ছিল "ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট জর্মান ওয়ার্কস পার্টি", এন এস ডিপি অর্থাৎ নাৎসী পার্টি। নাৎসী পার্টির নিজের একটি ইনটেলিজেন্সের ব্যুরো ছিল, এবং তার নাম ছিল জিকহারহাইট দিয়েনস্ত—কিংবা 'এস ডি' (সিকিউরিটি সার্ভিস)। 'এস ডি'-র কাজ ছিল নাৎসী পার্টির বড় ইনটেলিজেন্স ইউনিট 'এস এস'—স্লুতজ স্টাফেল (প্রটেকশন স্কোয়াড্রন)-কে আসন্ন বিপদের বিভিন্ন ধরনের খবর দেওয়া। ১৯২৩ সালে 'এস এসকে' হিটলারের বডিগার্ড হিসাবে গঠন করা হয়েছিল। পরে সমস্ত নাৎসী পার্টির নেতাদের এবং পার্টির সিকিউরিটি দেখবার জন্যে 'এস এসকে' ব্যবহার করা হত। ১৯২৯ সালে হিটলার তার সহকর্মী হিমলারকে 'এস এসে'র বড় কর্তা করলেন। হিমলার ছিলেন হিটলারের একজন ভক্ত এবং ঘোর ইহুদি বিদ্বেষী।.......

হিমলার পরে 'এস এস' এবং এস ডি'র বড় কর্তা হলেন। তিনি হলেন পুলিশ মন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রী হিসেবে তিনি হলেন 'গেষ্টাপো' অর্থাৎ পলিটিক্যাল পুলিশ

ফোর্স—যার কাজ ছিল রাজনৈতিক ক্রাইম নিয়ে তদন্ত করবার বড় কর্তা। তার হাতে ছিল পুলিশ বাহিনীর আর একটি শাখা 'ক্রিপো' অর্থাৎ ক্রিমিনাল পুলিশ বাহিনী।

১৯৩৯ সালে নাৎসী পার্টি সরকারে অংশগ্রহণ করবার পর নাৎসী পার্টি, পুলিশ বাহিনী এবং সরকারি পুলিশ বাহিনীকে এক করা হল। গঠন করবার পর এর নাম হল 'আর এস এইচ এ'—কিংবা রাইখ সেণ্ট্রাল সিকিউরিটি পুলিশ বাহিনী। গেষ্টাপো হল 'আর এস এইচ এ' একটি শাখা-এ। 'এস ডি'র আর কয়েকটি শাখার নাম ছিল ফরেইন ইনটেলিজেন্স, আভ্যন্তরীণ ইনটেলিজেন্স। এই সব দপ্তর রাইখ সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের অংশ ছিল।

হিমলারের ডান হাতের নাম ছিল রাইনহারড হাইড্রিক। পরে হাইড্রিক হয়েছিলেন এক দানব। এমন একটি সময় এসেছিল যখন হিমলারও হাইড্রিককে ভয় পেতেন।

কী করে হিমলার হাইড্রিককে নিয়োগ করেছিলেন? হিমলার পুলিশ মন্ত্রী হবার পর পার্টি দেশের এবং পুলিশের কাজ দেখবার জন্যে একজন সুযোগ্য কর্মঠ সহকারির খোঁজ করছিল। রাইনহারড হাইড্রিক এক পরিচয়পত্র নিয়ে হিমলারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হিমলারের কাছে পরিচয়পত্রটি দিয়েছিলেন হাইড্রিকের ভবিষ্যৎ স্ত্রী মিস ভন অষ্টেন। মিস ভন অষ্টেনের সঙ্গে হিমলারের বন্ধুত্ব ছিল।

ঐ সময়ে হাইড্রিকের বয়স ছিল মাত্র সাতাশ। ম্যুনিক শহরে হিমলারের একটি মুরগীর ফার্ম ছিল। হাইড্রিক ঐ মুরগীর ফার্মে গিয়ে হিমলারের সঙ্গে দেখা করলেন। চিঠিতে হাইড্রিকের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছিল হাইড্রিক নৌবাহিনীতে সিগন্যাল অফিসার ছিলেন। কিন্তু হিমলার 'সিগন্যাল অফিসারকে' ভুল করে 'ইনটেলিজেন্স অফিসার' বলে পড়লেন। তিনি হাইড্রিককে নাৎসী পার্টির সিকিউরিটি কী ধরনের হওয়া উচিৎ এবং কী ভাবে সিকিউরিটির কাজ করতে হবে সেই নিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখতে বললেন। হাইড্রিকের 'ইনটেলিজেন্স' সম্বন্ধে কোন কিছু জ্ঞান ছিল না। তিনি ঐ প্রবন্ধে বহু মিলিটারি শব্দ ব্যবহার করে হিমলারকে আকৃষ্ট করলেন। বলা দরকার হাইড্রিক নৌবাহিনীতে কাজ করতেন এবং এক গুরুতর অপরাধের জন্যে তাকে ঐ কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। হিমলার হাইড্রিকের প্রবন্ধ পড়ে খুশি হলেন এবং ঐখানেই নাৎসী পার্টির চীফ সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে নিয়োগ করলেন। তিনি হাইড্রিকের চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর পর হাইড্রিক আর পেছনে ফিরে তাকাননি।

হাইড্রিকের বাবা ছিলেন অপেরার গায়ক এবং তার মা ছিলেন থিয়েটারের অভিনেত্রী। তার জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালে। হাইড্রিক সব কাজই খুব সুষ্ঠু নিপুণ ভাবে করতেন।

মুনিখ শহর, ১০ই আগস্ট, ১৯৩১ সাল। হাইড্রিক পার্টি দপ্তরে বসে তার কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি সংবাদপত্রের ক্লিপিং থেকে খবর সংগ্রহ করতেন। তারপর তিনি নাৎসী পার্টির সভা সমিতিতে কী করে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে তার পদ্ধতি, আইনকানুন কী হবে সেই নিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তার বক্তৃতা সবাইকে আকৃষ্ট করল। পার্টির কর্তাদের কাছে তার আদর বাড়ল। পরে তিনি এস এস বাহিনীর এক ইনফরমেশন ব্যুরো খুললেন। এই সময়ে হাইড্রিক আর একটি কাজ করে পার্টির কর্তাদের প্রিয়পাত্র হলেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে নাৎসী পার্টির এক সদস্য নিয়মিত ভাবে পুলিশের কাছে পার্টির খবর বিক্রী করছেন। হাইড্রিক এই লোকটিকে বশ করলেন এবং লোকটির কাছ থেকে বাভেরিয়ান পুলিশ বাহিনীর কাজকর্ম সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে শুরু করলেন।

শুধু মাত্র 'এস এসের' ইনটেলিজেন্স ইউনিট ছিলনা। দলের আর একটি শাখা 'এস এ' Storm battalion—'স্টর্ম ব্যাটেলিয়ান' অর্থাৎ নাৎসী পার্টির রাস্তায় ঝগড়া বিবাদ, মারপিটের খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি ইনটেলিজেন্স শাখা ছিল। আগে পুলিশ এস এ'র বহু শাখার কাটছাট করে দুর্বল করে দিয়েছিল। এস ডি'র কর্তা হবার পর হাইড্রিক 'এস এ' তার হাতের মুঠোয় আনলেন। এরপর হাইড্রিকের উন্নতি হল এবং তিনি কর্ণেল ও পার্টির সব ইনটেলিজেন্স ইউনিটের বড় কর্তা হলেন।

প্রতিদিন 'এস ডি' সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় বড় হচ্ছিল। এবার 'এস ডিকে' পার্টি অফিস থেকে সরিয়ে মিউনিকের এক শহরতলীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

নাৎসী পার্টি সরকারের গদিতে বসবার পর পার্টির সদস্যদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হল। প্রথমতঃ হিমলার পুলিশ মন্ত্রী হলেন এবং হাইড্রিক হলেন তার এক বিশ্বস্ত ডেপুটি সহকারি।

এরপর প্রশ্ন হল 'এস ডি'র ভবিষৎ কী হবে ? কারণ এস ডি'কে গঠন করা হয়েছিল পার্টিকে সিকিউরিটির জন্যে। কিন্তু দেশের সরকার এবং পার্টি এক হবার পর 'এস ডি'কে রাখা উচিৎ হবে কিনা এই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হল। হিমলার এবং হাইড্রিক 'এস ডি' বিলোপ করার বিরোধী ছিলেন। প্রশ্ন হল সরকারি পুলিশ এবং 'এস ডি'র কাজকর্ম কী করে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে।

হাইড্রিক এই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি বললেন গেস্টাপো অর্থাৎ সরকারি পুলিশের কাজ হবে সাধারণ জনসাধারণের অপরাধের উপর নজর রাখা এবং 'এস ডি-র' কাজ হবে যারা পার্টির আইডোলজিক্যাল কিংবা আদর্শের বিরোধিতা করছে তাদের উপর দৃষ্টি রাখা। এই দুইটি প্রশ্নের অর্থাৎ গেস্টাপো এবং এস ডি-র ক্ষমতা কী হবে এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে যে বাদানুবাদ এবং প্রশ্ন শুরু হল সেই তর্ক বিতর্ক থেকে লাভবান হলেন রাইনহারড হাইড্রিক। কারণ

হাইড্রিক 'এস ডি' কিংবা পার্টির ইনটেলিজেন্স ইউনিটের শাখাগুলির কাঠামো শক্ত এবং মজবুত করে তুলেছিলেন। তিনি সরকারি ইনটেলিজেন্স কিংবা সামরিক বাহিনীর ইনটেলিজেন্স ইউনিটের কাছে পার্টির ইনটেলিজেন্স ইউনিটের মাথা নত করেননি। বরং দেশে-বিদেশে সবার চোখের সামনে নাৎসী পার্টির ইনটেলিজেন্স ইউনিট 'এস ডি' এবং 'এস. এস' গেস্টাপো বাহিনী বড় হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া প্রতিদিনই হাইড্রিক এক একটি সরকারি দপ্তরকে নিজের হাতের মুঠোয় আনছিলেন। তাই তার ক্ষমতার কোন হ্রাস হলনা।

এই ক্ষমতা বিস্তার কিংবা ক্ষমতার বুনিয়াদকে শক্ত, মজবুত করবার আগে রাইনহারড হাইড্রিক তার দলের মধ্যে এবং দেশের চারদিকে স্পাইর জাল ছড়িয়ে রেখেছিলেন। পার্টির ভেতর কেউ হিটলার, কিংবা পার্টি বিরোধী কোন বক্তৃতা দিলে হাইড্রিকের হাত থেকে সেই বক্তা কিংবা অপরাধী রেহাই পেতো না। এই কাজ করবার জন্যে তিনি 'এস ডি' বাহিনীকে চারটি শাখায় ভাগ করেছিলেন এবং সব ধরনের বিভিন্ন খবর এস ডি'র দপ্তরে এসে পৌঁছুতো। পরে হিটলার নিজেও পার্টি এবং দেশের উপর তার কণ্ট্রোল রাখবার জন্যে এস ডি'কে পুরোপুরি সাহায্য এবং সমর্থন করতে লাগলেন। তিনি 'এস ডি-কে' পার্টির ফরেইন পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

১৯৩৪ সাল। দেশে কয়েকটি ঘটনা 'এস ডি-কে' বিশেষ শক্তিশালী করে তুলল। রোয়েমের হত্যার পর হিটলার নির্দেশ দিলেন পার্টিতে 'এস ডি' ছাড়া অন্য কোন ইনটেলিজেন্স ইউনিট কাজ করতে পারবে না। হাইড্রিকের বয়স যখন মাত্র ত্রিশ, তখন তিনি পার্টির ইনটেলিজেন্স বাহিনীর একমাত্র সর্বময় কর্তা হলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রইল না।

পার্টি-বিরোধী ইনটেলিজেন্স ইউনিটগুলিকে বিলোপ করবার পর হাইড্রিক এবার সরকারি দপ্তরগুলির উপর নজর দিলেন। রোয়েমের হত্যার চারদিন পরে পুলিশবাহিনী হাইড্রিকের 'এসডি' বাহিনীকে দেশের একমাত্র কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগ বলে স্বীকার করে নিল। এইভাবে দেশের কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের সব কাজকর্মের দায়িত্ব হাইড্রিকের অর্থাৎ 'এসডি'র হাতে চলে এল। এরপর এস ডি বিদেশী স্পাইদের উপর নজর রাখবার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে নিল। হাইড্রিককে বাধা দেবার কেউ ছিলনা। প্রতিদিনই হাইড্রিক সরকারি দপ্তরগুলি ছিনিয়ে নিতে লাগলেন। সরকারি পুলিশবাহিনী 'এসডি'কে কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের মর্যাদা দেওয়া ছাড়াও দেশের একমাত্র নিরাপত্তা বাহিনী বলে স্বীকার করে নিল।

হাইড্রিক এবার বিদেশেও 'এসডি' শাখা খুলবার এবং তার প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করলেন। এই সময়ে হিটলার হিমলারকে জর্মানীর ন্যাশনাল পুলিশ চীফ হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এবার হাইড্রিকের ক্ষমতা বাড়ল। হাইড্রিক নিজের ক্ষমতা ও কাজকে ভাগাভাগি করবার জন্যে মিলিটারি

ইনটেলিজেন্স এডমিরাল কানারীর আবভেরের কর্তার সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন। বলা হল আবভের এবং 'এস ডি' তাদের কাজকে ব্যাখা এবং বিশ্লেষণ করে নিক। আরো সহজ ভাষায় বলা যায় জর্মান মিলিটারি ইনটেলিজেন্স 'আবভের' 'এস ডিকে সরকারি স্বীকৃতি দিল। কিছুদিন আগে এস ডি ছিল পার্টির শুধু ইনটেলিজেন্স ইউনিট।

আবভেরের কাছ থেকে সরকারি দপ্তরের স্বীকৃতি পাবার পর 'এস ডি' এবং হাইড্রিক বিদেশ দপ্তরগুলির উপর নজর দিলেন। হাইড্রিক বিভিন্ন দেশের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করলেন। চুক্তিকে কার্যকরী এবং সফল করবার জন্যে তিনি ঐ সব দেশে গেষ্টাপোর কিছু লোক নিয়োগ করলেন। যুদ্ধের আমলে তিনি বিভিন্ন জর্মান দূতাবাসে গেষ্টাপোর প্রতিনিধি পাঠালেন। এদের কাজ ছিল বিদেশী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগও সম্পর্ক রাখা।

'আর এস এইচ এ' (RSHA) গঠন হবার পর হাইড্রিক সব চাইতে বড় গদিতে বসলেন। এবার হাইড্রিক দেশবাসীর কাছে আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। বলা হত হিমলারের শরীরে দয়ামায়া আছে কিন্তু হাইড্রিক হলেন নির্দয় এবং কঠোর। কেউ কখনও হাইড্রিকের সঙ্গে বসে ড্রিংক কিংবা লাঞ্চ ডিনার খেতেন না। তিনি খেলতে ভালবাসতেন এবং প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়তেন। ঐ সময়ে তার একমাত্র সঙ্গী ছিল আবভেরের কর্তা এডমিরাল কানারী। এছাড়া হাইড্রিক খুব ভাল 'স্কী' করতে পারতেন।

হাইড্রিক ছিলেন গেষ্টাপোর বড় কর্তা এবং এই কারণে তার হাতে ছিল প্রচুর ক্ষমতা। তিনি সামরিক বাহিনীর ইনটেলিজেন্স দপ্তর আবভেরকে হাতের মুঠোয় আনতে চেয়েছিলেন। তবে হাইড্রিক আবভেরকে কানারীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। প্রকাশ্যে তিনি কানারীর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব দেখাতেন। কানারীও জানতেন সুবিধা পেলেই হাইড্রিক তাকে হত্যা করতে সংকোচ বোধ করবেন না। হাইড্রিক এবং কানারী বার্লিনের একই রাস্তায় থাকতেন। প্রায়ই দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হত।

হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করে নেবার পর হাইড্রিককে 'বোহেমিয়া মরোভিয়ার (চেকোশ্লোভাকিয়া) গভর্নর করে পাঠালেন। নিষ্ঠুরতার জন্যে হাইড্রিকের দুর্নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাজারে একটি গুজব ছিল হিটলার হাইড্রিককে ফ্রান্সের গড়িলা বাহিনীকে দমন করবার জন্যে ফ্রান্সে পাঠাবেন। কারণ হাইড্রিক তার কাউন্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তরকে বেশ দক্ষ করে তুলেছিলেন। কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কাজকর্ম কী হবে এ নিয়ে এডমিরাল কানারী এবং হাইড্রিকের মধ্যে মতভেদ ছিল।

'বৃটিশ স্পেশাল অর্গানিজেশন এক্সিকিউটিভ' (এস ও ই) এবং বৃটিশ কাউন্টার এসপিওনেজ (এম আই ফাইভ) চিন্তাভাবনা করছিল কী করে হাইড্রিককে হত্যা করা যায়। যুদ্ধের সময় হাইড্রিককে হত্যা করবার একটি

উপায় খ‌ুঁজে পাওয়া গেল। তাকে হত্যা করবার সুযোগটি করে দিয়েছিলেন 'চেক' ইনটেলিজেন্সের কর্তা জেনারেল মেরাভাক। চেকোশ্লোভাকিয়াতে হাইড্রিকের আর একটি বিকল্প নাম ছিল 'প্রাগের কষাই'।

বিভিন্ন কারণে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিশেষ গ‌ুর‌ুত্ব দিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার তৈরি অস্ত্র এবং লোহা স্টীল ফ্যাক্টরি জর্মানীর য‌ুদ্ধের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চেক গড়িলা বাহিনী যেন কোন প্রকারে স্টীল ফ্যাক্টরি এবং অস্ত্র তৈরী করবার কাজে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যে সারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ত্রাস, আতঙ্ক সৃষ্টি করবার দরকার ছিল। এই আতঙ্ক সৃষ্টি করবার কাজটি করেছিলেন হাইড্রিক। এই আতংক সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি কিছ‌ুটা ভয় কিছ‌ুটা শয়তানি চক্রান্তের পথ অন‌ুসরণ করেছিলেন।

১৯৪১ সালে হিটলার হাইড্রিককে চেকোশ্লোভাকিয়াতে গভর্ণর করে পাঠালেন। হাইড্রিকের চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রথম কাজ ছিল সামরিক আইন 'জারি করা'। চেক প্রধানমন্ত্রী জেনারেল এলিয়াসের বির‌ুদ্ধে গ‌ুর‌ুতর অভিযোগ করা হল। বলা হল তিনি দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন। বিচারের জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে বার্লিনে পাঠান হল। শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। হাইড্রিকের চেকোশ্লো-ভাকিয়াতে একটি বড় কাজ এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'চেক' জাতিকে নির্ম‌ূল এবং ধ্বংস করা। হাইড্রিক বলতেন ভবিষ্যতে এ দেশে সবার ম‌ুখে শ‌ুধ‌ু শোনা যাবে আমরা হলাম জর্মান। চেক জাতি বলে কিছ‌ু নেই।

হাইড্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ায় অস্ত্র তৈরী করার ফ্যাক্টরিগ‌ুলি চাল‌ু রাখবার জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন উপায়ে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। তাদের প্রচ‌ুর খাবার দেওয়া হত এবং তাদের রেশনের পরিমাণ বেশ লোভনীয় ছিল। 'সিগারেট' জামাকাপড় এবং তাদের ভালো মাইনে দেওয়া হত। সাধারণ নাগরিক, যারা হিটলার সরকারের বিরোধিতা করত, তাদের উপর অমান‌ুষিক অত্যাচার করা হত।

হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেবার পর চেক সরকার পালিয়ে এসে লণ্ডনে বনবাসী সরকার গঠন করল। এই সরকারের কর্তা ছিলেন ডাঃ বেনেস। চেক সরকারের ইনটেলিজেন্স ইউনিটের কর্তা ছিলেন জেনারেল মোরাভাক। তিনি এস ওই স্পেশাল অর্গানিজেশনের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতেন।

এস ও ই কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এস ও ই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল রাইন হারড হাইড্রিককে হত্যা করতে হবে। নইলে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং য‌ুরোপের অন্য দেশগ‌ুলিতে খ‌ুনের রক্ত গঙ্গা বইবে। এই হত্যা করবার প্ল্যান অতি গোপন রাখা হল। স্থির হল এই খ‌ুনের প্ল্যান কিংবা ষড়যন্ত্রের কথা দ্বিতীয় প্রাণীকে বলা হবে না।

হাইড্রিককে হত্যা করবার জন্যে দ‌ুইজন সাহসী গড়িলা সৈন্যের প্রয়োজন

ছিল। মোরাভাক দুইজন সাহসী গড়িলা সৈন্য যোগাড় করলেন। এদের নাম ছিল জান কুবিস এবং জোসেফ গাবিচিক।

কুবিস ছিলেন মরোভয়া শহরের এক চেক বাসিন্দা। গাবিচিক ছিলেন শ্লোভাক, দুজনেই অবিবাহিত ছিলেন। এদের অন্য কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। এদের ট্রেনিং দেওয়া হল কী করে হাইড্রিককে খুন করতে হবে।

একদিন কুবিস এবং গাবিচিককে হত্যার পুরো প্ল্যান খুলে বলা হল। প্ল্যান ছিল কুবিস এবং গাবিচিক প্যারাশুটের সাহায্যে প্রাগের কাছাকাছি এক জঙ্গলের সামনে এসে নামবেন। প্রায় ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে তারা প্রাগে গিয়ে পেঁছিবেন। প্রাগ হবে তাদের থাকবার এবং কাজ করবার হেডকোয়ার্টার্স। খরচপত্রের জন্যে তাদের স্থানীয় টাকা দেওয়া হল। বলা হল তারা যেন স্থানীয় চেক বাসিন্দার সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখে। কারণ লণ্ডনের স্পেশাল অর্গানিজেশন এক্সিকিউটিভের হেডকোয়ার্টারে খবর ছিল ইনফরমারদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের যোগাযোগ আছে। এদের মেলামেশা সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হল।

প্রাগের কাছে, প্রায় দুই মাইল দূরে একটি বড় বাড়িতে হাইড্রিক থাকতেন প্রতিদিন গাড়ি করে হাইড্রিক তার দপ্তরে যেতেন।

একদিন হাইড্রিকের বাড়ি মেরামত করবার জন্য জোসেফ নভোটনী নামে এক চেক মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠান হল। কাজ করতে গিয়ে নভোটনী হাইড্রিকের প্রতিদিনের দপ্তরে যাবার পথের একটি ম্যাপ খুঁজে পেলো। নভোটনী ঐ পথের ম্যাপটি চুরি করে এনে কুবিস এবং গাবিচিককে দিল। ম্যাপ থেকে বোঝা গেল দপ্তরে যাবার পথে একটি বড় রাস্তার মোড় আছে। ঐখানে হাইড্রিকের গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে হয়। এ ছাড়া ওখান থেকে হাইড্রিককে গুলি করা—হবে সহজ পন্থা। কুবিসকে, গাবিচেককে বলা হয়েছিল তারা যেন হত্যার পরেই সাইকেল করে পালিয়ে যায়।

২৭শে মে ১৯৪২ খবর পাওয়া গেল কুবিস এবং গাবিচিক 'প্রাগের কষাই' রাইনহারড হাইড্রিককে হত্যা করেছেন। হাসপাতালের খবর অনুযায়ী জানা গেল ৪ঠা জুন ১৯৪২ হাইড্রিক মারা গেছেন। হিটলার এই হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ নিলেন লিডিস নামে ছোট একটি গ্রামের সব বাসিন্দাদের গুলি করে হত্যা করলেন। মহিলা এবং অল্প বয়সী শিশুদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। কুবিস এবং গাবিচেককে ধরা হল। পরে তাদের গুলি করে হত্যা করা হল। জানা গিয়েছিল এদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এক চেক বিভীষণ, তার নাম ছিল কুরাল কুরদা।

লিডিসের হত্যাকাণ্ড আজও পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

* * *

হাইড্রিকের মৃত্যুর পর জর্মান সিকিউরিটি দপ্তরগুলি 'এস ডি' এবং 'এস

এস' ও গেস্টাপো বাহিনীকে হিমলার কিছুদিনের জন্যে নিজেই পরিচালনা করলেন। তারপরে তিনি কাল্টেনব্রুনার নামে আর এক জল্লাদকে পুলিশের কর্তা করলেন। কাল্টেনব্রুনার ছিলেন উকীল এবং ১৯৩১ সালে তিনি এস. এস বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি অস্ট্রিয়াতে 'এস ডি' বাহিনীর কর্তা হয়েছিলেন। অবশ্য এই সময়ে তার স্পাই'র কিংবা পুলিশের কাজ কাউকে আকৃষ্ট করেনি। এ ছাড়া হাইড্রিকের মতো হিমলার কিংবা হিটলারের কাছে তিনি খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিষ্ঠুর কষাই ছিলেন বটে তবে তার কাজ করবার যোগ্যতা কিংবা দক্ষতা হাইড্রিকের মত ছিল না।

কাল্টেনব্রুনার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ইনটেলিজেন্স বিভাগকে নিজের হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তার চাপে পড়ে বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ হিমলারের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন।

হিমলারের সঙ্গে এই চুক্তির শর্তের একটি ধারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। শর্তটি ছিল ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে যে সব খবর হিটলারের কাছে পেশ করা হবে সেই খবরগুলি দেবে রাইখ সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্ট। অর্থাৎ কাল্টেনব্রুনারের দপ্তর। এডমিরাল কানারী ডিসমিস হবার পর কাল্টেনব্রুনার আবভেরের কর্তা হয়েছিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ সালে হিটলার এক আদেশ জারি করে জর্মানীর সব ইনটেলিজেন্স দপ্তর গুলিকে এক করলেন। স্থির হল এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তা হবে—'এস-এস'।

'এস এস' ছিল শুধুমাত্র নাৎসী পার্টির ইনটেলিজেন্স ইউনিট, পরে হল সরকারি দপ্তর। এবার আবভেরকে জর্মান সামরিক বাহিনীর এস এসের অধীনে আনা হল।

জর্মানীর আরো দুটি সংস্থা ইনটেলিজেন্স সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য। একটির নাম ছিল ফরেইন ইনটেলিজেন্স অর্গানিজেশন। এরা বিদেশে অবস্থিত জর্মানদের কাজ কর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করত। এই সংস্থার সদস্যরা নিয়মিতভাবে নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবর বার্লিনে জর্মান সরকারের কাছে পাঠাত। এ ছাড়া নাৎসী প্রেসও বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহ করত। বড় বড় জর্মান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি 'আই জি ফারবেন' 'ক্রুয়েপ' খবর সংগ্রহ করে জর্মান সরকারের কাছে নিয়মিত পাঠাত।

* * *

২৮শে জুলাই ১৯৪৪ সালে এক অতি সাধারণ, মামুলি, নাৎসী পার্টির সদস্য, জর্মান ফরেইন ইনটেলিজেন্সের কর্তা হলেন। লোকটির নাম ছিল মারিয়াকাল জোষ্ট।

১৯২৮ সালে জোষ্ট নাৎসী পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তার

কাজ ছিল পার্টির ইস্তাহার প্রচার পুস্তিকা এবং প্রোপাগাণ্ডা করা।

জোষ্ট আইন পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। তার এক বন্ধুর চেষ্টায় তিনি 'হেস' প্রদেশের পুলিশ বাহিনীতে এক চাকুরি পেয়েছিলেন।

জোষ্টের এই পুলিশ বন্ধু 'এস ডি' বাহিনীতে কাজ নিয়ে বার্লিনে গিয়েছিলেন। হাইড্রিক এই বন্ধুর মুখে জোষ্টের কথা শুনতে পেলেন। জোষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেছিলেন। এই ধরণের একটি লোক এস ডি'-র দরকার ছিল। অতএব হাইড্রিক জোষ্টকে 'এস ডি-র' বিদেশ শাখার প্রধান করে বার্লিনে রাখলেন। এই রকম একটি অতি সাধারণ ব্যক্তিকে কেন এস ডি-র বিদেশ শাখার প্রধানের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল হাইড্রিক জোষ্টের কাছ থেকে কোন বিপদ ঝামেলার আশংকা করতেন না।

জোষ্ট বিদেশ শাখার খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারেন নি। এবং ঠিক ঐ সময়ে হাইড্রিক দেশের অভ্যন্তরে তার নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। বিদেশে স্পাইদের কাজ কারবার নিয়ে হাইড্রিকের বেশি উৎসাহ ছিল না। দপ্তরের অন্তর্কলহ নিয়ে জোষ্টও এত ব্যস্ত ছিলেন যে বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহে তিনি মন দিতে পারেননি। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবার পর হাইড্রিক জোষ্টকে এক বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পোল্যাণ্ড পাঠালেন।

পোল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে জোষ্ট দেখতে পেলেন তার কাছ থেকে গেষ্টাপোর প্রধান কর্তার পদটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জোষ্ট এবার বিদেশ বিভাগকে পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে স্পাই-ইনফরমারের নিয়োগ করলেন। এদিকে গেষ্টাপোর কর্তা হাইনরিখ ম্যুলার জোষ্টের দপ্তরে ভাগ বসাবার চেষ্টা করলেন। ম্যুলার বললেন জোষ্ট এই কাজ করবার জন্যে অনুপযুক্ত। জোষ্টের কাজে অবনতি হতে লাগল। জোষ্ট ও হাইড্রিকের হাত থেকে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। হাইড্রিক অভিযোগ করলেন জোষ্ট তার কাজ করতে পারছেন না। অতএব জোষ্টকে ঐ কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হল। জোষ্টর স্থানে এক নতুন যুবক এলেন। তার নাম ছিল ওয়াল্টার শেলেনবুর্গ। ভবিষ্যত জর্মান স্পাই জগতের ইতিহাসে শেলেনবুর্গ ছিলেন একটি বড় তারকা।

ওয়াল্টার শেলেনবুর্গ জন্মেছিলেন সারব্রুকেন এ, ১৬ই জানুয়ারি ১৯১০ সালে। তার বাবা পিয়ানো তৈরি এবং মেরামত করতেন। পরে প্রথম মহাযুদ্ধের পর তার বাবা, পরিবারসহ লাক্সেমবুর্গে চলে গিয়েছিলেন। লাক্সেমবুর্গে শেলেনবুর্গ ডাক্তারী পড়ছিলেন। পরে পয়সার অভাবে ডাক্তারী পড়তে পারলেন না। আইন পড়তে লাগলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে জর্মানীর পরাজয় শেলেনবুর্গের উপর প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি

করেছিল। তার বাবা সর্বসান্ত হয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে শেলেনবুর্গ সরকারী চাকুরির জন্যে আবেদন করলেন। এই কাজে দরখাস্ত করার জন্যে শেলেনবুর্গ নাৎসী পার্টিতে যোগ দিতে বাধ্য হলেন! তিনি 'এস এস' বাহিনীতে যোগ দিলেন। পরে তিনি 'এস ডি'-র সদস্য হলেন। কিন্তু তার আইনজীবি হবার প্রবল ইচ্ছা ছিল।

'এস এস/এস ডি' বাহিনীর সদস্য হবার পর শেলেনবুর্গ বন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাৎসী পার্টির সভায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তার এই বক্তৃতা, তার রাজনৈতিক মতবাদের কথা হাইড্রিক শুনতে পেলেন। তিনি বার্লিনের 'এস ডি' হেড কোয়ার্টার্সে শেলেনবুর্গকে নিয়োগ করলেন 'কিছুদিন ঐ ইনটেলিজেন্স বাহিনীতে কাজ করবার পর শেলেনবুর্গের স্পাইর কাজে আগ্রহ বাড়ল। শেলেনবুর্গ এবার থেকে উৎসাহ নিয়ে কাউন্টার এসপিওনেজের কাজ করতে শুরু করলেন। অবশ্যি তার এই চাকুরি ছিল সরকারি। শেলেনবুর্গ প্রথমে এই কাজে কোন গুরুত্ব দেননি। তিন বছর পরে শেলেনবুর্গ ইতালীতে গেলেন এবং মুসোলিনীর সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে কাজ করলেন। এই কাজ করবার সময় শেলেনবুর্গ নাৎসী পার্টির নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর শেলেনবুর্গ পার্টির এবং সরকারের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত সেই নিয়ে গভীর চিন্তা করে একটি রিপোর্ট লিখলেন। শেলেনবুর্গ লিখেছিলেন—স্পাই এবং ইনফরমারেরা কী কী উপায়, কী কী নীতি অনুসরণ, অবলম্বন করে খবর সংগ্রহ করবে। তার এই রিপোর্ট খুব সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার ভাষায় লেখা হয়েছিল। হাইড্রিক এই রিপোর্ট পড়ে খুশি হয়েছিলেন।

এস ডি'তে কাজ শুরু করবার সময় শেলেনবুর্গের হাইড্রিকের স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। হাইড্রিকের স্ত্রী মাদাম ভন অস্টেন এবার শেলেনবুর্গের ভবিষ্যৎ এবং উন্নতির কাজে সাহায্য করলেন। তার সুপারিশে শেলেনবুর্গকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল।

এই সময়ে শেলেনবুর্গের দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিলনা। শেলেনবুর্গের স্ত্রী-র নাম ছিল 'কাথে কোরতে ক্যাম্প'। পরে জানা গিয়েছিল স্ত্রী-স্বামীর চাইতে বয়েসে বড় ছিলেন। তিনি রাগী প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। শেলেনবুর্গ স্ত্রীর পোশাক, চলাফেরা হালচাল, নিয়ে অনেক অভিযোগ করেছিলেন। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার কোন বন্ধুর বাড়িতে কিংবা বাইরে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিলনা। একদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক বড় ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। ঝগড়ার কারণ ছিল শেলেনবুর্গ ঐদিন একটা বিশেষ কাজে বাইরে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বেশ রাত করে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তিনি বাড়িতে টেবিলের উপর খাবার থালা না দেখতে পেয়ে খাবারের খোজে ফ্রিজিডিয়ার খুললেন। ফ্রিজিডিয়ার খালি ছিল এই সময়ে তার স্ত্রী পেছন থেকে এসে তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। এরপর শেলেনবুর্গ বাড়ি থেকে বেরিয়ে

যাবার চেষ্টা করলেন। স্ত্রী বাইরে বেরুতে যাবার দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। সারা রাত ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ চলল। পরের দিন আবার ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। মাদাম শেলেনবুর্গ আত্মহত্যা করবার ভয় দেখালেন। শেলেনবুর্গ স্ত্রীর মেজাজকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তাকে দামী জামা কাপড় কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শেলেনবুর্গের স্ত্রী হাইড্রিকের দপ্তরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। হাইড্রিক মাদাম শেলেনবুর্গকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাদাম শেলেন-বুর্গ কোন আপোষ মীমাংসায় রাজি হলেন না। এমন কী হাইড্রিকের ধমক হুমকিতে ভয় পেলেন না। হাইড্রিক প্রস্তাব করলেন তিনি এক ইহুদির দোকান বাজেয়াপ্ত করে ঐ দোকানটি শেলেনবুর্গের স্ত্রীকে দেবেন। এবার মাদাম শেলেনবুর্গ কিছুটা শান্ত হলেন।

এই সময়ে হাইড্রিকের মতানুযায়ী শেলেনবুর্গ ছিলেন সবচাইতে উপযুক্ত, দক্ষ অফিসার। তিনি শেলেনবুর্গের প্রতিটি কথায় এবং রিপোর্টের উপর বিশেষ মূল্য দিতেন।

একদিন হাইড্রিক তার একজন বিশ্বস্ত লোককে মাদাম শেলেনবুর্গের বাড়িতে পাঠালেন। পঞ্চাশ মিনিট ধরে হাইড্রিকের প্রতিনিধি এবং মাদাম শেলেনবুর্গের মধ্যে কথাবার্তা হল। প্রস্তাব করা হল যে মাদাম শেলেনবুর্গ বার্লিন থেকে চলে যাবেন। মাদাম শেলেনবুর্গ এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। পরে হাইড্রিক বললেন তিনি শেলেনবুর্গকে বার্লিন থেকে বদলি করবেন। তবু মাদাম শেলেনবুর্গ বার্লিন থেকে চলে যেতে অস্বীকার করলেন। বরং মাদাম শেলেনবুর্গ বললেন ঃ তার স্বামী স্বার্থপর। তিনি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখতে পারেন না।

এই ঘটনার এক মাস পরে মাদাম শেলেনবুর্গ হিমলারের কাছে এক চিঠি লিখে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে শেলেনবুর্গ তার স্ত্রীকে ডির্ভোস করলেন। এরপর শেলেনবুর্গ আইরিন গ্রোস নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। শেলেনবুর্গের বিবাহিত জীবনের সমস্যা দূর হলনা। এর দরুণ শেলেনবুর্গ নিঃসন্তান রইলেন।

এদিকে চাকুরী জীবনে শেলেনবুর্গের উন্নতি হতে লাগল। কারণ তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ কর্মচারি। পরে তিনি গেষ্টাপো বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। গেষ্টাপোর কর্তা হিসেবে তিনি প্রচুর দক্ষতা দেখালেন।

শেলেনবুর্গের ডিউক অব উইণ্ডসরকে কিডন্যাপ করবার ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। এবার সেই কাহিনীর আরো কিছু বলা দরকার। চার্চিল দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর ডিউক অব উইণ্ডসরের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। ঐ সময়ে ডিউক অব উইণ্ডসর ফ্রান্সে থাকতেন এবং চার্চিল আশংকা

করলেন ওখান থেকে ডিউক যদি হিটলার কিংবা জর্মানীকে সমর্থন করে কোন বিবৃতি দেন তাহলে বৃটিশ সরকারকে বিপদে পড়তে হবে। চার্চিল ডিউকের উপর কড়া নজর রাখবার জন্যে 'রেক্স বেনসন' নামে এক ভদ্রলোককে পারীতে পাঠালেন। 'রেক্স বেনসন' ডিউকের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। জর্মানী যখন পারী দখল করবার জন্য ধমক দিল তখন ডিউক অব উইণ্ডসর পারী থেকে পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে ডিউক এবং ডাচেস অব উইণ্ডসর মাদ্রিদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মাদ্রিদে কিছুদিন থাকবার পর তারা লিসবনে গিয়ে 'রিকারডো এসপিরিটো সানডো সিলভা' নামে এক পর্তুগীজের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সানডো সিলভা ছিলেন হিটলারের একজন সমর্থক। বাজারে গুজব শোনা গেল ডিউক অব উইণ্ডসর শান্তির প্রস্তাব করে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। রিবেনট্রপের কানে গিয়ে ঐ সব মন্তব্যর কথা পেঁছিল। এবার রিবেনট্রপ এক চক্রান্ত করলেন এবং তার এই প্ল্যানের কথা হিটলারকে বললেন। ষড়যন্ত্রের প্ল্যান অনুযায়ী ডিউক এবং ডাচেস অব উইণ্ডসরকে কিডন্যাপ করা হবে তাদের বলা হবে হিটলার ইংল্যাণ্ড জয় করবে। ডিউককে আবার ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন ফিরিয়ে দেবেন। সিংহাসনে বসে উইণ্ডসর চার্চিল এবং তার ভাই ষষ্ঠ জর্জকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এরপর ডিউক অব উইণ্ডসর হবে ইংল্যাণ্ডের রাজা।

এই প্ল্যান, ষড়যন্ত্রের কাজ সফল করবার জন্যে রিবেনট্রপ শেলেনবুর্গকে লিসবনে পাঠালেন। তাকে বলা হল ডিউক এবং ডাচেসকে কিডন্যাপ করতে হবে। এই কিডন্যাপ করবার কাহিনী বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস জানতে পারল। চার্চিলকে বলা এবং সাবধান করা হল। ডিউক ছিলেন সৈন্যবাহিনীর মেজর জেনারেল। অতএব সৈন্যবাহিনীর আদেশ পালন করা ডিউকের কর্তব্য ছিল। চার্চিল ডিউককে ইংলণ্ডে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। ডিউক বৃটিশ সরকারের কাছে এর আগে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় প্রস্তাব করেছিলেন যদি ডাচেসকে বৃটিশ রাজদরবারে রাণীর মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। নতুবা নয়। কিন্তু তার এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তার ইংল্যাণ্ড ফিরে যাওয়া অসম্ভব। পরে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল ডিউক এবং ডাচেস বাহামাতে চলে যাবেন। চার্চিল এক চিঠি লিখে ডিউককে বললেন যে জর্মান প্রচার বিভাগ ওয়াশিংটনে ডিউকের কথাগুলিকে ভিত্তি করে ইংরেজ সরকার বিরোধী প্রচার চালাবেন। 'সাবধান হতে হবে যেন আপনার কোন মন্তব্যকে শত্রু বিকৃত করে বৃটিশ সরকার বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা না করে'।

আর একটি খবর বৃটিশ সরকারকে বিচলিত করেছিল। জানা গেল ডাচেস অব উইণ্ডসর রিবেনট্রপের কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখছেন।

অপরদিকে শেলেনবুর্গ ডিউককে কিডন্যাপ করবার জন্যে লিসবনে গিয়ে হাজির হলেন। শেলেনবুর্গ ডিউকের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাজারে ইতিমধ্যে গুজব রটে গিয়েছিল যদি ডিউক বাহামাতে না যান তাহলে তাকে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস খুন করবে। বলা হয় শেলেনবুর্গ এই গুজব রটিয়েছিলেন। কারণ তার ইচ্ছা ছিল যেন ডিউক রিবেনট্রপের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন।

এর কিছুদিন পরে শেলেনবুর্গ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বলা হয় তার 'গল ব্লাডার' অসুখ হয়েছিল। যুদ্ধের পরে এই অসুখে শেলেনবুর্গ মারা গিয়েছিলেন।

বাহামা থেকে ডিউক অব উইন্ডসর হিটলারকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন।

ডিউক অব উইণ্ডসরকে কিডন্যাপ করতে ব্যর্থ হবার পর শেলেনবুর্গের কোন ক্ষতি হলনা। কারণ ইতিমধ্যে হাইড্রিক শেলেনবুর্গের গুরু হয়েছিলেন। হাইড্রিককে শেলেনবুর্গ বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতেন। শেলেনবুর্গ এবং হাইড্রিক প্রায়ই একসঙ্গে মদ পান করতে যেতেন।

হাইড্রিক এবং শেলেনবুর্গ জর্মান জেনারেল এবং বিদেশি এম্বাসেডারদের আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্যে বার্লিনে এক নাইটক্লাব খুলেছিলেন। এই নাইট ক্লাবের নাম ছিল 'সালো কিটি'। এই 'সালো কিটির' নাইট ক্লাবের প্রতিটি ঘর এবং টেবিলে মাইক্রোফোন বসানো হয়েছিল এবং শেলেনবুর্গ হাইড্রিক জেনারেল এম্বাসেডারদের প্রতিটি আলাপ-আলোচনা শুনতে পারতেন। 'সালো কিটির' সব গণিকারা ছিলেন এস ডি-র মাইনে করা কর্মচারি। তাদের প্রেম করবার অভিনয় শেখানো হয়েছিল। আসলে তাদের কাজ ছিল জেনারেলদের মুখ থেকে খবর বার করে নেওয়া। 'সালো কিটি' পরিচালনা করে শেলেনবুর্গ-হাইড্রিক অনেক প্রয়োজনীয় খবর জানতে পেরেছিলেন এবং ঐ সব খবর ''ব্ল্যাকমেলের'' জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল।

হাইড্রিক প্রায়ই শেলেনবুর্গের বাড়িতে যেতেন। ঐ সময়ে অনেক গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। তারা দুজনে এই সব বৈঠকে 'এস এস' বাহিনীর মার্ডার স্কোয়াডের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন।

শেলেনবুর্গ চীৎকার, হৈহল্লা, করতে একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন।

হাইড্রিক শেলেনবুর্গকে বিশ্বাস করতেন। তার প্রতি কিছুটা মানসিক দুর্বলতাও ছিল। শেলেনবুর্গ বলতেন যে হাইড্রিকের স্ত্রী ভন অস্টেনও হাইড্রিকের মতো কঠোর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। ভন অস্টেনের শেলেনবুর্গের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল।

২২শে জুন ১৯৪১ সালে, শেলেনবুর্গ জোস্টের কাছ থেকে এস ডি'র বিদেশ শাখার দায়িত্ব বুঝে নিলেন।

১৯৪১ সালে যুদ্ধ পুরো মরশুমে চলছিল। শেলেনবুর্গ বুঝতে পেরেছিল 'এস ডি-র' বিদেশ বিভাগকে নতুন ধাঁচে, নতুন আকারে গড়ে তুলতে হবে। এই পুনর্গঠনের কাজ করতে তিনি বেশ কিছুদিন সময় নিলেন। শেলেনবুর্গ পরে লিখেছিলেন ঐ দপ্তরে কী কাজ করা হয়, এবং কেমন করে করা হয় সেইটে জানবার চেষ্টা করলাম। ঐ বিভাগকে নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকতা আছে একথা আমি বুঝতে পারলাম তাই আমি দুম করে কিছু করতে চাইলাম না। বরং ধীরে ধীরে দপ্তরে পরিবর্তন আনলাম। শেলেনবুর্গ এই কাজ করবার জন্যে একটি দশধারা কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। শেলেন-বুর্গ ভয় করেছিলেন এই যুদ্ধে জর্মানীর হয়ত পরাজয় হতে পারে। তাই তিনি কর্মসূচির ভূমিকায় বলেছিলেন আমাদের কাজের উন্নতির জন্যে দপ্তরকে নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন আছে। বর্তমান এই লড়াইতে দপ্তরকে আংশিক পুনর্গঠন করা সম্ভব। তার বেশি নয়।

শেলেনবুর্গ তার দপ্তরকে নতুন করে গড়ে তুলবার সময়, অনেক চিন্তাশীল, প্রগতি পন্থীদের চাকুরিতে নিয়োগ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ একজন লোকের নাম বলা দরকার। শেলেনবুর্গের 'অটো আর্নেস্ট স্লুডোকফ' নামে একটি লোকের সঙ্গে রেলোয়ে প্ল্যাটফর্মে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। অটো আর্নেস্ট 'এস-এস' বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তবে তিনি ইংল্যান্ডের নৌবাহিনীর উপর একটি মূল্যবান বই লিখেছিলেন। শেলেনবুর্গের লোকটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি তাকে এস ডির বিদেশ বিভাগের ইংল্যান্ড ডেস্কে নিয়োগ করলেন। কাজে যোগ দেবার পর স্লুডোকর্ফ শেলেনবুর্গকে হাজার প্রশ্ন করেছিলেন যার জবাব দেওয়া সহজ কাজ ছিল না।

হিটলারের সোশ্যাল রিভল্যুশন কর্মসূচীর কথা বলা দরকার। এই নীতি জর্মানীর অতি সাধারণ নাগরিকদের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সবাই যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী পাবে। সাধারণ নাগরিকের চাকুরিতে উন্নতি করবার অধিকারও থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ইউজেন স্টাইমলের কথা বলা যায়। ১৯৩২ সালে ইউজেন স্টাইমল নাৎসী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তার বয়স ছিল কুড়ি। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাৎসী লীগে যোগ দিলেন। পার্টিতে উন্নতি করতে তার বেশি সময় নিল না। এরপর স্টাইমল এস ডি বাহিনীতে যোগ দিলেন এবং এই কাজে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভালো কাজ করবার জন্যে তার পুরস্কারও মিলল। এবার তিনি স্টুটগার্টের 'এস ডি' বাহিনীর কর্তা হলেন। শেলেনবুর্গ স্টাইমলের কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কিছুদিন পরে তাকে একটি বড় কাজে নিযুক্ত করা হল। দুবছরের মধ্যে তিনি 'এস এস-এস ডি' বাহিনীর কর্নেল হলেন।

শেলেনবুর্গ দিনে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা খাটতে পারতেন। অমানুষিক পরিশ্রম করতে তিনি ভয়ডর করতেন না। তিনি ইনটেলিজেন্সের প্রতিটি রিপোর্ট অতি

মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং প্রতিটি রিপোর্টের উপর মন্তব্য করতেন। তিনি বিভিন্ন শাখার প্রতি বড়ো কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে দেখা করতেন এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। শুধু তাই নয়, যারা স্পাই, ইনফরমার ছিল তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে গিয়ে তার এজেন্টদের সঙ্গে দেখা করতেন। এ ছাড়া বিদেশের ইনটেলিজেন্স বিভাগগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্বও তার হাতে ছিল।

যুদ্ধের সময় এস এস এস ডি এবং আবভেরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। যদিও তার কানারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা হৃদ্যতা ছিলনা, তবু প্রকাশ্যে তিনি কানারীর প্রতি বন্ধুত্বের ভাব দেখাতেন। হিমলারকে হত্যা করার চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর তিনি কানারীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

এই সময়ে প্রতিদিন শেলেনবুর্গের গুরু হাইড্রিকের ক্ষমতা বাড়ছিল। তাকে বোহেমিয়া, মরোভিয়ার গভর্নর করা হল। এবার তিনি 'এস এস-এস ডি'বাহিনীর কর্তৃত্ব করবার দায়িত্ব শেলেনবুর্গের হাতে তুলে দিলেন। হাইড্রিক ঐ সময়ে শেলেনবুর্গের হিমলারের সংগে সোজাসুজি দেখা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

হাইড্রিক হিটলারকে দেশের বিভিন্ন ঘটনা এবং দেশের গোপন খবর দিতে শুরু করেছিলেন কিন্তু হিমলার এই আয়োজন বন্দোবস্তে খুব বেশি পছন্দ করতেন না।

শেলেনবুর্গ এই আয়োজন, বন্দোবস্তের পুরো সুযোগ দিয়েছিলেন। এবার থেকে বিদেশ থেকে পাওয়া খবরগুলি তিনি হাইড্রিককে না দিয়ে হিমলারকে সোজাসুজি দিতে শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে শেলেনবুর্গ হিমলারের বিশেষ প্রিয়ভাজন হলেন।

শেলেনবুর্গ প্রচুর ক্ষমতা হাতে পেলেন বটে কিন্তু হাইড্রিক ছিলেন ক্ষমতালোভী এবং তার ক্ষমতা পাবার আকাঙ্ক্ষা নেশা ছিল তীব্র। তিনি সারা জর্মানীর শাসনতন্ত্র তার হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি কানারী এবং আবভেরের বিরুদ্ধে অনেক কাল্পনিক মিথ্যা কাহিনী হিটলারকে বলেছিলেন এবং কানারীর প্রতি তার মনকে বিষাক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হিটলারকে বলেছিলেন কানারী হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন এবং যুদ্ধের কাজকর্মে কানারীর বিশেষ মনোযোগ নেই। এর পর কানারী পরপর এমন কয়েকটি কাজ করলেন যে হিটলার হাইড্রিকের কথা বিশ্বাস করলেন।

ইংলিশ চ্যানালের কাছে কয়েকটি রাডার স্টেশন ছিল। একদিন বৃটিশ বিমান বাহিনীর কিছু প্লেন গিয়ে ঐ রাডার স্টেশন ভেঙ্গে দিল। হাইড্রিক হিটলারের কাছে অভিযোগ করলেন যে ঐ রাডার স্টেশনগুলির উপর কানারী কোন নজর রাখেননি। এই কারণে রয়াল-এয়ারফোর্সের বিমানবাহিনী অতো সহজে রাডার স্টেশন ভেঙ্গে দিতে পেরেছে। এই ধরনের নালিশ করে

হাইড্রিক আবভেরকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। হিটলার হিমলারের কাছে এই ব্যর্থতার কারণ জানতে চাইলেন। হিমলারও কোন সন্তোষজনক খবর দিতে পারলেন না। এই বিষয়ে শেলেনবুর্গের কাছেও কোন উপযুক্ত খবর ছিল না।

হাইড্রিকের বিচিত্র জীবনীর ছবি আমরা আগেই পেয়েছি। হাইড্রিক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শেলেনবুর্গ বলেছিলেন তিনি অপরের চরিত্রের দুর্বলতা এবং অন্যান্য দোষত্রুটীর উপর খুব ভাল নজর দিয়ে দেখতেন। পরে তিনি এই দুর্বলতার সুযোগ নিতেন। হাইড্রিকের মনে দয়ামায়া বলে কিছু ছিলনা। তার নিষ্ঠুরতা ছিল অপারিসীম। মিত্রশক্তির কাছে হাইড্রিকের নাম ছিল "প্রাগের কষাই"। শেলেনবুর্গ এবং হিমলারের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে পরে বিস্তারিত ভাবে বলা হবে।

এবার জর্মানীর স্পাই জগতের সব চাইতে প্রধান বড় এবং সারা দুনিয়ায় স্পাইর ইতিহাসে এক সুনামখ্যাত স্পাইর নাম উল্লেখ করা দরকার। এই উজ্জ্বল স্পাইর নাম ছিল উইলহেলম ফ্রানজ কানারী। তিনি ছিলেন জর্মানীর সামরিক বাহিনী এবং কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কর্তা।

কানারীর জন্ম হয়েছিল পয়লা জানুয়ারি ১৮৮৭, ডাটমুণ্ড শহরে, আপেল-ব্রেক গ্রামে। তার বাবা লোহা স্টীলের ফ্যাকটারিতে কাজ করতেন। ১৮ বছর বয়েসে তিনি জর্মান নৌবাহিনিতে ছাত্র হিসেবে অর্থাৎ শিক্ষানবিশীর কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি একটি ক্রুজার জাহাজে কাজ করতেন। যুদ্ধের পর তিনি নৌবাহিনীতে কাজ করবার সুযোগ পেলেন। ঐ সময়ে বহু চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি প্রমোশন পেলেন। কিন্তু তার মনের অস্থিরতা কমল না। তিনি সদা সর্বদাই একটা না একটা চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেন। তার সময়কালীন অনেক সহযোগি একটানা তার মত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের কাজ করতে পারেননি। তারা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত শুরু করবার পরই ক্লান্ত হয়ে আবার জলের বুদবুদের মতো মিশিয়ে যেতেন। কিন্তু কানারী সহজে দমবার পাত্র ছিলেন না।

তিনি জীবনে একটানা কাজ করে গেছেন। কখনও ক্লান্ত হ'ননি যদিও উপরের কর্তাদের সঙ্গে তার প্রচুর মতবিরোধ হয়েছিল। তার অধিকাংশ কাজ ছিল চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের জাল বোনা। এই কারণে তিনি নাৎসী দলের বিশেষ প্রিয় ছিলেন না এই সময়ে ১৯৩৩ সালে হিটলার প্রথম সরকারের ক্ষমতা পেলেন। এডমিরাল কানারী সেই দিন থেকে হিটলারের ভক্ত হয়েছিলেন যদিও দু এক বছর পরে তিনি হিটলারেরর ঘোর শত্রু হয়েছিলেন।

এই সময় থেকে কানারী আবভেরকে পুনর্গঠন করতে লাগলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মান সামরিক বাহিনী তাদের ইনটেলিজেন্স কাজের দায়িত্ব একটি নতুন স্পাই সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছিল। এই স্পাই সংস্থার কাজ ছিল দেশ বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহ করা এবং কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের কাজ করা। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হল আবভের অর্থাৎ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স। প্রথমে এই সংস্থার বড় কর্তা হলেন কম্যাণ্ডার পাতজিক। পরে পাতজিকের স্থানে কানারীকে নিয়োগ করা হল।

কানারী আবভেরের কর্তৃত্ব হাতে পাবার পর সমস্ত দপ্তরের এক বড় পরিবর্তন করলেন। প্রথম থেকে স্থির করেছিলেন হিমলার এবং হাইড্রিকের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবেন। হাইড্রিকের বাড়ির কাছেই কানারী তার বাড়ি কিনেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হাইড্রিক তার পরম শত্রু হতে পারেন। কোন এক সময়ে হাইড্রিকও নৌবাহিনীতে কাজ করতেন কিন্তু এক অপরাধে তাকে নৌবাহিনীতে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কানারীর বন্ধুসুলভ ব্যবহারের পর হাইড্রিক নিজেকে বেশ বড়ো বলে মনে করতেন। পরে হাইড্রিক-কানারী পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। কানারী রুডলফ বামার নামে একজনকে কাউন্টার এসপিওনেজের বড় কর্তা করেছিলেন। বামার গেস্টাপোর সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতেন। বামার প্রকাশ্যেই নাৎসী বাহিনীর প্রতি তার সহানুভূতি দেখাতেন এবং নাৎসী পার্টির অনেক বড় কর্তাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল।

কানারী সাধারণত পার্টি হৈ হল্লা বেশি পছন্দ করতেন না। তবে হাইড্রিক এবং তার কিছু সহযোগী সহকর্মীদের জন্যে প্রায়ই তিনি পার্টি, ড্যান্স, ডিনার-এর আয়োজন করতেন এইভাবে তিনি নাৎসী পার্টির কর্তাদের খুশি রেখেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন এই সময়ের মধ্যে 'আবভেরকে' নতুন করে গড়বার সুযোগ পাবেন। আবভেরকে নতুন করে গড়ে তুলবার সময় তিনি নাৎসী নেতাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু করতে চাননি। তার ইচ্ছা ছিল আবভেরকে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী এবং বৃহৎ স্পাই প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করে তোলা।

আবভেরকে ছয় বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একটি বিভাগ ছিল সিক্রেট সার্ভিস অর্থাৎ খবর সংগ্রহ করা। এ ছিল আবভেরের স্পাই অর্গানিজশন গ্রুপ ওয়ান। দুই নম্বর বিভাগের কাজ ছিল সাবোটাজ কাজ 'করা'। এই বিভাগকে একটি নতুন দপ্তর করে গঠন করা হয়েছিল। আর একটি বিভাগের কাজ ছিল 'ব্ল্যাক প্রোপাগাণ্ডা' করা। সাবোটাজের কাজে প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে সাবোটাজ স্কুল খোলা হয়েছিল। এমন কী সাবোটাজের কাজ করবার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি দরকার হতো তার জন্যে ল্যাবরোটারি খোলা হয়েছিল। (এই ল্যাবরেটারিতে সিক্রেট ইংক, বিস্ফোরক ইত্যাদি তৈরি করা হত।) তিন নম্বর বিভাগের কাজ ছিল 'কাউন্টার এসপিওনেজ।'

আবভেরের অর্গানিজশনে কাজ করবার জন্যে প্রচুর লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের স্পাইর কাজে ট্রেনিং দেওয়া হত। এই স্পাই ট্রেনির কাজ দেখতেন কানারীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার ডান হাত হান্স পাইকেনব্রুক। এছাড়া আবভেরের এবং বিমান সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর উপর স্পাইর কাজ করবার জন্যে তিনটি বিশেষ বিভাগ ছিল। আর একটি দপ্তরে কোড সাইফারের কাজ করা হত।

কানারী টেলিফোনকীন কোম্পানীর সাহায্য নিয়ে তার 'স্পাই রেডিও' চালু করেছিলেন।

হাইড্রিকের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও কানারী নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। কারণ হাইড্রিক যে বিপজ্জনক বন্ধু হতে পারেন এ কথা কানারীর অজানা ছিল না।

'একদিন কানারীর এক প্রতিবেশী মাউরার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময় একটা কুকুর এসে তাকে তাড়া করল। পরে মাউরার কানারীর কাছে নালিশের সুরে বলেছিলেন কুকুরের মালিককে তিনি যদি হাতের কাছে পান তাহলে তাকে গুলি করে মারবেন।' কানারী হেসে মাউরারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিন্তু কবে মারবেন? কারণ কুকুরের মালিক হলেন হাইড্রিক।

শুধু আবভের পরিচালনা করা নয়, হিটলার প্রায়ই কানারীকে বিদেশে তার বিশেষ দূত হিসেবে পাঠাতেন। হিটলারের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে কানারী রুমানিয়া এবং স্পেনে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ পরে গিয়েছিলেন। সাবোটাজের কাজ নিয়ে তিনি জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। হিটলার যুদ্ধের প্রথম ভাগে কানারীর কাছ থেকে যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। ঐ সময়ে হিটলার সম্বন্ধে তার বক্তব্য ছিলঃ লোকটি বিবেচক। আপনি কোন যুক্তি দিয়ে কথা বললে হিটলার সেই কথা শোনেন। হিটলার যখন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন কানারী সেই আক্রমণকে সমর্থন করে অস্ট্রিয়ার আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরে তিনি নাৎসী নীতির এবং হিটলারের ঘোর বিরোধী হলেন। কানারী জর্মানীকে ভালবাসতেন। এবং তিনি জানতেন যে জর্মানীর হয়ে কোন কাজ করলে পরোক্ষে সেই কাজ হবে হিটলারকে সাহায্য করা। ১৯৪২ সালে তিনি আবভেরের রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব তার এক সহকর্মীকে দিলেন। হিটলারের সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শক্ত হয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার রীতি এবং নীতির এই অনিশ্চয়তা কিংবা ইতস্ততঃ ভাব তার জীবনে কালো মেঘ টেনে এনেছিল। তিনি তার এই দুর্বল মনোভাবের জন্যে হিটলারের শিকার হয়েছিলেন। ৮ই এপ্রিল ১৯৪৬ সালে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

কানারীর মনের এই দুর্বলতা কিংবা অস্থির মনোভাবের জন্যে আবভের কখনই শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হিমলার আবভেরকে তার হাতের মুঠোয় নিলেন। কারণ হিটলারের শাসন-কালে প্রয়োজন ছিল এক শক্ত স্পাই প্রতিষ্ঠান গঠন করা। এইখানে ছিল কানারীর সব চাইতে বড় ব্যর্থতা।

কানারী প্রায় আট বছর আবভেরের বড় কর্তা ছিলেন। তার প্রধান ডান হাত, গ্রুপ ওয়ানের কর্তা ছিলেন কর্নেল হান্স পাইকেনব্রুক। তিনি ছিলেন কানারীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কানারী তার কাছে মনের সব কথা খুলে বলতেন। ১৯৪৩ সালে পাইকেনব্রুককে রাশিয়া প্রান্তে যুদ্ধ করতে পাঠান হল। তার স্থানে এলেন কর্নেল জর্জ হানসেন। হানসেন ১৯৩৭ সাল থেকে ইনটেলিজেন্সের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাকে রাশিয়ান ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে পাঠান হয়েছিল। পরে তিনি আবার আবভেরে ফিরে এসেছিলেন।

হানসেন ছিলেন অতি ধীর স্থির, শান্ত প্রকৃতির। যখন হিমলার আবভেরকে তার হাতের মুঠোয় নিলেন তখন হানসেন কিছুদিনের জন্যে ঐ অর্গানিজেশনের কর্তা ছিলেন।

হানসেন হিটলার হত্যার ষড়যন্ত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে যোগাযোগ রাখতেন। পরে হিটলার হত্যার চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় হানসেনকে গুলি করে হত্যা করা হল।

জর্মান এবং বৃটিশ স্পাই ইনফরমারদের রঙ্গীন কাহিনী বলবার আগে আর একটি বিস্ময়কর যন্ত্রের কথা বলা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই যন্ত্রটি আলোড়ন শুরু করেছিল। এই যন্ত্রটি ছিল কোড সাইফার ভাঙ্গবার যন্ত্র। এর নাম ছিল 'এনিগমা'।

এনিগমা—। এই যন্ত্রটির আবিষ্কারক ছিল জর্মানী এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে জর্মান সৈন্য বাহিনী কিংবা হিটলার যে নির্দেশ, আদেশ অন্যর কাছে পাঠাতেন তার রহস্য কিংবা অনুবাদ বৃটিশ, ফ্রান্স সরকার আদৌ করতে পারত না। জর্মান সরকার জানত যে 'এনিগমার' সাহায্যে যে কোড সাইফার তৈরি করা হয় তার রহস্য ভেদ করা সহজ ছিল না। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করবার সময় হিটলার যে নির্দেশ জর্মান সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠাচ্ছিলেন সেই সাইফার-এর অর্থ বৃটিশ, ফরাসী সরকার জানতে পারেনি।

এই 'এনিগমা' যন্ত্রটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার! কারণ দেখা যাবে এনিগমার সাহায্যে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত হিটলার য়ুরোপের রণক্ষেত্রে এক ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন।

৭ই অক্টোবর, ১৯১৯ সাল।

একজন জর্মান একটি ছোট টাইপরাইটার নিয়ে গবেষণা করছিলেন—অর্থাৎ

এই টাইপ রাইটারের সাহায্যে গোপন কিছু লেখা সম্ভব কিনা। তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন…।

পরে দীর্ঘ সাত বছর এই যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করবার পর তিনি একটি টাইপ রাইটার আবিষ্কার করলেন, যার নাম হল 'এনিগমা'—আবিষ্কারকের নাম ছিল, আর্থার শেরীবিউস।

[এনিগমার পুরো বিবরণী এখানে দেয়া সম্ভব নয়] শেরীবিউস এই যন্ত্রটিকে সাইফারের কাজের জন্যে ব্যবহার করলেন।

তারপর হিটলার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ঐ সময়ে হিটলারের সাইফারের কোডের বিশেষজ্ঞরা বললেন 'সৈন্যবাহিনীর কাছে গোপনে খবর পাঠাবার জন্যে 'এনিগমাই' সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র। এর সাহায্যে আমরা যে কোন গোপন খবর সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠাতে পারব।' কিন্তু পরে এক পোলিশ ইঞ্জিনিয়ার এই এনিগমার রহস্য আবিষ্কার করলেন। এই পোলিশ ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল মার্টিন রাজেস্কি। কী করে এই এনিগমা কাজ করে তার রহস্য এক জর্মান বিশ্বাসঘাতক হানস স্পিডট কাজেস্কির কাছে বিক্রী করেছিলেন। এরপর জার্মান কর্তৃপক্ষ 'এনিগমার' কাজকর্মে পরিবর্তন আনলেন, রাজেস্কির এখন সমস্যা হল কী করে নতুন এনিগমাতে কোড সাইফারে পাঠান খবর অনুবাদ করা যায়। বৃটেন, ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া এই কাজ করা পোল্যাণ্ডের সম্ভব ছিল না। তিনটি দেশের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এক সভা হল। পোলিশ প্রতিনিধি সভাকে বললেনঃ তারা নতুন 'এনিগমার' রহস্য ভেদ করেছেন। তবে কাজটি পুরোপুরি সফল করতে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সাহায্যের দরকার হবে। যদি এই দুই দেশের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে পোলিশ ইঞ্জিনিয়াররা এই কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবে। সাহায্য পাওয়া গেল। পোলিশ ইঞ্জিনিয়াররা 'এনিগমার' রহস্য ভেদ করলেন।

এবার হিটলারের বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেল। কোড সাইফার এবং 'এনিগমার' কোডের রহস্য ভাঙ্গা হল। তার নাম ছিল আলট্রা (ultra)।

১৯৪০ সালে বৃটেন একা লড়াই করছিল। কারণ ইতিমধ্যে য়ুরোপের অন্য দেশগুলি হিটলারের কাছে মাথা নত করেছিল। অবশেষে ফ্রান্সের পরাজয় হবার পর এবং ফ্রান্স ও জর্মানী যখন এক সন্ধিপত্রে সই করল তখন বৃটেনের একা লড়াই করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ ছিল না। তবে সেই লড়াই হয়েছিল ইনটেলিজেন্সের লড়াই, বলা যায় স্পাইর লড়াই অর্থাৎ এক স্পাইর অন্য দেশকে আক্রমণ। দুই দেশ জানবার চেষ্টা করছিল স্পাইর খেলায় কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। কী করে স্পাইরা একে অন্যের দেশে হানা দিয়েছিল কিংবা প্ল্যান করেছিল তার একটি বৈচিত্র্যকর রোমাঞ্চকর, কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলা দরকার। ১৯৪০ সালের কয়েকমাসের মধ্যে হিটলার প্রায় সমস্ত য়ুরোপ দখল করে নিলেন। এই দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সই জর্মানীর সঙ্গে সন্ধিপত্রে

চুক্তি করল।

এরপর বিভিন্ন য়ুরোপীয় দেশের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ইংল্যান্ডে এসে আস্তানা গড়ল। প্রথমে এল চেক ইনটেলিজেন্স বাহিনী। এই চেক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা ছিলেন ফ্রান্টিসেক মোরাভেক। মোরাভেক ইংল্যাণ্ড আসবার সময় সঙ্গে করে প্রায় বত্রিশ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্যি জর্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেবার আগে মোরাভেক প্রায় এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং গোপনে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। এ ছাড়া চেক ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তাদের গোপনীয় কাগজপত্র প্রাগের বৃটিশ এম্বাসীতে জমা দিয়েছিল। পরে এই সব কাগজপত্র বৃটিশ এম্বাসী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং চেক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ইংল্যাণ্ডে আসবার পর মোরাভেক বিভিন্ন উপায়ে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি হাইড্রিকের হত্যার চক্রান্তে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি "আবভেরের" এক সিক্রেট এজেন্ট নম্বর-'এ ফিফটি ফোর'কে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে টেনে এনেছিলেন। 'এ ফিফটি ফোরের' আসল নাম ছিল পল থুমেল। থুমেল খবর দিয়েছিলেন হিটলার ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার জন্যে এক মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করবেন। এই মারাত্মক অস্ত্রের নাম ছিল 'ভি ওয়ান' এবং 'ভি টু'। এই অস্ত্রগুলি পেনিমুনডের শহরে এক গোপন রিসার্চ সেণ্টারে তৈরি করা হচ্ছিল।

এবার নরওয়ের ইনটেলিজেন্স বাহিনীর কথা বলতে হবে। নরওয়ে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডকে খবর দিয়েছিল হিটলারের বৈজ্ঞানিকরা 'এটম বোমা' তৈরি করবার চেষ্টা করছে। কারণ নরওয়ের ভেরমোক শহরে 'হেভী ওয়াটার' প্লানট ছিল।

পোল্যাণ্ডের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এসপিওনেজের খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাদের কাছে এসপিওনেজের কাজ ছিল একেবারে 'ছেলেখেলা'। পোলিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বক্তব্য ছিল: পোল্যাণ্ডের দুই পাশে রয়েছে দুই মহাশক্তি রাশিয়া এবং জর্মানী। এদের হাত থেকে স্বাধীন ভাবে বাঁচতে হলে আমাদের অনেক চতুরতা, কুশলতা এবং সতর্কতা অবলম্বন, অনুসরণ করতে হয়। তাই খবর সংগ্রহ করা হল আমাদের জীবনকে রক্ষা করবার কাজ। পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং পোলিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে একটা চুক্তি হল।

বেলজিয়ামের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্পাই সংস্থা ছিল। একটি সংস্থা অন্য সংস্থাকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং প্রতিটি সংস্থাই তাদের নিজস্ব ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। সব চাইতে বড় বেলজিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান কর্তার

সঙ্গে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চুক্তি হল। এই প্রধান কর্তার নাম ছিল ব্যরন ফারনাণ্ড লোপাজ। ঠিক হল একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবে।

ফ্রান্সের ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ছিল শক্তিশালী সিক্রেট সার্ভিস এবং বলা যায়, বিদেশি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে এদের দীর্ঘকাল ধরে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলা যায় মিত্রশক্তির য়ুরোপ আক্রমণের ব্যাপারে ফ্রান্সের গড়িলা বাহিনী এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিস মিত্রশক্তিদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছিল। কী করে ফ্রান্সের গড়িলা বাহিনী এবং 'ইনটেলিজেন্স' এই সাহায্য করেছিল সেই কাহিনী হল দীর্ঘ। সে কাহিনী জানতে হলে আমাদের পুরান ইতিহাস রোমন্থন করতে হবে। এখানে বলা প্রয়োজন ফরাসি গড়িলা বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে এবং য়ুরোপ থেকে খবর সংগ্রহ করে আনবার জন্যে একটি নতুন বৃটিশ স্পাই গড়িলা প্রতিষ্ঠান 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' (এস ও ই) গঠন করা হয়েছিল। তার গঠনকার্য সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা দরকার।

জার্মানীর ফ্রান্স দখল করে নেবার সময় একটি খবর চার্চিলকে বিশেষ বিচলিত করেছিল। খবরটি ছিল জার্মানীর স্পাই প্রতিষ্ঠান লণ্ডনে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস থেকে নিয়মিতভাবে সব গোপন খবর চুরি করে নিচ্ছে।

'এম আই ফাইভ', বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স, খবর পেল আমেরিকার সাইফার ক্লার্ক টাইলার কেণ্ট খবরগুলি তার বান্ধবী আনা ওলকফের কাছে বিক্রী করছেন।

প্রথমে জানা গেল লণ্ডন থেকে ইতালিয়ান এম্বাসীর এক ডিউক অফ দেলমনতে খবরগুলি সংগ্রহ করছেন। কী করে? পাওয়া খবরে জানা গেল ডিউক অব দেলমনতের আনা ওলকফ নামে একজন বান্ধবী আছে। আনা ওলকফ ছিলেন এক রাশিয়ান এডমিরালের অতি সুন্দরী কন্যা। তবে তিনি ঘোর ইহুদি বিদ্বেষী এবং নাৎসী নীতির সমর্থক ছিলেন।

আনার উপর বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স, এম আই ফাইভের কড়া নজর ছিল। এ ছাড়া আনা ওলকফকে খুঁজে বার করতে এম আই ফাইভের খুব বেশি অসুবিধা কিংবা কষ্ট হল না। কারণ আনা ওলকফ কোটের পেছনে একটি বড় কার্ডে লিখে রাখতেন 'এ হল ইহুদি বিরোধী লড়াই'। আনা ওলকফ সম্বন্ধে তদন্ত করে জানা গেল আনার বার্লিনের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। প্রতিদিন রাত্রে আমেরিকান এম্বাসীর সাইফার ক্লার্ক টাইলার কেণ্ট আনা ওলকফের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন এবং আমেরিকান এম্বাসডার কেনেডী (প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর বাবা) রুজভেল্টের কাছে যে খবর পাঠান, সেই খবরের একটি কপি আনা ওলকফকে দেওয়া হত। আজা ওলকফ সেই টেলিগ্রামের কপি গুলি ডিউক দেলমনতকে দিতেন। ঐ সময়ে আমেরিকান সরকার যে কোড সাইফার ব্যবহার করত তার রহস্য ভেদ করা একেবারে অসম্ভব কাজ ছিল।

এম আই ফাইভ বিভিন্ন সূত্র ধরে খবরগুলি সংগ্রহ করছিল। একটি সূত্র ছিল ইতালিয়ান সাংবাদিক ইয়ং ব্রাজিনি। তিনি রোমের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার রোমের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি জানতে পারলেন রোমের বিদেশ মন্ত্রণালয় এই খবরগুলি ডিউক অব দেলমনতের কাছ থেকে পাচ্ছেন। এ ছাড়া আরো জানা গেল আনা ওলকফ উইলিয়াম জয়েস নামে এক বৃটিশ সরকার বিরোধী প্রচারকের কাছে খবরগুলি পাঠাচ্ছেন।

এম আই ফাইভ টাইলার কেণ্ট এবং আনা ওলকফকে গ্রেপ্তার করতে পারত। তাদের কাছে গ্রেপ্তার করবার মতো তথ্য ছিল। পুলিশ এবার গিয়ে কেণ্টের বাড়িতে হানা দিল। এই সার্চে কেণ্টের বাড়ি থেকে প্রায় পনেরশ সিক্রেট ডকুমেণ্ট উদ্ধার করা হল। এ ছাড়া আমেরিকান এম্বাসীর কোড রুমের একটি ডুপ্লিকেট চাবিও পাওয়া গেল। পুলিশ যখন কেণ্টের বাড়িতে থানাতল্লাশি করছিল ঐ মুহূর্তে ইতালিয়ান এম্বাসী থেকে টাইলার কেণ্টের কাছে একটি টেলিফোন এল।

কেণ্টকে এবার আমেরিকান এম্বাসীর কেনেডীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ঐখানে কেণ্ট স্বীকারোক্তি করলেন।

ঃ আমি রুজভেল্টের নীতির বিরোধী।

...আমেরিকান জনসাধারণকে আসল খবর জানানো হচ্ছে না। তাই আমি টেলিগ্রামের কপিগুলির ডকুমেণ্ট করে বাইরে পাঠাচ্ছিলাম।

এরপরে কেণ্টকে গ্রেপ্তার করা হল। ইতিমধ্যে কেণ্টকে আমেরিকান সরকার বরখাস্ত করেছিল।

পরে টাইলার কেণ্ট এবং ওলকফের গোপনে বিচার করা হল। এই ঘটনা ইংল্যাণ্ডে একটা ভীতি সৃষ্টি করল যে বৃটিশ সরকারের গোপন তথ্য হয়তো জর্মান ইনটেলিজেন্স জানতে পেরেছে।

* * *

হিটলার দ্রুতগতিতে পোল্যাণ্ড, চেকশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ছিনিয়ে নেবার পর বৃটিশ পার্লামেণ্টে তুমুল গোলমাল শুরু হল। সবাই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিনকে পদত্যাগ করতে বললেন। পরে ইংল্যাণ্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন চার্চিল।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রেনো ছিলেন অতি দুর্বল চরিত্রের লোক। তার নিজস্ব কোন মনোবল ছিলনা। যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল। তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। তিনি তার বান্ধবী প্রেমিকা অর্থাৎ তার 'মিসট্রেসকে' জিজ্ঞেস না করে কোন কাজ করতেন না। ফ্রান্সের পলিসি এবং যুদ্ধে তার ভূমিকা কী হবে সেইটে স্থির করতেন রেনোর এই বান্ধবী। বান্ধবীর নাম ছিল হেলেন দ্য পোরত। হেলেন দ্য পোরত জর্মানীর সঙ্গে

সহযোগিতা করবার দাবি করেছিলেন। ফ্রান্স আশা করেছিল জর্মানী ম্যাজিনো লাইন দুর্গকে অতিক্রম করে ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে পারবে না। ম্যাজিনো লাইন জর্মান সৈন্যবাহিনীর কাছে দুর্ভেদ্য ছিল না। তারা ম্যাজিনো লাইনকে ডিঙ্গিয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করেছিল।

ফ্রান্সের রাজনীতিবিদরা দুর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন! সরকার বেশিদিন স্থায়ী থাকত না। প্রতি সপ্তাহে নতুন সরকার গঠন করা হত। সবাই বাজারে ঠাট্টা করে বলত ফ্রান্সে ডিনার সরকারের চাইতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়।

এছাড়া ফ্রান্সের রাজনীতিবিদরা দুর্নীতির রাজা ছিলেন। জনসাধারণ তাদের ঘৃণা করত। ফ্রান্সের রাজনীতিবিদরা কতো দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তার উদাহরণ দিয়ে একটি কাহিনী বলা প্রয়োজন।

ঘটনার সময়কাল ১৯৩৪ সাল। কাহিনীর নায়ক সার্জ আলেকজাণ্ডার স্টাভিস্কি রাশিয়ান, জাতে ইহুদি। পেশায় তিনি ছিলেন এক উচুদরের জোচ্চোর, শয়তান, এবং মেয়ের দালাল। স্টাভিস্কি অপরাধজনক কাজ করে বাজারে যথেষ্ট দুর্নাম কিনেছিলেন। কিন্তু কোনবারেই সরকারের জেলখানায় বেশিদিন কাটাননি। কারণ স্টাভিস্কির খুটির জোর ছিল এবং তিনি থানায় গেলেই গণ্যমান্য পলিটিসিয়ানরা ব্যস্ত হয়ে থানায় টেলিফোন করতেন 'স্টাভিস্কিকে ছেড়ে দিন'।

স্টাভিস্কি বড় বড় কোম্পানীর চেয়ারম্যান কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তার এই সব কোম্পানীতে ফ্রান্সের অনেক বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন। এদের ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করবার পর স্টাভিস্কি সব নোংরা কাজ করতেন এবং তার বড়লোক বন্ধুরা তার দুর্নীতির প্রতি চোখ কান দিতেন না।

এই সব রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মঁশিও দালাদিয়ের। কোন এক সময়ে তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

একদিন শোনা গেল স্টাভিস্কি তার কোম্পানীর কিছু শেয়ার জাল করে বাজারে বিক্রী করেছেন। কোম্পানীর একাউনটেন্টকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে পুলিশ স্টাভিস্কির সন্ধানে 'শামোনিক্স' নামে একটি ছোট শহরে গেল। সেখানে স্টাভিস্কিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রথমে সন্দেহ করা হল স্টাভিস্কি আত্মহত্যা করেছেন। পরে আর একটি গুজবে শোনা গেল পুলিশ খুব সম্ভবতঃ কারু নির্দেশে স্টাভিস্কিকে হত্যা করেছে। কারণ স্টাভিস্কির বন্ধুরা আশংকা করেছিল হয়তো স্টাভিস্কি তার মুখ খুলবে এবং তার পেছনে যে সব শয়তানরা আছেন তাদের নাম প্রকাশ করে দেবেন।

শহরে এই বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোড়ন আন্দোলন শুরু হল। সরকার পুলিশের প্রধানকে পারীর নাট্যশালার "কমেডি ফ্রানাসসে" বদলি করল। এরপর শুরু হল দাঙ্গা হাঙ্গামা...এই ঘটনার পর সরকারের উপর জনসাধারণের

বিশ্বাস কমে গেল।

এই ঘটনা থেকে আন্দাজ অনুমান করা যাবে হিটলার যখন ফ্রান্স আক্রমণ করলেন তখন দেশের সরকার ছিল এক নোংরা বস্তীর আড্ডা। এই নোংরা বস্তীর আড্ডা যারা চালাতেন জর্মানীর মতো এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা এবং মনোবল তাদের ছিল না যুদ্ধের আগে ফ্রান্সের ডানপন্থীরা সোচ্চার হওয়াতে ফ্রান্সে দুর্নীতি এত ছড়িয়ে গেছে যে এখানে কোন গণতন্ত্র কাজ করতে পারে না। তারা দাবি করলেন জর্মানী এবং ইতালির মতো এক শক্ত ডানপন্থী সরকার ফ্রান্সে গঠন করা হ'ক। বলা প্রয়োজন স্টাভিস্কি ছিলেন বিদেশি এবং ইহুদি। বলা হল বিদেশিরা ফ্রান্সের রক্ত চুষে খাচ্ছে। জর্মানীতে হিটলারও একই কথা বলে দেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের সরকার এই কারণে বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জর্মানী আক্রমণ করবার আগে প্রধানমন্ত্রী রেঁনো এক নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তার মন্ত্রীসভায় মার্শাল পেঁতাও ছিলেন। ঐ সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রস্তাব করেছিলেন দুই দেশের সরকারকে এক করে জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করা হোক। রেনো দুর্বল চরিত্রের ছিলেন এবং এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পরিবর্তে পদত্যাগ করলেন। রেনোর স্থানে প্রধানমন্ত্রী হলেন মার্শাল পেঁতা।

'মার্শাল পেঁতা কে ছিলেন!

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন সামান্য ব্রিগেডিয়ার। ১৯১৬ সালে ভার্দুনের যুদ্ধে জর্মানীকে পরাজিত করে তিনি ইতিহাসের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর সারা য়ুরোপে তার নাম, সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেনো তাকে তার মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করেন।

রেনোর পদত্যাগের পর পেঁতা হলেন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী হবার পর তিনি হিটলারের কাছে সন্ধির শর্ত চাইলেন। পরে 'কম্পিয়েন' গ্রামে প্রথম মহাযুদ্ধে একই গ্রামে একই রেলওয়ে বগীতে জর্মানীকে মিত্রশক্তির শর্ত স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। পরে ঐ পুরোন 'বগীগাড়িতে' দুই দেশের মধ্যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হল।

পেঁতা জর্মানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস দ্যগল পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। পালিয়ে যাবার সময় দ্যগল রেনোর মন্ত্রীসভায় 'আণ্ডার সেক্রেটারি ফর ওয়ার' হিসেবে কাজ করছিলেন।

চার্চিলের ভাষায় দ্যগল ইংল্যাণ্ড পালিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের 'মান ইজ্জত' রাখলেন। বলা হয় তিনিই হলেন জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রথম ফরাসি গড়িলা সৈন্য। দ্যগল ইংল্যাণ্ডে এসে স্বাধীন ফরাসি সৈন্যবাহিনীর নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেন। পরে তিনি হলেন স্বাধীন ফরাসি

রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না।

দ্যগল যখন ইংল্যাণ্ডে এসে পেঁছুলেন তখন তার পকেটে মাত্র ১২৫ বৃটিশ পাউন্ড ছিল। ঐ টাকা দিয়ে তার হোটেলের বিল দেওয়াও সম্ভব ছিল না। এই কারণে দ্যগলেকে তার বন্ধুদের কাছে হাত পাততে হল। তার প্রথম সিক্রেট এজেণ্টের নাম ছিল মেজর গিলবার্ট বেনোলিয়ের। তিনি কবুতরের সাহায্য নিয়ে দ্যগলের কাছে খবর পাঠাতেন।

১৮ই জুন, ১৯৪০, দ্যগল এক রেডিও বক্তৃতায় ফরাসি নাগরিকদের হিটলারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে বললেন। রুজভেল্ট দ্যগলের স্বাধীন ফরাসি সরকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না। বরোং তিনি পেঁতার ভিসী সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন। ভিসী সরকার দ্যগলকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে দ্যগলের একটা আপোষ মীমাংসা বোঝাপড়া হল। এই সমঝোতা উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপকারি, হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভিসী সরকার ইংল্যাণ্ডের কাছে স্বীকৃতি চাইল। কারণ তখন ভিসী সরকার ফ্রান্সের এক তৃতীয়াংশ শাসন করছিল এবং তাদের অধীনে এক লাখ সৈন্য ছিল। ঐ সময়ে ভিসী সরকার ছিল জর্মানীর অধীনে। দ্যগল এক স্বাধীন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যি টাকা পয়সা এবং গড়িলা যুদ্ধের জন্যে তাকে বৃটেনের কাছে সাহায্য চাইতে হত। পরে দ্যগল তার নিজের বাহিনীর জন্যে একটি স্বাধীন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস গঠন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বাধীন ফরাসি বাহিনীর জন্যে যে একটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস প্রয়োজন এ কথা দ্যগলের বুঝে নিতে বেশী দেরী হয়নি। দ্যগল আন্দ্রে দেওয়ারিণ নামে একজন বুদ্ধিজীবিকে এই ইনটেলিজেন্স সার্ভিস গঠন করবার অনুরোধ করলেন। আন্দ্রে দেওয়ারিণ যুদ্ধ শুরু হবার আগে "একোল মিলিটেয়ার স্পেশাল সাঁসিরের" অধ্যাপক ছিলেন। দেওয়ারিণ খুব ভাল ইংরাজি বলতে পারতেন। অতএব বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা খুব গাঢ় এবং দৃঢ় হল।

এই সময়ে অনেক দেওয়ারিণ এবং বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা ডেনসে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন।

তারা খবর সংগ্রহ করবার জন্যে বার্লিনের "সাঁলো কিটী", যার কথা আগেই বলা হয়েছে, অনুকরণে একটি নাইট ক্লাব পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফ্রান্সের মধ্যে 'লি'ও' ছিল একটি বড় শহর। এই শহরে অনেক জর্মান অফিসার থাকত। রাত্রে আমোদ আহ্লাদ ফূর্তি করবার জন্যে তারা ঐ নাইট ক্লাবে গিয়ে হাজির হতেন এবং ফরাসি মেয়েদের সঙ্গে নাচ গান করতেন। এই নাইট ক্লাবের মালিক ছিলেন এক দেশপ্রেমিক এবং দ্যগলের

ভক্ত। মালিক ১৯৪২ সালে পালিয়ে লিসবনে চলে গেলেন। ওখানে যাবার পর তার নাইট ক্লাবের মেয়েদের এবং ক্লাবের পরিচালিকা তার কন্যার মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তা প্রকাশ করলেন। ভাবতে লাগলেন কী করা যায়।

অবশ্য দেওয়ারিণ-ডেনসের জর্মানীর 'সাঁলো কিটীর' পরিচালক শেলেনবুর্গের মতো ভাগ্যবান ছিলেন না। ঐ সময়ে ফ্রান্স ছিল জর্মান সৈন্যবাহিনীর অধীনে। লুকিয়ে কোন টেবিলে মাইক্রোফোন বসানো খুব সহজ কাজ ছিল না। একদিন ডেনসে খবর পেলেন কিছু জর্মান সৈন্য ঐ নাইটক্লাবে গিয়ে ড্রাগ হেরোন খেতে শুরু করছে। দেওয়ারিন ডেনসে এই সব খবর পেয়ে বিশেষ উত্তেজিত হলেন। খবরটা আশাপ্রদ, এবার থেকে তারা ঐ নাইট ক্লাবে নিয়মিত ভাবে ড্রাগ সাপ্লাই করতে শুরু করলেন। নাইট ক্লাবে ড্রাগসের সাপ্লাই বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জর্মান অফিসার নিয়মিতভাবে ঐ নাইটক্লাবে যেতে শুরু করলেন। তারা ড্রাগস খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন এবং ক্লাবের মেয়েদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জরুরী গোপন খবর দিতে শুরু করলেন। এছাড়া তাদের লড়াই করবার ক্ষমতাও কমে গিয়েছিল। যদিও ডেনসে নিজেকে এই সব ড্রাগস খাবার পর গনিকার হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন কিন্তু দেওয়ারিন নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

দ্যগল এবং বৃটিশ কর্তারা বুঝতে পেরেছিলেন য়ুরোপ পুনরায় অধিকার করতে হলে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং অনান্য দেশে মিত্রশক্তির গড়িলা সংগ্রামকে আরো জোরদার, শক্তিশালী করতে হবে।

বৃটিশ সরকার, চার্চিল সবাই উপলব্ধি করলেন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ছাড়া গড়িলা যুদ্ধ করবার জন্যে একটি নতুন গড়িলা বাহিনী গঠন করা দরকার। নেভিল চেম্বারলিন প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে বিদায় নেবার আগে এই ধরনের একটি গড়িলা বাহিনী গঠন করবার প্রস্তাবে অনুমতি দিলেন।

এই নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' ('এস ও ই') বলা হল এই প্রতিষ্ঠান হবে লড়াই করবার "চতুর্থ বাহিনী"। অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং চারনম্বর বাহিনীহল গড়িলা বাহিনী। এই বাহিনীর প্রধান কাজ হবে বিভিন্ন ধরণের ধ্বংসমূলক কাজ করে শত্রুকে বিব্রত এবং দুর্বল করা। এইসব কাজ হল সাবোটাজ, সামরিক এবং শিল্পে সাবোটাজ করা, গৃহ বিপ্লবে ইন্ধন সৃষ্টি করা, শত্রুর গোপন খবর সংগ্রহ করা, ধ্বংসমূলক কাজ করা। শত্রুর গতিবিধির খবর সংগ্রহ করা ইত্যাদি। প্রথমে হিউগ ডালটন হলেন এই 'এস ও ই'র" বড় কর্তা।

'এস ও ই'র' গড়িলা স্পাই, সাবোটাজের কাজকর্মে শুধু পুরুষদের নেওয়া হল না, অনেক মহিলারাও এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। মহিলা স্পাই গড়িলারা গড়িলার কাজ করে স্পাই জগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে গেছেন।

এদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা স্পাই এবং গড়িলা সৈন্য ছিলেন এক ভারতীয় নারী, টিপু সুলতানের বংশধর। তার নাম ছিল নুর ইনায়েত খান। এই ভারতীয় নারীর বীরত্বের এবং সাহসিকতার কাহিনী পরে বলা হবে।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাশিয়া-জর্মানী লড়াই শুরু হবার আগে পর্যন্ত এই ধরনের গড়িলা যুদ্ধ করবার একমাত্র দায়িত্ব ছিল বৃটিশদের হাতে। পরে অনেক বিদেশী সরকার ইংল্যাণ্ডে এসে আস্তানা গেড়েছিল। কিন্তু প্রথমে এরা জর্মানীর বিরুদ্ধে কোন গড়িলা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। পরে করেছিল।

কারণ শুধু মাত্র বৃটিশ গড়িলা বাহিনীরা জর্মানীর সৈন্যবাহিনীকে কাবু করতে পারল না। তাই হল্যাণ্ড, বেলজিয়ান এবং ফরাসিদের দলে নিয়ে গড়িলা বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা হল। এদের সাবোটাজের কাজ করতে পাঠান হয়েছিল।

২২শে জুন, ১৯৪১ জর্মানী রাশিয়া আক্রমণ করল এরপর গড়িলাদের আক্রমণের ধারা পাল্টে গেল। কারণ এবার ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি এই গড়িলা যুদ্ধে এক বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। রুশ-জর্মান বন্ধুত্বের সময়ে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি জর্মানদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। কারণ ঐ সময়ে তারা বলেছিল জর্মানী হল রাশিয়ার বন্ধু। কিন্তু হিটলার যখন আচমকা রাশিয়া আক্রমণ করল, তখনই যুদ্ধ হল 'জনগণের যুদ্ধ'। ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লা ইউমানিটি' এক 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' গঠন করবার প্রস্তাব করল। অথচ রুশ-জর্মান লড়াই শুরু হবার আগে ফরাসি কম্যুনিস্টরা নিরপেক্ষ থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু হিটলারের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি কম্যুনিস্টদের কথার সুর পাল্টে গেল। তখন তারা বলল: ন্যাশনাল ফ্রণ্ট হবে জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার একটি ধারাল অস্ত্র। পরে এই ন্যাশনাল ফ্রণ্টে ডান এবং বামপন্থীরা অর্থাৎ যারা হিটলারের নীতির বিরোধী ছিলেন তারা এই গড়িলা বাহিনীতে যোগ দিলেন। ফরাসি কম্যুনিস্টরা পরে দাবি করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ন্যাশন্যাল ফ্রণ্টের প্রথম সারিতে ছিল কম্যুনিস্ট গড়িলা বাহিনী! দ্যগলের সমর্থকেরাও এই রকম দাবি করেছিল।

বৃটিশ গড়িলা বাহিনীর সৈন্যরা, 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ', বি বি সি এবং আর এ এফ (কারণ তারাই গড়িলা সৈন্যদের ফ্রান্সে-হল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল) সবাই একই দাবি করছিল।

জর্মানী রাশিয়া আক্রমণ করবার পর য়ুরোপের কম্যুনিস্টরা হিটলারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরল। কম্যুনিস্ট গড়িলারা যুদ্ধ শুরু করল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ হিটলার বিরোধী লড়াই'র আর একটি বড় অংশ ছিল। দেশের নাগরিকদের সঙ্গে চার্চের একটি গভীর ধর্মের সম্পর্ক ছিল।

চার্চ ছিল ভিসী সরকারের অধীনে। কিন্তু চার্চেরা বিশপ এবং কর্তারা ছিল গড়িলা যুদ্ধের সমর্থক। তারা বহু বিপদে গড়িলা সৈন্যদের সাহায্য করেছিল। তারা সংগ্রামীদের আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

একটি বিশেষ কারণে জর্মানীর সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না।

পারী দখল করে নেবার পর গোয়েবলস এক ফতোয়া জারি করে সবাইকে জানিয়ে ছিলেন হিটলারের অধিকৃত এলাকায়, জর্মানদের অধীনে, ফরাসি নাগরিকদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

ফরাসি নাগরিকেরা চিরকাল তাদের সংস্কৃতি, জীবন ধারা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে গর্ব অনুভব করে থাকেন। কিন্তু গোয়েবলসের এই ইস্তাহার বিলি হবার পর ফরাসি নাগরিকদের আত্মসম্মানে আঘাত করল। প্রথমে ভিসী সরকারের প্রতিক্রিয়া জানা গেল। তারা বলল ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকতে চায়। ফ্রান্স অন্য কোন শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ বৃটেন কিংবা রাশিয়া অথবা আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিয়ে এই যুদ্ধ করবে না। জার্মানীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতা হবে 'নামমাত্র'।

এই কারণে গোয়েবলসের ফতোযা ফ্রান্সে বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সাধারণ ফরাসি নাগরিকেরা জর্মানীর এবং এই লড়াই থেকে দূরে সরে থাকতে চাইল। আর একটি কারণে ফরাসি নাগরিকেরা জর্মানীর বিরোধী হয়েছিল। জর্মানরা বহু ফরাসি নাগরিকদের শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে জোর করে জর্মানীতে নিয়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় বৃটিশ 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' (অর্থাৎ এস ও ই) গড়িলা যুদ্ধ করতে সুবিধা পেল।

অপর দিকে জর্মানীও ইংল্যান্ড থেকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে অজস্র স্পাই পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই সব জর্মান স্পাইরা, দু একজন ছাড়া, বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গড়িলার কাজ কিংবা খবর সংগ্রহের কাজ করতে পারেনি। জর্মান স্পাইদের প্রধান কাজ ছিল খবর সংগ্রহ করা।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জর্মান সিক্রেট সার্ভিসদের বোকা বানাবার জন্যে একটি নতুন প্রথা অবলম্বন করেছিল যার নাম ছিল 'ডবল ক্রস সিস্টেম'। এই 'ডবল ক্রস সিস্টেম' প্রথম চালু হয়েছিল 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ এবং বৃটিশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স "এম আই ফাইভ"। পরে জর্মানীর আবভেরও 'ডবল ক্রস সিস্টেমকে নকল করে বহু বৃটিশ স্পাই এজেন্টকে গ্রেপ্তার করে খবর সংগ্রহ করেছিল এবং স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ (এস ও ই) কে বিভ্রান্ত করেছিল।

'ডবল ক্রস সিস্টেমের' প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে ধোকা দেওয়া এবং বলা যায় তাদের বোকা বানান। প্রথম মহাযুদ্ধেও 'ডবল ক্রস সিস্টেমের' সাহায্য নিয়ে শত্রুকে ধোকা দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক জেসি মাষ্টারম্যান এই 'ডবল ক্রস সিস্টেম' খেলাকে আরো উন্নত, আকর্ষণীয় করলেন।

মাষ্টারম্যানের ভাষায় এই 'ডবল ক্রস সিস্টেমের' একটি ছবি দেওয়া যাক। প্রথমতঃ মাষ্টারম্যান বলেছেন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এদেশে যে সব স্পাইদের ধরা হবে বা হয়েছে তাদের 'কণ্ট্রোল' করা। দুই, এই সব এজেন্টদের সাহায্য নিয়ে আমরা জর্মান স্পাইদের আবিষ্কার করব। তিন, এই সব স্পাইদের কাছ থেকে আমরা জর্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের (আবভের / এস ডির) অনেক কাজকর্মের খবর সংগ্রহ করতে পারব। এই সব খবর কাউণ্টার এসপিওনেজের কাজের জন্যে বিশেষ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়। চার, আমরা শত্রুর কোড সাইফারের খবর জানতে পারব। পাঁচ, আমরা শত্রুর উদ্দেশ্য কী জানতে পারব। ছয়, পরে চেষ্টা করে শত্রুর মূল উদ্দেশ্যকে বানচাল করতে পারব। সাত, আমরা এই সব এজেন্টদের সাহায্য নিয়ে সহজেই শত্রুকে বোকা বানাব।

মাষ্টারম্যান আরো বলছেন ঃ এই 'ডবল ক্রস সিস্টেম' কাজে ব্যবহার করতে হলে, আমাদের কিছু সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

ডবল ক্রস সিস্টেমের কাজ ভালভাবে চালাবার জন্যে কুড়ি জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির নাম ছিল 'টুয়েণ্টি কমিটি'।

এই কমিটির কাজ ছিল বিদেশি এজেণ্টকে অর্থাৎ যাদের ধরা হয়েছে তাদের যে সব খবর তার হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাতে বলা হবে তার প্রতিটি খবর এই কুড়ি কমিটি 'সেন্সর' বোর্ড অনুমোদন করে দেবে।

দুই, ডবল এজেণ্ট যদি এই ধরনের মিথ্যা খবর হেড কোয়ার্টারে পাঠাতে রাজি হয়, তাহলেই তাদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে। জোর করে কাউকে এই কাজে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তিন, ডবল এজেণ্ট এমন ভাবে জীবন যাপন করবে কিংবা তার হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাবে যেন কারু মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। চার, প্রতিটি 'ডবল ক্রস' খেলার সঙ্গে একজন 'কেস অফিসার' রাখতে হবে। একজনই সেই ডবল এজেণ্টের কাজকর্ম দেখাশোনা করবে। পাঁচ, প্রতিটি ডবল এজেণ্টকে নিয়োগ করবার সময় সুক্ষ্মভাবে জেরা করে তাদের চরিত্রকে বিচার করতে হবে। ছয়, প্রথমেই ডবল এজেণ্টের সঙ্গে টাকা পয়সা, লেনদেনের হিসেব নেওয়া আবশ্যক। সাত, প্রথম থেকে খুব দ্রুতগতিতে কাজ করতে হবে।

এই হল 'ডবল ক্রস সিস্টেমে' ডবল এজেণ্টের কাজকর্মের মোটামুটি একটি রূপরেখা।

এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে চার্চিল প্রথম থেকেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। একদিন চার্চিলের ছেলে রানডল্ফ চার্চিল তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে চার্চিল দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তিনি দাড়ি কামাতে কামাতে তার

ছেলেকে বললেন : এই লড়াইতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

ছেলে রানডলফ চার্চিল একেবারে হতবাক, বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি এতো জোর গলায় এই জয়ের কথা বলছেন কী করে ?

চার্চিল এর জবাবে বললেন : এ যুদ্ধে আমরা আমেরিকাকে দলে টানব।

অবশ্যি রুজভেল্ট চার্চিলকে বলেছিলেন : আমরা এই যুদ্ধে চুপচাপ বসে থাকব না।

আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকেনি। আমেরিকার এই যুদ্ধে যোগ দেবার কাহিনী দীর্ঘ।

রুজভেল্টের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখবার জন্যে চার্চিল তাঁর এক কানাডিয়ান বন্ধু উইলিয়াম স্টিভেন্সনকে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি করে আমেরিকাতে পাঠালেন। চার্চিল স্টিভেন্সনকে নির্দেশ দিলেন : আপনি আমেরিকাতে গিয়ে বৃটেন বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা খণ্ডন করবার চেষ্টা করবেন। আমেরিকা বৃটেনকে সাহায্য করে এই ধরনের কাজ করবেন এবং আপনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আমেরিকা যেন এই যুদ্ধে যোগ দেয় আপনি সেই চেষ্টা করবেন।

এই সময়ে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস খবর পেল জর্মানী ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করবার জন্যে এক প্ল্যান করেছে। এই প্ল্যানের নাম ছিল 'অপারেশন সী লায়ন'। পরে শোনা গেল প্রথমে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার জন্যে একটি প্ল্যান করেছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি তার মত পাল্টালেন। তার প্ল্যান হল ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা।

এই 'অপারেশন সী লায়ন' থেকে শুরু হল দুই পক্ষের ইনটেলিজেন্সের লড়াই। দুই দেশ থেকে মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে স্পাই, এজেন্টরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে আনাগোনা করতে শুরু করল।

আমরা প্রথমে জর্মান স্পাই বাহিনীর কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বিচার করে দেখা দরকার জর্মান ইনটেলিজেন্সের ব্যর্থতার কারণ কী ? ইনটেলিজেন্সের লড়াইতে কেন জর্মানীর পরাজয় হল ? কেন আবভের, এস ডি কিংবা গেস্টাপো খবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল ? যদিও তারা অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিল ঐ খবরগুলি কেন নাৎসী নেতারা, বিশেষ করে হিটলার আদৌ বিশ্বাস করেননি। উদাহরণ স্বরূপ 'অপারেশন সিসারো-ইস্তানবুল' জর্মান এম্বাসী থেকে বৃটিশ এম্বাসডারের চাকরের কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলি কেন বিশ্বাস করেননি। খবরগুলি যা এই বিভীষণ চাকর দিয়েছিল সেগুলি সত্যি ছিল। চাকর সিসারোর আসল নাম ছিল এলিসা বাজনা। খবরগুলি এত সত্যি ছিল যে হিটলার এবং তার পরামর্শ দাতারা এই সব খবরে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাদের বক্তব্য ছিল খবরগুলি হল : Too Good to believe. তবে এই ব্যর্থতার জন্যে জর্মান ইনটেলিজেন্সকে দোষী করা যায় না। এ হল নাৎসী নেতাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

এ ছাড়া লড়াইর মাঠের কথা বলা যাক। রাশিয়ান যুদ্ধ এলাকা এবং রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে হিটলারের কোন জ্ঞান ছিল না। স্টালিনগ্রাদ আক্রমণের সময় জর্মান সৈন্যবাহিনীর ঐ শহরের যুদ্ধ এলাকা সম্বন্ধে কোন খবর ছিলনা।

অবশ্যি রাশিয়ার ইনটেলিজেন্স খুব বেশি দক্ষ ছিল না। বরং সেই তুলনায় মিত্রশক্তির কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় খবর ছিল। জাপান ইনটেলিজেন্সের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ী ছিল।

মহাযুদ্ধের সময় কেন জর্মানী উপযুক্ত খবর সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল কিংবা যখন তারা খবর সংগ্রহ করেছিল তখন কেন এই খবরগুলি কাজে লাগান হয়নি? জর্মান ইনটেলিজেন্সের ব্যর্থতার আর একটি প্রধান কারণ হল জর্মান জেনারেল এবং হাইকম্যাণ্ডের অহংকার, অহমিকা এবং দম্ভ। জর্মান জেনারেলদের যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা রাজনীতির ময়দানের ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

এ ছাড়া নাৎসী সরকার ইনটেলিজেন্সের কাজকে তুচ্ছ, অবহেলা করত। খবর সংগ্রহ করতে তারা কোন উৎসাহ দেখায়নি। জর্মানদের ব্যর্থতার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল জর্মান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ। ইহুদি বিদ্বেষ ছিল জর্মানীর পরাজয়ের আর একটি কারণ। এর দরুণ তারা অনেক সময় উপযুক্ত খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। এবং যখন মূল্যবান খবর পাওয়া যেতো তখন তারা ঐ খবরগুলিতে বিশ্বাস করেনি। জর্মানীর ইহুদি নাগরিকেরা পরে আমেরিকা গিয়ে এটম বোমা বানিয়েছিল। ইহুদিদের জর্মানী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হিটলার জর্মানীর প্রচুর ক্ষতি করেছিলেন।

জর্মানীর ঔদ্ধত্য এবং অহংকার সম্বন্ধে আরো একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। জর্মান নাগরিকদের অহমিকার খবর কার অজানা ছিল না। তাদের নিজস্ব যুক্তি, চিন্তা সম্বন্ধে বেশ গর্ব ছিল এবং এখনও আছে। তাদের এই অহংকারী মনোভাব বিশেষ করে ইনটেলিজেন্সের কাজে বাধা সৃষ্টি করত।

হিটলার কিংবা জর্মান জেনারেলরা কখনই স্বীকার করেননি আক্রমণ করবার জন্যে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় খবর, তথ্যের দরকার আছে। তাদের কাছে আক্রমণ করাই ছিল পাল্টা আক্রমণের জবাব। ফ্রান্স আক্রমণ করবার সময় তারা এই নীতি অনুসরণ করেছিল।

জর্মানীর তুলনায় মিত্রশক্তি—এসপিওনেজ, স্পাইং, গড়িলা যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশ সজাগ এবং জ্ঞান ছিল। অস্বীকার করবার যো নেই খবর সংগ্রহ করতে মিত্র শক্তি অনেক ভুল করেছিল। তবে তারা অনেক মূল্যবান গোপন খবর কিংবা সিক্রেট ডকুমেণ্ট সংগ্রহ করে এবং গাড়িলা বাহিনী শত্রুর ব্যূহে পাঠিয়ে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

* * *

এবার জর্মানীর খবর সংগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া যাক। এখানে বলা

প্রয়োজন যুদ্ধের অনেক আগে থেকে জর্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছিল।

একটি কাহিনী।

হামবুর্গ, ১লা জানুয়ারি, ১৯৩৭ সাল।

এই শহরে ছিল আবভেরের একটি বড় দপ্তর, কারণ এখানে ছিল আবভেরের বেতার ঘাঁটি।

প্রথমে আবভেরের দপ্তর ছিল ছোট।

নববর্ষের প্রথম দিন।

আবভেরের দপ্তরে নিকোলাস রিটার নামে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। নিকোলাস রিটার আগে আমেরিকায় কাপড়ের ব্যবসা করতেন। অবশ্যি আবভেরের সঙ্গে তার বহু পুরাতন সম্পর্ক ছিল।

রিটারকে আবভেরের রেডিও এসপিওনেজের কাজ করতে হামবুর্গে পাঠান হয়েছিল। তার কাজ ছিল শত্রুর রেডিও মনিটর করা।

রিটার তার কাজে যোগ দেবার পর 'আর্থার ওয়েনস' নামে এক বৃটিশ নাগরিক এসে তার সঙ্গে দেখা করল। লোকটি ছিল ওয়েলসের বাসিন্দা। ওয়েনস জর্মানীর নৌবাহিনীর ঘাঁটি ঘুরে অনেক মূল্যবান টেকনিক্যাল খবর সংগ্রহ করেছিল। ওয়েনস ঐ খবরগুলি বৃটিশ নৌবাহিনীর কর্তাদের কাছে বিক্রী করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বৃটিশ সরকারের কর্তারা ঐ খবরগুলি পাবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। ওয়েনস অবশ্যি বৃটিশ নৌবাহিনীর উদাসীনতায় নিরুৎসাহ হলনা। সে এবার জর্মানীর আবভেরের দপ্তরে গিয়ে হানা দিল। এর কিছু আগে লণ্ডনের সহো এলাকায় ওয়েনসের এক জর্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আলাপ আলোচনায় ঠিক হল ওয়েনস স্পাই হিসেবে কাজ করবে। অতি উত্তম প্রস্তাব। রিটার হামবুর্গের আবভেরের দপ্তরে যোগ দেবার পর ওয়েনস একটি পরিচয়পত্র নিয়ে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। স্থির হল ওয়েনস বৃটিশ রয়াল এয়ারফোর্সের খবরাখবর সংগ্রহ করবে। এর জন্যে তাকে কিছু ক্যাশ টাকাও দেওয়া হল। স্পাইর কাজ করবার জন্যে ওয়েনসের একটি ছদ্মনাম দেওয়া হল। এই স্পাই নামটি হল 'জনি'। এরপর রিটার স্পাইর বাজারে প্রচার করলেন 'আবভের স্পাই চায়'। এই বিজ্ঞাপনের পর চেম্বার অব কমার্সের এক বৈঠকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিটারের দেখা হল। ভদ্রলোক বললেনঃ আমার এক বন্ধু আছে। তুমি ওকে স্পাইর কাজে নিয়োগ করতে পার।

রিটার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। বললেন লোকটি যদি স্পাইর কাজ করতে পারে তাহলে তাকে নিয়োগ করতে আমার কোন আপত্তি থাকবে কেন?

ঠিক হল বন্ধু তার প্রার্থীকে নিয়ে রিটারের সঙ্গে দেখা করবেন।

নির্দিষ্ট দিনে বন্ধু এবং প্রার্থী রিটারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

প্রার্থীর নাম ছিল ওয়ালটার সিমন।

ঃ বলুন আমাকে কী করতে হবে? আমি সব ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত।

ঃ আপনার অতীত? রিটার জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ পনের বছর আমি জাহাজে কাজ করেছি। দেশে দেশে ঘুরে অনেক বিদেশি ভাষা শিখেছি। ইংরাজি ভাল জানি। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান আছে।

চমৎকার, এর পরে রিটার সিমনকে জর্মানীর বিভিন্ন বন্দর ঘুরিয়ে দেখালেন। পরে তাকে স্পাইং-এর অন্যান্য কাজ শেখান হল।

১৯৩৮ সাল।

রিটারের আশীর্বাদ নিয়ে সিমন ইংল্যাণ্ডে এলেন। এই যাত্রার সময় সিমন তার নিজের পাশপোর্ট ব্যবহার করেছিলেন। ঐ পাশপোর্টে বিভিন্ন দেশের ছাপ দেওয়া ছিল।

চার সপ্তাহ ইংল্যাণ্ড ঘুরে সিমন রিটারের সঙ্গে এসে আবার দেখা করলেন। তিনি তার ইংল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতার একটা ছোট রিপোর্ট দিলেন। ঐ রিপোর্ট রিটারকে সন্তুষ্ট করল। তিনি অবাক হলেন। এত দক্ষ স্পাইং-এর কাজ এর আগে কেউ করতে পারেনি।

সিমন এরপরে পাঁচটি নতুন বিমান বন্দরের বর্ণনা দিলেন। তার বিবৃতিতে অনেক খুটিনাটি খবর ছিল যে রিটার ঐ বর্ণনা শুনে বিস্মিত হলেন। অবশ্য রিটার এবং আবভের এই সব নতুন বিমান ঘাঁটির খবর সংবাদপত্রেই পড়েছিলেন। কিন্তু খুটিনাটি খবর জানতেন না।

রিটার সিমনকে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। এবার যাবার সময় সিমন একটি পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। পাণ্ডুলিপি দেখে ইংল্যাণ্ডের ইমিগ্রেশনের কর্তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল। সিমন ইমিগ্রেশনের কর্তাদের পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে বললেন এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্যে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসেছেন।

লণ্ডনের পশ্চিম এলাকায় নাবিকদের থাকবার একটি হোটেল ছিল। সিমন গিয়ে ঐ হোটেলে আশ্রয় নিলেন। হোটেল থেকে তিনি লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন এবং বহু প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করলেন। ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি কিছু লোককে আবভেরের এজেণ্ট হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাদের বলা হল তারা কী ধরনের কাজ করবে সে কথা পরে জানান হবে।

সিমন এবার একটি মারাত্মক ভুল করলেন। সিমন যে বিদেশি নাবিক এ কথা তিনি পুলিশকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে বিদেশি নাবিকদের পুলিশের খাতায় নাম রেজিষ্ট্রি করতে হত। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। অবশ্য পুলিশ তাকে জেরা করে এমন কিছু আপত্তিকর খবর

জানতে পারল না। সিমনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

সিমন হামবুর্গ ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। এবার সিমনকে বেশ কিছুদিনের জন্যে বসিয়ে রাখা হল। ১৯৪০ সালে জর্মান নৌবাহিনী আবার সিমনের সাহায্য চাইল। সিমনকে আয়ারল্যাণ্ড থেকে আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ করতে বলা হল। আয়ারল্যাণ্ডে যাবার সময় রেডিও ব্যবহারের সাইফার কোডের কাজ শেখান হল। বেল্টে লুকিয়ে কী করে টাকা নিয়ে যেতে হয় সেই বিদ্যাও শেখান হল। তাকে একটি ছদ্মনাম দেওয়া হল 'কার্ল এণ্ডারসন'। তার পরিচয় হল সুইডিশ নাগরিক এবং তাকে প্রচুর টাকা দেওয়া হল।

নির্দিষ্ট দিনে সিমন তার ছদ্মনাম, বানানো পরিচয় নিয়ে সাবমেরিন করে ইংল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলেন। পরে ইংল্যাণ্ডের 'ডিংগল বে'র কাছে পেঁছুবার পর তাকে নৌকায় করে ডাঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হল। ডাঙ্গায় পেঁছে তিনি তার রেডিও সেট মাটিতে পুঁতে রাখলেন। পরে তিনি এক রেলোয়ে স্টেশনে গিয়ে পেঁছুলেন। সিমন স্থানীয় একটি লোককে জিজ্ঞেস করলেন এর পরের ট্রেন কখন ছাড়বে। এই প্রশ্ন করে সিমন এক মারাত্মক ভুল করলেন। কারণ দীর্ঘ-কাল ধরে ঐ স্টেশন দিয়ে কোন ট্রেন যাতায়াত করত না। লোকটি মনের বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, পরের ট্রেন! আপনি বলছেন কী? চোদ্দবছর হল এই স্টেশন থেকে কোন ট্রেন চলাচল করছে না।

এবার সিমন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। পরে দেখতে পেলেন তিনটি লোক তার উপর তীক্ষ্ম নজর রাখছে। লোক তিনটি এসে সিমনের সঙ্গে আলাপ করল এবং তাদের মনের সন্দেহ ডাবলিন পুলিশকে জানাল। পুলিশ সিমনকে গ্রেপ্তার করল। সাজা জেল।

সিমন গ্রেপ্তার হবার পর আবওর একজন দক্ষ স্পাই হারালেন।

*　　*　　*

অবশ্যি 'জনি' (আর্থার ওয়েনস) ঐ সময়ে রিটারের দপ্তরে কাজ করছিলেন। জনিকে স্পাইর ট্রেনিং দেয়া হল। ঠিক লড়াই আরম্ভ হবার কিছু আগে ওয়েনস ওরফে জনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। সাউদাম্পটন রেলোয়ে লাগেজ রুমে জনির জন্যে একটি বাক্স রাখা হয়েছিল। ঐ লাগেজের ভেতর ছিল একটি রেডিও ট্রান্সমিটার। জনি ঐ রেডিও ট্রান্সমিটরের সাহায্যে হামবুর্গের কাছে খবর পাঠাতে শুরু করলেন। জনি বিভিন্ন ধরনের খবর সংগ্রহ করছিলেন। রয়েল এয়ারফোর্সের কাজকর্মের খবর, আমেরিকা কী ধরণের মাল ইংল্যাণ্ডকে দিচ্ছে, সমুদ্রতটে কী ধরণের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এই ধরনের মূল্যবান খবর। এই সব খবর পাবার পর রিটার জনিকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন।

জনি এবার থেকে আবওরের জন্যে স্পাই, এজেণ্ট রিক্রুট করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে জনি লিসবনে গিয়ে রিটারের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু হঠাৎ

কোন অজ্ঞাত কারণে রিটার জনিকে সন্দেহ করতে লাগলেন। কারণ রিটার ভাবলেন বৃটিশ সরকারের অগোচরে এসব গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠান কী করে সম্ভব? অবশ্য রিটারের এই সন্দেহ প্রমাণ করবার মতো কোন তথ্য কিংবা প্রমাণ ছিলনা।

অনেক খবরের মধ্যে জনি রিটারকে বললেন তিনি আবভেরের জন্যে একজন এজেন্ট রিক্রুট করেছেন। বললেন পরের বার দেখা সাক্ষাতের সময় ঐ এজেণ্টকে রিটারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

জনি যখন আবার লিসবনে এসে রিটারের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি তার নতুন এজেণ্ট 'ব্রাউনকে' রিটারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্রাউনকে রিটারের পছন্দ হল না। ব্রাউন পালিয়ে গেলেন। পরে জানা গিয়েছিল ব্রাউন ছিলেন কম্যুনিস্ট।

জনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে আবার নিয়মিত খবর পাঠাতে লাগলেন। রিটারের মনের সন্দেহ দূর হল। তিনি বুঝতে পারলেন জনি ডবল এজেণ্ট নয়।

আর একজন উল্লেখযোগ্য জর্মান সিক্রেট এজেণ্টের নাম ছিল জোসেফিন। আসলে তিনি জর্মান ছিলেন না। ছিলেন সুইডিশ। জোসেফিনের নাম সবার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করত। সবাই জানবার চেষ্টা করছিল এই সিক্রেট এজেণ্টটি কে? কারণ তার খবর পাঠাবার কৌশল ছিল বিচিত্র।

জোসেফিন নিজেও ভাবতে পারেননি যে তিনি জর্মান সিক্রেট সার্ভিসের কাছে খবর দিচ্ছেন। জোসেফিন লণ্ডন থেকে রিপোর্ট তার দেশের সরকার সুইডেনের কাছে পাঠাতেন। ওখান থেকে আবভেরের এক এজেণ্ট ঐ রিপোর্ট চুরি করে বার্লিনে পাঠাত। আবভেরের এই সিক্রেট এজেণ্টের নাম ছিল কার্ল হাইনজ ক্র্যামার।

ক্র্যামার লণ্ডনে থাকাকালীন রিবেনট্রপের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি জর্মান এয়ারফোর্সে যোগ দিয়েছিলেন পরে 'সিক্রেট এজেণ্ট' হলেন। তিনি ইস্তানবুলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হামবুর্গে ফিরে এলেন। হামবুর্গে থাকাকালীন ক্র্যামার তার বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বৃটিশ রয়াল এয়ারফোর্সের বিভিন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ করে রিটারকে দিতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি জর্মান বিমানবাহিনী লুফটওয়াফার জন্যে প্রচুর মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিলেন।

ক্র্যামার প্রায়ই সুইডেনে যেতেন। এবং বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেন। এবং আবভেরের কাছে তাদের মন যোগান খবর পাঠাতেন।

কোথা থেকে তিনি এসব খবর পাচ্ছেন? এই প্রশ্নের জবাবে ক্র্যামার বললেন ঃ এই খবর তিনি জিগফ্রিড 'এ'র কাছ থেকে পাচ্ছেন। জিগফ্রিড 'এ'র আসল নাম বলা সম্ভব নয়। পরে আর একটি খবর পাঠিয়ে

বললেন : এ খবরটি তিনি জিগফ্রিড এর কাছ থেকে পেয়েছেন। এবারও তিনি জিগফ্রিড 'এ'র আসল নাম বলতে অস্বীকার করলেন। স্পাইর কাজকর্মে আসল নাম গোপন রাখা হয়। জোসেফিনের আর একজন এজেন্টের নাম ছিল 'হেক্টর'।

ক্র্যামার এমন ভাবে খবর সংগ্রহ করতেন কেউ তাকে ধরতে কিংবা সন্দেহ করত না। এই সব কারণে রিটার কিংবা আবভের জোসেফিনের আসল পরিচয় জানতে পারলেন না। যদিও সবাই জানবার জন্যে উৎসুক ছিলেন 'জোসেফিন' কে?

অনেক জেরা-প্রশ্নের জবাবে ক্র্যামার শুধু বললেন তিনি এই সব গুরুত্বপূর্ণ খবর সুইডেনের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছ থেকে পাচ্ছেন। এছাড়া বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারি কর্মচারি প্লেনের এবং জাহাজের নাবিকদের মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ খবর সুইডিস ব্যবসায়ীদের দিতেন। অবশ্য ক্র্যামার এই সব পত্রলেখকদের কখনও চোখে দেখেননি। তিনি সুইডেনে তার বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে এই সব চিঠির খবর সংগ্রহ করতেন।

ইস্তানবুলে থাকাকালীন, ক্র্যামারের বিবৃতি অনুযায়ী, ক্র্যামারের এক ইতালিয়র সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। এই ইতালিয় বন্ধুর এক জাপানী সিক্রেট এজেণ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল! এই জাপানী সিক্রেট সার্ভিসের লোকটির সাহায্য নিয়ে ক্র্যামারের স্টকহলমে অবস্থিত জাপানী মিলিটারি এটাচীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। এই মিলিটারী এটাচী ছিলেন য়ুরোপে জাপানী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় কর্তা। তার নাম ছিল 'জেনারেল মাকাটো ওনাডোরা'। ক্র্যামার প্রায়ই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেন এবং তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের খবর সংগ্রহ করতেন। এছাড়া ক্র্যামারের হাঙ্গারীর অ্যাসিটাণ্ট মিলিটারী এটাচী লাজলো ভোয়েকজয়েণ্ডির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ক্র্যামার প্রায়ই ভোয়েকজয়েণ্ডির কাছে গিয়ে খবর সংগ্রহ করতেন। সুইডিশ ট্রেডিং কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী অনটন বেলা গ্রুইও ব্রোয়েকেরের সঙ্গে দেখা করতেন। তার কাছে বহু মূল্যবান খবর পাওয়া যেতো।

স্টকহলমে থাকাকালীন ক্র্যামার প্রতিদিন জর্মান এম্বাসীতে বসে স্টকহলমের সংবাদপত্র পড়তেন। ঐ সব কাগজ থেকে তিনি অনেক সংবাদ টুকে রাখতেন। এবং পরে খবরগুলি হামবুর্গে আবভেরের কাছে পাঠাতেন। সংবাদপত্র থেকে তুলে নেওয়া সংবাদগুলিকে তিনি জিগফ্রিড 'বি' সূত্র থেকে পাওয়া গেছে বলে চালাতেন।

রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় তার আক্রমণ শুরু করছিলেন তখন ক্র্যামার আবভেরকে বললেন মিত্রশক্তি বর্তমানে নরওয়ে আক্রমণ করবে না। এবারও খবর পাঠাবার সূত্র ছিল 'জিগফ্রিড বি'। ক্র্যামার তার রিপোর্টে বলেছিলেন যে এই খবর তিনি জিগফ্রিড 'বি'র কাছ থেকে পেয়েছেন।

এরপর ক্র্যামার আর এক নতুন এজেণ্ট আবিষ্কার করলেন। এই নতুন এজেণ্টের নাম ছিল 'হেক্টর'। তিনি হামবুর্গের কাছে খবর পাঠালেন যে হেক্টর তাকে ইংল্যাণ্ডের এয়ারক্রাফট প্রডাকশন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর দিয়েছেন। এইভাবে ক্র্যামার নিয়মিত ভাবে তার মনিবদের কাছে এমন সব খবর পাঠাতেন যে সব খবর শুনে তারা খুশি হতেন।

কিছুদিন পরে জর্মানীর সামরিক মহল থেকে প্রশ্ন করা হল 'জোসেফিন' কে? অনেক চেষ্টা করেও জোসেফিনের আসল পরিচয় পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞেস করা হল জোসেফিন এত খবর জানেন কী করে? কিন্তু জবাব মিলল না।

সন্দেহ করা হল। ক্র্যামার সুইডেনের ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি থেকে বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট সংগ্রহ করেছিল এবং ঐ সব রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আবভেরের কর্তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কী করে ক্র্যামার সুইডেনের ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির রিপোর্টগুলি সংগ্রহ করছেন সবাই এই কথা জানতে চাইলেন। ক্র্যামারের বন্ধু বান্ধব বেশি ছিল না! তিনি খুব বেশি পার্টি দিতেন না। এ ছাড়া ক্র্যামারের খুব বেশি সুইডিশ বন্ধুও ছিল না। কোন প্রশ্ন করলে ক্র্যামার তার খবর সংগ্রহের সূত্রের কোন জবাব দিতেন না। তিনি এর পাল্টা জবাবে বলতেন প্রয়োজন হলে আমি পদত্যাগ করব।

শেলেনবুর্গ বলেছিলেন আমি ক্র্যামারের কাছ থেকে তার খবর সংগ্রহের সূত্র জানবার চেষ্টা করেছিলাম। তার পেছনে স্পাইও রেখেছিলাম। কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি। জানতে পারিনি ক্র্যামার কার কাছ থেকে খবরগুলি পাচ্ছেন?

ক্র্যামার কখনও কখনও কোন সামাজিক পার্টিতে যোগ দিতেন। পার্টি চলবার মধ্যিখানে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে যেতেন। কোথায় যেতেন কেউ বলতে পারত না।

অবশ্যি পরে জানা গিয়েছিল ক্র্যামার কিছুক্ষণের জন্যে স্টকহলমের দুই তিনটি বাড়িতে যেতেন। ঐ বাড়িগুলি ছিল ক্র্যামারের 'সেফ হাউস'। এই বাড়গুলিতে তার তিন চারজন বান্ধবী ছিল। এরা সবাই সুইডিশ ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিতে কাজ করত এবং ক্র্যামার প্রায় এই মেয়ে তিনটিকে নিয়ে স্টকহলমের কোন নির্জন এলাকার এক রেস্তোরাঁয় বসে গল্পগুজব এবং প্রেমালাপ করতেন। ঐ গল্প করবার মাঝে মধ্যিখানে তিনি তাদের কাছ থেকে অনেক গোপন খবর বার করে নিতেন। কখনও বা মেয়েরা ক্র্যামারের হাতে দপ্তরের সিক্রেট রিপোর্টও তুলে দিত।

ক্র্যামার এই সব রিপোর্টের সারাংশ হামবুর্গে আবভেরের কাছে পাঠাতেন!

ক্র্যামারের আর একটি কাহিনী রুজভেল্ট চার্চিলের কুইবেকের বৈঠকের একটি সারাংশ আবভেরের কাছে পাঠান। ঐ রিপোর্টে মিত্রশক্তির য়ুরোপ

আক্রমণের কথা উল্লেখ ছিল। ঐ সময়ে রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লাশ্স আক্রমণ করবার কোন প্ল্যান ছিল না। কথা ছিল উত্তর আফ্রিকার অভিযান শেষ করে মিত্রশক্তি সিসিলি দখল করবে। পরে ইতালি।

এই খবরগুলি সত্যি ছিল যদিও এই খবরগুলি লিখবার জন্যে রিপোর্ট চুরি করবার দরকার ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে জর্মান সৈন্যবাহিনীকে সিসিলি থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল। জোসেফিনের পরবর্তী রিপোর্টগুলি খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল না।

ক্র্যামারের এই রিপোর্টগুলি বার্লিনের কর্তাদের খুশি করেছিল। অবশ্যি কোন কোন মহল ক্র্যামারের স্টকহলমের কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহজনক প্রশ্ন করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন স্টকহলমে জর্মান এম্বাসীর এ্যাসিট্যাণ্ট এয়ার এটাচি মেজর ফ্রাইডিক বুশ। তিনি ক্র্যামারকে খুব বেশি ভাল নজরে দেখতে পারতেন না।

বুশের বক্তব্য ছিল ক্র্যামার সরকারের পয়সার অপব্যয় করছেন। ঐ টাকা দিয়ে তিনি সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে রাত্রি কাটাচ্ছেন। ক্র্যামারের এই সুখের আয়েষী জীবন বুশ সহ্য করতে পারতেন না। বুশের বক্তব্য ছিল ক্র্যামার আবভেরকে অনেক মিথ্যা খবর দিচ্ছেন। এ সত্ত্বেও আবভেরের কর্তারা ক্র্যামারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। এর কারণ আবভেরের কিছু কিছু কর্মচারিরা ক্র্যামারের সাহায্য নিয়ে অবৈধ বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করছেন।'

এদিকে গেষ্টাপো ক্র্যামারকে ডবল এজেণ্ট হিসেবে সন্দেহ করত। কী করে ক্র্যামার এতবড় সবজান্তা স্পাই হয়েছেন এইটে ছিল গেষ্টাপোর প্রশ্ন। গেষ্টাপো ক্র্যামারকে নিয়ে একটি আশি পাতার রিপোর্ট তৈরি করেছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল ক্র্যামার জর্মানীর বিমানবাহিনী লুফত ওয়াফার গোপন খবর রাশিয়ান এবং আমেরিকানদের দিচ্ছেন। এর পরিবর্তে রাশিয়ানরা তাকে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের খবর দিচ্ছে।

ডিসেম্বর মাস ১৯৪৪ সাল।

জর্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এক গোপন বৈঠকে গেষ্টাপো প্রধান মুলার শেলেনবুর্গকে বলেছিলেন ক্র্যামার নিশ্চয় বৃটিশ এজেণ্ট। কারণ আমরা তার কিছুই জানি না। তখন আমরা সন্দেহ করি ক্র্যামার হলেন এক বৃটিশ এজেণ্ট।

পরে শেলেনবুর্গ ক্র্যামারকে বার্লিনে তলব করলেন। ক্র্যামারকে চার ঘণ্টা ধরে জেরা করা হল। ঐ জেরা থেকে এমন কোন মূল্যবান খবর পাওয়া গেল না যা থেকে প্রমাণ করা যায় ক্র্যামার হলেন একজন 'ডবল এজেন্ট।' মুলারও তার অভিযোগ প্রমাণ করবার মতো কোন তথ্য দিতে পারল না। এরপর আবভের ক্র্যামারকে কাজ থেকে বিদায় দিল। তাকে পেনসন দেওয়া হল।

পশ্চিম রণাঙ্গন ক্ষেত্র থেকে জোসেফিন প্রচুর মূল্যবান খবর আবভেরকে

দিয়েছিল। রাশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 'ম্যাক্স' নামে আর একজন স্পাই রাশিয়ার অনেক ঘরোয়া মূল্যবান খবর আবভেরকে দিয়েছিলেন।

ঐ এলাকায় 'ম্যাক্স' ছিলেন এক নামজাদা স্পাই। তার দুর্ভেদ্য চরিত্রে প্রচুর রহস্য ছিল যার পুরো খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না।

'ম্যাক্স' চরিত্রটি যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তিনি ছিলেন এক ইহুদী। অপর দিকে জোসেফিন ছিলেন পাক্কা নাৎসী।

'ম্যাক্সে'র আসল নাম ছিল ফ্রিৎজ কাউডারস, জন্ম ২৩শে জুন, ১৯০৩ সাল। কাউডারসের মা ছিলেন ইহুদি। কিন্তু তার বাবা ছিলেন জর্মান। চব্বিশ বছর বয়সে কাউডারস ভিয়েনা শহর থেকে জুরিখে চলে আসেন এবং বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছিলেন। এই কাজ করবার জন্যে তিনি পারী এবং ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। হিটলার যখন ক্ষমতা পেলেন, তখন কাউডারস সাংবাদিক হয়ে বুদাপেস্তে গিয়েছিলেন। রিপোর্টার হিসেবে কাউডারসের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদের কাছ থেকে তিনি পয়সার বিনিময়ে পাশপোর্ট এবং ভিসা যোগাড় করতে পারতেন।

বুদাপেস্তে থাকাকালীন কাউডারসের আবভেরের এক কর্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আবভের তখন তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার দায়িত্ব দিয়েছিল। এরমধ্যে একটি কাজ ছিল আমেরিকান কাউন্সিলর মলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ, পরিচয় হৃদ্যতা করা। মলি ছিল যুগোশ্লাভিয়ার আমেরিকান কন্সুলার। এক ডিনার পার্টিতে মলির সঙ্গে কাউডারসের আলাপ পরিচয় হয়। পরে বন্ধুত্ব হয়। কাউডারস মলির কাছে নিজেকে ডাচ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তিনি বহুবার মলি এবং তার স্ত্রীকে বাজারে জিনিসপত্র কেনাকাটি করতে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া কাউডারস মলি দম্পতিকে ডলারকে স্থানীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিলেন।

কাউডারস মলির কাছ থেকে অনেক গোপন ডকুমেণ্ট চুরি করেছিলেন। একবার কাউডারস যুগোশ্লাভিয়াতে পেট্রোলের দুর্ভিক্ষের কথা আবভেরকে দিয়েছিলেন। খবরটি মলি তাকে দিয়েছিলেন।

আবভের ছাড়া কাউডারস বহু খবর এস ডি বাহিনীকে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে এস ডি-র কর্মচারি উইলিয়াম হয়েতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হয়েতে ছিলেন বল্কান দেশগুলির স্পেশালিষ্ট।

কাউডারসের একটি বড় দুর্বলতা ছিল সুন্দরী নারী। এই সব সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে ফ্রয়লাইন তিয়েলের নাম করা যায়। কাউডারস ফ্রয়লাইন তিয়েলকে নিয়ে অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

কাউডারস ছিলেন ইহুদি, নাৎসী নেতাদের কাছে অস্পৃশ্য। অথচ ফ্রয়লাইন তিয়েল ছিলেন বনেদী ঘরের জর্মান। এস ডি-র কর্তা হয়েতে কাউডারস এবং তিয়েলের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা খুব সুনজরে দেখতে পারেননি।

তবে হয়েতের কাউডারসকে প্রয়োজন ছিল। পরে হয়েতে এস ডির আর একজন এজেন্ট হাইনরিখ শ্রী-র আছে কাউডারসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কাউডারস জাগ্রেভ শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঐখানে তার ফ্রয়লাইন হোল্টহাউস নামে আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্ব বেশিদিন টেকেনি। পরে বুদাপেস্তে আর একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হল। এই মেয়েটির নাম ছিল বেলোসভিচ তিনি তাকে অনেক মূল্যবান খবর দিয়েছিলেন।

হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার আগে ঐ এলাকা থেকে খবর সংগ্রহের জন্যে একটি স্পাই নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। কারণ রাশিয়া আক্রমণের জন্যে অনেক ছোটোখাটো প্রয়োজনীয় খবরের দরকার ছিল। [হিটলার নিজে ইনটেলিজেন্সের কাজকর্মে বিশ্বাস করতেন যদিও তার পরামর্শদাতারা, বিশেষ করে, জর্মান জেনারেলরা এসপিওনেজে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না।] এই সময়ে জারের এক পুরান জেনারেল আনটন তুরকুল, আবভেরের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাশিয়াতে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠন হবার পর তুরকুল জর্মানীতে বসবাস করতেন। তার বহু রাশিয়ান সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার পর, তুরকুল রাশিয়ার অনেক ঘরের খবর আবভেরকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আবভের তুরকুলের এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। খবর পাঠাবার জন্যে রেডিও ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তুরকুলকে দেওয়া হল। আবভের এই ট্রান্সমিটারের নাম দিল 'ম্যাক্স'—অর্থাৎ তুরকুলের কোড নেম। ম্যাক্স ক্রেমলিনের বহু গোপনীয় খবর আবভেরকে দিয়েছিলেন। 'ম্যাক্সের' কেস অফিসার ছিলেন কর্ণেল রুডলফ কাউন্ট ভন মারনোরেডউইজ। তিনি ছিলেন এডমিরাল কানারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভিয়েনায় আবভেরের কর্তা। তিনি এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে ভিয়েনা প্রান্তে একটি ছোট শিবির স্থাপন করেছিলেন। কর্নেল অটো ওয়াগনার হয়েছিলেন এই ছোট শিবিরের কর্তা। একদিন ঐ শিবিরে কাউডারসকে দেখা গেল কী ব্যাপার? কাউডারস ঐ শিবিরে কী করছেন?

কাউডারস ওখানে কী করছেন কেউ বলতে পারল না। হয়ত আবভেরের বড় কর্তারা তাকে বিশ্বাস করতেন। কারণ কানারী নিজে ওয়াগনারকে বলে-ছিলেন কাউডারস লোকটি বিশ্বাসযোগ্য।

কাউডারস এই ছোট শিবিরে 'ক্লাট' ছদ্মনাম নিয়ে কাজ করতেন। সবাই জানত তিনি হলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। কাউডারস খবর সংগ্রহের কাজে খুবই পাকা, দক্ষ ছিলেন। বুদাপেস্তে তিনি দিনের বেলায় এক দপ্তরে কাজ করতেন। সন্ধ্যা হলেই তিনি হতেন অসংখ্য মেয়ের প্রেমিক। সুন্দরী সুন্দরী বান্ধবীদের নিয়ে তিনি বড় বড় রেস্তোরাঁয় নাইট ক্লাবে রাত কাটাতেন।

মস্কো থেকে 'ম্যাক্স' গোপন খবর ঐ শিবিরে পাঠাতেন। পরে কাউডারস রিপোর্টগুলি ভিয়েনায় পাঠিয়ে দিতেন।

ভিয়েনা থেকে এ রিপোর্ট আবভেরের হেড কোয়ার্টারে পাঠান হত। পরে আবভের রিপোর্টগুলি ফ্রণ্ট লাইনে সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠাত।

প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলাবার পর রাশিয়া জর্মানীকে পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করল। 'ম্যাক্স' নিয়মিতভাবে এই সব পাল্টা আক্রমণের খবর এবং প্ল্যানিং-এর পুরো আভাষ আবভেরের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। যদি স্টালিন জেনারেল-কনফারেন্সে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে 'ম্যাক্স' ঐদিনই প্রতিটি খবর আবভেরের কাছে পাঠাতেন। এ ছাড়া ম্যাক্স রুজভেল্ট চার্চিল এবং স্টালিনের মিটিং-এর পুরো খবর আবভেরকে দিয়েছিলেন।

'ম্যাক্সের' এই সব রিপোর্ট নিয়ে আবভেরের কর্তাদের মধ্যে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হত। সবাই 'ম্যাক্সের' আসল পরিচয় জানবার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাকে নিয়ে জর্মান সামরিক মহলে অনেক গুজব রটেছিল। অনেকের ধারণা ছিল 'ম্যাক্স' মস্কোতে অবস্থিত এক জাপানীজ রিপোর্টারের থেকে এই সব খবর সংগ্রহ করছেন। জেনারেল গুডেরিয়ান শেলেনবুর্গকে বলেছিলেন 'ম্যাক্সের' মতো মূল্যবান এবং দক্ষ এজেণ্ট আবভেরের মধ্যে একটিও নেই। একটি গুজব ছিল হিটলার যখন জানতে পারলেন 'ম্যাক্স' হলেন ইহুদি তখন থেকে তিনি ঐ সব খবরে অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন। কিন্তু ম্যাক্সের কাজের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তার রেড আর্মির গতিবিধির উপর প্রতিটি খবরই অতুলনীয় এবং তার প্রেরিত খবরগুলি অবিশ্বাস করা মূর্খামি হবে।

অনেকে বলতেন কাউডারস এবং 'ম্যাক্স' উভয়েই ছিলেন 'ডবল এজেণ্ট'। এমন কী ওয়াগনার কাউডারসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। কাউডারস প্রতিবাদ করে বলেছিলেন তিনি আদৌ ইহুদি নন এবং তার রাশিয়ান এয়ারফোর্সে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। তিনি তাদের কাছ থেকে এই সব খবর সংগ্রহ করছেন। পরে ওয়াগনারস জানতে পেরেছিলেন কাউডারস 'বুলগেরিয়ান-রেডিও' ব্যবহার করে 'ম্যাক্সে'র কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। এর জবাবে কাউডারস বললেন বুলগেরিয়া থেকে খবর পাঠানোর অনেক সুবিধা আছে।

কানারীও কাউডারসকে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসী স্পাই বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন ম্যাক্সের কাজে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিৎ হবে না।'

* • *

রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কায়রোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার সঙ্গে ছিল এক জর্মান স্পাই, নাম হানস এপলার।

এপলারকে রমেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন এডমিরাল কানারী। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে এপলারের স্পাইর কাজকর্ম করবার অনেক যোগ্যতা ছিল। তার স্পাইর কোড নেম ছিল 'হাসান গাফার'। আসল নাম ছিল হান্স এপলার। এপলার অল্প বয়েসে তার মার সঙ্গে ইজিপ্টে এসেছিলেন এবং এখানে এসে তার মা কায়রোর এক আইনজীবি সলাহ্ গাফরকে আবার বিয়ে করেছিলেন। এপলার হাসান গাফার নাম নিয়ে কায়রোতে পড়াশুনা করতে শুরু করলেন। তিনি আরবীক ভাষা শিখলেন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন। এমনকী তিনি মক্কা-মদিনাও গিয়েছিলেন।

হান্স এপলার জর্মানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক রেখেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন আগে এপলার জর্মানীতে ফিরে গেলেন। ঐখানে গিয়ে তিনি আবভেরে যোগ দিলেন। তিনি স্পাইর কাজ করবার জন্যে রমেলের সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিলেন। রমেল তাকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে কায়রোতে পাঠালেন। রমেল জানতে চেয়েছিলেন, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী কবে এবং কখন জর্মান সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করবে কিংবা করতে পারে। এ ছাড়া তাকে কায়রোর ইংরেজ শাসনের বিরোধী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হল। ঐ সময়ে কায়রোতে ইংরাজ শাসন বিরোধী নেতাদের নাম ছিল গামাল আবদেল নাসের এবং আনোয়ার সাদাত। এপলার কায়রোতে এসে সাদাতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এপলারকে বলা হয়েছিল যদি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী নেতারা বিদ্রোহ করে তাহলে জর্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ করতে অনেক সুবিধা হবে।

এপলারকে কায়রোতে পাঠাবার আগে স্পাইং-এর কাজকর্মে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। কায়রো থেকে জর্মানীতে ফিরে গিয়ে তিনি প্রথমে এস এস এবং পরে এস ডি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। হিটলার জেরুজালেমের মুফতির সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালীন তিনি দোভাষীর কাজ করেছিলেন। কালেটনব্রুনার তাকে প্রথমে এস এস বাহিনীতে নিয়ে আসেন। পরে এপলার আবভেরে যোগ দিয়েছিলেন।

*　　　*　　　*

কায়রো ১৯৪২ সাল।

ঝড়ের বেগে রমেল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কায়রোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। 'বীর হাকেমের' পতন হয়েছে। টোব্রুক রমেলের কব্জায় গিয়ে পড়ল। জর্মান সৈন্যবাহিনী প্রথমে 'মারসামাথরু' (আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে) এসে তাদের শিবির করল। পরে তারা এল আলমাইন দখল করে নিল।

রমেলের এই ঝটিকা বাহিনীর আগমনের খবর পাবার পর কায়রোর ইংরেজ মহলে তুমুল আলোড়ন শুরু হল। অনেক বৃটিশ নাগরিকেরা বিপদকে এড়াবার

জন্যে তাদের পরিবার প্যালেস্টাইনে পাঠিয়ে দিলেন। বৃটিশ পাউণ্ড নোট এবং টুকরো কাগজের মধ্যে দামের কোন পার্থক্য রইল না। এম্বাসী এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তাদের সিক্রেট ডকুমেণ্ট পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করল। এমন কী কায়রোর রাস্তাঘাটে এবং মুড়ি মুড়কির দোকানে এই সব টপ সিক্রেট ফাইলের কাগজ পাওয়া যেতো। শেয়ারের বাজারে অনেক শেয়ারের দাম কমে গিয়েছিল।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে খবর গেল জর্মান-ইতালিয় এজেণ্টরা কায়রোর বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সামরিক পরিস্থিতির খবরাখবর নিচ্ছে। ইতালিয় নাগরিকদের উপর কড়া নজর রাখা হল।

এই সময় থেকে কায়রোতে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিদ্রোহের দানা বাধছিল এই বিদ্রোহী দলের আর একটি নাম ছিল 'ফ্রী অফিসারস মুভমেণ্ট'। এই দলের একজন বড় নেতা ছিলেন আনোয়ার এল সাদাত। সাদাতের মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা হাসান এল বান্নার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। এই সময়ে কায়রোতে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা ছিলেন মেজর স্যাম্পসন।

আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে হাসান আল বান্নার সম্পর্কের খবর শুনে স্যাম্পসন অবাক হলেন কারণ 'ফ্রী অফিসারস মুভমেণ্ট' এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের নীতির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল

পুরো খবর জানবার জন্যে সাদাতের পেছনে ফেউ লাগান হল। একদিন স্যাম্পসনের এক সহকারি উইলসন এসে তার কর্তাকে একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললেন ঃ আপনি যে কপ্ট অফিসারসের অনুসন্ধান করতে আমাকে বলেছিলেন, এই মেয়েটি হল তার বোন। নাম জাহিরা ইজ্জত, জাতে কপ্ট। অপূর্ব সুন্দরী, সেক্সী। মেয়েটি আমাদের সামরিক শিবিরের একটি নকশা চায়।

এবার স্যাম্পসন উইলসনকে বললেন ঃ মেয়েটিকে আমাদেরও দরকার। সামরিক শিবিরের নকশা মেয়েটি চায় না অন্য কেউ এই ম্যাপটি চাইছে আমাদের জানা দরকার আর শুনুন, মেয়েটিকে বলুন, এই নকশার জন্যে আপনাকে একশো বৃটিশ পাউন্ড স্টার্লিং দিতে হবে....এ ছাড়া আরো কিছু টাকা যদি মেয়েটি আপনাকে দিতে পারে তাহলে আপনি ঐ উপহার সানন্দে গ্রহণ করবেন।

একটি নকল সামরিক হেডকোয়ার্টার আঁকা হল। তারপর মেয়েটিকে বলা হল, ম্যাপ রেডি, বলুন ঐ ম্যাপ আপনার কবে প্রয়োজন ?

এই নির্দেশ দিয়ে স্যাম্পসন স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সাদা পোষাক পরা তিনজন পুলিশকে নিয়ে মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে তৈরি হলেন।

ম্যাপটি নেবার জন্যে মেয়েটি এল। কিন্তু উইলসন বলল ঃ টাকা পেলে সে ম্যাপ দেবে...

ঃ ম্যাপটি যে নকল জাল নয় ; তার প্রমাণ কী ? ইজ্জত জিজ্ঞেস করল।

এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হবার পর মেয়েটি একশো বৃটিশ পাউন্ড দিল। পরে ইজিপ্ত সামরিক হেডকোয়ার্টারের জাল ম্যাপ নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। ভ্যান গাড়িতে আরো তিনজন লোক বসেছিলেন। এর মধ্যে সাদাতের এক বন্ধু ছিলেন। একটু দূরে গিয়ে মেয়েটি এবং বন্ধুরা গাড়ি থেকে নেমে একটি বাড়িতে ঢুকল। স্যাম্পসন এবং পুলিশ বাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলল। দু পক্ষের মধ্যে গুলিগোলা চলল। পরে সবাইকে ধরা হল। শুধু পাওয়া গেল না সাদাতের বন্ধুকে। এই কাহিনীতে সাদাতের কী ভূমিকা ছিল জানা গেল না। জানা গেল পরের একটি কাহিনীতে। কারণ পরের বার আনোয়ার এল সাদাত, নাসেরের পর যিনি ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, ছিলেন এক চক্রান্তের বড় মাপের অভিনেতা।

একরাত্রে জর্মান স্পাই এপলার একটি পাঁচ পাউণ্ড বৃটিশ পাউণ্ডের ভেতর তামাক ভরে সিগারেট খাচ্ছিলেন এপলার কায়রোতে কিছুদিন ঘাপটি মেরে বসেছিলেন এবং বৃটিশ সেনাবাহিনীর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।

১৯৪১ সালে একজন ইজিপশিয়ান জেনারেল আল মাসরি পালিয়ে জর্মানদের দলে চলে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

এর আগেও তিনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টাগুলিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে ইজিপশিয়ান ইনটেলিজেন্সের কর্তা কর্ণেল হেগাজি স্যাম্পসনকে বললেন, আল মাসরির জর্মানদের দলে চলে যাবার চেষ্টা করছে। তার এই চেষ্টার পেছনে নিশ্চয় কারু হাত আছে।

ঃ কারু হাত আছে! আপনি কী বলছেন ? স্যাম্পসন কৌতুহলী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ হ্যাঁ আমাদের কাছে খবর আছে এপলার নামে একটি জর্মান স্পাই কায়রোতে স্পাই'র কাজ করছে···

স্যাম্পসন একথা শুনে অবাক হলেন তিনি সমস্ত ঘটনা জানবার জন্য কৌতুহল প্রকাশ করলেন।

ঃ হ্যাঁ এই এপলার এক দুর্দে স্পাই। তিনি অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন এবং করছেন। তিনি জেনারেল আল মাসরিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ইরাকে বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবের নেতা রশীদ আলিকে চুরি করে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করেছিলেন। রশীদ আলি অবশ্যি প্রথম চেষ্টায় পালাতে পারেননি। ইরাকে বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর তিনি তুর্কীতে নজরবন্দী হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে এপলার ইস্তানবুলে গিয়ে রশীদ আলিকে উদ্ধার করে আনেন। রশীদ আলি বৃটিশ প্রোপাগাণ্ডার বিরোধিতা করে নিয়মিত ভাবে জর্মান রেডিও থেকে বক্তৃতা দিতেন।

আবভের এপলারকে বলল ঃ আমরা কায়রোতে একজন নির্ভরশীল কর্মঠ উপযুক্ত স্থানীয় স্পাই চাই। এই স্থানীয় স্পাই সংগ্রহের দায়িত্ব আপনাকে

নিতে হবে। পরে এই নির্ভরশীল উপযুক্ত স্পাই পাওয়া গেল। তিনি ছিলেন আনোয়ার আল সাদাত। তাকে বলা হয়েছিল তিনি যেন নিয়মিতভাবে রেডিও মারফত রমেলের কাছে কায়রোর প্রতিদিনের খবরাখবর দেন।

স্থানীয় ইজিপশিয়ান আর্মির সৈন্যরা ছিল দেশপ্রেমিক...তারা মনে প্রাণে ইজিপশিয়ান জাতীয়তাবাদীর সমর্থক ছিলেন। জর্মান সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য এবং সমর্থন করবার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের অভাব ছিল শুধু বিপ্লব করবার সুযোগের। এদিকে রমেল বৃটিশ আক্রমণ প্ল্যানের পুরো খবর চাইছিলেন। এই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তাদের সাদাতের মতো একজন সাহসী লোকের প্রয়োজন ছিল। এবার এপলারকে ডেকে বলা হল রমেলের কী ধরনের খবরের প্রয়োজন? এই সব খবরগুলি রেডিওর মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এপলারকে সাহায্য করবার জন্যে একজন রেডিও অপারেটর পিটার মনকাষ্টারকে দেওয়া হল। মনকাষ্টারের আমেরিকান পাসপোর্ট ছিল।

মে, ১৯৪২ সালে এপলারকে রমেলের শিবিরে ব্রীফিং-এর জন্যে ডেকে পাঠান হল। কিছুদিনের জন্যে মরুভূমিতে লড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রমেল গাজালা, বীর হাকিম, তোবুকে, আক্রমণ করবার প্ল্যান করছিলেন। এই প্ল্যান করবার জন্যে রমেলের এপলারকে প্রয়োজন ছিল। অবিলম্বে তার কায়রোর খবর চাই। স্থির হল এই খবর পাবার পর রমেল কায়রো আক্রমণ করবেন।

ব্রীফিং-এর পর রমেল এপলারকে ডেকে বললেন গুড লাক, কায়রোতে আবার আমাদের দেখা হবে। রমেল স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন যে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি কায়রোতে বসে ডিনার খেতে পারবেন...। এমনি ধরনের কথাই তিনি এপলারকে বলেছিলেন।

২৭শে মে ১৯৪২ রমেল কায়রো আক্রমণ করবার চেষ্টা করলেন। ঐদিন এপলার এবং মনকাষ্টার গিয়ে কায়রোতে পেঁছুলেন।

ঐ সময়ে কায়রোতে কোন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদজনক কাজ ছিল না। এপলার নীলনদীর উপর একটি হাউস বোট ভাড়া করলেন। তার পাশের বোটেই বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা থাকতেন। এপলার বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। এপলারের অনুরোধে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা এপলারের রেডিওর জন্যে একটি বড় রেডিও এন্টেনা কিনে এনে দিলেন। এপলার বলেছিলেন তিনি রেডিওর সাহায্যে বি বি সি-র খবর শুনতে চান। বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা এন্টেনা দিয়ে বললেন এই ধরনের এরিয়েল দিয়ে, শত্রুর রেডিও মনিটর করা খুবই সহজ কাজ হবে।

এপলার খবর সংগ্রহ করবার জন্যে তার স্পাইর দল বাড়াবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে তিনি আনেয়োর এল সাদাতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যোগাযোগ করা খুব কঠিন কাজ ছিলনা। তখন কায়রোতে বৃটিশ সরকারের

বিরোধী লোকের অভাব ছিলনা। তারাই সাদাতকে এপলারের কথা বললেন।

এবার এপলার বৃটিশ হেডকোয়ার্টার্সের একটি নকশা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলেন। ঐ নকশা সংগ্রহ করতে গিয়ে জাহিরা ইস্‌জত এবং তার বন্ধুরা ধরা পড়েছিলেন।

এই গ্রেপ্তারের সময় বৃটিশ সিকিউরিটির কর্তা স্যাম্পসন জর্মান স্পাই এপলারের কায়রোতে উপস্থিতির খবরও পেলেন।

এর কিছুদিন পরে বৃটিশ আর্মি ইনটেলিজেন্সের কর্তারা আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে খবর পাঠালেন কায়রো থেকে একটি অজানা রেডিও নিয়মিতভাবে খবর ট্রানসমিট করছে। এই রেডিও ট্রানসমিশন কে করছে এই ছিল আর্মি ইনটেলিজেন্সের প্রশ্ন।

এবার বৃটিশ আর্মি ইনটেলিজেন্সের কর্তারা একই ওয়েভলেংথে খবর পাঠিয়ে এপলারের খবর গুলি পাঠান বন্ধ করে দিলেন।

একদিন স্যাম্পসন কায়রোর 'টার্ফক্লাব' থেকে টেলিফোন পেলেন।

এই টার্ফ ক্লাবে একটি সন্দেহজনক লোক ঘোরাফেরা করছে এবং সবাইকে ডিনারে নেমন্তন্ন করছে। লোকটি প্রায়ই টার্ফ ক্লাবে আসে। তার পরিচয় কী জানিনা। লোকটি বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং দিয়ে ড্রিংকসের দাম দিচ্ছে।

ধন্যবাদ। কোন প্রকারে লোকটিকে ধরে রাখুন। আমি এসে বাজিয়ে দেখি লোকটি কে? এবং কী তার পরিচয়? স্যাম্পসন টেলিফোনের জবাবে বললেন।

স্যাম্পসন এসে দেখলেন লোকটি ক্লাব থেকে চলে গেছে। অতএব ঐ দিন লোকটির পরিচয় জানা সম্ভব হল না।

স্যাম্পসন বৃটিশ পাউন্ড নোটগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। পাউন্ড নোটগুলি জাল ছিল না। অতএব এবারও কিছু করা সম্ভব হল না। তবে সন্দেহ বাড়ল। কারণ ১৯৪২ সালে কিংবা যুদ্ধের সময় ইজিপ্টে বৃটিশ পাউণ্ড একেবারেই ব্যবহার করা হতো না।

প্রশ্ন হল বৃটিশ পাউন্ড নোট দিয়ে যিনি মদের দাম দিচ্ছেন এই লোকটি কে? স্পাই! সম্ভব, অসম্ভব দুটোই হতে পারত। কারণ যুদ্ধের সময় কায়রোতে বৃটিশ পাউন্ড ভাঙ্গাবার কোন আয়োজন বন্দোবস্ত ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে লোকটির আসল পরিচয় স্যাম্পসনের কাছে আর অজানা রইল না। এ ছাড়া লোকটি যে এক জর্মান স্পাই একথা তিনি বুঝতে পারলেন। নইলে পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে সিগারেট তৈরি করে কে জ্বালাতে পারে। অতএব সমস্ত ঘটনাকে তিনি তুচ্ছ অবহেলা করতে পারলেন না। তবে আজকের দিনে বৃটিশ পাউন্ড খরচ করে কে মদ কিনতে পারে? ব্যাপারটি তার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হল। এদিকে রমেলের সৈন্যবাহিনী কায়রোর পানে এগিয়ে আসছে খবর বাজারে ছড়িয়ে পড়বার পর বৃটিশ পাউন্ড

নোটের দাম অসম্ভব কমে গিয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল এপলার এবং মন কাষ্টার সাড়ে ত্রৈত্রিশ পার্সেণ্ট ডিসকাউণ্ট দিয়ে এই নোটগুলি ভাঙ্গিয়ে ছিলেন। অবশ্যি নোটের দাম এতো কমে গিয়েছিল যে পাউণ্ড নোট ভাঙ্গাবার জন্যে কোন লোক কিংবা 'মানি চেঞ্জার' পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। স্যাম্পসন তার এজেণ্ট ইনফরমারদের ডেকে বললেন, আপনারা তদন্ত করে দেখুন, বাজারে বৃটিশ পাউণ্ড কে ভাঙ্গাচ্ছে? কারণ আজকাল বৃটিশ পাউণ্ড ভাঙ্গাবার জন্যে বেশি খদ্দের পাওয়া যাবে না।

ইতিমধ্যে বৃটিশ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড পাঁচ পাউণ্ড বৃটিশ স্টার্লিংগুলিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। অধিকাংশ নোটই ছিল জাল। নোটগুলি জাল কিন্তু এমন নিখুঁত ভাবে ছাপা হয়েছিল সহজে ধরবার কিংবা যাচাই করবার কোন সম্ভবনা ছিল না। আর একটি খবরে জানা গেল কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশে, বিশেষ করে স্পেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বৃটিশ পাউণ্ড জমা ছিল। খুব সম্ভবতঃ জর্মান সরকার এই নোটগুলি চালাবার জন্যে তাদের স্পাইদের দিচ্ছেন। এছাড়া আরো জানা গেল জর্মান সরকার নিজেই বৃটিশ পাউণ্ড নোট জাল বাজারে চালাবার চেষ্টা করছেন। স্যাম্পসনের মনে কোন সন্দেহ রইল না যে জর্মান সিক্রেট এজেণ্ট কায়রোতে এসে স্পাইর কাজ করছেন।

লোকটি কে? স্যাম্পসন কায়রোর বিভিন্ন নাইটক্লাব বারে গিয়ে তার পরিচয় জানবার চেষ্টা করলেন। জানতে চাইলেন কোথায় কোথায় বৃটিশ পাউণ্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ যেখানে বেশি বৃটিশ পাউণ্ড খরচ করা হচ্ছে সেইসব জায়গাগুলিতে কড়া নজর রাখা আবশ্যক।

ইতিমধ্যে আর্মি মনিটারিং ইউনিট খবর দিল কায়রোর থেকে কোন অজ্ঞাত রেডিও বাইরের কারু কাছে খবর পাঠাচ্ছে। এই সময়ে একদিন স্যাম্পসনের কাছে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। ধরে নেওয়া যাক এই ভদ্রলোকের নাম 'বব'।

'বব' স্যাম্পসনকে ডাফন দ্য মারিয়ারের 'রেবেকা' বইটি দেখিয়ে বললেন এই বইটি পড়েছেন?

রেবেকা হল একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। স্যাম্পসন জবাব দিলেন: হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

কারণ, আমি জর্মান বন্দীদের হাতে এই বইটি দেখতে পেলাম। তাদের কাছে 'রেবেকা' বই ছাড়া অন্য কোন বই ছিল না। বিস্ময়কর...

স্যাম্পসনও এই 'রেবেকা' বইটি জর্মান বন্দীদের হাতে দেখে অবাক হলেন। তবে এর কোন সঠিক কারণ খুঁজে পেলেন না।

আসল ব্যাপার কী জানো স্যাম্পসন, লোকটি বলতে লাগলেন: যাদের হাতে এই 'রেবেকা' বইটি দেখলাম এদের মধ্যে কেউ ইংরাজী ভাষা জানে না। তারা

এই ইংরাজি বইটি দিয়ে কী করছে ? আর এই বইগুলি যে বন্দীদের কাছে ছিল তারা ছিল জর্মান, মরুভূমির রেডিও মনিটারিং ইউনিটের সৈন্য। এই রেডিও মনিটরিং ইউনিট আমাদের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছেন। এদের জেরাবন্দী করবার জন্যে কায়রোর 'মাদী' এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। ঐখানে আমি জর্মান সৈনাদের কাছে 'রেবেকা' বইটি দেখতে পেলাম।

বইটি খুব অল্প দামি কাগজে ছাপা হয়েছিল। এছাড়া বইগুলিতে পেন্সিল দিয়ে দাম (মূল্য) মুছে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটি দাম লেখা আছে পর্তুগীজ পয়সায়...

তার মানে ? স্যাম্পসন আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বেশ তুমি লিসবনে খোঁজ খবর নাও। দোকানীকে জিজ্ঞেস কর রেবেকার ইংরাজি কপি কে কিনেছে। লিসবনের মতো শহরে ইংরাজি পাঠক বেশি নেই। এছাড়া পেন্সিলে পর্তুগীজ ভাষায় পাতায় লেখা বই-এর দাম দেখে বোঝা যায় বইটি কোথায় বিক্রী করা হয়েছে। 'পঞ্চাশ এসকুডস', পর্তুগীজ পয়সা—বব একটানা তার কথা বলে গেলেন।

স্যাম্পসন বুঝতে পারলেন জর্মানরা 'রেবেকা' বইটি তাদের সাইফার কোড 'ম্যানুয়াল' হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ কায়রো থেকে তাদের এজেণ্ট 'রেবেকা' বইটিকে তাদের কোড বই হিসেবে ধরে খবর পাঠাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাদের টেলিগ্রামের কোড বোঝা আর কঠিন কাজ হবে না।

বিষয়টি কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভুলে গিয়ে স্যাম্পসন কায়রোর 'কিউক্যাট' নাইট ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন। ঐ টেবিলে আরো দুজন খদ্দের বসেছিলেন।

যুদ্ধের সময় কায়রোর কিউক্যাট নাইট ক্লাব ছিল সুন্দরী সুন্দরী রমণীদের মধুচক্র। গান হচ্ছে, হচ্ছে বেলিড্যান্স, দর্শক শ্রোতারা কেউ পান করছেন হুইস্কি কেউ নপেরিনোও শ্যাম্পাইন। টেবিলে এসে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েরা হয়ত বলছে আমার জন্যে একটি 'পেরিয়ার জুয়ে' শ্যাম্পাইনের অর্ডার দাও। যিনি টেবিলে বসেছিলেন তিনি ছিলেন বৃটিশ সৈন্য। অতএব তিনি ঐ সুন্দরী রমণীর আব্দার উপেক্ষা করতে পারলেন না।

ঘরটা সিগারেট কিংবা পটের ধোঁয়ায় ভর্তি ছিল।

স্যাম্পসন তার চোখে একটি কালো চশমা পরে বসলেন। কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে।

স্যাম্পসন প্রথমে একটি হুইস্কির অর্ডার দিলেন। ঐ টেবিলে আরো দুজন খদ্দের বসেছিলেন। স্যাম্পসন তাদের জন্যে দুটি হুইস্কির অর্ডার দিলেন।

একজন লোক স্যাম্পসনকে তাদের টেবিলে বসতে দেখে খুব বেশি খুশি হলেন না। ভদ্রলোক বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বলুন তো। আপনার কী জন্মদিন অর্থাৎ নিশ্চয় কোন কারণে আপনি এই দিনে এই ক্লাবে এসেছেন।

মোটেই না, আজ একটি বড় ব্যবসার ডিল করেছি। স্যাম্পসন এমন ভাব করলেন তাকে যেন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার কিংবা কোন ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী বলে সন্দেহ করে। তাহলে তার আসর জমবে।

কী ধরণের ব্যবসা করেন? আর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

কারেন্সীর ব্যবসা। যাইহোক আমার এই অবৈধ ব্যবসায়ের কথা অন্য কাউকে বলবেন না যেন, স্যাম্পসন অনুরোধের স্বরে বললেন।

পাগল হয়েছেন। এসব কথা কী কাউকে বলতে হয়? প্রথম ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন। এবার আমি ড্রিংক অফার করছি।

ভদ্রলোকের গলার স্বর শুনে স্যাম্পসনের বুঝতে অসুবিধে হল না ভদ্রলোক কারেন্সীর ব্যবসা করতে চায়।

আলোচনায় বাধা পড়ল। কারণ ঐ সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত বেলি-ড্যান্সার হিকমৎ ফাহামী স্টেজে এসে হাজির হলেন। হিকমৎ ফাহামী শুধু সুপ্রসিদ্ধ বেলিড্যান্সার ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের অপূর্ব সুন্দরী, বলা যায় 'ক্লিউপেট্রা অব ইজিপ্ট'। (যুদ্ধের পরে হিকমৎ ফাহামী আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন।)

হিকমৎ ফাহামীর বেলিড্যান্স শুরু হল। প্রায় একটানা একঘণ্টার নাচ। দর্শক উত্তেজিত, কিন্তু হিকমৎ ফাহামী ক্লান্ত।

নাচের শেষে প্রথম ভদ্রলোক স্যাম্পসনকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি হিকমৎ ফাহামীকে চেনেন কিংবা তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার কোন ইচ্ছা আপনার আছে?

ঐ সময়ে হিকমৎ ফাহামীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে মধ্য প্রাচ্যের রাজা বাদশা এবং জনগণ পাগল ছিল। স্যাম্পসনও হিকমৎ ফাহামীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে এবার স্যাম্পসনের মনে একটু ভয় হল হিকমৎ নিশ্চয় এর আগে তাকে বহুবার 'কিটক্যাট' নাইটক্লাবে দেখেছেন। হয়ত তার পরিচয় জানেন! হিকমৎ কী স্যাম্পসনকে চেনেন? খুব সম্ভবতঃ না।

এরপর আর একটি লোক এসে ঐ টেবিলে বসলেন। এবার প্রথম ভদ্রলোক হিকমৎ ফাহামীর কাছে একটি ছোট চিরকুট পাঠালেন এবং তাকে তাদের সঙ্গে বসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। হিকমৎ এলেন। স্যাম্পসনের মনে একটি প্রশ্ন জাগল তার টেবিলের অপর লোকটি কে? কারণ হিকমৎকে চিরকুট পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি টেবিলে এসে বসেছিলেন। হিকমৎ ফাহামী ছিলেন মধ্য-প্রাচ্যের রানী; আকর্ষণীয় বেলিড্যান্সার। এ সহজ কথা নয়। লোকটি নিশ্চয় হয়ত তার স্তাবক, বড়লোক।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেনঃ আমার নাম হাসান গাফার। হিকমৎ ফাহামী স্যাম্পসনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এর আগে

আপনাকে কোথাও দেখেছি। কোথায় বলুন তো ?

স্যাম্পসন হেসে জবাব দিলেন। বললেন, আমাকে নিশ্চয় এই 'কিটক্যাট' নাইট ক্লাবে দেখে থাকবেন। আপনার নাচ দেখবার জন্যে আমি প্রায়ই এখানে আসি...

স্যাম্পসনের জবাব শুনে হাসান গাফার হাসলেন। বললেন উনি তো তোমার ড্যান্স শেষ হবার পর চলে যেতে চাইছিলেন। আমরা ওকে জোর করে ধরে রেখেছি।

এবার হিকমৎ প্রস্তাব করলেন চলুন আমরা সবাই মিলে হাউস বোটে যাই। ওখানে ডিনার খাওয়া যাবে।

স্যাম্পসন আপত্তি করলেন না। বললেন ঃ চমৎকার আইডিয়া। চলুন, সময়টা ভাল কাটবে।

নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে সবাই মিলে ট্যাক্সী করে নীল নদীর দিকে গেলেন। সেখানে হিকমৎ-এর হাউস বোট ছিল। এবার সবাই, হাসান গাফার, তার বন্ধু স্যাণ্ডি, হিকমৎ ফাহামী এবং স্যাম্পসন একটি হাউস বোটে গিয়ে উঠলেন। হাউস বোট বেশ চমৎকার সাজান গোছান ছিল। দেখলেই বোঝা যায় হাউসবোটের মালিক বেশ রইস আদমী, বড়লোক।

হাসান গাফার হাউস বোটে ঢুকে হুইস্কির বোতল খুলে সবার গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন।

গ্লাসে চুমুক দেবার পর হিকমৎ ফাহামী স্যাম্পসনের কাছে এসে বসলেন।

ঃ নাচবেন ? হিকমৎ ফাহামী স্যাম্পসনকে জিজ্ঞেস করলেন।

স্যাম্পসন আপত্তি করলেন না। নাচ শুরু হল। হাসান গাফার নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটি নাচের বাজনার রেকর্ড বাজাতে শুরু করেছিলেন।

নাচের শেষে হাসান গাফার স্যাম্পসনের কাছে বললেন ঃ আমার এক বন্ধু কিছু বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং ভাঙ্গাতে চান। আপনি ওকে সাহায্য করতে পারবেন ?

স্যাম্পসন নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। মনের কোন উত্তেজনা প্রকাশ করতে চান না। সরকারি ভাবে ঐ টাকা ভাঙ্গাতে বলুন। কোন ঝামেলা হবে না। এ ছাড়া আজকাল আমি স্টার্লিং নিয়ে কোন ব্যবসা করি না। ..পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ আপনার বন্ধু কতো টাকা ভাঙ্গাতে চান.... ?

ঃ প্রায় দশ হাজার স্টার্লিং—হাসান গাফার বললেন।

স্যাম্পসন বললেন বিষয়টি নিয়ে তিনি একবার তার আর এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং পরে হাসান গাফারকে জানাবেন তার বৃটিশ স্টার্লিং ভাঙ্গান সম্ভব হবে কিনা ?

বোতলের মদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাসান গাফারের বন্ধুটি বললেন

তিনি আর একটা নতুন হুইস্কির বোতল তার অন্য হাউস বোট থেকে নিয়ে আসছেন। পাশেই ছিল তার এবং হাসান গাফারের হাউস বোট। দুজনে ওখানে একই সঙ্গে থাকেন।'

একটু বাদে বাইরের দরজায় ঘণ্টা বাজল। হিকমৎ ফাহামী উঠে দেখতে গেলেন কে এসেছে? এবার হিকমৎ-এর সঙ্গে আর একজন অল্পবয়সী ইজিপশিয়ান হাউস বোটে ঢুকলেন। তরুণ নবাগত ইজিপশিয়ান হাসান গাফারকে বললেন।

ঃ আপনার রেডিও কাজ করছে কিনা সেইটে যাচাই করতে এসেছি। এর আগেও আমি একবার এসেছিলাম কিন্তু আপনারা কেউই হাউস বোটে ছিলেন না।

হাসান গাফার স্যাম্পসনকে বললেন ঃ কিছু মনে করবেন না। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটু জরুরী কাজ আছে। একটু বাদেই আমি ফিরব....আপনি এবং হিকমৎ দুজনে বসে গল্প করুন।

স্যাম্পসনের হিকমৎ-এর সঙ্গে গল্প করতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জাগল এত রাত্রে হঠাৎ রেডিও শুনবার কার শখ হল?

হিকমৎ এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করল না। শুধু তরুণ ইজিপশিয়ানের পানে লোভনীয় হাসি হেসে বলল ঃ গুডবাই আনোয়ার....

'আনোয়ার' নামটি শুনে স্যাম্পসন চমকে উঠলেন। কারণ 'আনোয়ার' হলেন আনোয়ার সাদাত, "ফ্রী অফিসারস মুভমেণ্টের" একজন বড় নেতা। মুসলিম ব্রাদারহুডের হাসান আলবান্নার ডান হাত। আনোয়ার সাদাতের সাহায্য নিয়ে জেনারেল আজিজ আল মাসরি পালিয়ে জর্মান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিছুদিন আগে আনোয়ার সাদাতই কায়রোতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নকশা চুরি করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। স্যাম্পসন আরো বুঝতে পারলেন হিকমৎ ফাহামী, বেলি ড্যান্সার, মধ্যপ্রাচ্যের রূপের রানীও হলেন একজন "মাতাহরি" মহিলা স্পাই।

হিকমৎ ফাহামী স্যাম্পসনের গ্লাসে আরো হুইস্কি ঢাললেন। পরে হিকমৎ ফাহামী প্রস্তাব করলেন ঃ চলুন আমরা নাচি। স্যাম্পসন আপত্তি করলেন না। নাচ শুরু হল। ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলল।

রাত দুটোর পর হাসান গাফার, তার বন্ধু স্যাণ্ডি, এবং আনোয়ার সাদাত হিকমৎ ফাহামীর হাউস বোটে ফিরে এলেন।

আনোয়ার সাদাত হিকমৎ ফাহামীকে বললেন ঃ না, রেডিও-র কোন গোলমাল নেই। ঠিক কাজ করছে!

পরে আনোয়ার সাদাত তার আত্মজীবনী 'রিভোল্ট অন দি নাইল, ভূমিকায় বলেছিলেন।

—হাউস বোটের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম এপলার (হাসান গাফার) এবং স্যাণ্ডি (মনকাষ্টার) বেশ আয়েষী জীবন যাপন করছেন। ওর ঘরে ঢুকে

মনে হল আমি যেন কোন আরব্য 'রজনীর' রাজ্যে এসেছি। এই সুখের আয়েষী জীবনের মধ্যে স্পাইর কাজ করা একেবারে অসম্ভব।....রেডিওর গোলমাল কী আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি ওদের বললাম রেডিওতে কোন গোলমাল নেই।"

"...এর পর দুই স্পাই'র কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ হয়েছিল সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হল। আসল কাজের কথা ভুলে গিয়ে এরা সুখের জীবন যাপন করছে...." সাদাত লিখেছিলেন।

[বর্তমান লেখকের বক্তব্য ঃ আমি এই কাহিনীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই সালে এ ডব্লিউ স্যামসনের "আই স্পাইড স্পাইস" বই থেকে। সালে ঠিক আরব ইস্রাইলি যুদ্ধের পর সাদাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বেরুটের বিখ্যাত পত্রিকা এবং নাসেরের মুখপত্র "আল আনোয়ার" পত্রিকার দপ্তরে। পত্রিকার মালিক বাসাম ফ্রাইয়া তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। গল্পচ্ছলে আমি সাদাতকে এই কাহিনী বলি। তিনি কোন মন্তব্য করবার আগে স্যাম্পসনের বইটি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সালে সাদাত তখন ইজিপ্টের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। আমাদের উভয়ের এক বন্ধুর মাধ্যমে আমি এই বইটি সাদাতকে পাঠিয়ে দিই। সাদাত স্যাম্পসনের এই কাহিনীর উপর কালির দাগ দিয়ে কাহিনীর কোনটি সত্যি কিংবা কোনটি মিথ্যা দাগ দিয়েছিলেন। বইটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

ঃ এইখানে আমার বক্তব্যের শেষ নয়। সালে আমার বান্ধবী, মধ্যপ্রাচ্যের আর এক বিখ্যাত বেলি ড্যান্সার এবং রূপের রাণী তাহিওকা কারিয়োকা, আমার সঙ্গে হিকমৎ ফাহামীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হিকমৎ ফাহামী আমাকে অবশ্য এই কাহিনীর মূল অংশ সত্যি ঘটনা বলে বলেছিলেন।]

সেদিন রাত্রে স্যাম্পসন অসুখের ভান করে হিকমৎ ফাহামীর হাউস বোট থেকে চলে এলেন।

পরের দিন স্যাম্পসন পুরো ঘটনা তার ইনটেলিজেন্সের কর্তাকে জানালেন। বরং স্যাম্পসনের বন্ধুকেও এ ঘটনা বলা হল। স্থির হল এবার হাসান গাফারের হাউস বোটে গিয়ে বৃটিশ পুলিশ হানা দেবে।

বব স্যাম্পসনকে বললেন আর দেরি করা উচিৎ হবেনা। হাউস বোট রেড করা উচিৎ। ওদের কোড সাইফারের রহস্য বার করতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না।

স্যাম্পসন অবশ্য ববের যুক্তির সঙ্গে একমত হলেন না। হাউস বোট এখন হানা দিয়ে কিছু হবে না। আরো কিছুদিন দেরি করা উচিত হবে... বরং এদের পেছনে ফেউ লাগিয়ে এদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই ছিল স্যাম্পসনের বক্তব্য।

ববের বক্তব্য ছিল এই সময়ের মধ্যে হাসান গাফার এবং তার বন্ধুরা হয়তো

অনেক গোপন খবর রমেলের শিবিরে পাঠাবে।

এদিকে রমেল প্রতিদিন কায়রোর দিকে এগিয়ে আসছেন। তখন আমরা কী করব ?

ঃ না, আরো একটু দেরি করা দরকার। —এই ছিল স্যাম্পসনের বক্তব্য।

পরে স্যাম্পসন হাসান গাফারের পেছনে ডিটেকটিভ লাগালেন। হাসান গাফারের জীবন সম্বন্ধে অনেক গোপন তথ্য জানা গেল।

স্যাম্পসন অবশ্যি নির্ধারিত দিনে হাসান গাফারের সঙ্গে 'কিটক্যাট' নাইট ক্লাবে গিয়ে দেখা করলেন।

একশো বৃটিশ পাউণ্ডও ভাঙ্গান হল। স্যাম্পসন শিকারকে ধরে রাখবার জন্যে জাল বিছিয়ে রাখলেন। স্যাম্পসন বললেন ঃ 'বাকী আরো টাকা ভাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে।'

ইতিমধ্যে স্যাম্পসনের এজেণ্টদের কাছ থেকে জানা গেল, হাসান গাফার তার স্পাইং-এর জাল চারদিকে বিছিয়েছেন।

ইতিমধ্যে 'নাটালি' নামে একটি প্যালেস্টেনিয়ান মেয়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। স্যাম্পসন তাকে জেরা করলেন।

জেরার প্রথমে স্যাম্পসন বললেন ঃ তিনি ব্যস্ত মানুষ। বেশিক্ষণ জেরা করবেন না—মাত্র পাঁচ মিনিট···

না, আপনি আমাকে পাঁচ মিনিটের বেশি জেরা করতে পারেন ঃ কারণ আমি আপনাকে অনেক খবর দেবো। মিঃ স্যাম্পসন, আমি শুধু একজন বেলি ড্যান্সার নই। আমি হলাম একজন প্রফেশনাল 'স্পাই'...

এই জবাব শুনবার পর স্যাম্পসন চমকে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন নাটালির কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর পাওয়া যাবে।

*　　*　　*

নাটালি কথা বলেছিল।

সে শুধু প্রফেশনাল ড্যান্সার ছিল না। সে ছিল প্রফেশনাল 'স্পাই'....

হিকমৎ ফাহামীর মতো সুপ্রসিদ্ধ বেলি ড্যান্সার না হলেও, নাটালি একজন প্রথম শ্রেণীর বেলি ড্যান্সার ছিল। সুন্দরী এবং তার দেহে প্রচুর মাদকতা ছিল।

নাটালি স্যাম্পসনকে তার পরিচয় দিয়ে বলল ঃ আমি প্যালেস্টাইনের ইহুদি। বর্তমানে ইহুদি আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছি। অবশ্যি আর কতদিন এ কাজ করতে পারব জানি না....কারণ আমি আপনাকে বলেছি এ খবর আনোয়ার সাদাত জানতে পারলে আমি আর বেশিদিন জীবিত থাকব না···তবে জর্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি—

ঃ কারু শয্যাসঙ্গিনী হতে পারবে ? স্যাম্পসন জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ দরকার হলে আপত্তি করব না। সতীত্ব নিয়ে বড়াই করব না....নাটালি বলল। স্যাম্পসন এ জবাব শুনবার পর বুঝতে পারলেন, নাটালি খাঁটি স্পাই। নাটালি এবার বলল ঃ আমি জানি হাসান গাফার এবং স্যাণ্ডি হলেন জর্মান স্পাই। ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলেই আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমিও ওদের উপর কড়া নজর রাখছি। বলতে পারেন আমি স্পাইর কাজ করছি। আমিও ওদের ঘরের ভেতর ঢুকে দেখেছি। ওদের ঘরে বড় একটি রেডিওগ্রাম আছে। ওটা দিয়ে খবর শোনা যায় এবং খবর পাঠান যায়।

স্যাম্পসন মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। কিছু বললেন না।

ঃ গত রাত্রে হাসান গাফার এবং স্যাণ্ডি অনেক খবর ট্রান্সমিশন করেছিল কিন্তু কোন জবাব পায়নি...

ঃ তুমি ওদের কাছে কোন বই কিংবা কাগজপত্র দেখেছ? স্যাম্পসন জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ হ্যাঁ, ওর কাছে একটি বই ছিল। বইটির উপরে একটি নাম লেখা ছিল 'রেবেকা'।

এরপর নাটালি হাউসবোটের একটি ঘরের ছবি এঁকে স্যাম্পসনকে দেখাল। ঘরের কোথায় রেডিওগ্রাম ছিল সেইটি দেখান হল।

ঃ আপনি কী ঐ হাউসবোট 'রেড' করবেন···

ঃ আমি এই প্রশ্নের কোন জবাব দেবো না। স্যাম্পসন এর জবাবে বললেন।

ঃ তাহলে আমার একটি অনুরোধ আছে...নাটালি বলল।

ঃ কী অনুরোধ···

ঃ সাদাত, হাসান গাফার জানেন না বৃটিশ পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। আপনি যদি আমাকে আর একদিনের জন্যে মুক্তি দেন তাহলে একদিনের মধ্যে আমি ওদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আরো অনেক খবর আপনাদের দেবো···

স্যাম্পসন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। নাটালিকে একদিনের জন্যে মুক্তি দিলে ক্ষতি কী? হয়ত আরো খবর জানা যাবে।

আমি চট করে তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছিনে···তোমার প্রস্তাব চিন্তা করে দেখব...এই ছিল স্যাম্পসনের জবাব।

*   *   *

রাত দুটোর সময় জামালেক ব্রিজের কাছে ইজিপশিয়ান এবং বৃটিশ পুলিশ হাসান গাফার, হিকমৎ ফাহামীর হাউস বোটে গিয়ে হানা দিল। এই বোটের ঘরের ভেতর সবাই বসেছিলেন। আনোয়ার সাদাত, এপলার (হাসান গাফার) এবং মনকাষ্টার (স্যাণ্ডি) এবং পাশের বোটে ছিলেন হিকমৎ ফাহামী।

পালাবার চেষ্টা করনা...আমরা হলাম 'নীল নদীর পুলিশ' আমাদের

বাধা দেবার চেষ্টা করলে তোমরা বিপদে পড়বে।

এপলার স্যাম্পসনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনার কারেন্সী ব্ল্যাকমার্কেট করবার কাহিনী সবই মিথ্যে !

স্যাম্পসন এর কোন জবাব দিলেন না। মনকাষ্টার (স্যাঙিকে) ধরা হল। পরে তাদের 'মাদী' মহল্লায় নিয়ে জেরা করা হল।

হিকমৎ ফাহামীর হাউস বোট সার্চ করা হল। তিনি স্যাম্পসনকে দেখে রেগে আগুন হলেন। তার ঘর সার্চ করে কয়েকশ প্রেমপত্র উদ্ধার করা হল। অধিকাংশ প্রেমপত্র তার কাছে লিখেছিলেন এইটথ আর্মির সৈন্যরা···

আনোয়ার সাদাতকেও গ্রেপ্তার করা হল। পরে তাকে ইজিপশিয়ান সৈন্য-বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হল।

যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আনোয়ার সাদাত জেলখানায় কাটিয়েছিলেন।

এই ভাবে আবভেরের 'অপারেশন কনডোরের' সমাপ্তি হল।

* * *

জর্মানীর ইনটেলিজেন্স, বিশেষ করে আবভের দক্ষিণ আমেরিকায় কাজ করে সফল হয়েছিল। বিশেষ করে মেক্সিকোতে। ওখানে আবভেরের চল্লিশজন এজেন্ট কাজ করেছিল ! এই চল্লিশজন এজেন্টকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। এই তিনটি দল ঃ বার্লিন, হামবুর্গ এবং কলোন শহরের কণ্ট্রোলের কাছে খবর পাঠাত। আরজেনটিনায় আবভেরের এজেন্টরা এদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল।

আরজেনটিনায় আমেরিকা বিরোধী মনোভাব বেশ তীব্র ছিল।

এখানে আবভেরের প্রধান এজেন্টের নাম ছিল অটোমার মুলার বয়স, ১৮। ত্রিশ দশকে জর্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হবার পর তিনি আরজেনটিনায় চলে এসেছিলেন। এখানে তিনি একটি বড় জর্মান স্পাইচক্র খুলেছিলেন। আরজেনটিনার বন্দরে যে সব জাহাজ আসত মুলার ঐ সব জাহাজের গতিবিধির খবর বার্লিনে পাঠাতেন।

মুলারের পরে এই স্পাইচক্র পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হ্যান্স ন্যাপ। তিনি বিভিন্ন উপায়ে মিত্রশক্তির জাহাজের আনাগোনার খবর হামবুর্গে পাঠাতেন। তার খবরকে ভিত্তি করে জর্মান সাবমেরিনগুলি মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর এবং সওদাগরি জাহাজগুলিকে আক্রমণ করত। এই সব জাহাজে আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে যুদ্ধের রসদ পাঠান হত।

য়ুরোপের লড়াই শুরু হবার পর, ব্রেজিল জর্মানীর সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। ব্রেজিলের বিভিন্ন জর্মান স্পাইচক্রকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। কিছু কিছু জর্মান স্পাইকে জেলে ভরা হল।

চিলিতে জর্মান এম্বাসীর এয়ার এটাচি স্পাইর কাজ করতেন। তার নাম ছিল হাইনরিখ রাইনহারস। রাইনহারস ছিলেন নাৎসী পার্টির একজন সদস্য।

তিনি চিলি সরকারের গোপন খবর এবং চিলির প্রেসিডেণ্ট ও রুজভেল্টের সঙ্গে যে পত্রালাপ হতো সেই চিঠিগুলি চুরি করে বার্লিনে পাঠিয়েছিলেন।

চিলির আবভেরের রেডিও ট্রান্সমিটর খুবই পুরান ছিল। প্রায়ই কাজ করত না। এই কারণে আবভের চিলির স্পাইচক্রকে নতুন করে গঠন করবার জন্যে একজন স্পাইমাষ্টারকে চিলিতে পাঠাল। এই স্পাইমাষ্টারের নাম ছিল জোহান জিগফ্রিড বেকার। তিনি ছিলেন এস ডি বাহিনীর কর্মচারি এবং নাৎসী পার্টির একজন গণ্যমান্য সদস্য। এস ডি বাহিনীতে তিনি যথেষ্ট সুনাম কিনেছিলেন। এবার চিলিতে তাকে জর্মান স্পাই বাহিনীকে পুনর্গঠন করবার জন্যে পাঠান হল।

বেকার বুয়েনাস আয়ারসে পেঁছে এস ডি বাহিনীর এক প্রতিনিধি উইলিয়াম সিউলিজের সঙ্গে দেখা করলেন। সিউলিজ চিলির আবভেরকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্যে বেকারকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিলেন।

বেকার চিলির স্পাইচক্রকে তিন অংশে ভাগ করেছিলেন। এম্বাসীগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে একটি দল করা হল। এই অংশের নাম হল 'ব্লু' গ্রুপ। এই দলের নেতার নাম হল জর্মান নেভাল এটাচি 'নীবুর'। পরে নীবুরের স্থানে জর্মান মিলিটারি এটাচি জেনারেল ওলফকে নিয়োগ করা হল। দ্বিতীয় অংশের নাম হল 'গ্রীন গ্রুপ'। এই দলের নেতার নাম ছিল জোহান লিও হারনিস।

তৃতীয় অংশের নাম ছিল 'রেড ইউনিট'। এই ইউনিটের নেতা হলেন বেকার নিজে।

এই তিন ইউনিটের সঙ্গে আর একটি ইউনিট জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ইউনিটের নাম ছিল 'টি' ইউনিট

এই ভাবে দলকে পুনর্গঠন করে বেকার খবর সংগ্রহের কাজে মন দিলেন।

বেকার আমেরিকার দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করে ঐ খবরগুলি বিশ্লেষণ করে হামবুর্গে আবভেরের কাছে পাঠাতেন। বেকারের আরজেনটিনার প্রেসিডেণ্ট জুয়া পেরোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার জর্মান এম্বাসীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এম্বাসী তাকে প্রচুর সাহায্য করত। এম্বাসীর মাধ্যমে তার আরজেন-টিনার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

আরজেনটিনার এই বিদেশমন্ত্রী ঘোর আমেরিকা বিদ্বেষী ছিলেন। তার আশা ছিল এই যুদ্ধে জর্মানী জয়লাভ করবে।

১৯৪৪ সালে অবস্থার পরিবর্তন হল। অনেকদিন থেকে আরজেনটিনা স্বপ্ন দেখছিল জর্মানী আরজেনটিনাকে অস্ত্র সাপ্লাই করে সাহায্য করবে। আরজেনটিনার ভয় ছিল আমেরিকা কিংবা ব্রেজিল তাদের আক্রমণ করবে। পরে জর্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া আকাশ কুসুম স্বপ্নে পরিণত হল। আরজেন-টিনার কর্তারা সোজা গিয়ে হিমলারের সঙ্গে দেখা করলেন। শেলেনবুর্গকে বলা

হল আরজেনটিনার অস্ত্রের চাহিদার বিষয়টি নিয়ে ঐ দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে যেন আলোচনা করা হয়। আরজেনটিনার প্রতিনিধি শেলেনবুর্গের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে স্পেনের পানে রওনা দিলেন। প্রতিনিধি ত্রিনিদাদে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করা হল। কারণ আরজেনটিনার প্রতিনিধি এবং শেলেনবুর্গের আসন্ন আলাপ আলোচনার খবর আমেরিকা সরকার জানতে পেরেছিল। আমেরিকা আরজেনটিনা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করল। প্রতিনিধিকে মাঝপথ থেকে ডেকে পাঠান হল। পরে ২৬শে জানুয়ারির ১৯৪৪ সালে আরজেনটিনা জর্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। বলা যায় 'ব্লু' নেটওয়ার্ক অর্থাৎ দূতাবাসের স্পাইচক্রের কাজকর্মের বিরতি ঘটল। এই সময়ে আরজেনটিনার পুলিশ আরো জানতে পারল যে জর্মানীর এজেন্ট, ইনফরমার আরজেনটিনার চারদিকে ছড়িয়ে আছে। পরে আরজেনটিনার সরকার বহু সংখ্যক জর্মান স্পাইদের গ্রেপ্তার করেছিল।

'ব্লু' স্পাইচক্র ভেঙ্গে যাবার পর আরজেনটিনায় স্পাই কাজকর্মের পুরো দায়িত্ব বেকারকে নিতে হল। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল আরজেনটিনায় বিনা বাধায় স্পাইং-এর কাজকর্মের দিন শেষ হয়েছে।

বেকার তার দলকে পুনরায় ঢেলে নতুন করে গড়ে তুললেন। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিংবা সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের স্পাইচক্রে নেওয়া হল না। এবার তিনি বায়ার কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে একজন রুমানিয়কে তার দলে নিলেন। একজন নতুন ফটোগ্রাফারকে সংগ্রহ করা হল টাকা পয়সার আয়োজন বন্দোবস্তও করা হল।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি বেকার তার স্পাইচক্রের বন্ধুদের নিয়ে বুয়েনস আয়ার্সে এক বৈঠকে স্পাইং-এর কাজকর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। তিনি বন্ধুদের সাবধান করে বললেন আমাদের হাতে বেশি পয়সা নেই। অতএব আমরা ডলার চেঞ্জ করে 'পেসোস' কিনব। এবার তিনি বন্ধুদের দুই হাজার ডলার দিয়ে বললেন এই ডলারকে 'পেসোসে' চেঞ্জ করে নিন। আর একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সাবধানে খরচ করবেন।

ডলার চেঞ্জ করা হল। ঐ টাকা দিয়ে স্পাইচক্রের দেনা পাওনা মেটানো হল। বেকার নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্যে ডলারে টাকা নিতেন। কাজকর্ম ডলারে করা শুরু হল।

এই সময়ে স্পাইচক্রের কাজে আর একটি বিপদ দেখা দিল। বার্লিন হামবুর্গে খবর পাঠান কঠিন কাজ ছিল। খবর পাঠাতে হলে সার্ববাজী হতে হতো। সব খবর রেডিওর মাধ্যমে পাঠান হত না। তাই বেকার কয়েকজন স্প্যানিশ নাবিকের সাহায্য নিয়ে চিঠিগুলি স্পেনে পাঠাতেন। পরে স্পেন থেকে

ঐ চিঠিগুলি বার্লিনে পোষ্ট করা হতো। অনেক সময় চিঠির পরিবর্তে মাইক্রোডট পাঠান হতো। যারা বেকারের চিঠি পোষ্ট করতো তাদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়েছিল। কালেটনব্রুনার পরে বলেছিলেন বেকারের কাছ থেকে তারা সব চাইতে যে উল্লেখযোগ্য খবরটি পেয়েছিলেন সেই খবরটি ছিল আরজেনটিনা জর্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

* * *

এবার আমেরিকাতে আবভেরের কাজকর্মের কিছু কাহিনী বলব।

বিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধে, মিত্র শক্তি আমেরিকার সাহায্য নিয়ে জর্মানীকে পরাজিত করেছিল। এবারও জর্মান নেতাদের মনে প্রশ্ন জাগল: এই যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা কী হবে? আবভেরকে এই প্রশ্ন করা হল। এই যুদ্ধে আমেরিকা কী করবে? এই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্যে আবভের প্রথম যে জর্মান এজেন্টকে আমেরিকাতে পাঠিয়েছিল তার নাম ছিল ইগনাতাজ গ্রিবেল।

হিটলার ক্ষমতা পাবার পর ইগনাতাজ গ্রিবেল প্রোপাগাণ্ডা মিনিষ্টার ডাঃ গোয়েবলসকে গিয়ে বললেন: আমি আমেরিকাতে গিয়ে 'স্পাই'র কাজ করতে চাই। আমাকে এ কাজ করবার সুযোগ দিন।

গোয়েবলস গ্রিবেলের চিঠি গেষ্টাপোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আবভেরের সঙ্গে তার খুব ভাল সম্পর্ক ছিলনা। গেষ্টাপো গ্রিবেলকে রিক্রুট করবার দায়িত্ব ব্রাউস নামে এক কট্টর নাৎসী নেতার হাতে তুলে দিল। ক্রাউস বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং জাহাজ লাইনের স্পাইং এসপিওনেজের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

ক্রাউস তার জাহাজ লাইনের স্পাইচক্রকে খুব শক্ত, মজবুৎ করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি স্থির করলেন গ্রিবেলকে তার এই কাজে ব্যবহার করবেন। হামবুর্গে গ্রিবেলের ইন্টারভিউ হল। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে গ্রিবেল এই ইন্টারভিউতে গেলেন। হামবুর্গে তাকে স্পাই হিসেবে নিয়োগ করা হল।

ব্যক্তিগত জীবনে গ্রিবেল ছিলেন এক 'কাসানোভা,' বহু সুন্দরী রমণী তার বান্ধবী ছিল।

কিছুদিন পরে গ্রিবেল আমেরিকাতে ফিরে গেলেন। আমেরিকাতে ফিরে এসে তিনি "ফ্রেন্ডস অব নিউ জার্মান সোসাইটি" স্থাপন করলেন। তার এই সোসাইটিতে অনেক তরুণ জর্মান যোগ দিল।

গ্রিবেলের এই জর্মান সোসাইটি আমেরিকার জর্মান মহলে এক তামাসার সোসাইটি হয়ে দাঁড়াল। সোসাইটির দুই সদস্য আক্সেল হুইলার হিল এবং কার্ল পাউস ছিলেন সোসাইটির দুই আয়েষী, কুড়ে স্পাই। খবর সংগ্রহ করতে এরা ব্যর্থ হলেন। গ্রিবেল বুঝতে পারলেন এদের সাহায্য নিয়ে উপযুক্ত খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

এবার গ্রিবেল ডানিয়েলসন নামে আর জর্মানকে তার দলে টানলেন। এই দলের সঙ্গে রইল উইলি লনকোওস্কি, গ্রিবেলের এক পুরাতন বন্ধু। ছয় বছর আগে লনকোওস্কি আবভেরের প্রতিনিধি হয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন। তবে আবভেরের সঙ্গে কাজ করে নিরাশ হয়েছিলেন।

গ্রিবেল, বাজারে তার কোড নাম ছিল 'সেক্স', এবার প্রচুর উৎসাহ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। আবভের গ্রিবেলের কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট হল না। অবশ্যি এতে গ্রিবেল নিরুৎসাহ হলেন না এবার গ্রিবেলের সঙ্গে যোগ দিলেন আর এক জর্মান ডাঃ পাইফার! তিনি আমেরিকার নৌবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে আবভেরের একজন প্রথম নম্বরের স্পাই হয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে পাইফার বার্লিনে গিয়ে আবভেরের কর্তা কানারীর সঙ্গে দেখা করলেন। কানারী পাইফারকে বললেনঃ আমরা জানি ভবিষ্যতে এ যুদ্ধে আমেরিকা সব চাইতে বড়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই আপনি আমেরিকাতে আবভেরের জালকে আরো বড় করুন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। পঁচিশে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সালে, নুাইয়র্ক থেকে একটি জাহাজ জর্মানীর 'ব্রেমারহাভেন' বন্দরের পানে রওনা দিল। জাহাজে যাত্রীদের বিদায় দিতে অসংখ্য লোক এসেছিল। একজন যাত্রীর হাতে ছিল একটি বেহালা।

ঃ আপনার ঐ বেহালা কী ধরনের এক কাষ্টমস কর্মচারি এসে ঐ যাত্রীকে প্রশ্ন করলেন। গতানুগতিক মামুলি প্রশ্ন। কাষ্টম অফিসার নিজে ভাল বেহালা বাজাতে ভালবাসতেন। অতএব তার এই বেহালা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানবার ইচ্ছা ছিল।

ঃ অতি সাধারণ বেহালা······

ঃ আমাকে একবার বেহালাটি দেখাবেন কী? কাষ্টমস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন। যাত্রী এবার বেশ ভয়ে ভয়ে বেহালার ঢাকনা খুললেন। ঐ বেহালার ভেতর ছিল বহু প্লেনের নকশা।

কাষ্টমস অফিসার এবার বেহালার মালিককে থানায় নিয়ে গেলেন। সেইখানে কাষ্টমসের বড় কর্তার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে তাকে জেরা করা হল। তার নাম এবং তার পেশা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হল। এই সব প্রশ্ন করবার পর সেদিনকার মতো যাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হল।

আপনি কাল একবার আসবেন। আপনাকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করব, চীফ কাষ্টমস অফিসার বললেন।

যাত্রীর নাম ছিল লনকোওস্কি।

পরের দিন তিনি আর কাষ্টমস দপ্তরে ফিরে গেলেন না।

*　　*　　*

লনকোওস্কি কাষ্টমস দপ্তর থেকে বেরিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। স্ত্রীকে বললেন: আপনি ব্যাংক থেকে আমাদের পুরো টাকা তুলে নিন। পরে ডাঃ গ্রিবেলের দপ্তরে চলে আসুন......

লনকোওস্কি গ্রিবেলের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। তিনি গ্রিবেলকে সাবধান করে বললেন: আর দেরি নয়। আমাদের এক্ষুনি আমেরিকা থেকে চলে যেতে হবে। নইলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের এদেশ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ হল কানাডা। লনকোওস্কির কথা শুনবার পর গ্রিবেল, হাউজম্যান নামে আর একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তার সাহায্য নিয়ে লনকোওস্কি ও তার স্ত্রী কানাডার পথ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

* * *

লনকোওস্কির এই ঘটনার পর গ্রিবেল এবং তার এক সহকর্মী বন্ধু কার্ল আইটান বুঝতে পারলেন সিকিউরিটি সম্বন্ধে আমেরিকা বড় উদাসীন।

কিছুদিন পরে ডাঃ পাইফার এদের সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রথমে এরা সবাই ছিলেন 'সৌখীন' স্পাই। কিছুদিন স্পাইর কাজ করবার পর এরা সবাই পেশাদার স্পাই হলেন।

আবভেরের এজেন্টরা আমেরিকাতে স্পাইর কাজ করবার জন্যে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করেছিল। যাদের পূর্বপুরুষ জর্মান ছিল তাদের বলা হল জর্মানীর সমর্থনে যদি কোন সভাসমিতি করা হয় তাহলে সেই সভাসমিতিতে তারা যেন অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার সমাজে তাদের পরিচয় হবে অতি সম্ভ্রান্ত নাগরিক।

স্পাইরা কী ধরনের কাজ করবে তার তালিকা করা হল এবং তাদের নাম পরিচয় গোপন রাখা হল। তাদের বিভিন্ন ধরনের স্পাইং-র কাজে ট্রেনিং দেওয়া হল। পরে তাদের মাইক্রোফটোগ্রাফি এবং মাইক্রোডট কী করে তৈরি করা হয় সেই বিদ্যা শেখান হল।

কুরিয়ারকে শেখান হল কী করে লুকিয়ে গোপনে চিঠি নিয়ে যেতে হবে, এবং দলের সদস্যদের কোড সাইফারের কাজের ট্রেনিং দেওয়া হল।

কুরিয়ার গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার পর তাদের কোন নির্দিষ্ট এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে বলা হল। এই সব এজেন্টদের 'ইউ' এজেন্ট বলা হত।

ডাঃ পাইফার তার বন্ধুদের সঙ্গে এক হয়ে দল বড় করবার চেষ্টা করলেন।

পাইফার স্পাইং করবার জন্যে এক নতুন নিয়ম চালু করলেন। চিঠি-পত্রের মাধ্যমে খবর আদান-প্রদান করা শুরু হল।

এই নতুন স্পাইং করবার পদ্ধতিকে 'ক্রাউন সিস্টেম' বলা হত। এই নতুন পদ্ধতি চালু হবার পর পাইফারের স্পাইচক্রে আর একজন এজেন্ট এলেন। এজেন্টের নাম ছিল: 'গুস্তাভ রুমরিখ।' তিনি ছিলেন আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর এক সার্জেন্ট। দলের আরো দুজন এজেন্টের

নাম ছিল এরিক গ্লাসার এবং গুস্তাভ গুয়েলক।

গুস্তাভ ছিলেন গ্রিবেলের পরিচিত। তিনি এবং এরিক গ্লাসার আমেরিকান নৌবাহিনীর অনেক গোপন খবর সংগ্রহ করলেন! তারা আমেরিকান ডেস্ট্রোয়ার এবং গানবোটের 'ব্লুপ্রিণ্ট' এনে গ্রিবেলকে দিয়েছিলেন।

আমেরিকায় 'আবভেরের' কাজকর্ম বেড়ে যাবার পর কানারী জাপানী ইনটেলিজেন্সের কর্তা কর্নেল ও সিমার সঙ্গে সহযোগিতা করবার চুক্তি করলেন।

রুমরিখ খবর সংগ্রহে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তিনি অতি সহজেই অনেক দুঃসাধ্য খবর সংগ্রহ করে আনলেন। তার কাজে পাইফার এবং আবভের বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকান নৌবাহিনীর কোডবই সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

শুধু তাই নয়, সমুদ্রতটে পাহাড়ার কী রকম বন্দোবস্ত আছে তার একটি মানচিত্রও তিনি নিয়ে এসেছিলেন। পরে ডাঃ পাইফারের নির্দেশে তিনি আমেরিকান এয়ারফোর্সের অনেক দুর্লভ প্ল্যান চুরি করে আনলেন।

রুমরিখকে জাল পাশপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু একাজ করতে নিয়ে তিনি ধরা পড়েছিলেন।

রুমরিখকে এফ বী আই গ্রেপ্তার করবার পর রিবেনট্রপ কানারীকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করলেন। রিবেনট্রপ স্থির করলেন তিনি হিটলারকে গিয়ে বলবেন কানারী আবভেরের কর্তা হবার উপযুক্ত নন। কানারীও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি হিটলারকে গিয়ে বললেন যে ঃ রুমরিখ এবং অন্যান্য যে সব জর্মানদের আমেরিকাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে আবভেরের কোন সম্পর্ক নেই। পরে আবভেরের দপ্তরে ফিরে এসে কানারী জানবার চেষ্টা করলেন কী কারণে রুমরিখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবশ্য এই তদন্তের ফলাফলে কানারী নিরাশ হলেন। তিনি দেখতে পেলেন আবভেরের দপ্তরের কাজে অনেক গোলমাল ত্রুটী আছে।

* * *

হিটলার যখন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিলেন ["অপারেশন সীলায়ন"] তখন আবভের তড়িঘড়িতে কিছু এজেন্ট ইংল্যাণ্ডে নিয়োগ করেছিল। ফল হল ঠিক উল্টো। অধিকাংশ এজেন্টরা পরে ডবল এজেন্ট। হিসাবে কাজ করতে শুরু করল।

এই হল 'ডবল ক্রস' সিস্টেমের প্রথম সূত্রপাত।

খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আবভের 'এস ডি' ইংল্যাণ্ড, য়ুরোপ এবং রাশিয়াতে তাদের এজেন্ট নিয়োগ করেছিল।

ইংল্যাণ্ডে এবং য়ুরোপে যেসব বিদেশী স্পাই অর্থাৎ যারা মিত্রশক্তির স্পাই ছিল তাদের গ্রেপ্তার করবার এস ডি এবং আবভের অনেক কলা কৌশল

অবলম্বন করেছিল। ইংল্যাণ্ড ও জর্মান স্পাইদের ধরা হল এবং পরে তারা ডবল এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে লাগলেন।

ইংল্যাণ্ডে জর্মান স্পাইদের কাজ করবার অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথম অসুবিধা ছিল অভিজ্ঞতা, দক্ষতার। এম আই ফাইভ অর্থাৎ বৃটিশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্সী আবভের এস ডির চাইতে স্পাইর কাজে কিংবা স্পাই ধরবার কাজে বেশ সজাগ এবং নিপুণ ছিল। কী করে ইংল্যাণ্ড থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ আবভের তাদের স্পাইদের দেয়নি। এমন কী খবর সংগ্রহ করবার কোন ব্লুপ্রিন্টও তৈরী করেনি। তাই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জর্মান স্পাইরা প্রতি পদে পদে বিপদে পড়ল।

ইংল্যাণ্ডে জর্মান স্পাইদের মধ্যে একজন বড় স্পাই ছিলেন জনি—অর্থাৎ আর্থারওয়েন্স যার নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৪০ সালে হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবার এক বড় প্ল্যান করে ছিলেন। এই প্ল্যানের কোড নাম ছিল 'অপারেশন সী লায়ন।'

হিটলার তার সহকারিদের কাছে এই আক্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবভের, 'এস ডি' ইংল্যাণ্ডে তড়িঘড়ি স্পাইং-এর কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিল। স্পাইং-এর কাজ করবার জন্যে যে প্ল্যান করা হয়েছিল তার নাম ছিল 'অপারেশন লেনা'।

'অপারেশন লেনা'র প্রথম ধাপ অনুযায়ী আবভেরের দুইজন সিক্রেট এজেণ্ট ইংল্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হল। স্পাইর কাজে এই দুই এজেণ্ট বিশেষ দক্ষ ছিলেন। একজনের নাম ছিল হানস হ্যানসেন—বয়স ছাব্বিশ, ড্যানিশ। তিনি জর্মান নাৎসী পার্টির একজন সদস্য ছিলেন। আর একজন ছিলেন ফিনল্যাণ্ডের নাগরিক, বয়স সাতাশ। নাম গোয়েন্তা কারোলি। দুজনেই জর্মানীতে কাজ করতেন। এরা নিখুঁত জর্মান ভাষা বলতে পারতেন।

আবভের কর্তা রিটার কানারীর পূর্বসূরী এদের দুজনকে বাছাই করলেন। এদের স্পাইর কাজে নিয়োগ করবার সময় রিটার খোলাখুলি এদের বললেন তোমরা জেনে শুনে স্পাইর কাজে যোগ দিচ্ছো। মনে রেখো এই কাজে অনেক বিপদ আছে। বিদেশে গিয়ে তোমরা যখন কাজ করবে তখন আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা কর না।

হ্যানসেন এবং কারোলি দুজনেই রিটারকে আশ্বাস দিয়ে বললেন আমাদের জন্যে কোন চিন্তা করবেন না।

এদের স্পাইং-এর কাজকর্মে ট্রেনিং দেওয়া হল। স্পাইর প্রতিটি কাজ এরা মন দিয়ে শিখেছিলেন। এছাড়া এদের এজেণ্টের নম্বর দেওয়া হল।

এরা কী পরিচয় দিয়ে ইংল্যাণ্ডে কাজকর্ম করবেন তার জন্যে একটি বানানো কাহিনী রচনা করা হল।

প্রথমে এদের জাল পরিচয় পত্র দেওয়া হল। এদের জন্যে রেশন কুপন দেয়া হল এবং হাত খরচ বাবদ এদের দুশো পাউণ্ড দেওয়া হল।

ব্রাসেলসে পৌঁছে তারা এক হোটেলে আশ্রয় নিলেন। এখানে তারা অন্য আবভেরের এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে সবাই ইংল্যাণ্ডে যাবার ম্যাপ খুটিয়ে দেখলেন। রাস্তাঘাটও চিনে নিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তারা ইংল্যাণ্ডে রওনা হতে পারলেন। কারণ ঐ দিন আবহাওয়া খারাপ ছিল।

আবহাওয়া ভাল হবার পর হ্যানসেন এবং কারোলি ইংল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলেন।

প্রথমে প্লেনে করে হ্যানসেন ইংল্যাণ্ডে গেলেন। প্লেন থেকে প্যারাসুট করে নামতে হ্যানসেনের কোন অসুবিধা হল না। হ্যানসেন নিরাপদেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলেন এবং তার পৌঁছুবার খবর যথাসময়ে রিটারকে দিলেন।

কারোলির যাত্রা অতো শুভ ছিল না। প্যারাসুট করে নামতে গিয়ে তিনি গুরুতররূপে আহত হলেন। রিটার অবিলম্বে 'জনির' সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং কারালির আঘাতের খবর দিলেন। ওর জন্যে অবিলম্বে একটা কিছু করুন।

জনি দেরি করলেন না। তিনি তার 'সাব' এজেণ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। 'সাব' এজেণ্টরা করোলিকে নিয়ে জনির বাড়ীতে পৌঁছে দিল। পরে করোলি কেমব্রিজের কাছে একটা বাড়ী ভাড়া করলেন।

কিছুদিন পরে জনি হামবুর্গে খবর পাঠালেন পুলিশ আমাদের খুজে বেড়াচ্ছে। কিছুদিনের জন্যে আমরা কোন খবর পাঠাতে পারব না।

হ্যানসেন লণ্ডনের শহরতলীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেইখান থেকে তিনি নিয়মিতভাবে রিটারের কাছে খবর পাঠাতে শুরু করেছিলেন। তার ঐ সব খবর ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান।

বিভিন্ন কাজের মধ্যে হ্যানসেন 'সলিসবারি এলাকা এবং তার আশেপাশে শহরতলী ঘুড়ে ঐ সব অঞ্চলের একটা পুরোছবি, রাস্তাঘাটের ম্যাপ ইত্যাদি আবভেরের কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

খবর পাঠাবার সময় হ্যানসেন তার নিজস্ব স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হ্যানসেন যখন তখন ছুটি নিয়ে বেড়াতে চলে যেতেন আবভেরের কাছ থেকে ছুটি কিংবা অনুমতি নেওয়া দরকার মনে করতেন না।

হ্যানসেন বহুবার আবভেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার কাজকর্মে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কিনা বলুন? কিংবা কখনও কখনও তিনি অভি-যোগের সুরে বলতেন ঃ আমার প্রাপ্য টাকা আপনারা পাঠাননি কেন?

আবভের হ্যানসেনকে টাকা পাঠাতে অসুবিধায় পড়েছিল। ইংল্যাণ্ডে রওনা হবার আগে আবভের হ্যানসেনকে মাত্র দুশো পাউণ্ড দিয়েছিল। আবভেরের টাইমটেবিল অনুযায়ী দুমাসের মধ্যে জর্মান সৈন্যবাহিনীর ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবার কথা ছিল। ঐ আক্রমণ করা হল না। অতএব হ্যানসেনের টাকার অভাব হল।

এরপর স্থির করা হল প্লেন থেকে পাঁচশো পাউণ্ড হ্যানসেনের জন্যে মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে। এই প্ল্যান বাতিল করতে হল। স্থির হল হামবুর্গ থেকে ইংল্যাণ্ডে কেউ গিয়ে হ্যানসেনকে এই টাকা দেবে। এছাড়া লোকটি সঙ্গে করে রেডিওর জন্যে একটি নতুন কৃষ্টাল নিয়ে যাবে।

হ্যানসেন কোথায় লোকটির দেখা পাবে তার নির্দেশ তাকে দেওয়া হল। এই রকম বিভিন্ন উপায়ে বেশ কয়েকবার হ্যানসেনকে টাকা পাঠান হল।

লিসবনে এক যুগোশ্লাভ আবভেরের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করতেন। এই এজেণ্টের নাম ছিল পপোভ। পরে এই 'পপোভ' একজন বিখ্যাত ডবল এজেণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। ডবল এজেণ্ট হিসাবে তার ছদ্ম নাম ছিল "ট্রাইসাইকেল"। "ট্রাইসাইকেলের" স্পাইর কার্জকর্ম নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। পপোভ আবভেরকে বলল ঃ তার পরিচিত এক ইহুদি ইংল্যাণ্ডে এক থিয়েটারে কাজ করেন।

তিনি বৃটিশ পাউণ্ডকে ডলারে পরিবর্তন করতে চান। এই ইহুদির বদ্ধ ধারণা ছিল ইংল্যাণ্ডের পরাজয় সুনিশ্চিত। তাই তিনি পাউণ্ডকে ডলারে পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। আবভের পপোভের প্রস্তাবের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে তাদের স্পাইদের কাছে টাকা পাঠাবার একটি পথ খুঁজে পেল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আবভেরের ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর লিসবনে এলেন। পপোভের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করা হল। আবভেরের ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর এই ডিল থেকে বেশ মোটা টাকা নিজের জন্যে আদায় করেছিলেন। এই ভাবে হ্যানসেনকে কুড়ি হাজার বৃটিশ পাউণ্ড ষ্টার্লিং পাঠান হয়েছিল।

হ্যানসেনকে এই টাকা পাঠাবার পর আর একটি সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে আবভের এবার হ্যানসেনের উপর চাপ সৃষ্টি করল ঃ তুমি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত গন্যমান্য ব্যক্তি। তুমি সমাজের বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে তাদেরকাছ থেকে খবর আদায় কর।

পুলিশ হ্যানসেনকে জিজ্ঞেস করল কী কারণে সে আর্মিতে যোগ দেয়নি। ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ড সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। হ্যানসেন তার এক কৃষক বন্ধুর কাছ থেকে এক সার্টিফিকেট আদায় করলেন। সার্টিফিকেটে বলা হল হ্যানসেন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি কাজ করছে। হ্যানসেন আর্মিতে চলে গেলে কৃষিকাজে বাধা পড়বে।

হ্যানসেন তার মনিব (কৃষক) এর মেয়েকে স্পাইর কাজে টানলেন। মেয়েটি হ্যানসেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর এনে দিতো। পরে মেয়েটি আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করল। এবার থেকে হ্যানসেন আরো অনেক মূল্যবান জরুরী খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

১৯৪২-৪৩ সালে হ্যানসেন অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করে আবভেরকে পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকান জেনারেল আইসেনহাওয়ার ইংল্যান্ডে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যানসেন সেই খবর হামবুর্গ কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। য়ুরোপে মিত্রশক্তির আক্রমণ শুরু হবার আগে থেকে আবভের তাকে এ অপারেশন ওভারলর্ড প্ল্যান সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেছিল। প্রায় হাজার প্রশ্নের জবাব দেবার পর হ্যানসেন এক বিশেষ তার পাঠিয়ে হিটলারের এই যুদ্ধে জয়লাভে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

হিটলারের পরাজয়ে হ্যানসেন ভেঙ্গে পড়েননি।

দীর্ঘকাল জর্মান স্পাই প্রতিষ্ঠান আবভেরের সঙ্গে কাজ করেও হ্যানসেন পুলিশের কাছে ধরা পড়েননি।

'অপারেশন' লেনার আরো কিছু কাহিনী বলব।

রিটার এই 'অপারেশন লেনার' বিবরণী দিতে গিয়ে বলেছিলেন লেনার কাজের জন্যে অতি সাধারণ এজেণ্টদের নিয়োগ করা হত না। সাধারণ এজেণ্টদের কাজ ছিল আবহাওয়ার খবব পাঠান।

অন্য কাজের মধ্যে স্পাইদের জন্যে বিভিন্ন এলাকার ম্যাপ আঁকা কিংবা তাদের পথ দেখান ছিল আরো কয়েকটি ছোটখাটো কাজ।

আবভেরের প্রধান সমস্যা ছিল স্পাইংর করবার জন্যে উপযুক্ত সাহসী লোক সংগ্রহ করা। এই ধরনের দুজন সাহসী এজেণ্টের নাম ছিল থিয়োডোর ড্রুই এবং হেরনার হাইনরিখ। পরে এদের দলে যোগ দিলেন আর একজন পাকা এজেণ্ট নাম জোসেফ রুডলফওয়ালডবার্গ। দল বাড়ান হল! এই দলে যোগ দিলেন ডাঃ প্রটোরিয়ান, এবং কার্লহাইনরিখ মায়ার। দলের সংখ্যা দাঁড়িয়ে হল পনেরজন।

এই দলে ছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। তার নামছিল ভেরা এরিকসন। তিনি ছিলেন 'ড্রুইকের' প্রেমিকা এবং তার শয্যাসঙ্গিনী। তার আসল নাম ছিল ভেরা দ্য শালেনবার্গ।

এই স্পাই দলকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছিল। একটি দলে ছিলেন মায়ারভ্যান কান কিয়েনবুম, পন্স এবং ওয়ালডবার্গ। এরা ব্রাসেলসের দুই হোটেলে—"মেট্রোপল" এবং "এম্বাসডারে" গিয়ে উঠেছিলেন। এরা বেশ বড় লোকি চালে হোটেলে থাকতেন এবং প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করতেন। দ্বিতীয় দলটি হামবুর্গের এক 'সেফহাউসে' গিয়ে উঠেছিল। দুই দলকে স্পাইং-এর বিভিন্ন ধরণের কাজ কারবারের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

তাদের বলা হয়ে হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এরা বৃটিশ সৈন্যবাহিনী গঠন সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক খবর সংগ্রহ করে হামবুর্গের আবভেরের হেডকোয়ার্টারে পাঠাবে।

তাদের প্রথমে কুলেন শহরে নিয়ে যাওয়া হল।

স্থির হল, যাত্রীরা ঐ শহর থেকে ইংল্যাণ্ডের 'পা দ্য কালে' বন্দরে গিয়ে পৌঁছবেন। পরে ঐ শহর থেকে তারা ইংল্যাণ্ডের অনান্য শহরে যাবেন। সবাই নিরাপদে 'পাদ্য কালে' শহরে পৌঁছুলেন।

নিরাপদে পেঁছুবার পর তারা তাদের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললেন। এবার যে যার খুশি মতো ইংল্যাণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

দলের মধ্যে ওয়ালডবার্গ সর্বপ্রথম তাদের পেঁছি সংবাদ হামবুর্গে পাঠালেন। পরে তিনি কোড সাইফারে আর একটি দুঃসংবাদ পাঠালেন। 'পুলিশ আমাদের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরছে' এই ছিল সংবাদের সারাংশ। 'আমরা বিপদে পড়েছি।'

দলের মধ্যে একজন, নাম মায়ার, ধরা পড়লেন। মায়ারের ধরা পড়বার কারণ ছিল মায়ার একেবারেই ইংরাজি বলতে পারতেন না। একদিন তার অসম্ভব জল তেষ্টা পেয়েছিল।

মায়ার জলের অনুসন্ধানে বেরুলেন। তিনি ভাবলেন দরকার হলে একটি বিয়ার কিংবা সাইডার কিনে পান করবেন। একটি দোকানের কাছে এসে তিনি বিয়ার চাইলেন। তার কথা বলবার ভঙ্গী এবং উচ্চারণ শুনে দোকানী বুঝতে পারলেন ক্রেতা বিদেশি। দোকানী ইচ্ছে করে বললেন, আপনি একটু পরে আসবেন। দোকানী পুলিশকে তার সন্দেহের কথা বললেন। মায়ার ঐ দোকানে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

মায়ার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তার সঙ্গী ওয়ালডবার্গ সম্বন্ধে কোন কথা বললেন না।

অপরদিকে ওয়ালডবার্গও তৃষ্ণায় তার লুকোনো স্থান থেকে বেড়িয়ে এলেন। এবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

দলের অন্য দুজন কীবোম এবং পোনুসকে পুলিশ পরে গ্রেপ্তার করল।

স্পাইং করবার অভিযোগে ওয়ালডবার্গ এবং কীবোমের সাজা হ'ল মৃত্যুদণ্ড।

দুসপ্তাহ বাদে ওয়ালডবার্গ এবং কীবোমের ঐ সাজা মিলল। পোনুস ডাচ ছিলেন। তাকে মুক্তি দেওয়া হল।

* * *

এবার অপারেশন লেনার অপর দলটির কথা বলা যাক।

দলের নেতা ছিলেন থিওড্রুয়েক। ড্রুয়েক বেলজিয়ামের খুব বড় ঘরের ছেলে ছিলেন। তার বাবা ছিলেন পয়সাওয়ালা আইনজীবি।

ড্রুয়েকসের ব্রাসেলসে আবভেরের প্রতিনিধি ডিরেকসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ড্রুয়েক বেলজিয়ামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

ড্রুয়েক নাইট ক্লাব এবং আয়েষী অলস জীবন যাপন করতে ভালবাসতেন। একবার তিনি কিছু আমেরিকান কারেন্সী নিয়ে জালিয়াতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। তার এই অপরাধের কথা পুলিশের খাতায় লেখা ছিল।

একদিন পারীর প্লাস পিগালে এক নাইট ক্লাবে তার ভেরা এরিকসনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। বন্ধুদের কাছে ভেরা এরিকসন নিজেকে 'কাউণ্টেস' বলে পরিচয় দিতেন।

প্লাস পিগালের ঐ নাইট ক্লাবে ভেরা এরিকসন এক গুন্ডার খপ্পরে পড়েছিলেন। এখানে বলে রাখা দরকার ভেরা এরিকসন দেখতে অপূর্ব সুন্দরী সেক্সী মহিলা ছিলেন। পুরুষদের তিনি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতেন। ড্রুয়েক ভেরা এরিকসনকে ঐ শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভেরা এরিকসনের সঙ্গে তার গাঢ় বন্ধুত্ব বলা যায় প্রেম হল। পরে ড্রুয়েক ভেরা এরিকসনের সঙ্গে ডিয়েরকসের আলাপ করিয়ে দিলেন। এই আলাপ পরিচয়ের পর দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। ড্রুয়েক ভেরা এরিকসনের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করছিলেন। ইতিমধ্যে ডিয়েরকস বদলি হয়ে হামবুর্গে চলে গেলে। এ সঙ্গে ভেরা এরিকসনও হামবুর্গে গেলেন। ডিয়েরকস আবভেরের কর্তাদের বললেন আমাকে কোন সিক্রেট মিশনে পাঠিয়ে দিন। তার এই সিক্রেট মিশনে যাবার নেপথ্য কারণ ছিল ভেরা এরিকসনের হাত থেকে ছুটি পাওয়া।

ভেরা এরিকসন ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। তিনি ডিয়েরকসের সঙ্গে ঐ সিক্রেট মিশনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভেরা এরিকসন ভাল ইংরাজি বলতে পারতেন। অতএব আবভেরের কর্তারা ভেরা এরিকসনের এই অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

অপারেশন সী লায়ন এর স্পাইং-এর কাজ করবার জন্যে ভেরা এরিকসনকে বাছাই করা হল। আরো ঠিক করা হল দুজন স্পাই ডিয়েরকস এবং ড্রুয়েকও ইংল্যাণ্ডে যাবেন।

ঠিক হয়েছিল প্রথমে দলের সবাই হামবুর্গ থেকে নরোওয়ে যাবে।

পরে যাত্রার পথ হল নরোওয়ে থেকে লণ্ডনে।

যাবার দিন রাত্রে আবহাওয়ার অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। অতএব যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। না যাবার অবশ্য আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। যে প্লেনে করে তাদের যাবার কথা ছিল ঐ দুর্যোগ রাত্রে প্লেন ভেঙ্গে পড়েছিল। ঐ প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে ডিয়েরকসের মৃত্যু হল। তবু ঐ দলের ইংল্যাণ্ড যাত্রা বাতিল করা হল না। কারণ ইংল্যাণ্ডে এই দলের যাওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল।

দলের নতুন নেতা হলেন ড্রুয়েক। ত্রিশে সেপ্টেম্বর দলের তিনজন ড্রুয়েক, ভেরা এরিকসন এবং ওয়ালার্ট ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা দিলেন। ইংল্যাণ্ডে তারা এক অপরিচিত শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ষ্টেশনের নামও তারা জানতেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের জানবার কৌতূহল, এই তিন অপরিচিত যাত্রী কে? তাদের মনে সন্দেহ হল। স্থানীয় লোকদের সন্দেহ দূর করার জন্যে ড্রুয়েক তার পাশপোর্ট দেখালেন। পাশপোর্টে তার নাম লেখা ছিল ঃ ফ্রান্সোয়া দা ড্রেকার। স্প্যানিশ নাগরিক। তদন্ত করতে পুলিশ ঘটনা স্থলে এল। তারা ড্রুয়েকের পকেট সার্চ করে আপত্তিকর বেশ কিছু পেল। জেরার জবাবে পুলিশ সন্তুষ্ট হলেন না। তার কাছেও আপত্তিকর কিছু জিনিস পাওয়া গেল। তাদের সঙ্গে ছিল একটি ছোট রেডিও।

এবার আসল পরিচয় জানতে কার কোন অসুবিধা হল না।

এরা হলেন স্পাই।

* * *

হামবুর্গে আবভের এদের কাছ থেকে কোন খবর না পাবার পর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ঠিক হল আটদিন পর্যন্ত হামবুর্গ তাদের কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে প্রতীক্ষা করবে। পরে কোন খবর না পাবার পর আবভের চিন্তিত হয়ে খোজ খবর নিতে শুরু করল।

এদিকে তার কাজে ড্রুয়েক ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন। বিচারে তাকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হল।

বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স ভেরা এরিকসনের অতীত নিয়ে তদন্ত শুরু করল। ভেরা এরিকসন কে? অসম্ভব সুন্দরী সেক্সী, অতএব সবারই তার অতীত নিয়ে জানবার আগ্রহী হলেন। বলা হতো দ্বিতীয় মহযুদ্ধে ভেরা এরিকসনের মতো সুন্দরী সেক্সী স্পাই আর দেখা যায় নি।

ভেরা এরিকসনকে জেরা শুরু হল।

তোমার আসল পরিচয় কী?

ভেরা এরিকসন সহজে মুখ খুলবার পাত্রী ছিল না। বিশেষ করে কোন পুরুষের কাছে তার মুখ খুলতে আগ্রহ ছিল না। এদিকে তার হাভভাব দেখে মনে হল ভেরা এরিকসন আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করতে পারেন। বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স সাবধান হল।

ভেরাকে প্রশ্ন করার জন্যে এক ভদ্রমহিলা আনকীরবি কে তার কাছে পাঠান হল।

এবার ভেরা এরিকসন মুখ খুললেন। তার আসল নাম হল ভেরাদ্য উইতি।

বাবা রাশিয়ান, জারের আমলে নৌবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। ভেরার মা অল্প বয়েসে ভেরা এবং তার এক ভাইকে নিয়ে লাটভিয়াতে পালিয়ে

গিয়েছিলেন।

যৌবন থেকে ভেরা বেশ উচছৃংখল জীবন যাপন করতেন।

ছাত্রী অবস্থায় ভেরা এক বয়স্ক ফরাসির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ভেরা পারীতে এসে এক নাইট ক্লাবে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। পরে যে ফরাসি লোকটির সঙ্গে ভেরা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই লোকটি ভেরাকে ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে এবার থেকে ভেরা আরো উশৃংখল জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় যাওয়া ছিল ভেরার জীবনের প্রতিদিনের রুটিন। এই কাজ করতে গিয়ে ভেরার দুবার অ্যাবরসন হয়েছিল।

এই সময়ে ভেরা পারী মঁপারনস এলাকায় থাকতেন। এখানে তার জীবন ছিল অতি দুঃখের।

এখান থেকে ভেরার এসপিওন্নেজের কাজ কর্মে হাতে খড়ি হয়। একদিন নাইট ক্লাবে এক দালালের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হল।

ঐ ঝগড়া বিবাদ মেটাবার জন্যে তার জীবনে এলেন ড্রুয়েক।

ভেরার বয়স যখন ছাব্বিশ, তখন ড্রুয়েকের বয়স ছিল চল্লিশ। প্রথম থেকে ভেরা একটু বয়স্ক পুরুষদের পছন্দ করতেন। তাই তার ড্রুয়েকের প্রতি বেশ দুর্বলতা ছিল।

ইতিমধ্যে ভেরার ভাই তার বোনকে খুঁজে বেড়াচিছলেন, একদিন ভাই জানতে পারলেন বোন ইংল্যাণ্ডে আবভেলের স্পাই-র কাজ করছেন ঃ ভেরার ভাই কোপেন হেগেনে গিয়ে জর্মান এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করলেন। ভাই তার পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ যে তিনি ডেনমার্কের নাৎসী প্যারামিলিটারি বাহিনীর নেতা। আমার বোন ভেরা কোন এক সময়ে রাশিয়ান সিক্রেট এজেণ্টের স্পাই ছিলেন।

বর্তমানে তিনি আবভেরের স্পাই হিসেবে কাজ করছেন। আসলে তিনি হলেন রাশিয়ান এজেণ্ট। রাশিয়ানরা যদি জানতে পারে তার বোন বর্তমানে জর্মান সিক্রেট এজেণ্ট হিসেবে কাজ করছেন তাহলে তার জীবন বিপন্ন হবে।

জর্মান এম্বাসডার এই ব্যাপারে কোন হাত দিতে রাজি হলেন না।

ভাই এম্বাসী থেকে বেড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এম্বাসডার ভেরা এরিকসনের ভাই-এর সঙ্গে তার যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তার একটি ছোট বিবরণী জর্মান বিদেশমন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠালেন। বিদেশ মন্ত্রণালয় আবভেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ ভেরার অতীত কী?

পরে আবভের ডিয়েরকসকে অনুরোধ করল ঃ সম্ভব হলে ভেরাকে স্পাইর দল থেকে বাদ দেবেন। নইলে বিবাদ হতে পারে।

ভেরাকে ডেকে পাঠান উচিৎ হয়নি। জেল থেকে বেড়িয়ে তিনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন জানা যায়নি।

* *

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবার প্ল্যান জানবার সঙ্গে সঙ্গে কানারী

আবভেরের গড়িলা বাহিনী সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ডে কাজে লাগিয়েছিলেন। তারাই পোল্যাণ্ডে প্রথম গুলি চালিয়েছিল। পরে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। জর্মান-পোল্যাণ্ড সীমান্তে একটা সাজানো গোলমাল সৃষ্টি করা হল। আবার এই গোলমাল হাঙ্গামায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল 'আবভের'।

ঠিক হয়েছিল আবভেরের তিনটি গড়িলা বাহিনীকে পোলিশ সামরিক বাহিনীর পোষাক পরিয়ে জর্মানীর ভেতর ঢোকানো হবে। পরে সেখান থেকে জর্মান সীমান্ত আক্রমণ করবে। হিটলার এই আক্রমণের বাহানা দিয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন। পোল্যাণ্ড আক্রমণের প্ল্যান করেছিলেন 'মেজর জেনারেল এরিক ভন ম্যানস্টাইন'। যুদ্ধের প্ল্যান পরিকল্পনা করবার জন্যে ম্যানস্টাইন সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই আক্রমণের জন্যে আবভের বেশ কয়েকবার মহড়া দিয়েছিল। গড়িলা বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন ভন ফ্রাংকেনবার্গ। কিন্তু ১৭ই আগষ্ট, তিনটের সময় হিটলার এই প্ল্যান পরিবর্তন করলেন। এবার আবভেরের পরিবর্তে "এস-এস" বাহিনীকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। যদিও হিটলারের এই সিদ্ধান্তে কানারী কিছু নিরাশ হয়েছিলেন, তবু পোল্যাণ্ডের আক্রমণে হিটলার কানারীর উপর আরো কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এবার আবভেরকে বলা হল শহরের রাস্তা ব্রিজ এবং গুরুত্বপূর্ণ পথঘাটের সুরক্ষা বন্দোবস্ত তাদের করতে হবে।

কানারী গুণ্ডাদের নিয়ে আবভেরের মধ্যে একটি দল গঠন করলেন। গুণ্ডারা অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিক। এদের কাজ ছিল পোল্যাণ্ডে আর্মস, বিস্ফোরক ইত্যাদি স্মাগল করে নিয়ে যাওয়া এবং পরে সেইগুলি কাজে লাগান।

জর্মান হাইকম্যাণ্ড এই সব গুণ্ডা বাহিনীদের নির্দিষ্ট স্থানে কাজ করতে বলল। শুধু তাই নয়, এদের বলা হল, কোন কোন ব্রিজ, রাস্তা বোমা দিয়ে ধ্বংস করতে হবে। স্থির হল এই সব ধ্বংসমূলক কাজ আক্রমণ শুরু হবার বারো ঘণ্টা আগে করতে হবে। পরে হিটলার আক্রমণের সময় স্থির করলেন।

এবার আবভেরের গুণ্ডাবাহিনীকে বলা হল কোন সময়ে তারা ধ্বংস-মূলক কাজ শুরু করবে। আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্তে হিটলার আবার তার পোল্যাণ্ড অভিযান বন্ধ রাখলেন। গুণ্ডাবাহিনীকে বলা হল হামলা কিংবা হাঙ্গামা করবেন না। আবভের গুণ্ডাবাহিনীর প্রায় সবাইকে এই ধ্বংসমূলক কাজ থেকে বিরত করলেন। শুধু একটি দল আবভেরের হাতের বাইরে ছিল।

এই দলটি এক পোলিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করল। এই লড়াইতে আবভেরের সহজেই জয় হল।

আবভেরের এই দলটিব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। পরে

যখন তারা জানতে পারল আদৌ লড়াই শুরু হয়নি তখন তারা বিস্মিত হল। বলা যায় পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে কানারীর আবভেরের বাহিনীই সর্বপ্রথম বন্দুকগুলি ব্যবহার করেছিল। কানারী ভেবেছিলেন আবভেরের কাজে হিটলার আপত্তি করবেন। কিন্তু হিটলার আপত্তি করেননি।

কর্মজীবনের প্রথমে এডমিরাল কানারীর হিটলারের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তবে ১৯৩৮ সালের পর থেকে এডমিরাল কানারী হিটলারের নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন। আমরা দেখতে পাব ক্রমে ক্রমে সেই অবিশ্বাস, সন্দেহ ঘৃণায় পরিণত হল। অবশ্য তার হিটলার বিরোধী বিদ্বেষ মনোভাব দৃঢ় হবার অনেকগুলি কারণ ছিল।

হিটলার চক্রান্ত করে জর্মান সৈন্য বাহিনীর চীফ অব দি জেনারেল ষ্টাফ ভেরনার ফ্রিৎসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হিটলার ফ্রিৎসকে তাড়াবার জন্যে অভিযোগ করে বলেছিলেন ফ্রিৎস হলেন দুশ্চরিত্র।

এই ঘটনার পর কানারী হিটলারকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন। কারণ তিনি জানতেন হিটলারের এই অভিযোগ মিথ্যে, বানানো। আমরা দেখতে পাব যুদ্ধের শেষ ভাগে হিটলার বিরোধী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রে কানারী এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হবার দরুণ, কানারীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

পোল্যাণ্ড অভিযানের সময় কানারী গেষ্টাপো এস, এস বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক নালিশ অভিযোগ শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি খবর পেলেন অনেক পোলিশ নাগরিককে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কানারী আরো জানতে পারলেন হিটলার নিজে এই গুলি করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কানারী এইভাবে গুলি করে হত্যা করার বিরোধিতা করলেন। তিনি স্থির করেছিলেন বিষয়টি নিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কানারীর বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন বিষয়টি নিয়ে আপনি চীফ অব দি ষ্টাফ, কাইটেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। কানারীর বন্ধু জেনারেল ব্রাউসিয়স্ত বললেন তিনি সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে এই ধরণের হত্যার কাজ করবার বিরোধিন্ত। সেই কারণবশতঃ হিটলার এই নোংরা কাজের দায়িত্ব 'এস এস' এবং 'গেষ্টাপোর' হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। হিটলার স্থির করেছিলেন প্রতি মিলিটারি ইউনিটের সঙ্গে একজন করে বেসামরিক কর্মচারি থাকবে এবং তার কাজ হবে ইহুদিদের গুলি করে হত্যা করা।

কানারী যখন বিষয়টি নিয়ে কাইটেলের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন হিটলার হঠাৎ ঐ ঘরে ঢুকলেন। কাইটেল ইসারা করে কানারীকে এই আলোচনা বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন।

এবার হিটলার ফরাসি সৈন্যবাহিনীর 'সারব্রুকেন' এলাকায় আক্রমণের

সম্ভাবনা এবং প্ল্যান দিয়ে কানারীকে প্রশ্ন করলেন। সমস্ত ঘটনা এত দ্রুতবেগে ঘটে গেল যে কানারী বেশ কিছুক্ষণ কোন জবাব দিতে পারলেন না।

হিটলার বুঝতে পারলেন কানারী অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। তাই তিনি কোন জবাব দিতে পারছেন না। কানারীও পোল্যাণ্ডে 'এস এস' এবং 'গেষ্টাপো' বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হিটলারকে করতে পারলেন না। এছাড়া কানারী কাইটেলের কাছ থেকে ইহুদিদের হত্যার কাহিনী শুনে এত বিস্মিত হয়েছিলেন যে তিনি কথা বলবার সমস্ত শক্তি হারিয়েছিলেন।

কানারী পোল্যাণ্ড-রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পেতেন না কিংবা আতংকিত হতেন না। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করা তার কাছে ছিল পরাজয় ডেকে আনা।

* * *

আবার স্পাই কাহিনী বলতে হবে।

এবার কাহিনীর নায়ক হলেন 'জনি'—অর্থাৎ আর্থার ওয়েনস আমাদের পূর্ব পরিচিত স্পাই।

আবভেরের স্পাই জনি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। আবভেরের স্পাই হিসাবে তিনি হামবুর্গে শেষ সংবাদ পাঠিয়েছিলেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর। তারপর তার জীবনে পরিবর্তন এল। বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স এম আই ফাইভ জনিকে গ্রেপ্তার করল।

পোল্যাণ্ড আক্রমণের পর এম আই ফাইভ ইংল্যাণ্ডে বিদেশি নাগরিকদের উপর কড়া নির্দেশ জারী করলেন এবং বলা হল তারা যেন অবিলম্বে এম আই ফাইভের দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেন। জনিও পুলিশের এই চিঠি পেয়েছিলেন।

এই চিঠি পাবার পর জনি পুলিশ দপ্তরে টেলিফোন করলেন।

তিনি বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চান। জনিকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। জনি এবার পুলিশকে বললেনঃ তিনি এম আই ফাইভের হাতে একটি উপহার তুলে দিতে চান।' এম আই ফাইভ এই উপহার পেয়ে খুশি হল। উপহারটি ছিল, একটি রেডিও সেট। জনি এই রেডিও সেট দিয়ে হামবুর্গে আবভেরের দপ্তরে নিয়মিত ভাবে খবর পাঠাতেন।

এম আই ফাইভ অবশ্য জনির কাছে যে রেডিও সেট আছে একথা জানত।

এরপর 'এম আই ফাইভ' জনির কাছে এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব করল। তারা বললঃ আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। নইলে স্পাই হিসেবে আপনার সাজা হল 'মৃত্যুদণ্ড'।

জনি 'ডবল এজেণ্ট' হতে স্বীকার করলেন। শুরু হল 'ডবল ক্রস' সিস্টেমের খেলা অর্থাৎ জনি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সিস্টেমের ডবল এজেণ্ট হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেন এবং তিনি যে বৃটিশ পুলিশের কাছে ধরা পড়েছেন

একথা আবভেরকে জানান হলনা। জনিও অতি স্বাভাবিক ভাবে আবভেরের কাছে খবর পাঠাতে লাগলেন। এই সব খবর ছিল সত্যি মিথ্যার এক ককটেল। এই খবরগুলি তৈরি করতেন 'টুয়েণ্টি' কমিটি অর্থাৎ 'ডবল ক্রস কণ্ট্রোল কমিটি'। কিছু সত্যি খবর দেবার প্রয়োজন ছিল কারণ আবভের যেন বিশ্বাস করে জনি এখনও জর্মান এজেণ্ট হিসাবে কাজ করছেন।

একদিন জনি আবভেরকে এক সংবাদ পাঠিয়ে বললেন ঃ আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনারা এবার সঙ্গে করে আবহাওয়ার কোড বই নিয়ে আসবেন। কোথায় কোন শহরে এবং কোন হোটেলে দেখা করতে হবে জানাবেন।

টুয়েণ্টি কমিটি এই খবরটি অনুমোদন করলেন। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন জনি হয়ত কোন নতুন চাল দিচ্ছেন। এদিকে জনি আবভেরের কর্তাদের কাছে দেখা করবার সময় জানতে চাইলেন এবং টুয়েণ্টি কমিটি (ডবল ক্রস কমিটিকে) বোঝাবার চেষ্টা করলেন যদি আমি আবভেরের কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা না করি তাহলে ওরা আমাকে সন্দেহ করবে। ভাববে আমি পুলিশের কাছে ধরা পড়েছি। আমাদের এই ডবল ক্রস সিস্টেমের খেলা শেষ হবে।

'টুয়েণ্টি কমিটি' জনির জবাবে যুক্তি খুজে পেলেন। তাকে হল্যাণ্ডে আবভেরের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হল। এতদিন 'আবভের' এবং ডবল ক্রস কমিটি একে অন্যর সঙ্গে লুকোচুরির খেলা খেলছিল। এবার প্রকাশ্যে জনি তার নিজের খেলা শুরু করলেন। তার আসল খেলাটি কী ছিল অবশ্যি কেউ জানতে কিংবা বুঝতে পারেনি। জনি ইতিমধ্যে একজন দক্ষ হুঁশিয়ার স্পাই হয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর বৃটিশ সৈন্যবাহিনী জনির 'জর্মান' কণ্ট্রোল রিটারকে গ্রেপ্তার করেছিল। রিটার বৃটিশদের কাছে জনি সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বৃটিশরাও রিটারকে জনি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেননি। আসল কথা উভয়পক্ষের কাছেই জনি ছিলেন এক বড় কুহেলিকা এবং ধাঁধা।

বৃটিশ 'টুয়েণ্টি' কমিটির কাছে জনির ছদ্মনাম ছিল 'স্নো' এবং আবভেরের কাছে তিনি 'জনি' নামে পরিচিত ছিলেন।

*　　*　　*

আবভের জনিকে বলল ঃ তাদের এজেন্ট জনির সঙ্গে বেলজিয়ামের আণ্টওয়ার্প শহরে দেখা করবেন।

যাবার আগে জনি স্থির করেছিলেন আবভেরের কাছে কী ধরণের সংবাদ দিতে হবে। কিংবা কী খবর দিলে আবভের সন্তুষ্ট হবে এবং তাকে বিশ্বাস করবে।

রিটার নিজেই জনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে 'অধিকৃত এলাকায়' এসেছেন বৃটিশ ইনটেলিজেন্স আপনাকে সন্দেহ করেনি।

ঃ না আমি ওদের বলেছি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। নইলে আমার বিপদ হবে।

রিটার জনির এই জবাবকে যুক্তিপূর্ণ বলে স্বীকার করে নিলেন। জনি আরো বললেন ঃ এবার থেকে আমি নিয়মিতভাবে হল্যাণ্ড আসতে পারব। আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কারণ আমাকে আর কেউ সন্দেহ করে না। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

জনি আবভেরকে আরো বললেন ঃ আমিও ওয়েলশ নামে একজন এজেণ্টকে রিক্রুট করেছি।

ওয়েলশ ছিলেন এক পুলিশ ইনসপেক্টর। তার পুরো নাম ছিল গোয়েলেইম উইলিয়ামস। জনি বললেন ঃ আগামী মিটিং এ ওয়েলশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

এই পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন এম-আই-ফাইভের এক সাজানো এজেণ্ট।

এক সপ্তাহ পরে জনি এবং রিটারের মধ্যে আর একটি বৈঠক হল। রিটারের সঙ্গে আরো দুজন জর্মান এসেছিলেন ঃ একজন ছিলেন হামবুর্গের আবভেরের দুই নম্বর কর্তা। দ্বিতীয়জনের নাম ছিল ঃ লেঃ উইতজ্যাকি। এই বৈঠকে স্থির হল জনি পরের বৈঠকে তার নতুন এজেণ্ট ওয়েলশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

আবভের এই দেখা সাক্ষাৎ করবার প্ল্যান আয়োজনে কোন আপত্তি করল না।

উইতজাকি জনিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ তাদের কাছে প্রচুর স্যাগলার আছে। তাদের সাহায্য নিয়ে তারা ওয়েলশকে খুশি রাখবেন।

কিছুদিন পরে আবার আর একটি মিটিং ব্রাসেলসে হল। এই বৈঠকে জনি আবভেরকে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় খবর দিলেন। কিন্তু আবভেরের চাইতে বেশি লাভবান হল বৃটিশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স, এম আই ফাইভ, কারণ জনির সাহায্য নিয়ে এম-আই-ফাইভ জর্মানীর যে সব স্পাই ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে কাজ করছিল তাদের নাম ঠিকানা জানতে পারল। অর্থাৎ জনির কাজটি ছিল ''স্পাইং অন দি স্পাইস'। এই ধরনের স্পাইদের Penetrators এবং জর্মান ভাষায় Emen—বলা হয়।

একাজ খুবই কঠিন এবং বিপদ ছিল। যদি হাভভাব, চালচলনে কোন প্রকার সন্দেহ হতো তাহলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

জনি ছিল ধূর্ত এবং শয়তান, শক্ত চরিত্রের মানুষ। তিনি যে কোন সময়েই যে কোন ব্যক্তির চোখে ধুলো দিতে পারতেন।

ব্রাসেলসের এই মিটিং-এর পর রিটার কয়েকটি মাইক্রোফিল্ম জনিকে দিলেন। কথা ছিল এই ফিল্মগুলি জনি আর একজন জর্মান এজেণ্ট দিয়েরকস হাতে পৌঁছে দেবেন! দিয়েরকসের ঠিকানা দেওয়া হল। রিটার বললেন ঃ আমাদের খবর রেখে আসবার কয়েকটি নিরাপদ স্থান আছে। ঐ সব খবরগুলি "ডেডড্রপ"

স্থানে রাখবার কথা হল।

লণ্ডনে ফিরে এসে জনি স্নো ছদ্মনাম নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। জনি রিটারের দেওয়া দুই জর্মান এজেন্টকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলেন। এদের খুঁজে বার করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এছাড়া ঐ 'ডেড ড্রপের' ঠিকানা এবং যার হাতে গোপনীয় কাগজগুলি তুলে দেবার কথা ছিল অর্থাৎ মার্গারেট ক্রাউস [ছদ্মনাম] তাকে খুঁজে বের করা বেশ দুঃসাধ্য কাজ ছিল।

মার্গারেট ক্রাউস চিঠি লিখে জনির কাছে তার খরচপত্রের টাকা পাঠাতেন। তার চিঠির ভেতর থাকত পাঁচ পাউণ্ডের নতুন নোট। এই টাকা কে পাঠাচ্ছে এবং কোথা থেকে টাকাগুলি আসছে সেইটে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য ছিল।

তবে প্রতিটি পাঁচ পাঁউণ্ড নোটের উপর "S" অর্থাৎ 'সেলফ্রিজ'...অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ছাপ থাকত। এবার এম আই ফাইভ অক্সফোর্ড স্ট্রীটের সেলফ্রিজের দোকানে গিয়ে হানা দিল। দোকানের ক্যাশিয়ার নোটগুলি দেখে বললেন: যে এই পাঁচ পাউণ্ডের নোটগুলি তিনি এক পাউণ্ড নোটের পরিবর্তে এক ভদ্রমহিলাকে দিয়েছেন। এই ভদ্রমহিলার নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। এই ভদ্রমহিলাই ছিলেন মার্গারেট ক্রাউস! ঠিক হল এম আই ফাইভ এই ভদ্রমহিলা এবং তার চিঠিপত্রের উপর কড়া নজর রাখবে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করতে খুব কঠিন কাজ হবে না।

এদিকে যে দুই জর্মান এজেণ্টকে অনুসন্ধান করা হচ্ছিল তাদের খবর পাওয়া গেল। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হল। পরে এদের জেরা করে দেখা গেল এরা ডবল এজেন্টের কাজ করবার জন্যে মোটেই উপযুক্ত নন।

এদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হল।

* * *

১৯৪০ সালে জনি যখন তার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলেন তখন এম আই ফাইভ জনিকে সন্দেহ করতে শুরু করল।

বৃটিশ কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের মনে প্রশ্ন জাগল জনি কে? তিনি কি জর্মান আবভের না ডাবল ক্রস অর্গানিজশনের টুয়েণ্টি কমিটির "ডবল এজেণ্ট"।

এই সময়ে অপারেশন 'সী লায়ন' অর্থাৎ 'ইংল্যাণ্ড আক্রমণের প্ল্যান' পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। জনিকে বলা হয়েছিল আমরা প্রতিদিন, নিয়মিতভাবে সাতদিন আবহাওয়ার রিপোর্ট চাই। শুধু তাই নয়। আমরা ইংল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলে কী ধরণের প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তার খবর চাই।

জনি আবভেরের অনুরোধ রাখল। শুধু তাই নয়, আবহাওয়ার রিপোর্টও পাঠাল। সমুদ্রের উপকূলে প্রতিরক্ষার অয়োজন বন্দোবস্তের বিবরণী দিল। অবশ্য এই সব খবর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে জনি আবভেরকে বলল: ইংল্যাণ্ড আপনাদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

জনি যে সব খবর আবভেরকে দিয়েছিল সেই খবরগুলি 'টুয়েণ্টি' কমিটি

লিখে দিয়েছিল। এবার 'টুয়েণ্টি কমিটি' স্থির করল তাদের আর একজন বিশ্বাসী এজেণ্টকে আবভেরের কর্তা রিটারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এই এজেণ্ট আবভেরের ঘরে ঢুকে ঐ সংস্থার খবর সংগ্রহ করবে এবং ওরা কী করে না করে তার উপর কড়া নজর রাখবে। আর এই আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবে জনি।' কিন্তু এই কাজের একটা বড় বিপদ ছিল। যদি জনি 'ঘুণাক্ষরেও 'টুয়েণ্টি কমিটির' উদ্দেশ্য কিংবা প্ল্যানের ইঙ্গিত আবভেরকে দেয় তাহলে তারা টুয়েণ্টি কমিটির প্রায় সব এজেণ্টকে খুন করবে।

বিষয়টি নিয়ে টুয়েণ্টি কমিটির সদস্যরা বিস্তৃত আলোচনা করলেন। তাদের ভাবনা কী করা যায়। কিংবা কী করা উচিৎ? কমিটি অনেক আলোচনার পর স্থির করল যে জনির মনে কোন কৌতূহল, প্রশ্ন কিংবা সন্দেহ জাগতে দেয়া হবে না। জনির 'কেস অফিসার' ছিলেন কর্নেল 'রবার্টসন' এবং রাসেল লে। তারা অবশ্যি জনিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন। তারা জনির কাজকর্ম চলা ফেরা গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছিলেন। তারা 'স্বীকার করলেন জনির জীবনের ষ্টাইলে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। তারা আরো বললেন জনি জর্মানীর চাইতে ইংল্যাণ্ডকে বেশি ভালবাসেন। [জনি ছিলেন বৃটিশ নাগরিক] তিনি জর্মানীকে শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। জর্মানীর সঙ্গে তার শুধু টাকা পয়সার লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। এই ছিল জনির কেস অফিসারদের বক্তব্য। এ ছাড়া আর একটা খবরে জানা গেল জনি কানাডায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

সমস্যা ছিল ডবল ক্রস অর্গানিজশনের 'টুয়েণ্টি কমিটি' জনির মতো আর একজন বিশ্বাসী ডবল এজেণ্ট কোথা থেকে খুঁজে বার করবেন। খুঁজে পাওয়া গেল, জনির পরিচিত একটি লোক, যার একটা নাম ছিল স্যাম মাকারথী দুমুখো সাপ অর্থাৎ এই ধরণের ডবল এজেণ্টে হিসেবে কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত। স্যাম মাকারথী ছিলেন ধূর্ত, শয়তান। ঠিক হল তাকে আবভেরের কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

স্যাম মাকারথীর নাম পাল্টে করা হল : জ্যাক ব্রাউন। স্থির হল জনি, জ্যাক ব্রাউনকে আবভেরের কর্তা রিটারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবেন। পেশার পরিচয় হিসেবে বলা হবে যে তিনি পাইলটের কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। এখন জীবিকার অন্বেষণে ঘুরছেন। আরো ঠিক হল পুরো অপারেশন দুই অংশে ভাগ করতে হবে। প্রথম ধাপে জনি রিটারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই দেখা সাক্ষাৎ লিসবনে হবে। ঐ মিটিং এ তিনি জ্যাক ব্রাউনকে রিটারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। জ্যাক ব্রাউন রিটারের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করবেন আবভের জ্যাক ব্রাউনের কাছ থেকে কী ধরনের খবর চায়।

কিংবা আবভেরের এজেণ্ট হিসাবে তার ভূমিকা কী হবে?

জনি রিটারকে খবর পাঠালেন দেখা করতে চাই। আমার কাছে কিছু টপসিক্রেট ডকুমেণ্ট আছে। এই খবরগুলি রয়াল এয়ার ফোর্স সংক্রান্ত। অনেক মূল্যবান গোপনীয় খবর এই সব কাগজে আছে। জনি রিটারকে জিজ্ঞেস করলেন কবে কোথায় এবং কখন এ দেখা সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে।

রিটার জনির প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন। স্থির হল লিসবনে এই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

এই দেখা-সাক্ষাৎ নাটকীয় করবার জন্যে রিটার জনিকে বললেন ২৬শে জুন থেকে ৩০ পর্যন্ত তিনি লিসবনে থাকবেন। দেখা সাক্ষাৎ হবে লিসবন শহরের এক কাফেটেরিয়া বারে, সময় দুপুর এগারটা। জনিকে ঐ কাফেটারিয়া বারে রিটারের জন্যে অপেক্ষা করতে বলা হল। ঐ কাফে-টেরিয়ায় আপনাকে খুঁজে বার করবার জন্যে আমার একজন লোক যাবে। আপনি ঐ বারে গিয়ে হলুদ রংয়ের লিমোনাদ খাবেন। ঐ হলুদ রংয়ের লিমোনাদ হল আপনাকে চিনে নেবার নিশানা। জনি লিমোনাদ পান করতে একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন বিয়ারভক্ত। তাই তিনি ঐ কাফেটেরিয়াতে গিয়ে বিয়ার পান করতে শুরু করলেন। অতএব রিটারের প্রতিনিধি জনির কাছে আর একটি খবর পাঠিয়ে বলল তিনি যেন রিটারের নির্দেশমতো কাজ করেন। এবার জনিকে চিনতে কোন অসুবিধা কিংবা ভুল হলনা। এদিকে রিটার জনির উপর বিভিন্ন কারণে রেগে গিয়েছিলেন। কারণ এর আগে জনি দুএকবার রিটারের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই কারণে রিটারের মনে জনির সততা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল। তার এই সন্দেহের আর একটি কারণ ছিল। কী করে জনি বারবার এতো সহজে লণ্ডন থেকে বেড়িয়ে আসছেন? 'এম আই ফাইভ' কি জনিকে সন্দেহ করে না। না করে থাকলে কেন সন্দেহ করা হচ্ছে না তার কারণ জানা দরকার।

জনি রিটারের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এবার তিনি রিটারের কাছে স্বীকার করলেন স্যার আমি ডবল এজেণ্ট হয়েছি।

রিটার জনির জবাব শুনে হকচকিয়ে গেলেন। তিনি যেন জনির কথাগুলি বিশ্বাস কিংবা বুঝতে পারলেন না। জনি বলছেন কী? আপনি এসব বলছেন বিস্মিত হয়ে রিটার জনিকে প্রশ্ন করলেন।

উপায় ছিল না। জনি বেশ ধীর শান্ত কণ্ঠে এর জবাব দিলেন। লণ্ডনে বেঁচে থাকতে হলে আমার ডবল এজেণ্ট হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এম আই ফাইভ আমাকে সন্দেহ করে ওদের দপ্তরে নিয়ে গিয়েছিল। হাজার প্রশ্ন করল। আমি অবশ্য ওদের কাছে সব কথা খুলে

বালীন। যেটুকু বলা দরকার তাই বলেছি। এম আই ফাইভ জানতে পেরেছিল আমি হলাম আবভেরের স্পাই। ওরা আমাকে ডবল এজেণ্ট হিসাবে কাজ করতে বলল। আমি সব চিন্তা এবং বিচার করে বুঝতে পারলাম ওদের অনুরোধ মতো কাজ না করলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। আর যদি ওদের কথানুযায়ী কাজ করি তাহলে নিশ্চিন্তমনে কাজ করতে পারব।

রিটার মন দিয়ে জনির কথাগুলি শুনলেন। পরে বললেন চমৎকার। রিটারের এই জবাবে অবিশ্বাস, বিদ্রুপের সুর ছিল।

শুনুন হের রিটার আমাকে আপানাদের বিশ্বাস করতেই হবে। দীর্ঘকাল ধরে আপনি আমাকে চেনেন। যাক এবার আমি আপনাদের জন্যে একটি ভাল উপহার এনেছি। একজন এজেণ্ট, রয়াল এয়ারফোর্সের একজন পাইলট, হালে কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমার এই এজেণ্ট আপনাদের রয়াল এয়ার ফোর্সের অনেক গোপনীয় মূল্যবান খবর দিতে পারবেন।

রিটারের কাছে জনির এই প্রস্তাব ছিল বিশেষ লোভনীয়। তিনি, জনিকে ডবল এজেণ্ট হবার জন্যে আর কোন তিরস্কার কিংবা রাগ প্রকাশ করলেন না। তিনি জনির এই পাইলট এজেণ্টকে তার দলে টেনে নিলেন।

*   *   *

এবার নাটকের বড় অভিনেতা হলেন জ্যাক ব্রাউন। জ্যাক ব্রাউনের অভিনয় অতি চমৎকার নিখুঁত হয়েছিল। তার কাজকর্ম কথাবার্তায় আবভেরের কর্তাদের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলনা। রিটারও জ্যাক ব্রাউনকে বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ জনি রিটারকে বলেছিলেন আপনারা জ্যাক ব্রাউনকে একশো পার্সেণ্ট বিশ্বাস করতে পারেন। রিটার কল্পনাও করেননি জ্যাক ব্রাউন হলেন বৃটিশ স্পাই।

রিটার জ্যাক ব্রাউনকে বললেন: জনির কাছ থেকে আপনাদের অনেক প্রশংসা শুনেছি। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি। এবার আপনি বলুন, আপনি আমাদের জন্যে কী করতে পারেন। কী ধরণের কাজ আপনাদের পছন্দ।

আমি সব ধরণের কাজ করতে রাজী আছি। আপনি শুধু বলুন কী কাজ আমাকে করতে হবে? জ্যাক ব্রাউন বললেন।

তাহলে ভণিতা করে লাভ নেই। আসুন—কাজের কথা বলা যাক—রিটার জ্যাক ব্রাউনকে বললেন। বলুন আপনি আমাদের কী ধরণের খবর দিতে পারবেন? আমরা আপনার কাজ, এবং খবরের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা দেখে আপনার যোগ্যতা বিচার করব। জনি বলেছিল আপনি হলেন 'এভিয়েশন

এক্সপার্ট"। আমরা রয়াল এয়ারফোর্স বাহিনীর কিছু খবর চাই। এবার বলুন এ কাজ করবার জন্যে আপনি কতো চান? রিটার বললেন।

মাসে দুশো বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং, জ্যাক ব্রাউন জবাব দিলেন।

এরপর জ্যাক ব্রাউন রয়াল এয়ার ফোর্সের বিবিধ খবর [যা "টুয়েণ্টি কমিটি" আগেই অনুমোদন করেছিল] রিটারকে দিলেন। রয়াল এয়ারফোর্স আমেরিকার কাছে থেকে কয়টি প্লেন কিনছে। শুধু তাই নয়। জ্যাক ব্রাউন আরো বললেন বৃটিশ বিমানবাহিনীতে কী ধরণের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়।

জ্যাক ব্রাউনের খবর দেবার তালিকা দীর্ঘ ছিল। রিটার এই তালিকা দেখে জ্যাকব্রাউনকে বললেন : আপনার তালিকা দীর্ঘ। এছাড়া খবরগুলি টেকনিক্যাল। এই সব খবরের মূল্য যাচাই করবার এবং বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। এছাড়া আমার হাতে সময়ও কম।

রিটার আরো স্পষ্ট পরিষ্কার করে বললেন, ধরুণ আমরা যদি আপনাকে জর্মানীতে যাবার জন্যে অনুরোধ করি আপনি কী যাবেন? কারণ আপনার খবরগুলি নিয়ে আমাদের এভিয়েশন এক্সপার্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার। অবশ্যি আমি কথা দিচ্ছি, আপনি ইংল্যাণ্ড থেকে নিরাপদে ফিরে যাবেন।

জ্যাক ব্রাউন এই ধরণের প্রস্তাব পাবার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তবে জনি এই প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন। রিটারকে বললেন : এ প্রস্তাব লোভনীয়। বলুন কবে নাগাদ আমরা হামবুর্গে যাব।

রিটার জনিকে নিরাশ করলেন। বললেন : না, আমি এক সঙ্গে দুজনকে হামবুর্গে নিয়ে যেতে পারব না। আপনাকে লিসবনে থাকতে হবে তারপর রিটার জ্যাক ব্রাউনকে বললেন : এবার বলুন আপনি কী করবেন?

: হামবুর্গে গেলে আমি আবার ফেরৎ আসতে পারব তার নিশ্চয়তা কী?

: আমি কথা দিচ্ছি···রিটার প্রতিশ্রুতি দিলেন

জনি রিটারের কথাকে সমর্থন করে বললেন : আপনি হের রিটারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পারেন। ওর কথা মূল্যবান, নড়চড় হয় না।

চিন্তা করে জ্যাক ব্রাউন জবাব দিলেন : বেশ আমি যেতে রাজি আছি।

স্থির হল জ্যাক ব্রাউনকে আবভেরের আর এক এজেণ্ট হামবুর্গে নিয়ে যাবে।

এবার আবভের জ্যাক ব্রাউনকে একটি নরোওয়েজিয়ান পাশপোর্ট দিল। পরে তিনি লিসবন থেকে লুফতহানসার একটি প্লেনে করে হামবুর্গে গেলেন, সেখানে লুফতহানসার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জ্যাক ব্রাউনের দীর্ঘ আলোচনা হল।

এই আলোচনার পর জর্মান বিশেষজ্ঞরা বললেন : উনি প্লেন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। তাকে এভিয়েশন স্পেশালিষ্ট কিংবা এক্সপার্ট বলা ঠিক

হবে না। এছাড়া বৃটিশ বিমান বাহিনী রয়াল এয়ারফোর্স সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব গভীর নয়।

জ্যাক ব্রাউন বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যগুলি খণ্ডন করতে পারলেন না। কারণ প্লেন সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব বেশি ছিল না। কয়েকটা উপরি খবর সংগ্রহ করে তিনি জর্মান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে এসেছিলেন।

এর পর থেকে গেষ্টাপো জ্যাক ব্রাউনের উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। জ্যাক ব্রাউন যে হোটেলে থাকতেন সেই হোটেলের চারপাশে গেষ্টাপোর লোকেরা ঘোরাফেরা করতে লাগল। এ ছাড়া যখনই জ্যাক ব্রাউন শহর ঘুরে বেড়াতেন তখনই গেষ্টাপোর অনুচরেরা তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতো।

অবশ্যি জ্যাক ব্রাউনের পেছনে ঘুরে তারা আপত্তিকর কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না।

জ্যাক ব্রাউন বাইরের কারু সঙ্গে কোন কথা বলতেন না। হোটেলে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো না কিংবা কেউ টেলিফোন করতেন না। তিনি কোন লোকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেননি, জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

গেষ্টাপো বলল: যদি জ্যাক ব্রাউন হামবুর্গে (এবং পরে বার্লিনে,) কোন বৃটিশ এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে এসে থাকেন, তাহলে গেষ্টাপোর বক্তব্য হল তিনি আপত্তিকর কিছুই করেননি। তিনি গোটা বার্লিন হামবুর্গ ট্যুরিষ্টের চোখ নিয়ে দেখেছেন। তবু আবভেরের সন্দেহ দূর হল না। তারা বলল: জ্যাক ব্রাউন বার্লিন, হামবুর্গে কেন এলেন এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। তারা জানতে চায়। তিনি কী জানতে এখানে এসেছেন?

কানারী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে রিটারকে ডাকলেন।

আপনার নতুন বৃটিশ এজেণ্টের কথা কিছু শুনি ওর কাছ থেকে কী কোন নতুন মূল্যবান খবর পেলেন?

: আমার মনে হয় লোকটি আমাদের কাজ করতে পারবে। এবার লোকটি লিসবনে ফিরে যাবে···রিটার বললেন।

লিসবনে ফিরে যাবে কেন? কানারী বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন। আমার দৃঢ় ধারণা লোকটি বৃটিশ স্পাই ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্মানীতে এসেছিল আবভের, গেষ্টাপো সম্বন্ধে কিছু খবর নেবার জন্যে। লোকটিকে ফেরৎ পাঠান উচিৎ হবে না, আপনারা ওকে বার্লিনে আটকে রাখুন···কানারীর এই জবাবে অবশ্যি আদেশের সুর ছিল না। ছিল পরামর্শের সুর।

না তা হয় না। কারণ আমি ওকে নির্বিঘ্নে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, বলেছি আপনি নিরাপদে লিসবন-ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। আমরা আটকাবো না। আমি প্রতিশ্রুতির খেলাপ করতে চাই না—

কানারী পরে বললেন: আমি আপত্তি করব না।

যাবার আগের দিন আবভের জ্যাক ব্রাউনকে এক বিদায় সম্বর্ধনা দিল। ঐ

বিদায় সভার আয়োজন করেছিলেন হের রিটার। রিটারের সঙ্গে তার স্ত্রী এবং তার একজন সহকারি বোয়েথেলও ছিলেন। ডিনার পার্টিতে হাসি ঠাট্টা হল। শ্যাম্পাইনের বোতল খোলা হল। এই আনন্দ উৎসবের মধ্যখানে হঠাৎ রিটারের স্ত্রী তার স্বামীর কানে কানে বললেন ঃ হের ব্রাউনের আঙ্গুলের আংটি দেখেছেন। আমি জানি ঐ ধরণের বড় আংটি খোলা যায় এবং ওখানে যে কোন ছোট কাগজ লুকানো যায়। আপনি ঐ আংটি আরো একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন।

স্ত্রীর কথা শুনবার পর রিটার জ্যাক ব্রাউনের সঙ্গে তার হাতের আংটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি জ্যাক ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার হাতের আংটিটি ভারী চমৎকার।

স্বামীর এই কথার সঙ্গে সুর মেলালেন ফ্রাউ রিটার। তিনিও আংটির প্রশংসা করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিয়ের আংটি বুঝি? কিছুক্ষণের জন্যে জ্যাক ব্রাউন চুপ করে রইলেন।

পরে হেসেই জবাব দিলেন। বললেন ঃ এই আংটি আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন। বলতে পারেন এ হল আমার পারিবারিক আংটি। এই বলে জ্যাক ব্রাউন আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে ফেললেন। আংটির ভেতর একটি ছোট পাথর লাগানো ছিল যা খোলা সম্ভব ছিল। পাথরটি খুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তের ভেতর একটি মেয়ের ছোট ছবি বেড়িয়ে এল।

ফ্রাউ রিটার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার স্ত্রী?

জ্যাক ব্রাউন হেসে বললেন ঃ না আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি। আমরা এনগেজ্ড, শিগগিরই বিয়ে হবে।

হের রিটার ব্রাউনের জবাব পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন। মনে মনে ভাবলেন মেয়েটির এই প্রেম ভালোবাসার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন রহস্য লুকানো আছে, কী সেই রহস্য? রিটারের সেই রহস্য জানবার ইচ্ছা হল। তিনি এবার বারের কাছে গিয়ে আবভেরকে টেলিফোন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন দপ্তরে কোড সাইফার ভাঙ্গতে পারে এমন কোন স্পেশালিষ্ট আছেন কী? যদি থাকে তাহলে তাকে এই বার রেস্তোরাঁয় পাঠান।

পরে টেবিলে ফিরে এসে জ্যাক ব্রাউনকে বললেন ঃ আজ আনন্দের দিন। আপত্তি না থাকলে আরো দুই এক রাউন্ড ব্রাণ্ডি হয়ে যাক। জ্যাক ব্রাউন ব্রাণ্ডি খেতে কোন আপত্তি করলেন না। এবার রিটার জ্যাক ব্রাউনের ব্রাণ্ডির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলেন। এবারও জ্যাক ব্রাউন বুঝতে পারলেন যে তাকে জেলখানায় পুরবার জন্যে এই সব নাটক করা হচ্ছে।

জ্যাক ব্রাউন শেষ রাউন্ড ড্রিংক করবার পর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। ঐ অবস্থায় তার আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নেওয়া হল। পরে ফটোগ্রাফের পেছনে অদৃশ্য কালিতে লেখা দুই তিনটি অক্ষর দেখা গেল। বোঝা

গেলনা এই অক্ষরগুলি কী? একী কোন কোডভাষা না অন্য কোন বিদেশি ভাষা। কিছুক্ষণের পর কোড ডিপার্টমেণ্ট রিটারকে বলল অদৃশ্য কালিতে কয়েকটি কোড শব্দ লেখা আছে। এই কোডের অর্থ জর্মান কোড দপ্তর বলতে পারবে। রিটাব ঐ কোড শব্দের অর্থ কী জানবার জন্যে সাইফার ডিপার্টমেণ্টের শরণাপন্ন হলেন। এবার জ্যাক ব্রাউনের আঙ্গুলের আংটি তার আঙ্গুলে পরিয়ে দেওয়া হল।

তারপর একটা একটা অজুহাত দিয়ে জ্যাক ব্রাউনের যাত্রার দিন পেছিয়ে দেওয়া হল। জর্মান কোড সাইফার ডিপার্টমেণ্ট ঐ কোড শব্দগুলির তর্জমা করতে ব্যর্থ হল। অতএব জ্যাক ব্রাউনকে যাবার অনুমতি দেওয়া ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না!

জ্যাক ব্রাউন যে উদ্দেশ্য নিয়ে বার্লিনে এবং হামবুর্গে গিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল আবভেরের কাজ কর্মের বীভিন্ন বিভাগগুলির খবরাখবর নিতে হবে। প্রতিটি বিভাগের কর্তা কে? কী ধরণের কাজ ওখানে করা হয়? জ্যাক ব্রাউন সব খবর নিয়ে এসেছিলেন। জ্যাক ব্রাউনের কাছ থেকে পাওয়া খবরে বোঝা গেল আবভেরকে যতো কর্মদক্ষ বলা হয় আবভের অতোটা দক্ষ নয়।

* * *

জনি আরো কয়েকটি রহস্যর জালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। লিসবন থেকে জনি লণ্ডনে ফিরে এলেন। পরে এম আই ফাইভের কাছে একটি বিবৃতি দিলেন।

জনিকে ভাল করে জানতে হলে তার জীবনের আরো কয়েকটি রহস্যের কাহিনী বলা দরকার। জনি তার অন্য নাম আর্থার ওয়েন্স—জীবনে যে দুটি জিনিষ সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন সেই দুটি জিনিষ ছিল রুপো এবং রুপসী—অর্থাৎ টাকা এবং নারী।

এডমিরাল কানারী আবভের জনিকে বিশ্বাস করতেন কারণ তার বক্তব্য অনুযায়ী জনি ছিলেন আবভেরের একজন প্রথম সারির এজেণ্ট। ১৯৪১ সালে প্রায় চব্বিশ জন আবভের এজেণ্ট ইংল্যাণ্ডে স্পাইর কাজ করছিল। এই সব এজেণ্টদের মধ্যে জনি ছিলেন প্রধান। আমরা দেখতে পাব যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত জনি "ডবল এজেণ্টের" কাজ করে গেছেন কিন্তু কখনও কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

আর্থার ওয়েনসকে জনি ছদ্মনাম দিয়ে রিক্রুট করা হয়েছিল। আবভের তাকে এজেণ্ট ৩৫০৪ নম্বর দিয়েছিল।

জনি ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন এক অ্যাংলো জর্মান ফেলোশীপ ক্লাবের মেম্বার হয়েছিলেন। এই ক্লাবে তার একটি জর্মান মেয়ে ট্রুডি কোরনারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। জনি কখনই জানতে পারেননি যে ট্রুডি

কোরনার ছিলেন জর্মান সিক্রেট এজেন্ট 'এস-এস' বাহিনীর সদস্য। ট্রুডি-কোরনারের আসল নাম ছিল গারট্রুড কোরনার। তিনি লণ্ডনে জর্মান এম্বাসীতে কাজ করতেন। তার জনির সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল লণ্ডনের এ্যাংলো জর্মান ফেলোশিপ ক্লাবে? জনি প্রায়ই 'ট্রুডি' কোরনারকে লণ্ডনের থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। প্রথমে ট্রুডি জনিকে বিশেষ আমল দেননি পরে আবভেরের কর্তারা ট্রুডিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন চিন্তা করোনা। জনি আবভেরের লোক।' একটা কথা জনি কখনই জানতে পারেননি যে ট্রুডি কোরনার ছিলেন 'এস-এস' বাহিনীর এজেন্ট। জনি যে কাজই করতেন না কেন, কোরনার জনির প্রতিটি কার্যকলাপের খবর 'এস-এস' বাহিনীকে দিতেন।

মিস কোরনার সর্বপ্রথম এস এস বাহিনীকে খবর দিয়েছিলেন যে জনি হলেন 'ডবল এজেন্ট'। "এস এস" মিস কোরনারকে নির্দেশ দিল জনির সম্বন্ধে সে যে রহস্য জানতে পেরেছে সেই কথা যেন অন্য কাউকে না বলা হয়। পরে জনি নিজেই রিটারকে বলেছিলেন তিনি এম আই ফাইভের ডবল এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন।

লড়াই শেষ হবার আগে এম আই ফাইভ জনিকে গ্রেপ্তার করেছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে জনি আয়ারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। বাকী জীবন তিনি আয়ারল্যাণ্ডে কাটিয়েছিলেন।

* * *

সত্যি খবরকে অবিশ্বাস করা ছিল নাৎসী নেতাদের একটা অভ্যাস। প্রমাণ অসংখ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সত্যি খবর বিশ্বাস করতেন না। স্পাই জগতের ইতিহাসে এলিসা বাজনার কাহিনী হল তার একটি বড় উদাহরণ। আজ যুদ্ধের ইতিহাসে এলিসা বাজনার কাহিনী 'অপারেশন সিসারো' নামে পাঠকদের কাছে পরিচিত। এই কাহিনীর প্রতি পদে পদে রয়েছে উত্তেজনা, রহস্য এবং সর্বশেষে নাৎসী নেতাদের মধ্যে অন্তর্কলহ দ্বন্দ্ব, ঝগড়া বিবাদের দিনপঞ্জী। স্পাই জগতের ইতিহাসে 'অপারেশন সিসারো' হল একটি বিখ্যাত কাহিনী।

অপারেশন সিসারোর ঘটনার সময় অক্টোবর ১৯৪৩ থেকে এপ্রিল ১৯৪৪. স্থান ইস্তানবুল, তুর্কী। এই সময়ে জর্মানী রাশিয়া এবং জর্মানী এবং মিত্র শক্তির লড়াই তুঙ্গে উঠেছিল। বৃটিশ আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ইতালিতে নেমেছিল। রাশিয়া জর্মানীকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল। প্রতিদিন বৃটিশ বিমান জর্মানীর উপর হানা দিচ্ছিল। নিঃসন্দেহে, জর্মানীর যুদ্ধ করবার শক্তি ক্রমেই কমে আসছিল। জর্মান নেতারা বিশ্বাস করতে চাইলেন না মিত্র শক্তি বৃটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া জর্মানীকে সাড়াশীর মতো চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। এই আসন্ন আক্রমণ, বিপদের কথা ও কাহিনী স্পাই "সিসারো" নাৎসী নেতাদের বলেছিলেন। কিন্তু হিটলার এবং অন্যান্য নাৎসী নেতারা

"সিসারোর" কাছ থেকে যে খবরগুলি পেয়েছিলেন সেই খবরে বিশ্বাস করেননি। এর পরিণামে জর্মানীকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

এবার অপারেশন সিসারোর কাহিনী একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। প্রথমত এই কাহিনীর একটি পটভূমিকা দেওয়া আবশ্যক।

*　　　*　　　*

তুর্কী এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে নিরপেক্ষ ছিল।

এই সময়ে তুর্কীর জর্মান এম্বাসডার ছিলেন ফ্রানজ ভন প্যাপেন। হিটলার ক্ষমতা পাবার আগে প্যাপেন ছিলেন জর্মানীর বড় কর্তা। পরে হিটলার যখন ক্ষমতা পেলেন প্যাপেনকে তুর্কীতে জর্মান এম্বাসডর করে পাঠালেন। প্যাপেনও জর্মানী থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছিলেন।

এই সময়ে য়ুরোপের চারদিকে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। তুর্কী থেকে মিত্রশক্তি এবং জর্মানীর যুদ্ধে কী দাবা খেলা হচ্ছিল বোঝা সহজ ছিল।

১৯৪১ সালে রুশের সঙ্গে জর্মানীর প্রাথমিক লড়াইতে জয়লাভের পর নাৎসী নেতারা তুর্কীকে তাদের দলে টানবার চেষ্টা করল। প্যাপেনকে না জানিয়ে জর্মানীর বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এক এজেণ্ট ইস্তানবুলে এসে তুর্কীর অনেক গণ্যমান্য রাজনীতিবিদদের এবং পদস্থ কর্মচারিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। খানাপিনা, ককটেল পার্টি হল এবং আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তুর্কী যেন জর্মানীর পক্ষ হয়ে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। জর্মান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এই লোকটির কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার কথা আর চাপা রইল না। ভন প্যাপেনও এই খবর শুনতে পেলেন। যদি আইন অনুযায়ী লোকটির জর্মান এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করা উচিৎ তবু প্রথমে সে দেখা করেনি।

লোকটির কাজকর্ম নিয়ে তুর্কীর বিদেশমন্ত্রী নুম্যান মেনেমেনচুগলু এবং প্যাপেনের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক হল। তুর্কীর বিদেশ মন্ত্রী বেশ কড়া ভাষায় প্যাপেনকে বললেন তুর্কীর ঘরোয়া ব্যাপারে কোন এজেণ্টের হস্তক্ষেপ, তুর্কী সরকার সহ্য করবে না।

প্যাপেন দপ্তরে ফিরে এসে এই এজেণ্টকে ডেকে পাঠালেন। এজেণ্টকে অবিলম্বে তুর্কী থেকে চলে যেতে বলা হল।

এজেণ্ট প্রথমে প্যাপেনের আদেশ অনুযায়ী তুর্কী থেকে চলে যেতে অস্বীকার করলেন। তার বক্তব্য ছিল জর্মানীর বিদেশমন্ত্রী হের রিবেনট্রপের নির্দেশ ছাড়া তিনি অন্য কারু নির্দেশানুযায়ী কোন কাজ করবেন না। এম্বসডার ধমক দিয়ে এবং জোর করে এজেণ্টকে জর্মানীতে ফেরৎ পাঠালেন।

এই ধরণের ছোটখাটো দুর্ঘটনা দৈনন্দিন ঘটতো। আর ঐ সময়ে একদিন ইস্তানবুলে জর্মান এম্বাসীতে ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হলেন যার নাম সিসারো ওরফে এলিসা বাজনা...

তারপর প্রায় ছয়মাস একটানা সিসারো রাত্রিবেলা লুকিয়ে জর্মান এম্বাসীতে

এসে বৃটিশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেণ্ট বিক্রী করতে শুরু করলেন। এই সব ডকুমেণ্টগুলি ছিল মিত্রশক্তির য়ুরোপ অভিযানের আক্রমণের প্ল্যান পরিকল্পনা। বৃটিশ সরকার ডকুমেণ্টগুলি তাদের তুর্কীর এম্বাসডার ন্যাচবুল হিউগসেনকে যুদ্ধের প্ল্যান ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখবার জন্যে পাঠাতেন। ক্ষমতালোভী 'নাৎসী' নেতারা এই সব ডকুমেণ্ট পাওয়া সত্ত্বেও তারা অন্তর্কলহে একে অন্যর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতো মত্ত ছিলেন যে তারা প্রায় সবাই ডকুমেণ্ট-গুলি জাল বলে মনে করেছিলেন। কেন ?

এই কাহিনীর প্রধান নায়ক হের ময়জিসের ভাষায় এবার সেই গল্প কাহিনী বলতে হবে।

ময়জিস বলছেন : আমার নাম ময়জিস, তুর্কীর জর্মান এম্বাসীর এটাচি অর্থাৎ গেষ্টাপোর প্রতিনিধি...। বার্লিনে আমার কর্তার নাম জোসেফ কালেটন ব্রুনার। হাইড্রিকের পরে তিনি "এস. এস," "এস ডি", এবং 'গেষ্টাপোর' কর্তা হয়েছিলেন।

যুদ্ধের সময় তুর্কী ছিল নিরপেক্ষ। তাই সবদেশের লোকেদের ইস্তানবুলে যাতায়াত করতেন। আমরা সবাই সুখেই ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন সুখের দিন শেষ হল।

একদিন রাত্রে বাতি নিভিয়ে সবে ঘুমুতে গিয়েছি। হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ করে আমার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের আওয়াজ শুনে অবাক হলাম। কী ব্যাপার ? বেশ কিছুদিন যাবৎ আমার টেলিফোন কাজ করছিল না। টেলিফোন দপ্তরে নালিশ করে কোন ফল পাইনি। তাহলে আমার টেলিফোন কে মেরামত করে দিল। এই সব হাজার চিন্তা করে আমি টেলিফোনের রিসিভার ধরলাম।

: হের ময়জিস...মেয়েলি কণ্ঠস্বর। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন ফ্রাউ জানকে। তিনি ছিলেন আমাদের এম্বাসীর প্রথম সেক্রেটারির স্ত্রী। এম্বাসীতে তার দাপটের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। তিনি ছিলেন জর্মান বিদেশমন্ত্রী হের রিবেনট্রপের বোন।

: বলছি ·

: আপনি এক্ষুনি একবার আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসুন···আবার স্বামী আপনার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতে চান...

ঘড়ির পানে তাকালাম।

রাত সাড়ে দশটা।

: আপত্তি করার কোন যো ছিল না।

: কর্তার আদেশ।

আমি তাড়াহুড়ো করে প্রথম সেক্রেটারি হের জানকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

ফ্রাউ জানকে বললেন : হের ময়জিস, আমার স্বামী ঘুমুতে গেছেন। তিনি

কাল সকালে দপ্তরে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু...

এই বলে ফ্রাউ জানকে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। পরে আবার বলতে লাগলেন ঃ আমাদের বাড়িতে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত, বিচিত্র চরিত্রের লোক বসে আছেন। উনি আমাদের কাছে কিছু গোপনীয় টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট বিক্রী করতে চান। কী ধরণের ডকুমেণ্ট আমরা জানি না। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখুন...

এই বলে ফ্রাউ জানকে চলে গেলেন।

ফ্রাউ জানকের আদেশ শুনে আমি অবাক হলাম।

রহস্যময়ী ইস্তানবুল শহরের গভীর রাত্রে ডকুমেণ্ট বেচাকেনা করা কী কোন এটাচীর কাজ ছিল। এর জবাব দে'য়া সম্ভব ছিল না। ঐ সময়ে নিরপেক্ষ তুর্কীতে সব ধরণের নোংরা কাজ কর্ম হত।

ফ্রাউ জানকের নির্দেশমতো আমি ড্রয়িং রুমে গেলাম।

একটি সোফাসেটে একজন লোক বসে ছিলেন। টেবিল ল্যাম্পের আলো তার গালের একদিকে পড়েছিল, তাই তার মুখ স্পষ্ট করে দেখা গেল না।

আপনি কে ? ভনিতা করে ছোট প্রশ্ন-করলাম। আমি লোকটিকে বললাম ফ্রাউ জানকে আমাকে আপনার কী প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে অনুরোধ করেছেন।

আমি লো টির দিকে তাকালাম।

লোকটির বয়স কতো ? পঞ্চাশ হবে।

কৌতূহল জাগল। লোকটি কে ?

দেখলে মনে হয়না লোকটি কোন ডিপ্লোম্যাট, লোকটি আধা ফরাসি ভাষায় বলতে লাগল ঃ আমি আপনাদের কাছে, বলতে পারেন জর্মান সরকারের কাছে এক প্রস্তাব করব। কিন্তু কো প্রস্তাব করবার আগে আমি আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই. আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন বা না করুন, আমরা আজ রাত্রে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ; এই আলোচনার কথা দ্বিতীয় প্রাণীকে জানাবেন না। যদি আপনি মুখ খোলেন তাহলে আপনার এবং আমার উভয়েরই জীবন বিপন্ন হবে।

ঃ আমি চুপ করে রইলাম।

লোকটি আবার ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল, বলুন আপনি কী প্রতিশ্রুতি দেবেন ?

আমি লোকটির কথা স্বীকার করে নিলাম।

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুবে না আমি বললাম।

ঃ তাহলে শুনুন। আমি যে প্রস্তাব করছি সেইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ... বিশেষ করে আপনার সরকারের কাছে, এই সময়ে যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে আমি আপনার কাছে কিছু টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট বিক্রী করতে চাই।

একটু থেমে লোকটি আবার বলতে লাগল ঃ ডকুমেণ্টগুলি সাচ্চা। বৃটিশ এম্বাসীর সিন্দুকের মাল।...

'বলুন, এই ধরণের ডকুমেণ্ট আপনাদের প্রয়োজন আছে কিনা।

আবার লোকটি বলল ঃ তবে এই ডকুমেণ্টগুলির জন্যে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। অনেক···অনেক টাকা। পারবেন অতোগুলি টাকা দিতে...কারণ আমার এই কাজ বিপজ্জনক....। ঐ ডকুমেণ্টগুলি কিনবার টাকা আপনাদের কাছে নিশ্চয় আছে? কিংবা আপনার এম্বাসডারের তহবিলে? প্রতিটি ডকুমেণ্টের জন্যে আমি কুড়ি হাজার বৃটিশ পাউণ্ড চাই....

ঃ অসম্ভব! আমি চিৎকার করে বললাম ঃ যাই হ'ক ডকুমেণ্টগুলি আপনার কাছে আছে....? আমি বিস্ময় এবং কৌতূহল চাপতে পারলাম না। লোকটি আমার কাছে অপরিচিত। তার ডকুমেণ্টগুলি জাল না সাচ্চা জানি না। হঠাৎ কেন জানি মনে হল প্রস্তাবটি আন্তরিক, লোকটি আমার কাছে সাচ্চা মাল বিক্রী করতে চাইছে।

আপনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন আমি কে? আমি কী করি? আমার নাম অপ্রয়োজনীয়। তবু ধরুন আমার নাম পিয়ের। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কিনা তার জন্যে আমি আপনাদের তিনদিনের সময় দিচ্ছি। আপনি বার্লি'নের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। দেখুন ওরা কী বলেন? পরে আমরা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখা করব।

এবার শুনুন, ত্রিশে অক্টোবর, ঠিক বিকেল তিনটের সময় আমি আপনার দপ্তরে টেলিফোন করব। জিজ্ঞেস করব পিয়েরের জন্যে কোন চিঠি আছে কিনা, যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে বুঝবো আপনারা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাহলে ঐ দিন রাত্রি দশটার সময় আমি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আমি আপনাকে দুইটি রোল ফিল্ম দেবো...। আপনি এই রোলগুলির পরিবর্তে আমাকে কুড়ি হাজার বৃটিশ পাউণ্ড ষ্টার্লিং দেবেন। যদি ঐ ফিল্ম রোল দুটি ডেভেলপ করে সন্তোষজনক, মনোঃপূত খবর পান তাহলে ভবিষ্যৎ আরো ফিল্ম রোল আপনাদের দেব। অবশ্যি দ্বিতীয় কিস্তি ফিল্ম রোলের জন্যে আপনি আমাকে পনের হাজার পাউণ্ড দেবেন।

পিয়ের অনেকগুলি কথা একসঙ্গে আমাকে বলল। সব কথাগুলি মনে রাখতে পারলাম না ভাবলাম লিখে রাখব। পিয়েরের একটি কথা মনে গেঁথে রাখলাম। ঠিক হল ত্রিশে অক্টোবর তিনটের সময় পিয়ের আমাকে টেলিফোন করবে। যদি আমরা ওর প্রস্তাবকে গ্রহণ করি তাহলে আমরা এম্বাসীর বাগানের দরজার কাছে দেখা সাক্ষাৎ করব।

এই সব কথা হবার পর পিয়ের উঠে দাড়াল। গায়ে ওভারকোট। মাথায় ছিল ফেলট টুপি। টুপিটা চোখের সামনের দিক টানা দেখলে মনে হয় লোকটা নিজের পরিচয় গোপন করবার চেষ্টা করছে।

রাত বারোটা। পিয়ের চলে গেল! শুধু যাবার আগে আমাকে একটি কথা বলল, জানতে চান আমি কে? বলছি। আমি হলাম বৃটিশ এম্বাসডার নাচবুল ইউগোসেনের খাস আর্দালি যাকে বলেন 'ভ্যালেট'।

লোকটির জবাব আমার উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সে ঐটে দেখবার চেষ্টা করল না। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। লোকটি বলল সে হল বৃটিশ এম্বাসডারের ব্যক্তিগত খাস আর্দালি ......অসম্ভব। অবিশ্বাস্য।

*   *   *

পরের দিন।

ঘুম থেকে উঠেই আগের রাত্রের ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। লোকটি যে প্রস্তাব করেছে, আমার কাছে কল্পনার অতীত অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। কী করব? এইটে হল আমার বড় চিন্তা।

সকাল সকাল দপ্তরে গেলাম। রাস্তায় যাবার সময় আমার মনে কৌতূহল জাগল পিয়োর প্রথমে কেন প্রথম সেক্রেটারি জানকের কাছে গিয়েছিল? দপ্তরে গিয়ে আমি সমস্ত ঘটনার বিবরণী দিয়ে এম্বাসডারের কাছে একটি নোট পাঠালাম। ইতিমধ্যে প্রথম সেক্রেটারি জানকে আমাকে টেলিফোন করলেন। বললেন একবার আমার দপ্তরে আসুন। তিনি যে হের রিবেনট্রপের শ্যালক এ কথা এম্বাসীর সবাই জানতেন। আপত্তি করলাম না জানকে স্বামী স্ত্রী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। আমি ফ্রাউ জানকেকে বললাম গতরাত্রে আপনি যে চরিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সেই লোকটি আমার কাছে এক উদ্ভট অবিশ্বাস্য প্রস্তাব করেছে।

এর জবাব হের জানকে বললেন আমি জানি। কারণ আপনি আসবার আগে আমি লোকটির সঙ্গে কথা বলেছি। তার প্রস্তাবের কিছু আভাস আমি পেয়েছি যদিও পুরো প্রস্তাবটি জানিনা। ভেবে দেখলাম এ কাজের জন্যে আপনি হলেন সব চাইতে উপযুক্ত। কারণ এই ধরণের কাজ এম্বাসীর এটাচি কিংবা প্রথম সেক্রেটারির স্ত্রী করতে পারে না। অবশ্য, যদি এ কাজ করতে গিয়ে ধরা না পড়েন। আমাদের বিপদ যদি একাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ি তাহলে পুরো এম্বাসীর দুর্নাম এবং বিপদ হবে।

এবার তাহলে আপনি বলুন, লোকটি এই প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে প্রথমে গেলো কেন?

কারণ লোকটি আমাকে চেনে।

আমি ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ঢুকবার আগে লোকটি আমাদের বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে ভ্যালেটের কাজ করেছিল। যাক, লোকটি কী চায়?

নিশ্চয় টাকা?

ঃ ঠিক বলেছেন, লোকটি কুড়ি হাজার বৃটিশ স্টার্লিং ক্যাশ পাউণ্ড নোটে চান…

কুড়ি হাজার পাউন্ড স্টার্লিং! আপনি কী বলছেন হের ময়জিস? স্বামী স্ত্রী উভয়েই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন।

এই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। এম্বাসডার দপ্তরে এসেছেন। তিনি এসেই আমাকে এবং হের জানকেকে ডেকে পাঠালেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই এম্বাসডার জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো কী ব্যাপার? আপনারা দুজনে মিলে কী ষড়যন্ত্র প্লট করছেন?

গতরাত্রে হের জানকের বাড়িতে বৃটিশ এম্বাসডারের খাস আর্দালি অর্থাৎ ভ্যালেটের সঙ্গে কথা আমি বলেছি।

কী? অবিশ্বাসের সুরে, প্রায় চিৎকার করে এম্বাসডার ছোট প্রশ্ন করলেন।

আমি আমার অভিজ্ঞতার পুরো বিবরণী এম্বাসডারকে দিলাম। সমস্ত কথা শুনবার পর এম্বাসডার হের জানকেকে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের 'ভ্যালেট' কী বিশ্বাসী?

হ্যাঁ হের জানকে ছোট জবাব দিলেন।

ঃ আমরা কী করব? আমি প্রশ্ন করলাম।

ঃ বার্লিনে পুরো খবর লিখে একটি সাইফার টেলিগ্রাম পাঠান দরকার। তবে লোকটি বড় বেশি টাকা চাইছে যাই হোক, এই ব্যাপারের সিদ্ধান্ত বার্লিনের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক।

এম্বাসডার আমার কাছ থেকে একটি টেলিগ্রামের খসড়া চাইলেন

আমি পুরো ঘটনার সারাংশ লিখে একটি টেলিগ্রাম এম্বাসডারের হাতে তুলে দিলাম। এম্বাসডার কিছু অদল বদল করে তারটি পাঠানো অনুমোদন করলেন।

টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম ছাব্বিশে অক্টোবর। সাতাশ-আঠাশ অক্টোবর কেটে গেল। এল উনত্রিশে অক্টোবর। দিনটি ছিল তুর্কীর জাতীয় দিবস। তুর্কী সরকার আবার এক বড় কটেল পার্টি দিয়েছিলেন। ঐ দিন ছিল এম্বাসডার প্যাপেনের জন্মদিন। আমি সেই উপলক্ষে দেয়া ককটেল পার্টিতে যোগ দিতে গেলাম। পিয়ের এবং বার্লিনের টেলিগ্রামের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। পরে তুর্কী সরকারের রিসেপশনেও গেলাম।

বাড়ি ফিরে এসে শুনতে পেলাম বার্লিন থেকে আমার নামে এক বিশেষ জরুরী টপসিক্রেট টেলিগ্রাম এসেছে।

আমি দপ্তরে গেলাম।

টেলিগ্রামে লেখা হয়েছিল আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমরা বিশেষ কুরিয়ারকে ৩০শে অক্টোবরের আগেই আনকারা পাঠাচ্ছি। ডেলিভারীর পর পুরো খবর টেলিগ্রাম করে জানাবেন।

একটি বড় চিন্তা দূর হল। অবশ্যি আর একটি চিন্তা মনে জাগল। পিয়ের লোকটি কে ? সত্যি সত্যি সে কী বৃটিশ এম্বাসডারের ভ্যালেট। তার ডকুমেণ্টগুলি কী সাচ্চা মাল ! অনেকগুলি টাকার লেনদেন করা হবে।

আমাকে এবার পিয়েরের টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে এম্বাসডার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন খুব সাবধানে কাজ কর। লোকটির কাছে বোকা বনোনা। অবশ্যি আমি এই লুকোচুরি খেলা একেবারেই পছন্দ করি না। যদি কোন প্রকারে তুরস্ক সরকার এই ডকুমেণ্ট চুরির কথা জানতে পারেন তাহলে বাজারে জর্মান এম্বাসীর দুর্নাম হবে। তখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবনা। একথা আমি তোমাকে আগেই বলে দিচ্ছি। আমি সবার কাছে বলব আমি তোমাকে চিনি না।

এম্বাসডারের কথাগুলি মন দিয়ে শুনলাম। পরে বললাম : স্যার, বিষয়টি নিয়ে আমিও গভীর চিন্তা করে দেখেছি। বিশেষ করে অতোগুলি টাকা কারু হাতে সহজে তুলে দেওয়া সহজ কথা নয়। আমারও এই ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহ নেই। তবে আমি এই কাজের পুরো দায়িত্ব নিচ্ছি। কোন গোলমাল কিংবা প্ল্যান বানচাল হলে দোষ আমার হবে। এ ছাড়া আমরা তো আর বৃটিশ এম্বাসী থেকে কোন জিনিষ চুরি করছি না। একজন এসে আমাদের কাছে বৃটিশ সরকারের মাল বিক্রী করছে। হয়ত আমরা যে ডকুমেণ্ট কিনতে চাইছি সেই ডকুমেণ্টগুলি মূল্যবান নাও হতে পারে।

এম্বাসডার আবার গম্ভীর গলায় বললেন : আশা করি খবরগুলি আমাদের কোন কাজে লাগবে না। তাহলে নিশ্চিন্ত হবো। যাক বার্লিন এই ডকুমেণ্ট-গুলির কিনবার জন্যে টাকা পাঠিয়েছে। এবার সেই টাকাগুলি তুমি গুনে নাও। এই বলে এম্বাসডার ড্রয়ার খুলে এক গুচ্ছ বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং নোটের তাড়া আমার হাতে তুলে দিলেন। কড়কড়ে নতুন দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট।

আমি যখন নোটগুলি গুনছিলাম তখন নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে এম্বাসডার বললে : নোটগুলি সব নতুন···

আমিও তাকিয়ে দেখলাম....

এম্বাসডার ঠিক কথাই বলেছেন। নোটগুলি সব নতুন। এম্বাসডারের মতো আমিও নতুন নোটগুলি দেখে অবাক হলাম।

: যাক তুমি আমার জন্যে বিপদ সৃষ্টি কর না এবং আশা করি তুমি নিজেও কোন বিপদে পড়বে না।

পরে নিজের দপ্তরে এসে টাকাগুলি আমার সিন্দুকে ভরে রাখলাম।

ঠিক তিনটের সময় টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠলাম। তাহলে কী লোকটা···

পিয়ের ঘড়ির কাটার মতো কাজ করে চলেছে। নির্দ্ধারিত সময়েই টেলিফোন

করেছে।

বঁজরে মশিও পিয়ের কথা বলছি। আমার কোন চিঠি আছে…

ঃ হ্যাঁ, আমার জবাব ছিল ছোট…

ঃ তাহলে আজ রাত্রে আমাদের আবার দেখা হবে…

রাত দশটা।

নির্জন অন্ধকার শহর! প্রস্তাবানুযারী আমি এম্বাসীর বাগানের গেটের কাছে দাড়িয়ে রইলাম।

ঠিক দশটার সময় পেছন থেকে পিয়েরের গলা শুনতে পেলাম।

ঃ চলুন, আমি পিয়ের।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম কালো কোট এবং ফেল্ট হ্যাট পড়ে পিয়ের আমার পেছনে এসে দাড়িয়েছে।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম…ঠিক রাত দশটা…

এম্বাসীর বাগান থেকে আমার দপ্তরে গেলাম।

এম্বাসী বাগান ছিল নির্জন। আমাদের হাঁটবার প্রতিধ্বনিগুলি বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া যায়

হাঁটবার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগল। মনে হল আমি যেন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি।

আমার ঘরে ঢুকে পিয়েরই প্রথম ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন।

ঃ টাকা এনেছেন।

ঃ হ্যাঁ…। এই জবাব দিয়ে আমি সিন্দুকের ডালা খুলতে গেলাম। কিন্তু আমি এতো নার্ভাস হয়েছিলাম যে সিন্দুকের চাবির কম্বিনেশন নম্বর ভুলে গেলাম। ঐ সময়ে প্রতি সেকেণ্ড আমার কাছে এক ঘণ্টা বলে মনে হল। কিছুক্ষণ পরে সিন্দুকের ডালা খুললাম এবং সিন্দুক থেকে টাকার প্যাকেট বের করে নিলাম। তারপর আমি পিয়েরের সামনে নোটগুলি গুণলাম।

পিয়ের টাকার জন্যে হাত বাড়াল।

আমি বাধা দিলাম। বললাম ঃ আগে ডকুমেন্ট!…

পিয়োর কোন কথা না বলে আমার হাতে দুটি ফিল্ম রোল তুলে দিল। আমি ফিল্ম রোল দুটি হাতে নিলাম। পিয়ের বলল ঃ বাহান্নটি ডকুমেণ্ট…

বাহান্নটি ডকুমেণ্ট! আমি যন্ত্রের মতো পিয়োরের কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করলাম।

ঃ হ্যাঁ। আমার টাকা…পিয়ের বলল।

ঃ পরে। আমি প্রথমে রোলগুলি ডেভেলপ করে দেখতে চাই, ডকুমেণ্টগুলি ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে। ঐ মালগুলি সাচ্চা কিনা এটাও যাচাই করে দেখতে হবে। আপনাকে আমার দপ্তরে আরো কিছুক্ষণ দেরি করতে হবে। আমি রোলগুলি ডেভেলপ করে নিই……

এই বলে আমি টাকার বাণ্ডিল সিন্দুকে ভরে চাবি দিলাম।

আমি উঁচুদরের ফটোগ্রাফার ছিলাম এবং ফটো নিজের হাতে ডেভেলপ করা আমার শখ ছিল।

পিয়ের এই কথার কোন জবাব না দিয়ে একটি চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে শুরু করল। আমি রোলগুলি নিয়ে ডার্করুমে ঢুকলাম। আমি বিকেলেই ফিল্ম রোল ডেভেলপ করবার জন্যে সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলাম। ডেভেলপ করতে বেশি সময় নিল না। কিন্তু ঐ সময়ের প্রতি সেকেণ্ড আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হল।

ফিল্ম রোল দুটি ডেভেলপ করে শুকোতে দিলাম।

প্রথম রোলটি শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি রোলটি নিয়ে আলোর কাছে গেলাম। প্রথম ছবিতে বেশ স্পষ্ট করে লেখা ছিল ঃ "টপসিক্রেট"···ফ্রম ফরেন অফিস টু বৃটিশ এম্বাসী, আঙ্কারা···

তারপর ডকুমেণ্টের বিষয়গুলি পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একী সত্যি! এ যে অবিশ্বাস্য ? একেবারে সোনার খনি। ডকুমেণ্টগুলিও প্রায় সাত আট দিনের আগের তারিখ দেওয়া ছিল।

আমি এবার ডার্করুম বন্ধ করে আমার নিজের দপ্তরে এলাম।

পিয়ের আমাকে দেখে একটুও বিচলিত হলনা। সে আপন মনে সিগারেট খাচ্ছিল। পরে বলল, এবার বলুন...

আমি এই ছোট প্রশ্নের জবাব না দিয়ে টাকার বাণ্ডিল পিয়েরের হাতে তুলে দিলাম। পিয়ের টাকার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বলল ঃ কাল একই সময়ে....

এই বলে রাতের অন্ধকারে পিয়ের মিলিয়ে গেল।

পিয়ের চলে যাবার পর আমি আবার ডার্করুমে ফিরে গেলাম। পরে ডেভেলপড ফিল্মগুলি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। প্রতিটি ডকুমেণ্ট ছিল অতি গোপনীয় টপসিক্রেট। লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কোর ভেতর যে সব চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হয়েছে এবং মিত্রশক্তির আলোচনার অংশ ঐ ফিল্মে ছিল তারই ফটো কপি। এই সব টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট বৃটিশ এম্বাসডার ন্যাচবুল ইয়গোসেনকে বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং মিত্রশক্তি যুদ্ধ পরিচালনা করবার যে নীতি গ্রহণ করেছে, সেই কথা জানাবার জন্যে আঙ্কারায় এম্বাসডারের কাছে পাঠান হয়েছে। কারণ বৃটিশ সরকার স্যার ন্যাচবুল ইয়োগোসেনকে অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে।

আমি আরো দুতিনবার ঐ বাহান্নটি ডকুমেণ্ট গুনে দেখলাম। ভাবতেই পারলামনা, আমার টেবিলের উপরে রয়েছে মিত্রশক্তির এই যুদ্ধ পরিচালনার আলোচনার সারাংশ। এই সব মূল্যবান ডকুমেণ্টের মূল্য কুড়ি হাজার স্টার্লিং বেশী হবে। এই ডকুমেণ্টগুলির মধ্যে বৃটিশ এবং আমেরিকান সরকারের পলিটিক্যাল রিপোর্ট। অতি গোপনীয় রিপোর্ট।

এই ডকুমেণ্টগুলি পড়লে বোঝা যাবে মিত্রশক্তি, জর্মানী এবং হিটলারের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সারা রাত ধরে ডকুমেণ্টগুলি পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে ভোর হয়ে এল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এম্বাসডারের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম। এতো সকালে আমাকে দেখে এম্বাসডারের সেক্রেটারি ফ্রয়লাইন রোজ অবাক হলেন।

কী ব্যাপার? এতো সকালে?

এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ফ্রয়লাইন রোজ জিজ্ঞেস করলেন: হের ময়জিস ঐ প্যাকেটে কী আছে?

ছবি, ছোট জবাব দিলাম। এই বলে আমি ছবিগুলি গুনতে লাগলাম। এক-দুই-তিন……একান্ন….পরে আর একটি ফটো কোথায়?

আমি আবার গুনলাম।

না, মোট একান্নটি ফটো আছে। কিন্তু আমার কাছে মোট বাহান্নোটি ছবি ছিল। আর একটি ছবি কোথায় গেল: আমি আরো দু তিনবার ছবিগুলি গুনলাম। না মোট একান্নটি ছবি।

এবার আমি ছবিগুলি ফ্রয়লাইন রোজের হাতে তুলে দিয়ে বললাম ফ্রয়লাইন, আপনি একবার গুণে দেখুন মোট কতোগুলি ছবি আছে?

গোণা হল। একান্নটি।

আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল আমি এবার ছবির প্যাকেটটি ফ্রয়লাইনের হাতে তুলে দিয়ে দৌড়ে নিজের দপ্তরে গেলাম

না, ওখানেও কোন ছবি ছিলনা।

বিষণ্ণ মন নিয়ে এম্বাসডারের ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

হঠাৎ দেখতে পেলাম এম্বাসডারের ঘরের সামনে একটি ছবি পড়ে আছে।

দৌড়ে ছবিটি তুলে নিলাম

ঐ সময়ে আমি প্রায় এম্বাসডারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম এম্বাসডার তার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন।

আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: কী ব্যাপার ময়জিস? পাগলামো করছ কেন? তুমিতো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিলে?

কি না স্যার হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমি যেন কী ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি কী হারিয়েছি এম্বাসডার সেই প্রশ্ন আমাকে করলেন না।

এবার এম্বাসডর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার সেই বৃটিশ এম্বাসডারের ভ্যালেটের খবর কী? তুমি কী ওকে কুড়ি হাজার স্টার্লিং দিয়েছ। হ্যাঁ ফ্রয়লাইন রোজ আমাকে বলছিল তুমি নাকি একান্নটি সুন্দরী নারীর ছবি সংগ্রহ করেছ….

একান্নটি নয়, বাহান্নটি, আমি সংশোধন করে বললাম। পরে ছবির

প্যাকেট এম্বাসডারের হাতে তুলে দিলাম।

তিনি ছবির প্যাকেট খুলে প্রতিটি ছবি দেখতে লাগলেন। প্রতিটি ছবি দেখে তিনি বলতে লাগলেন অসম্ভব, বিশ্বাস করতে পারছিনা। একী করে সম্ভব……

ছবিগুলি দেখে এম্বাসডার বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিলেন।

এম্বাসডার একটি ছবি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই ডকুমেণ্টটি দেখেছ? দেখো, এই ডকুমেণ্টে আছে আজ অবধি তুর্কীর বিমানবাহিনীতে কয়জন রয়াল এয়ারফোর্স পাইলট কাজ করছে।

আর একটি ডকুমেণ্টের উপর লেখা ছিল 'ফর দি আইজ অব দি এম্বাসডার অনলি' এই ডকুমেণ্টে, আমেরিকা, বৃটেন এবং রাশিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেইটে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

এম্বাসডার বললেন ডকুমেণ্টগুলি যদি সত্যি হয়—এবং আমার মন বলছে ডকুমেণ্টগলি সত্যি জাল নয়, তাহলে এই ডকুমেণ্টগুলির মূল্য পয়সা দিয়ে যাচাই করা যায় না কিন্তু তবু আমাদের সাবধান হতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু কোন শয়তান হয়ত ডকুমেণ্টগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। তাহলে কী ডকুমেণ্টগুলি জাল। যাই হোক, এবার বল লোকটি আবার কবে ছবির ডেলিভারি দেবে…এম্বাসডার জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

ঃ আজ রাত দশটার সময়…

ঃ মনে হচ্ছে লোকটি টাকা রোজগারের জন্যে ওভারটাইম খাটছে…হয় বেখাপ্পা কিছু করবে না। তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

ঃ এম্বাসী বাগানের গেটের কাছে।

ঃ এই লোকটির খবর কে কে জানে?

ঃ আপনি, আমি, ফ্রাউ এবং হের জানুকে।

ঃ তোমার সেক্রেটারি?

ঃ না, ওকে কিছু বলিনি

ঃ মেয়েটি বিশ্বাসী…

ঃ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী… …

এবার ছবির প্যাকেট হাতে নিয়ে এম্বাসডার বললেন ঃ মনে হচ্ছে বৃটিশ এম্বাসীর সিকিউরিটি আরো শক্ত মজবুত করতে হবে। নইলে আমরাও হয়তো এই ধরণের বিপদে পড়ব। পরে তিনি বললেন…

আমি এই ডকুমেণ্টগুলির খবর বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপকে দেবো। বর্তমানে ছবিগুলি আমি নিজের ড্রয়ারে রাখছি…

এই বলে এম্বাসডার আমার কাছ থেকে রোখের নেগেটিভগুলি চেয়ে নিলেন। দুএকবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। পরে বললেন ঃ ময়োজিস, ছবির

প্যাকেট আমি রেখে দিচ্ছি....এতে কয়টা ছবি আছে ?

ঃ বাহান্নটি···

ঃ বাহান্নটি, এই বলেই এম্বাসডার হাসলেন। এই হাসির অর্থ আমি বুঝতে পারলাম।

ঃ এবার তোমার এই লোকটির নাম কী ? এম্বাসডার জিজ্ঞেস করলেন

ঃ লোকটি তার আসল নাম বলেনি। বলেছে আমাকে পিয়ের বলে ডাকতে পারেন···

ঃ না পিয়ের নামটি আমার পছন্দ হচ্ছে না। তাকে আর একটি কোডনাম দিতে হবে। এমন নাম দেবো যা সে নিজেও জানে না। ভবিষ্যৎ বার্লিনের সঙ্গে চিঠিপত্রে আমরা তার কোডনেম ব্যবহার করব। যাইহোক তোমার এই পিয়েরের নাম হবে 'সিসারো'

এইভাবে বৃটিশ এম্বাসডারের পঞ্চাশ বছরের ভ্যালেটের নাম হল 'সিসারো'। 'সিসারো' হল রোমান ইতিহাসের একটি বিখ্যাত নাম। ঐ নাম দেবার সময় জর্মান এম্বাসডার প্যাপেন বুঝতে পারেননি যে রোমের সিসারোর মতো আমাদের সিসারোর একদিন পতন হবে।

* * *

পরের দিন রাত দশটা

আমি এম্বাসীর বাগানের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সময়ে সিসারো এসে উপস্থিত হল।

দুজনে মিলে আমার ঘরে ঢুকলাম।

এবার সিসারো গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালল। পরে একটি লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, এই রইল দুটি ফিল্ম রোল। আমি রোল দুটি ড্রয়ারে ভরলাম। বললাম ঃ আমার কাছে রোল দুটির মূল্য দেবার টাকা নেই। বার্লিন শিগগিরই আমাকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছে। তাই বর্তমানে...

আমার কথা শেষ হবার আগেই সিসারো বলল, এ জন্যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আবার ফিরে আসব।

আমাকে খুশি রাখাই হবে আপনাদের কাজ। আমি অবশ্য আপনাকে বিশ্বাস করি।

আমি সিসারোর জবাব শুনে খুশি হলাম। এবার আমার প্রশংসার পালা। বললাম, আপনার ছবির কোয়ালিটি অপূর্ব। ঐকাজ কী আপনি একা করেন না আপনার সঙ্গে আর কেউ কাজ করে ?

ঃ না আমি একাই করি। আর ফটোগ্রাফি করা আমার একটা পেশা, হবি বলতে পারেন।

আপনি কী করে এই ডকুমেণ্টগুলি ফটো করেন ? আমি জানবার চেষ্টা করলাম।

সিসারো ভ্রূকুটি করে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি আপনাদের ফিল্ম রোল দিচ্ছি...এইটে কী যথেষ্ট নয়। যাক কী করে ছবি তুলি সেই কাহিনী আর একদিন বলব।

আজ যাবার আগে সিসারো আমাকে বলল, আমাকে একটা নতুন স্পাই ক্যামেরা এনে দিতে পারেন? আমি জর্মান 'লাইকা' ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলছি। ক্যামেরাটি আমার নয়, আমার বন্ধুর। ওকে শিগ্রই ক্যামেরাটি ফেরৎ দিতে হবে। আর একটা কথা। নতুন মাল এলেই আপনাকে টেলিফোন করব। আমি আপনার দপ্তরে আর আসব না। এখানে আসবার অনেক বিপদ আছে। আমরা পুরান আঙ্কারা শহরের কোন নির্জন প্রান্তে দেখা করব। আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়...

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

ঃ তাহলে ভবিষ্যতে কোথায় দেখা করব, সেইটে স্থির করা যাক।

এমন একটি স্থানে যেখানে আপনাকে গাড়ি থামাতে হবেনা। আপনি গাড়ি চালিয়ে যাবেন। সামনের বাতি কমজোরে রাখবেন। আমি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার কাছে গাড়ি পেঁছুলে আপনি গাড়ির স্পীড কমিয়ে দেবেন। আমি দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকে পড়ব। রাস্তায় যদি কাউকে দেখেন তাহলে গাড়ি থামাবেন না। সোজা চলে যাবেন। এবার বলুন, পুরোন শহরে কোথায় দেখা হবে।

আমি গাড়ি আনবার জন্যে পা বাড়ালাম। সিসারো আমাকে বলল ঃ আর একটা কথা বলব। আজকাল ইস্তানবুল শহরে কার টেলিফোন লাইন ট্যাপ হচ্ছে বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। আমি টেলিফোন করে যদি কোন তারিখ এবং সময় দিই তাহলে বুঝবেন ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে একই সময়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। অর্থাৎ আমি যদি বলি আমি সাত তারিখ চারটের সময় দেখা করব তাহলে জানবেন আমি ছয় তারিখ চারটের সময় দেখা করব।

আমরা গাড়ি করে পুরোন শহরে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর আমরা এক নির্জন প্রান্তে খোলা মাঠের কাছে এসে পেঁছুলাম।

ঃ ভবিষ্যতে আমরা এখানে দেখা করব...সিসারো বলল।

এরপর সিসারো আমাকে বলল ঃ চলুন, আমাকে বৃটিশ এম্বাসীতে নিয়ে যাবেন।

ঃ বৃটিশ এম্বাসী! আমার মনে হল আমি যেন ভুল শুনেছি। কিংবা স্বপ্ন দেখছি।

কোথায় যেতে বলছেন? আমি উত্তেজিত কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ প্রথমে ভাবলাম হয়তো সিসারো আমাকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করছে। লোকটির প্রস্তাব শুনে তাকে বিশ্বাস করতে মন চাইলনা।

আমার অন্য কোন উপায় ছিলনা।

আঙ্কারার 'কানকাইয়া' এলাকায় বৃটিশ এম্বাসী ছিল। গাড়ি এম্বাসীর কাছে পৌঁছুবার পর সিসারো বলল: এবার গাড়ির গতি কমিয়ে দিন।

হঠাৎ অন্ধকারে সিসারো গাড়ি থেকে নেমে গেল। তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি গাড়ি নিয়ে জর্মান দূতাবাসে ফিরে চলে এলাম।

দপ্তরে ফিরে এসে আমি ডার্করুমে ঢুকলাম। দুটি রোলে চল্লিশটি ছবি। ডকুমেণ্টের ছবিগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বীকার করতে হল সিসারো পাকা ফটোগ্রাফার।

পরের দিন আমি ডকুমেণ্টগুলি নিয়ে এম্বাসডারের ঘরে ঢুকলাম।

আজোও ডকুমেণ্টগুলি দেখে এম্বাসডার অবাক হলেন। একটি ডকুমেণ্টে মস্কো সম্মেলনের পুরো বিবরণী ছিল।

এই সম্মেলনের আলাপ আলোচনা বিশেষ গোপনীয় ছিল। এম্বাসডার ডকুমেণ্টগুলি দেখে বললেন, ডকুমেণ্টগুলি হল, ডায়মণ্ড।

ইতিমধ্যে বার্লিন প্রথম কিস্তি ডকুমেণ্ট পাবার পর সিসারো সম্বন্ধে আমাদের হাজার প্রশ্ন করল। এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিলনা, যদিও অনেক প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত ছিল। আর একটা কারণে প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হলনা। সিসারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোন পথ ছিল না। আমাদের জবাব শুনে বার্লিন ধমক দিয়ে বলল: সিসারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার একটা বন্দোবস্ত করা উচিৎ ছিল।

এবার 'এস-এস/এসডি'র নতুন কর্তা কালেটনব্রুনার আমার কাজে উৎসাহ দেখাতে শুরু করলেন। প্রতিদিন "এস-এস/এসডি" আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। 'এস এস' প্রশ্ন করল সিসারোর জন্ম কবে এবং কোথায় হয়েছিল। এর জবাবে আমি বললাম, বৃটিশ এম্বাসীতে গিয়ে এই সব প্রশ্ন করলে জবাব পাব। যদি চান তাহলে লিখিত প্রশ্ন করুন।

কিছুদিন পরে বার্লিন আমাকে দুই লাখ বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং পাঠাল। পরের দিন আমার সেক্রেটারী বলল, পিয়ের টেলিফোন করেছিল। আপনাকে ৬ তারিখে, নটার সময় ব্রিজ খেলবার জন্যে নেমতন্ন করেছে।

৬ তারিখ মানে ৫ তারিখ, অর্থাৎ সেই দিনই রাত ন'টার সময়।

সেদিন হঠাৎ আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। চিন্তায় পড়লাম। সারাদিন খাটবার পর গাড়ি মেরামৎ করলাম।

পরে আমি ত্রিশ হাজার পাউণ্ড নিয়ে আঙ্কারা শহরের নির্জন প্রান্তে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে কয়েক মিনিট দেরি হল। কিছুক্ষণ বাদে নির্জন প্রান্তের একস্থানে টর্চলাইটের আলো দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ঐ টর্চলাইট জ্বালাচ্ছে সিসারো। এবার আমি গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিলাম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে অন্ধকারে

একটি লোকের অস্পষ্ট ছবি দেখতে পেলাম। আমি গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিলাম। সিসারো অতি সন্তর্পণে বিড়ালের মতো আমার গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসল! এবার সিসারো আমাকে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিতে লাগল। বাঁয়ে...সোজা ডান দিকে।

আমি সিসারোর নির্দেশমতো গাড়ি চালাতে লাগলাম। সিসারো মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল : আমার টাকা! ত্রিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং।

আমি আরো একটি ফিল্ম এনেছি। ফিল্মের ছবিগুলি আপনার ভাল লাগবে...এই বলে সিসারো আমার হাতে একটি ফিল্ম তুলে দিল। আমি সিসারোর হাতে একটি টাকার বাণ্ডিল তুলে দিলাম।

এবার সিসারো ধমকের সুরে বলল : পাশের জানলার পর্দা টেনে দিন। আমি সিসারোর নির্দেশমতো পাশের জানলার পর্দা টেনে দিলাম।

: আপনার সম্বন্ধে বার্লিন কয়েকটি প্রশ্ন করেছে। তারা এই প্রশ্নের জবাব চায়...বার্লিন জিজ্ঞেস করছে আপনার আসল নাম কী—এবং আপনি কোন দেশের বাসিন্দা ?

আমার নাম কী, এ নিয়ে আপনি কিংবা বার্লিন কোন চিন্তাভাবনা করবেন না। যদি জানতে চান তাহলে আপনি নিজেই অনুসন্ধান করুন, খবর বার করুন। একটা কথা আপনি বার্লিনকে বলতে পারেন। আমি তুর্কীর বাসিন্দা নই। আমি হলাম আলবেনিয়ান।

কিছুদিন আগে আপনি বলেছিলেন আপনি ইংরেজদের ঘৃণা করেন। কেন ?

: কারণ ইংরেজরা আমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে

এই জবাবের পর আমি সিসারোকে আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

একটু বাদে সিসারো গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

*　　*　　*

সেদিন আমি দপ্তরে গিয়ে ফিল্ম ডেভেলপ করলাম। পরে বাড়িতে এসে লম্বা ঘুম দিলাম।

পরের দিন ডকুমেণ্টসগুলি এম্বাসডারকে দেখালাম। এবার তিনি আমাকে একটি টেলিগ্রাম দেখালেন। টেলিগ্রামটি বার্লিন থেকে এসেছে আমাকে সিসারোর ডকুমেণ্টস এবং নেগেটিভ নিয়ে বার্লিনে যেতে বলা হয়েছে। টেলিগ্রাম করেছেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব। বলা হয়েছে আমার জন্যে একটি বিশেষ প্লেনে সিট রিজার্ভ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেইদিন রাত্রে আমাকে রওনা হতে হবে।

*　　*　　*

ইস্তানবুল থেকে বার্লিনে গিয়ে পৌঁছুতে বেশি সময় নিল না।

বার্লিনের বিমানবন্দরে আমার জন্যে একটি বিশেষ গাড়ি পাঠান হয়েছিল। আমাকে বলা হল রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করবার আগে আমি যেন "এস-এস/এস

ডি'-র প্রধান কর্তা কালেটন ব্রুনারের সঙ্গে দেখা করি। বার্লিনের সবাই জানত কালেটনব্রুনার এবং রিবেনট্রপের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। একে অন্যকে ঘৃণার চোখে দেখতেন কিংবা কেউকারও নাম শুনতে পারতেন না।

পরের দিন কালেটনব্রুনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তার দপ্তরে পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে কালেটনব্রুনারের দপ্তরের দুজন লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ডকুমেণ্টগুলি এনেছেন।

জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ।

এই বলে আমি আমার এটাচিকেস দেখালাম। কালেটনব্রুনারের ঘরে ঢুকে আমি সিসারোর দেওয়া ডকুমেণ্টগুলি কালেটনব্রুনারকে দিলাম। কালেটনব্রুনার ছবিগুলি তার টেবিলের উপর বিছিয়ে রাখলেন। পরে কালেটনব্রুনার বললেন ঃ ডকুমেণ্টগুলি বিশেষ জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এবার আপনি "অপারেশন সিসারোর" প্রথম থেকে আমাকে সব কথা খুলে বলুন। সব খবর জানবার জন্যে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করেছি। আপনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব চিন্তাভাবনা করে দেবেন।

ইতিমধ্যে ডকুমেণ্টগুলি এবং নেগেটিভগুলি জাল না সত্যি একথা যাচাই করবার জন্যে বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি ডকুমেণ্ট বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। না, ফটোগ্রাফির কোন গলদ আবিষ্কার করা গেল না। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেবার পর আমার বলবার আর কিছু ছিলনা।

কালেটনব্রুনার বলতে লাগলেন ঃ আমি আপনাকে স্পেশাল প্লেনে করে বার্লিনে নিয়ে এসেছি কারণ আমি রিবেনট্রপের আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আপনাকে বলব রিবেনট্রপ আপনার বন্ধু নয়। রিবেনট্রপ আপনার এম্বাসডার ভন প্যাপেনকে দুচোখে দেখতে পারেন না। এবার বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তিনি "অপারেশন সিসারো"র পুরো কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করবেন। আমি অবশ্য তাকে ঐ কৃতিত্ব নিতে দেবো না। কারণ 'অপারেশন সিসারো' পুরোপুরি আমার দপ্তরের কাজ। রিবেনট্রপ বলছেন ডকুমেণ্ট এবং বৃটিশ এম্বাসডারের ভ্যালেটকে বৃটিশ এম্বাসী আপনার চোখে ধুলো দেবার জন্যে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। 'অপারেশন 'সিসারো' হল আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত। রিবেনট্রপ সহজে তার মত পরিবর্তন করবেন না। আমি বিষয়টি নিয়ে ফুরারের সঙ্গে আলোচনা করব। অতএব ভবিষ্যতে আপনি আমার নির্দেশমতো কাজ করবেন। আপনি বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে 'অপারেশন সিসারোর' খরচ বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করবেন না। বাই দি ওয়ে, দু সপ্তাহ আগে আমি আপনাকে দুহাজার পাউণ্ড স্টার্লিং পাঠিয়েছিলাম। আশা করি আপনি ঐ টাকা পেয়েছেন?

ঃ টাকা পেয়েছি, আমি জবাব দিলাম। কিন্তু আমার জানা দরকার কোন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশমতো আমি কাজ করব।

পরে আমি কালেটনব্রুনারকে বললাম যে 'অপারেশন সিসারোর' জন্যে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছে—

আপনি কোন চিন্তা করবেন না। বিষয়টি নিয়ে আমি 'ফ্যুরারের সঙ্গে কথা বলব। এরপর কালেটনব্রুনার সিসারোকে নিয়ে অন্য কথা বলতে লাগলেন। আমার কী মনে হয় জানেন, লোকটি তার নিজের জীবনে বিপদকে ডেকে আনছে। 'সিসারো' যদি বৃটিশ এজেণ্ট হ'ন তাহলে আলাদা কথা কিন্তু তিনি যে সব ডকুমেণ্ট আমাদের দিয়েছেন সেই থেকে বলা যায় তিনি বৃটিশ নাগরিক ন'ন।

একটু চুপ করে কালেটনব্রুনার, আবার তার কথা বলতে শুরু করলেন : ময়েজিস, আমি সিসারোর চরিত্র সম্বন্ধে দু চারটে প্রশ্ন করব। বলুন, আপনার সিসারোর চরিত্র, হাভ ভাব সম্বন্ধে কী মত ?

: আমার মনে হয় সিসারো হলেন এডভেঞ্চারার। তিনি অহংকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তবে বুদ্ধিমান। তাই তাকে সাধারণ জনসাধারণের গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তার জীবনের কোন শেকড় নেই। এই বলে আমি আমার মতামত প্রকাশ করলাম।

: তিনি কী বৃটিশ এজেণ্ট হতে পারেন না...কালেটনব্রুনার বললেন।

: হতে পারে, আমি বললাম। এই ব্যাপারে আমার একটি বিশেষ মত আছে। আজ সিসারোর চরিত্রে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি সিসারো আমাদের কাছে যা বলেছেন আন্তরিক এবং আমি তাকে বিশ্বাস করি। একদিন তিনি হঠাৎ আকস্মিক আমাকে বলেছিলেন যে বৃটিশরা তার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে।

: আপনি কী বলছেন ময়েজিস ? কালেটনব্রুনার চিৎকার করে বলে উঠলেন। সিসারোর বাবাকে বৃটিশরা গুলি করে হত্যা করেছে ! এই খবর হল সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের সিসারো সম্বন্ধে সমস্ত ধাঁধা, পরিষ্কার হয়ে গেল। একথা আপনি আমাদের আগে বলেননি কেন ? কালেটনব্রুনারের এই প্রশ্নে ছিল বিরক্তির এবং রাগের স্বর।

: আমার আগের রিপোর্টে আমি এখবর আপনাদের জানিয়েছি। ঐ রিপোর্ট ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে বিদেশমন্ত্রণালয়ে পাঠান হয়েছে – আমি দৃঢ় কণ্ঠে এই প্রশ্নের জবাব দিলাম।

: ঐ ব্যাগে কবে পাঠিয়েছিলেন ? কালেটনব্রুনার জিজ্ঞেস করলেন।

: চারদিন আগে—

: তাহলে রিবেনট্রপ ঐ রিপোর্ট ইচ্ছে করেই আমার কাছে পাঠাননি। রাগে কালেটনব্রুনারের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

আচ্ছা এবার কী বলুন, ইংরেজরা কেন এবং কারণে সিসারোর বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল ?

: আমি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারব না—আমি বললাম।

ঃ জানবার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, বৃটিশ এম্বাসডার ন্যাচবুল ইয়োগসেন বৃটিশ সরকারের চোখে একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। বৃটিশ সরকার আঙ্কারার এম্বাসীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই তাকে আংকারায় বৃটিশ এম্বাসডার করা হয়েছে। পরে কালেটনব্রুনার বললেন ঃ আপনি যখন রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করবেন, তখন তাকে বলবেন, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এর পর 'অপারেশন সিসারো' সম্বন্ধে আপনি কার কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন তার নির্দেশ আপনাকে পরে পাঠাব। এবার বলুন, আপনি আংকারায় কবে ফিরে যাচ্ছেন ?

ঃ সব নির্ভর করছে বিদেশমন্ত্রী কী নির্দেশ দেন...। কারণ বিদেশমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী আমি বার্লিনে এসেছি...

ঃ কালেটনব্রুনারের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আমি তাকে অনুরোধ করলাম আপনি কী একবার বিদেশমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কখন তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারব ?

কালেটনব্রুনার রিবেনট্রপকে টেলিফোন করলেন। স্থির হল আমি পরের দিন সন্ধ্যা সাতটায় রিবেনট্রপের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব...ডকুমেণ্টগুলি কালেটনব্রুনারের সিন্দুকে রেখে দেওয়া হল। বলা হল ঃ আগামীকাল রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করবার আগে আমি যেন ডকুমেণ্টগুলি নিয়ে যাই। আমি মনে মনে বললাম ঃ এই সব গোপনীয় ডকুমেণ্ট কালেটনব্রুনারের জিম্মায় থাকা কী ভাল হবে !

পরের দিন নির্ধারিত সময়ে আমি বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দিলাম। প্রথমে বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম। তার নাম ছিল ভন স্টিনগ্রাট।

তিনি ডকুমেণ্টগুলি দেখলেন। ডকুমেণ্টগুলি দেখবার পর অস্ফুটধ্বনি করে বললেন ঃ অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারছি না, এই ডকুমেণ্টগুলি সত্যি, জাল নয়...

বিদেশসচিব আমাকে বললেন ঃ বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের দৃঢ় বিশ্বাস ডকুমেণ্টগুলি জাল। ইংরেজরা আমাদের ধোকা দেবার জন্যে সিসারো'র মাধ্যমে ডকুমেণ্টগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

স্টিনগ্রাট একটি ডকুমেণ্ট দেখিয়ে বললেন ঃ এই ডকুমেণ্ট সত্যি। এ হল কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনের বিবরণী। আমরা কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন সম্বন্ধে অনেক খবর জানি। আমরা যে সব খবর পেয়েছি তার সঙ্গে ডকুমেণ্টের লেখা বিবরণী হুবহু মিলে যাচ্ছে...এই ধরনের কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর স্টিনগ্রাট বললেন ঃ দুঃখিত, বিদেশমন্ত্রী তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে পারবেন না। উনি ব্যস্ত...। আমরা এই ডকুমেণ্টগুলি আমাদের জিম্মায় রেখে দিচ্ছি...

ব্যস সেদিন রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। কেন দেখা করতে পারলাম না, তার কারণ তলিয়ে দেখতে হলনা। কারণ ছিল কালেটনব্রুনার...

দু দিন পরে হঠাৎ খবর পেলাম যে বিদেশমন্ত্রী আমার সঙ্গে ঐ দিনই দেখা করবেন। আমি বিদেশ মন্ত্রণালয়ে গেলাম। প্রথমে মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা লিউকাসের সঙ্গে দেখা করলাম।

লিউকাস আমাকে বললেন, রিবেনট্রপের মেজাজ খারাপ। তার প্রধান কারণ কালেটনব্রুনার এই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছেন। সবাই জানে রিবেনট্রপ কালেটনব্রুনারের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক। বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে। রিবেনট্রপ এই ডকুমেণ্টগুলি সত্যি বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তিনি মনে করেন ডকুমেণ্ট-গুলি জাল···বিদেশমন্ত্রীর সন্দেহ প্রতিদিনই বাড়ছে···

লিউকাস আরো বললেন: মন্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ করবেন না। আর আপনার এম্বাসডার ভন প্যাপেনের নাম কখনও উচ্চারণ করবেন না। ওর সঙ্গে প্যাপেনের সম্পর্ক ভাল নয়।

রিবেনট্রপ আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তার সঙ্গে দপ্তরে আরো কিছু লোক ছিল।

রিবেনট্রপ আমাকে সহজ পরিষ্কার ভাষায় বললেন: লোকটির (সিসারোর) প্রধান উদ্দেশ্য হল, আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। আমি জানতে চাই ডকুমেণ্টগুলি সত্যি কিনা? তোমার কী মত?

: স্যর আমার ব্যক্তিগত মত হল···

আমার কথা শেষ হবার আগেই বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ রুক্ষ স্বরে বললেন: আমি তোমার কোন ব্যক্তিগত মতামত শুনতে চাইনা। আমি জানতে চাই খবরগুলি নির্ভরশীল কিনা? জেনকে (রিবেনট্রপের আত্মীয়, তিনি ছিলেন তুর্কীর জার্মান এম্বাসীর প্রথম সেক্রেটারি। তিনিই প্রথম আমাকে সিসারোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।) এই ব্যাপারে কী বলো?

উনিও আমার সঙ্গে একমত। এমন কী এম্বাসডার ভন প্যাপেন...

প্যাপেনের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল মস্তো বড়ো একটা ভুল করেছি। লিউকাস আমাকে বলেছিলেন খবরদার প্যাপেনের নাম মন্ত্রীর কাছে উচ্চারণ করোনা···ওর সঙ্গে মন্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ।

রিবেনট্রপ এবার কড়া দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন: আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি এই ডকুমেণ্ট সত্যি না জাল? যদি তুমি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পার, তাহলে তোমার সব ভুল দোষ ত্রুটী আমি ভুলে যাব। যদি ওয়াশিংটন-মস্কো-লণ্ডনের মধ্যে সত্যি সত্যি ঝগড়া কলহ শুরু হয়ে থাকে, তাহলে আমি জানি আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। কিন্তু আমি কিছু করবার আগে পাকা খবর চাই। তুমি কী একাজ করতে পারবে না, আমি আঙ্কারায় তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠাব।

আমি কোন জবাব দিলাম না। পরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে রিবেনট্রপ আমাকে আঙ্কারায় ফিরে যাবার নির্দেশ

দিলেন। সেই দিনই আমি আংকারার পথে রওনা হলাম।

*　　　*　　　*

আমি দপ্তরে ফিরে আসবার পর আমার সেক্রেটারি বলল: পিয়ের আমার অনুপস্থিতিতে দুই তিনবার টেলিফোন করেছিলেন।

আমি কোন জবাব দিলাম না।

আর একটা উল্লেখযোগ্য খবর ছিল, আমার সেক্রেটারি বিয়ে করেছে এবং স্বামীর সঙ্গে হনিমুন কাটাবার জন্যে ছুটি চাইল। যুদ্ধের সময় এই ধরনের ছুটি মঞ্জুর করা হত না। কিন্তু আমি তাকে বেসরকারি ভাবে ছুটি দিলাম।

হয়ত ভুল করেছিলাম।

কারণ পরে এ নিয়ে এক ফ্যাসাদে পড়েছিলাম।

দুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় সিসারো আমাকে টেলিফোন করলেন।

তিনি বললেন: আজ রাত নটার সময় দেখা করতে চাই।

আপত্তি করলাম না। একই জায়গার—নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে গিয়ে আমি পৌঁছুলাম। হঠাৎ দূর থেকে টর্চের আলো দেখতে পেলাম। ঐ জায়গায় পৌঁছে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। সিসারো চুপ করে আমার গাড়িতে উঠে বসল।

আমি সিসারোকে বললাম তার ঐ সব গোপনীয় খবরের জন্যে আমাকে বার্লিনে যেতে হয়েছিল।

সিসারো বলল: আমার অনুপস্থিতিতে আরো দুটি রোল ফিল্ম করেছে। 'টপ সিক্রেট' ডকুমেণ্ট। সিসারো রোল দুটি আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন পুরাণো রেটে দাম দেবেন।

আমি ধমকে দিয়ে বললাম পুরান রেট, সম্ভব নয়। ধরুন আপনার রোলে যদি কোন ছবি না থাকে তাহলে কী ঐ আগের রেটে টাকা দেব! অসম্ভব।

সিসারোকে নিয়ে আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। বন্ধু সিসারোর পরিচয় জানতেন না।

এবার নির্জনে কথা বলবার জন্যে আমরা একটা ঘরে ঢুকলাম।

আলোচনা শুরু হল।

পুরাণো দুটি রোলের জন্যে আমি সিসারোর হাতে পনের হাজার বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং দিলাম।

সিসারো পকেট থেকে দুটি রোল বের করে টেবিলের উপর রাখল। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম সিসারোর কোটে একটি রিভলবার লুকানো আছে। কী ব্যাপার বলুনতো? আপনি বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করেন কেন? আমার এই প্রশ্নে কৌতূহলও বিস্ময় ছিল।

প্রয়োজন হতে পারে। সিসারো এই প্রশ্নের ছোট জবাব নির্লিপ্ত কণ্ঠে দিল।

আমি সিসারোকে একটি 'ডবল স্কচ' এবং স্যাণ্ডউইচ দিলাম।

আমার প্রশ্ন শুরু হল।

ঃ আপনার বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু বলুন...

ঃ বলবার কিছু নেই।

পরে একটু চুপ করে থেকে সিসারো বললেন ঃ বিষয়টি নিয়ে আমি কোন আলাপ-আলোচনা করতে চাই না। এছাড়া আপনারা বারবার আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন? ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করা যদি জর্মান কায়দাকানুন হয়, তাহলে বলব আমি আপনাদের এই কায়দাকানুন একেবারে পছন্দ করিনা।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। তবে বার্লিনের কর্তারা এ খবর জানতে চান। কারণ তারা জানতে চান যার কাছ থেকে তারা এই সব মূল্যবান ডকুমেণ্ট পাচ্ছেন তিনি কী চরিত্রের লোক, তার জীবনের ধারা কী প্রকার। শুধু তাই নয়। এইসব ডকুমেণ্ট বিক্রী করবার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা?

চুপ করে থেকে সিসারো বলল ঃ আমার অতীত জীবন নিয়ে কোন আলাপ-আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই।

ঃ না, আপনার বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে কী রহস্য আছে, বার্লিন সেই রহস্য জানতে চায়।

একটু চুপ করে থেকে সিসারো জবাব দিল ঃ আমার বাবা শিকারে গিয়েছিলেন। ঐখানে আর একজন 'মোটা বুদ্ধির' ইংরেজের মূর্খামির জন্যে তিনি বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে আমরা গরীব আলবেনিয়ান। একজন গরীব আলবেনিয়ানের প্রাণ নিয়ে কে চিন্তা করে? আমিও চিন্তা করি না...তবে হাজার হোক ইনি আমার বাবা ছিলেন। তাই তার হত্যাকে আমি সহজ মনে গ্রহণ করতে পারিনি।

আর একটু চুপ করে থেকে সিসারো বলতে লাগল ঃ আমার বাবা বিদেশিদের ঘৃণা করতেন। ইংরেজরা আলবেনিয়ায় দুঃখ অশান্তি এনেছিল।...এই কারণেই আমি ইংরেজদের সুনজরে দেখতে পারিনা...

যে ইংরেজ আপনার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন তার নাম জানেন...

ঃ তাকে জীবনে আমি কোন দিন চোখে দেখিনি। তবে তাকে আমি চিনি.... অবশ্যি আমার বাবার হত্যা নিয়ে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেছিলাম তারা আমার মুখ বন্ধ রাখবার জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলেন।

যাক এবার আমি ঐ হত্যার পুরো প্রতিশোধ নিচ্ছি......

ঃ ইংরেজদের ঘৃণা করবার আর কোন কারণ আপনার আছে কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ প্রচুর কারণ আছে, তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। অবশ্যি এম্বাসডার আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেন, কিন্তু অন্য সব ইংরেজ

কর্মচারিরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকেন। আমি এবার তার প্রতিশোধ নিচ্ছি.. এছাড়া ওদের 'টপ সিক্রেট' ডকুমেণ্ট বিক্রী করা ছিল আমার বহু পুরাতন প্ল্যান।

এর পরের বার আমি ফিল্ম রোলগুলির সঙ্গে সিসারোর বাবার মৃত্যুর ঘটনার পুরো বিবরণী লিখে বার্লিনে পাঠালাম।

এবার সিসারো আমাদের আরো অনেক মূল্যবান ডকুমেণ্টের ছবি দিলেন।

একদিন সিসারো পাঁচ হাজার পাউণ্ড নোটের পরিবর্তে ডলার চাইলেন। আমি ইস্তাম্বুলে গিয়ে ঐ টাকা ভাঙ্গিয়ে সিসারোকে ডলার দিলাম।

এই টাকা ভাঙ্গাবার পর আমি কিছুদিন চুপচাপ ছিলাম। একদিন আমার ব্যাংক ম্যানেজার যার সাহায্য নিয়ে আমি ঐ পাউণ্ড নোটগুলি ডলারে চেঞ্জ করেছিলাম তিনি আমাকে বললেন সেই নোটগুলি ছিল জাল। ম্যানেজার চিন্তিত হলেন। কারণ জাল নোট বিক্রী করবার অপরাধ গুরুতর। আমি সমস্ত ঘটনার বিবরণী দিয়ে বার্লিনের কাছে একটা টেলিগ্রাম করলাম। জবাব এল কিন্তু বার্লিন জাল পাউণ্ড ব্যবহার করা সম্বন্ধে কোন কিছু বললেন না। বরং আমার এই প্রশ্নকে ধৃষ্টতা বলে মনে করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি কেন এই প্রকার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি। পরে আমাকে বলা হল এই টাকাটা যেন আমি এম্বাসীর ফাণ্ড থেকে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করি। বার্লিনে থাকাকালীন আমি শুনেছিলাম জর্মান সরকার জাল বৃটিশ পাউণ্ড সংগ্রহ করছে।

আমি বার্লিনের নির্দেশানুযায়ী কাজ করলাম। কারণ এই জাল টাকা ক্যাশ করা নিয়ে আমরা বাজারে কোন স্ক্যাণ্ডাল সৃষ্টি করতে চাইনি।

ডিসেম্বর মাসে সিসারো আমাদের আরো প্রচুর গোপনীয় ডকুমেণ্ট দিলেন।

এবার বার্লিন ধীরে ধীরে সিসারোকে বিশ্বাস করতে শুরু করল। এই সব ডকুমেণ্ট এত মূল্যবান ছিল কয়েক মাসের জন্যে কালেটনব্রুনার এবং রিবেনট্রপ তাদের ঝগড়া বিবাদ ভুলে গেলেন।

ইতিমধ্যে সিসারোর জীবন চালচলনে পরিবর্তন হয়েছিল। আগের চাইতে সে আরো সহজ সরল ভাবে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। মন দিলদরিয়া, হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করত। এ ছাড়া সিসারো তার স্পাইং-এর কাজ করে গর্ব অনুভব করত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে সে তার স্বপ্ন, ইচ্ছার কথা আমাকে খুলে বলত। সিসারো আমাকে বলতো, ভবিষ্যৎ জীবনে কী করব তার প্ল্যান আমি করে রেখেছি।

সিসারো দামি জামা কাপড় পড়তে শুরু করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আপনার পোষাক, সাজ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাই সাবধান হবেন।

এ ছাড়া সিসারো দামি জুয়েলারি, আংটি পড়তে শুরু করেছিলো। তার হাতে ডায়মণ্ডের আংটি দেখে আমি আবার তাকে সাবধান করলাম। সিসারো

হাত থেকে ঘড়িটি খুলে আমাকে দিয়ে বলল : ঘড়িটা আপনার কাছে রেখে দিন।

: তারপর কায়রোতে মিত্রশক্তি নেতাদের এক কনফারেন্স হল এই সম্মেলনের পরে সিসারো আমাকে টেলিফোন করে বলল আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

কাজ ছিল। তাই অজুহাত দিয়ে বললাম : সময়ের পরিবর্তন করা দরকার। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগে সাক্ষাতের সময় স্থির করলাম।

গতানুগতিক দেখা সাক্ষাৎ। আমি সিসারোকে এক ব্যাণ্ডিল টাকার নোট দিলাম। পরিবর্তে সিসারো আমাকে দুটি ফিল্ম রোল দিল। পরে জানতে পেরেছিলাম এই দুইটি ফিল্ম রোলে ছিল কায়রোর এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর বিবরণী। মিত্রশক্তির নেতারা কায়রো সম্মেলনে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এই ফিল্মে ছিল

সিসারো আমাকে আশা দিয়ে বলল : আরো কিছু ফিল্ম রোল কয়েক-দিনের মধ্যে দেব।

এর আগে সিসারো আমাকে মস্কো কনফারেন্স পরে কায়রো সম্মেলন এবং তেহ্‌রান সম্মেলনের ধারাবাহিক বিবরণীর কয়েকটি ফিল্ম রোল দিয়েছিল। এই সব বিবরণী থেকে বুঝতে পারলাম যে জার্মানীর পরাজয় এবং ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী

দুদিন পরে সিসারোকে নিয়ে আমি এক বড় বিস্তৃত বিবরণী লিখলাম :

একদিন বিকেলে সিসারো টেলিফোন করল। আর ফিল্ম রোল দিল, ঐ ফিল্ম রোলে ছিল তুর্কীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে আমেরিকা গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর এতদিন গোপন ছিল

পরে সিসারো ঘনঘন আমাকে টেলিফোন করতে শুরু করল। এবার থেকে সিসারো বেশ বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল প্রতিদিনই সিসারো একটা না একটা রোল ডেলিভারি দিতে লাগল এই সব ডকুমেন্টের ছবি তুলবার জন্যে আমি সিসারোকে একটি জার্মান 'লাইকা' ক্যামেরা এনে দিয়েছিলাম।

ডিসেম্বর মাস…সিসারো আমাকে টেলিফোন করে দেখা করতে চাইল। দেখা করবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল আমি ঐ স্থানে পেঁছুবা মাত্র সিসারো নিঃশব্দে বিড়ালের মত আমার গাড়িতে চেপে বসল। পরে ফিল্ম রোল এবং একটি প্যাকেট দিয়ে বলল : পরে খুলবেন বার্লিন জানে এই প্যাকেট নিয়ে কী করতে হবে।

এই সময়ে আমার গাড়ির শার্সীতে দেখতে পেলাম একটি বড় গাড়ি আমাদের পেছনে আসছে। কে? জানি না। আমি ভাবলাম ঐ গাড়িটা

হয়ত আমাকে কাটিয়ে যাবে। গাড়ীটি আমাকে কাটিয়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না।

বড়ো গাড়িটা আমাদের পেছন আসতে লাগল।

আমার মনে অজস্র চিন্তা ঢুকল। ওরা কে? কেন আমাদের পেছন পেছন আসছে। আমি গাড়িতে স্পীড দিলাম। ওদের চোখের আড়াল হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মন বলতে লাগল, পেছনের ওরা নিশ্চয় সিসারোকে খুঁজে বার করবার এবং ধরবার চেষ্টা করছে। আমি সিসারোর পানে তাকালাম। সিসারো সিটের এক কোণে কুঁকরে বসে ছিল। আতংকে, ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

আমি পেছনের লোকদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করলাম। তারপর একটি রাস্তার কোণে এসে বাঁদিকে গাড়ির মোড় নিলাম এবং গাড়িতে বেশি স্পীড দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে পেছনের গাড়ীটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

শেষে নিরাপদ জায়গার পৌঁছুবার পর সিসারো ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আমাকে বলল: আমাকে বৃটিশ এম্বাসীর কাছে ছেড়ে দিন।

সিসারো নেমে গেল।

আমি নিজের এম্বাসীতে ফিরে এলাম।

দপ্তরে ফিরে এসে দেখতে পেলাম আমি ক্লান্ত যথেষ্ট···ঘেমেও গিয়েছি।

* * *

সেদিন রাত্রে আন্ধকারার রাস্তা দিয়ে গাড়ির রেস এবং লুকোচুরি খেলবার পর বুঝতে পারলাম "অপরেশন সিসারো" কাহিনী কারো অজানা নয়। তৃতীয় ব্যক্তি এ কাহিনী জানতে পেরেছে।

এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে জানা এবং খুঁজে বার করা দরকার ছিল। তবে আমি এই রহস্যের কোন কূল কিনারা করতে পারলাম না।

ঐ রাত্রে গাড়ি নিয়ে রেস খেলা হবার পর সিসারো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সিসারো তার সম্বিত ফিরে পেল। আবার আগের মতো হল।

সিসারো আমাকে বলল: ঐ রাত্রে সে নিরাপদেই তার ঘরে ফিরে যেতে পেরেছিল। সে ঘরে ফিরে আদালীর উর্দি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার এক বন্ধু এসে তার সঙ্গে দেখা করল, অতএব সিসারো নিশ্চিন্ত হল।

সবাইকে নির্ভয়ে বলতে পারবে যে সে এম্বাসীর বাইরে কোথাও যায় নি। সিসারো কিছুদিন আগে আমাকে একটি মোমবাতির ছাঁচ দিয়েছিল এবং বলেছিল ঐ ছাঁচ অনুযায়ী যেন তাকে কিছু নকল চাবি তৈরি করে দেওয়া হয়। আমি ঐ মোমবাতির ছাঁচ বার্লিনে পাঠিয়েছিলাম। আজ সিসারো জিজ্ঞেস করল ঐ ছাঁচ অনুযায়ী নকল চাবি তৈরি করা হয়েছে কিনা। ঐ চাবিগুলি তার একান্ত প্রয়োজন কারণ কিছুদিনের মধ্যে বৃটিশ এম্বাসডার বেড়াতে বাইরে

যাবেন। তার অনুপস্থিতিতে সিসারো আরো কিছু ডকুমেণ্ট ফটো করতে চান। তাই তার চাবি একান্ত আবশ্যক।

ঐদিন ছিল সিসারোর ছুটির দিন। তাই সে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করল। সেদিন সিসারো বেশ বড়াই করে বলতে লাগল : সে এক কঠিন কাজ করছে। এই কথাগুলি বেশ গর্বের সঙ্গে বলল।

এর পরে সিসারো আমাকে আর একটি রোল দিল। ঐ রোল ডেভেলপ করবার পর আমি ভয় পেলাম। কারণ ঐ ছবিতে দুটি আঙ্গুল বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একটি আঙ্গুলে ছিল আংটি। ঐ আংটি ছিলো সিসারোর। ঐ আংটিটি সিসারোর বন্ধুদের কাছে এবং বৃটিশ এম্বাসীতে একেবারে অজানা ছিল না।

সিসারো বেশ বড়াই করে ঐ আংটি নিজের হাতে পড়ত। সবাইকে দেখাত। আর একটি সন্দেহ আমার মনে হল। বার্লিন বলেছিল : সিসারোর নিশ্চয় কোন সহকারি আছে। সিসারো এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। সে তার ফটোগ্রাফির টেকনিক আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিল। আমি যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বার্লিন অবশ্যি স্বীকার করেনি।

সমস্ত ঘটনা রোমন্থন করে আমি স্তম্ভিত হলাম। সিসারো আমাদের বহু মূল্যবান ডকুমেণ্ট দিচ্ছিল। এই সব ডকুমেণ্টের মূল্য পয়সা দিয়ে যাচাই করা যায় না। এই ডকুমেণ্টগুলির ফটো করতে সিসারোর কী কোন সহকারি ছিল! এই প্রশ্ন আমার মনে জাগল। বার্লিন সন্দেহ করেছিল সিসারোর সহকারি আছে। তিনি একা কাজ করেন না। এই সব ডকুমেণ্ট জাল এবং এ হল বৃটিশ এম্বাসীর চক্রান্ত। সিসারো অবশ্যি এই কথাগুলি পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল! তার কোন সহকারি নেই। সে একাই এই ফটোগ্রাফির কাজ করছে। এতদিন আমি সিসারোর কথা বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু আজকের ডকুমেন্টগুলি দেখবার পর আমার মনেও সন্দেহ জাগল।

এরপর বার্লিনের এক ফটোগ্রাফার আঙ্কারায় এলেন। উদ্দেশ্য তিনি এই ডকুমেণ্টগুলির ফটোগ্রাফি নিয়ে তদন্ত করবেন।

অনেক অনুরোধ করবার পর সিসারো আমার দপ্তরে এসে হাজির হল। দপ্তরে সিসারো আমাকে ছাড়া অন্য কারু সঙ্গে কখনই কোন কথা বলত না। এবার সিসারোকে জেরা করবার জন্যে আমি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলাম। তার চেয়ারের সামনে একটি মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখলাম। পরে মাইক্রোফোনটি পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। সিসারো জানতে পারল না আমরা তার কথাগুলি টেপ রেকর্ড করছি।

বার্লিন থেকে যে ফটোগ্রাফার স্পেশালিস্ট এসেছিলেন, তিনি সিসারোর জবাব শুনে আমাকে বললেন যে সিসারো হল ফটোগ্রাফীতে জিনিয়াস। ফটোগ্রাফীর বিদ্যায় তিনি অতুলনীয়।

ফটোগ্রাফার স্পেশালিস্ট বার্লিনে ফিরে গেলেন। বার্লিন আমাকে সিসারোর ফটোগ্রাফি নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি।

ইতিমধ্যে সিসারো প্রতিদিন আমাদের বৃটিশ এম্বাসীর ঘরের খবর দিচ্ছিল।

এই সময়ে আমার জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো।

আমাদের প্রেস এটাচি সেলার একটা কাজ নিয়ে বুলগেরিয়াতে গিয়েছিলেন। সেইখানে একদিন এলিজাবেথ নামে একটি মেয়ে এবং তার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। মেয়েটির বাবা আমাদের সোফিয়ায় অবস্থিত জর্মান এম্বাসীতে কাজ করতেন। সোফিয়ার বাবা সেলারকে বললেন তিনি তার মেয়েকে আঙ্কারায় পাঠিয়ে দিতে চান। কারণ আঙ্কারায় এখনও লড়াইর ঢেউ গিয়ে পৌঁছয়নি। এ ছাড়া বুলগেরিয়াতে প্রায়ই মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী হানা দিচ্ছিল। বিমান বাহিনীর আক্রমণে এলিজাবেথের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে গিয়েছিল।

আঙ্কারায় ফিরে এসে সেলার আমার কাছে অনুরোধ করলেন এলিজাবেথকে যেন আমার দপ্তরে চাকুরি দিই। শুনেছি তোমার একজন টাইপিষ্ট দরকার। এলিজাবেথ ভাল টাইপিষ্ট। এ ছাড়া ভাল ইংরেজী এবং ফরাসি ভাষাও বলতে পারে।

'অপারেশন সিসারো' শুরু হবার পর আমার দপ্তরের কাজ তিনগুণ বেড়েছিল। আমি জানতাম বার্লিন আমাকে কোন লোক দিয়ে সাহায্য করবে না। বরং লোক চাইলে কাপ্টেন ব্রুনার তার একজন স্পাইকে আমার উপর কড়া নজর রাখবার জন্য পাঠাবেন। পাঠাতে চাইলেনও। লোকটির আসল কাজ ছিল আমার উপর নজর রাখা।

এলিজাবেথের নিয়োগ নিয়ে আমি বার্লিনের কাছে চিঠিপত্র লিখলাম। বার্লিন বিদেশ মন্ত্রণালয় আমার প্রস্তাবে রাজি হল। এবার আমি এলিজাবেথকে চাকুরি দেবার জন্যে মন ঠিক করলাম। এই বিষয় নিয়ে এম্বাসডারের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি আমার প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন।

এলিজাবেথ ছিল 'স্পর্শকাতর' মেয়ে। কিন্তু আমার প্রথম ভুল হল আমি এলিজাবেথকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। এদিকে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি, যদিও খেয়াল করা উচিৎ ছিল।

এ ছিল আমার দ্বিতীয় ভুল। কারণ এলিজাবেথের ব্যক্তিগত জীবনের উপর কড়া নজর রাখলে আমি জানতে পারতাম না যে এলিজাবেথ বৃটিশ এম্বাসীর লোকদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

* * *

বার্লিন সিসারোর জন্যে একটি নকল চাবি করে পাঠাল। এই নকল চাবিগুলি ছিল বৃটিশ এম্বাসডারের ঘরের চাবি। কিছুদিন পরে বৃটিশ এম্বাসডার ছুটিতে গেলেন। ঐ সময়ে সিসারো এম্বাসডারের ঘরে ঢুকে ফাইল

খুলে ডকুমেণ্ট ফটোগ্রাফ করতে লাগল। শুধু তাই নয়। প্রায়ই দেখা যেতো সিসারো এম্বাসডারের রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে আঙ্কারার রাস্তায় ঘাটে ঘোরা ফেরা করছে।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম লণ্ডন থেকে কিছু বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক আঙ্কারায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। খবরটি আমাকে সিসারো দিয়েছিল। পরে সিসারো বলল: লণ্ডনের সিকিউরিটি এজেণ্টরা সমস্ত সিন্দুকে এ্যার্লাম বেল লাগিয়ে দিয়েছে। সিকিউরিটি আরো কড়া করা হয়েছে। কেউ সিকিউরিটি ডালা খুললে এম্বাসীর চারদিক থেকে বেল বাজবে। সিসারোর কাজের বিপদ বেড়েছে! এই পরিস্থিতিতে ডকুমেণ্ট ফটোগ্রাফ হল বিপদ এবং দুঃসাহসিকের কাজ।

আর একটি ঘটনা প্রমাণ করল সিসারোর কাছ থেকে যে ডকুমেন্টগুলি পাওয়া যায় সেই খবরগুলি সত্য—মিথ্যে নয়। সিসারো আমাদের তেহেরান সম্মেলনের একটি বড় রিপোর্ট দিয়েছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল বল্কান দেশগুলি বিশেষ করে বুলগেরিয়ার উপর বোমা বর্ষণ করা হবে। কবে নাগাদ বোমা বর্ষণ করা হবে তার একটি আনুমানিক তারিখও দেওয়া হয়েছিল।

ঐ দিনটি পার হবার পর আমরা বুলগেরিয়া থেকে খবর পেলাম মিত্রশক্তির প্লেন বোমা বর্ষণ করে বুলগেরিয়ার রাজধানীকে বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করছে।

আমি এই বিষয়ে বার্লিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

বললাম এবার স্বীকার করতে হবে সিসারোর রিপোর্ট নির্ভুল।

সিসারো বলল: বৃটিশ সিক্রেট এজেণ্টরা বৃটিশ এম্বাসডারের সিন্দুকে নতুন চাবি লাগিয়েছে। এখন সিন্দুক খোলা সহজ কাজ নয়। সিসারো আরো বলল: যখন সিন্দুকের তালা পালটান হয় তখন সে ঐখানে উপস্থিত ছিল। সিসারো বৃটিশ এজেণ্টদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছে লণ্ডনের এম আই ফাইভ সন্দেহ করছে, আঙ্কারার বৃটিশ এম্বাসী থেকে কেউ গোপন খবর চুরি করে বাইরে বাজারে বিক্রী করছে। তাই বৃটিশ সরকার সাবধান হবার জন্যে সিকিউরিটি অফিসারদের আঙ্কারায় পাঠিয়েছে।

সিসারো বলল এবার থেকে সে শুধু সিক্রেট, টপসিক্রেট কিংবা 'ফর দি আইজ অনলি' ডকুমেণ্ট গুলি ফটো করবে।

এরপর আমি কিছু দিনের জন্যে ছুটি কাটাতে তুর্কীর বুসা শহরে গেলাম। 'বুসা' ছিল তুর্কীর ট্যুরিষ্টদের জন্যে বেড়াবার এক আকর্ষণীয় স্থান। বেশিদিন বুসা শহরে ছুটি কাটাতে পারলাম না। আমাকে অবিলম্বে আঙ্কারায় ফিরে যেতে বলা হল। কারণ আমাদের ইস্তানবুলের কন্সুলেটের এক জর্মান কর্মচারি পালিয়ে গেছে। এম্বাসী সন্দেহ করছে ঐ জর্মান কর্মচারী বৃটিশদের সঙ্গে কাজ করছে।

এই জর্মান কর্মচারীর পালিয়ে যাবার ঘটনা এম্বাসী এবং আঙ্কারার জর্মান

মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই লোকটিকে আমি চিনতাম। তার দপ্তরের প্রধানকর্তা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এ লোকটি আবভেরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। বন্ধুর অধীনের কর্মচারি পালিয়ে যাবার দরুণ তিনি একটু বেকায়দায় পড়লেন।

আমার বন্ধু বিপদের আশংকা করলেন।

কিছুদিন পরে এম্বাসীর আর একজন কর্মচারি পালিয়ে গিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে হাত মেলাল। এই পলাতকার নাম ছিল এলিজাবেথ। আমার দপ্তরের নবাগত স্টেনোটাইপিস্ট

এলিজাবেথের পালিয়ে যাবার ঘটনায় আমি বিব্রত বোধ করলাম।

পালিয়ে যাবার আগেরদিন আমি এবং এলিজাবেথ একসঙ্গে দপ্তরে কাজ করছিলাম। হঠাৎ এলিজাবেথ আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: আপনি কী মনে করেন, জর্মানী এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে?

প্রশ্নটি শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। কিছুদিন হল এলিজাবেথের চরিত্রে অসম্ভব পরিবর্তন হয়েছিল। এলিজাবেথের সংকোচ দূরে হয়েছিল। সে আগের চাইতে অনেক দুঃসাহসী হয়েছিল। আমি ধীর শান্ত গলায় বললাম: কেন? জর্মানীর এই যুদ্ধে জয়লাভ অনিবার্য এবং সুনিশ্চিত।

আপনি জানেন প্রতি যুদ্ধে জর্মানীর পরাজয় হচ্ছে; তাহলে আপনি জোর দিয়ে কী করে বললেন জর্মানীর জয় হবে?

আমি নিজের কাজ বন্ধ করে বললাম: হয়ত হার হচ্ছে। তবে একটা দুটো লড়াইতে হার স্বীকার করা মানে নয় পুরো যুদ্ধে আমরা হেরে যাবে।

: ধরুন আমরা যদি হেরে যাই তাহলে কী হবে?

: তাহলে আমাদের করবার কিছু নেই, আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম।

এই কথা বলতে গিয়ে এলিজাবেথ বেশ উত্তেজিত হয়েছিল। আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম

এরপর থেকে আমি এলিজাবেথের উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিলাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন আমার সেক্রেটারি অসুস্থ হল। ঐ অবস্থায় এলিজাবেথ তার কাজ করে আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল। আমি রাজি হলাম।

একদিন আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে আগেই বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর হঠাৎ মনে হয় আমার দপ্তরের, আলমারির চাবি সবই এলিজাবেথের কাছে আছে। এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে গিয়ে এলিজাবেথের হাত থেকে চাবির গোছা কেড়ে নিলাম। এলিজাবেথ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখের হাব ভাব দেখে মনে হল যে মনে ব্যথা পেয়েছে। আমার অবশ্য করনীয় কিছু ছিলনা।

আমি স্থির করলাম এলিজাবেথকে ছুটি দিতে হবে। ছুটি মানে বিদায়।

আমি এবার সমস্ত ঘটনা এম্বাসডারকে গিয়ে খুলে বললাম। এম্বাসডার প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন: এলিজাবেথকে আপনিই পদে নিয়োগ করেছেন। কারণ তাকে চাকুরি দেবার অনেক ঝামেলা বিপদ ছিল। অতএব এলিজাবেথকে নিয়ে যদি কোন ঝামেলা হয় তাহলে তার ঝুঁকি আপনাকে পোহাতে হবেই। ভেবে দেখুন।

এম্বাসডারের কথায় যুক্তি ছিল।

: 'আপারেশন সিসারোর' কাজকর্ম না থাকলে আপনাকে এ নিয়ে বিরক্ত করতাম না। কিন্তু আমি এলিজাবেথকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

: বলুন, আমি কী করতে পারি? যদি বার্লিনকে বলি এলিজাবেথ কাজের জন্যে অনুপযুক্ত তাহলে তারা এলিজাবেথকে বার্লিনে নিয়ে যাবে।

একটু চুপ করে এম্বাসডার বললেন: আমি মেয়েটির বাবার কাছে সব কথা খুলে একটি চিঠি লিখব। এছাড়া বার্লিনকে জানাব মেয়েটি অসুস্থ।

এম্বাসডার এলিজাবেথের বাবার কাছে সব কথা খুলে চিঠি লিখলেন। অবশ্য এই চিঠির কথা এলিজাবেথকে জানানো হল না।

এই সময়ে আমি সিসারোর দেখা পেতাম না বললেই চলে। সিসারো আমাকে দুচারটে ফিল্ম রোল দিয়েছিল। তবে ঐ সব রোলে উল্লেখযোগ্য কোন খবর ছিল না।

একদিন একটি ডকুমেণ্টে 'অপারেশন ওভারলর্ড' নামে একটি শব্দের সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম। এই 'ওভারলর্ড' অপারেশনটি কী আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি সিসারোকে জিজ্ঞেস করলাম এই অপারেশন ওভারলর্ডটি নিয়ে কী এম্বাসীতে কোন আলোচনা শুনেছেন? সিসারো আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলনা।

আর একদিন একটি ডকুমেণ্টে দেখলাম যে আঙ্কারার বৃটিশ এম্বাসডারকে বলা হয়েছে তিনি যেন অ্যাংলো তুর্কী সন্ধি চুক্তি মে মাসের মধ্যে শেষ করেন। এ সময়ের মধ্যে এই চুক্তি সই করবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন গোপন কারণ আছে! কারণটি কী আমার জানবার জন্য ইচ্ছা হল

এই প্রশ্নটি মনে জাগবার আর একটি বড় কারণ ছিল। 'অপারেশন 'ওভারলর্ড' শব্দটি যে ডকুমেণ্টে পেয়েছিলাম সেইটে ছিল সিসারোর কাছ থেকে আমার পাওয়া শেষ ডকুমেণ্ট।

এ পর্যন্ত অপারেশন সিসারো বাবদ আমি তেনলাখ বৃটিশ পাউণ্ড সিসারোকে দিয়েছিলাম। এই ছিল জার্মান এম্বাসীর সিসারোর কণ্ট্রোলার ময়েজিসের কাহিনী।

পরে আর একটি ঘটনা বলে এখানে কাহিনীর শেষ করা দরকার

একদিন সিসারো ময়জিসের সঙ্গে এলিজাবেথকে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসে দেখতে পেল। কয়েকঘণ্টা পরে সিসারো যখন আঙ্কারার প্যালেস হোটেলে তার

বান্ধবীর জন্যে প্রতীক্ষা করছিল, ঐ সময়ে সিসারো এলিজাবেথকে আর একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখতে পেল। সিসারো জানত এলিজাবেথের বন্ধুটি কে ছিলেন। বৃটিশ এজেন্ট এবং তিনিই একদিন রাত্রে সিসারো এবং ময়াজিসের পেছনে পেছনে গাড়ি নিয়ে সারা আন্ধারা শহরে ঘুরেছিলেন।

এক মুহূর্তের মধ্যে সিসারো তার ভবিষ্যৎ স্থির করে নিল। সে ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফের জিনিষপত্র নদীতে ফেলে দিল। পরে সে বৃটিশ এম্বাসী থেকে ইস্তফা দিল। পরে একদিন শোনা গেল যে এলিজাবেথ জর্মান এম্বাসী থেকে পালিয়ে গিয়ে বৃটিশ আমেরিকানদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

—সিসারো উধাও হয়ে গেল। (১৯৭৩ সালে সিসারো মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার মতো দুর্দ্ধর্ষ স্পাই আর হয়নি।)

সিসারোর ডকুমেন্টগুলি বিশেষ মূল্যবান ছিল। অবশ্য হিটলার সিসারোর কাছ থেকে পাওয়া খবরে পুরোপুরি বিশ্বাস করে তার প্ল্যান পরিকল্পনা পাল্টাতেও চাননি। হিটলার নিজেও একদিন তার জেনারেলদের বলেছিলেন : আক্রমণ আসন্ন—অবশ্য হিটলার ভেবেছিলেন য়ুরোপের পশ্চিম লড়াইয়ের মাঠে প্রধান আক্রমণ শুরু হবার আগে মিত্রশক্তি দুই তিনটি ছোটখাটো আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে।

একটি টেলিগ্রামে 'ওভারলর্ড' শব্দটি লেখা ছিল। প্যাপেন এই ওভারলর্ডকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন : ওভারলর্ড মানে হল ইংল্যাণ্ড থেকে আক্রমণ শুরু কর।

* * *

জর্মান কর্তৃপক্ষ এলিসা বাজনের (সিসারোর) কাছ থেকে পাওয়া খবরে পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। তাছাড়া হিটলার এবং জর্মান হাইকম্যাণ্ড তাদের কিছু কিছু বিশ্বস্ত স্পাইর পাঠান খবরে বিশ্বাস করতে পারেননি।

এমনি একটি মহিলা স্পাইয়ের কাহিনী বলা প্রয়োজন। মেয়েটির নাম ছিল ইলোনকা জাবো। পেশায় তিনি ছিলেন এক হোটেলের ঝি। তিনি আসলে স্পাই ছিলেন না। তবে ঘটনাচক্রে স্পাই হয়েছিলেন।

১৯৪১ সালে হাঙ্গারীতে আমেরিকান এম্বাসডার ছিলেন হারবারট পেল। ইলোনকা জাবো পেলের সিন্দুক থেকে অনেক 'টপসিক্রেট' আমেরিকান ডকুমেন্ট চুরি করে আবয়েরকে দিয়েছিলেন।

এম্বাসডার পেল ছিলেন রুজভেল্টের বন্ধু এবং বড়লোক, বলা যায় টাকার কুমীর।

নির্বাচনে জয়লাভ করবার পর রুজভেল্ট পেলকে লিসবনে এম্বাসডার করে পাঠিয়েছিলেন। ঐ সময়ে লিসবনে অনেক দেশের স্পাই ছিল। রুজভেল্ট পেলকে বলেছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে নির্ভুল খবর চাই। পেল বিভিন্ন স্পাইদের সাহায্য নিয়ে স্পেন সম্বন্ধে একটি ভাল রিপোর্ট তৈরী

করেছিলেন।

১৯৪১ সালে রুজভেল্ট পেলকে হাঙ্গারীতে পাঠালেন। ঐ সময়ে হাঙ্গারীর রাজধানী বুদাপেস্ত ছিল এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শহর। ঐ শহরে আবভেরের অনেক এজেণ্ট থাকত।

পেল গিয়ে বুদাপেস্তের 'প্যালেস হোটেলে' উঠলেন। পেলের ঘরের ঝি হলেন ইলোনকা জাবো। তিনি ছিলেন আবভেরের একজন এজেণ্ট।

পেলের কাছে প্রতিদিন শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। ঐ সময়ে গোপনীয় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হত।

ইলোনকা জাবো বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন। তিনি তার কাজকর্মে খুব দক্ষ ছিলেন এম্বাসডার পেল তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তার শোবার ঘরে গুছিয়ে রাখতেন। এইসব কাগজপত্রের মধ্যে ছিল পেল এবং রুজভেল্টের সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময়ের ফাইল। ইলোনকা জাবোর রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রখর জ্ঞান ছিলনা কিন্তু ঐ সব ফাইল কাগজপত্র দেখে ইলোনকা বুঝতে পারল ফাইলটা জরুরী। ইলোনকা জাবো বুঝতে পেরেছিলেন ঐ সব ফাইলের কাগজগুলি বিক্রী করলে প্রচুর টাকা রোজগার করা যাবে। একদিন ইলোনকা ফাইল থেকে কাগজ চুরি করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন

পেল অনুমান করেছিলেন হাঙ্গারীর সঙ্গে আমেরিকার লড়াই শুরু হতে পারে। ফাইলগুলি পরীক্ষা করে তিনি স্থির করলেন ফাইলের কিছু কিছু চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হতে পারে। তিনি চিঠিগুলি নিজে পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করলেন আবার কিছু কিছু কাগজ আগুনে না দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। ইলোনকা জাবো ঐ সব ছেঁড়া চিঠি, কাগজপত্র সংগ্রহ করে রাখতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ইলোনকার মনের প্রধান প্রশ্ন হল এইসব ছেঁড়া কাগজ নিয়ে কী করা যায়। একদিন ঐ ছেঁড়া কাগজ কিনবার খদ্দের পাওয়া গেল। খদ্দের হল 'আবভের'। আর আবভেরের যে লোকটি ইলোনকা জাবোর কাছ থেকে কাগজগুলি কিনবার চেষ্টা করলেন তার নাম ছিল উইলিয়াম হয়েটেল।

ইতিমধ্যে বুদাপেস্তে আমেরিকান এম্বাসডারের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে জর্মান এম্বাসডার ডিয়েট্রিক ভন জাগোগে হাঙ্গারীর বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলেন পেল হাঙ্গারীতে অবৈধ এবং হাঙ্গারি সরকারের স্বার্থের বিরোধী কাজ করছেন। অবশ্য এই নালিশকে সমর্থন করবার মতো কোন তথ্য তার কাছে ছিল না।

হাইড্রিক জাগোগের এই ক্ষীণ, মৃদু আপত্তি এবং এস ডির কথায় হাইড্রিক এবং ওয়াল্টার শেলেনবুর্গ সন্তুষ্ট হলেন না। শেলেনবুর্গ জর্মান এম্বাসডারের কাজ কর্মের উপর কড়া নজর রাখবার জন্যে আবভেরের 'এজেণ্ট' উইলিয়াম হয়েটেলকে অনুরোধ করলেন। তাকে বলা হল তিনি যেন পেলের প্রতিটি কাজের উপর

কড়া নজর রাখেন। এবং পরে পেলের রিপোর্টগুলি যেন আবভেরের হেড কোয়ার্টার্সে পাঠান হয়।

হয়েটেল পেলের হোটেলের রুমের ঝি ইলোনকা জাবোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ইলোনকা জাবোকে দলে টানা হল। জাবো এবার পেল ও রুজভেল্টের চিঠিপত্রের ছেঁড়া অংশগুলি হয়েটেলকে দেখালেন। হয়েটেল ছেঁড়া চিঠিগুলি পড়বার পর এই সব চিঠির আসল মূল্য বুঝতে পারলেন। হয়েটেল ইলোনকা জাবোকে বললেন ভবিষ্যতে ছেঁড়া চিঠিগুলি আমার চাই। ছেঁড়া চিঠিগুলির জন্যে ইলোনকা জাবোকে অনেক টাকা ইনাম দেওয়া হল।

ঐ সব চিঠিতে কিছু মূল্যবান খবর পাওয়া গেল। ঐ খবরগুলি বার্লিনে পাঠান হল। এছাড়া পেলের রুমের প্রতিটি ওয়েটারকে টাকা দিয়ে বশ করা হল। তাদের বলা হল পেলের গতিবিধি, তিনি কোথায় যান এবং কী করেন সেই খবর আবভেরের দরকার। যখনই পেল ঘরের বাইরে যেতেন তখন 'এস ডি'র' ফটোগ্রাফার এসে পেলের বিভিন্ন ফাইলের গোপন কাগজপত্রের কপি ফটো করে নিতো। একটি চিঠিতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পর্তুগালের একনায়ক সালাজার সম্বন্ধে বেশ কিছু কঠোর মন্তব্য করেছিলেন

একদিন হাঙ্গারীর স্থানীয় পুলিশ জানতে পারল আবভের এবং 'এস ডি' এম্বাসডার পেলের অনেক গোপন কাগজপত্র ফটো করে নিচ্ছে। এই খবর স্থানীয় পুলিশ এবং সরকারকে খুশি করল না। কিন্তু হাঙ্গারি সরকার এ খবর পেলেকে জানতে দিল না। হাঙ্গারি-আমেরিকা যুদ্ধ শুরু হবার পর পেলে তার হোটেলের রুমে প্রায় নজরবন্দী ছিলেন। বাইরের কোন হাঙ্গারিয়ান তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পেতো না। এর পর ইলোনকা জাবোও পেলের ঘর থেকে কাগজপত্র চুরি করবার সুযোগ পেতো না

আবভের, 'এস ডি' পেলের ফাইলের অনেক কাগজপত্র ফটোগ্রাফ করে নিয়েছিল। শেলেনবুর্গ হাইড্রিককে এক নোট লিখে জানালেন আমরা অনেক প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই সব তথ্য আমরা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারব।

শেলেনবুর্গ রিবেনট্রপকে জানালেন আমরা পেলে সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। যদিও এই চিঠিখানা রিবেনট্রপকে লেখা হয়েছিল কিন্তু এই চিঠি রিবেনট্রপের পার্সোনাল রিলেশন্স অফিসার ভেরনার পিকোর হাতে গিয়ে পড়ে। তিনি চিঠির ভাষা রূঢ় বলে মনে করলেন। পিকো এই কারণে চিঠি রিবেনট্রপকে দিলেন না

এই ঘটনার কিছুদিন আগে শেলেনবুর্গ রিবেনট্রপের কাছে 'এস ডি' এজেন্টের একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। ঐ রিপোর্ট বিদেশমন্ত্রীর কাছে বিশেষ প্রয়োজন ছিল কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে রিবেনট্রপ ঐ রিপোর্টকে বিশেষ আমল দিলেন না। তেমনি এম্বাসডার পেল সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা

হয়েছিল, বিদেশমন্ত্রণালয় ঐ রিপোর্ট পেলের বিরোধী তথ্য সাক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করে নিল না। এর প্রধান কারণ ছিল রিবেনট্রপ ও শেলেনবুর্গের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ছিল। শেলেনবুর্গ পেলের বিরোধী তদন্ত এবং তথ্য সংগ্রহ করবার কৃতিত্ব নিজে নিতে চাইলেন। শেলেনবুর্গ তখন উন্নতির শিখরে উঠেছিলেন। কাজেই রিবেনট্রপকে উপেক্ষা করবার মতো সাহস তার ছিল।

* * *

ইস্তানবুলের আর একটি ঘটনা বলা দরকার।

১৯৪২-৪৩ সালে ইস্তানবুলে ছিল 'পাপনগরী'। নাচ গান, হৈ হল্লা, নাইটক্লাব, সুন্দরী সুন্দরী গণিকাদের আনাগোনা, স্পাই এবং ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা এই শহরকে গুলজার করে রেখেছিল।

এ সময়ে রাশিয়ান সিক্রেট এজেন্সী 'কে জি বি' ইস্তানবুলে বিশেষ তৎপর ছিল। কে জি বি'র তিনজন বড় স্পাই ছিলেন, কমরেড মাচকেনলি, ইয়াবিমভ এবং মোহারজী। তারা তাদের স্পাইচক্রের জাল চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। বৃটিশ 'এম আই' সিক্সের দুই এজেন্ট, কম্যাণ্ডার ওলফসন এবং তার ভাই গিবসন তুর্কীর প্রতিটি শহরের আনাচে কানাচে কী হচ্ছে সেই খবর জানবার চেষ্টা করছিলেন। বলা হতো এম আই সিক্সের এই দুই ভাই ছিলেন 'বল্কানের এনসাইক্লোপিডিয়া'। গ্রীক স্পাই, টক্সিম কাসিনো, তার সুন্দরী সুন্দরী অপ্সরাদের নিয়ে শিকার ধরবার চেষ্টা করতেন।

জর্মানীর দুইটি স্পাই প্রতিষ্ঠান 'এস ডি' এবং 'আবভেরও' ইস্তানবুলে বেশ তৎপর ছিল। আর এই সব স্পাই সংস্থাগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, কলহ, হিংসা, লেগেই ছিল। খবর সংগ্রহের ব্যাপারে একে অন্যকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করত। আবভেরের প্রধান কর্তার নাম ছিল সুলজ বারনেট এবং এস ডি ও গেস্টাপোর কর্তার নাম ছিল ময়জিস। আমরা ময়জিসের কাজকর্মের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছি।

আজকের এই ঘটনার প্রধান চরিত্রের নাম হল ডাঃ পল লেভারকুহেন। লেভারকুহেন তুর্কীতে আসবার আগে পারস্য এবং আজারবাইজানে 'আবভেরের' প্রধান কর্তা ছিলেন। সেইখানে তিনি প্রচুর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। পল লেভারকুহেন তুর্কীতে পৌঁছুবার পর বল্কানের বিভিন্ন দেশে-শহরে এবং মধ্য-প্রাচ্যের অনেক এলাকায় আবভেরের জাল বিস্তার করা হল। তার এই স্পাই-চক্রের নাম ছিল 'ভারভিল গ্রুপ।' ভারভিল গ্রুপ, টাকা, রমণী দিয়ে প্রমাণ করল যে কোন ব্যক্তিকে বশ করা সম্ভব এবং মানুষের চরিত্র বলে কিছু নেই।

ঐ সময়ে আমেরিকার এক রেডিও-র সংবাদদাতা রাশিয়ান এজেন্টদের কাছে মিথ্যা খবর বিক্রী করছিল। নাৎসী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বৃটিশদের কাছে মিথ্যা খবর পাচার করছিল। ময়েজিসের স্টেনো-টাইপিষ্ট এলিজাবেথ আমেরিকানদের কাছে ময়েজিসের এবং সিসারোর কাজকর্মের খবর বিক্রী

করছিল। তুর্কীর সিক্রেট সার্ভিস বিদেশি স্পাই সংস্থাগুলির উপর কড়া নজর রাখছিল। তুর্কীর সিক্রেট সার্ভিসের অনেক এজেন্ট লুকিয়ে জর্মান সিক্রেট সার্ভিস আবভেরকে খবর দিত। বলা যায় ১৯৪২-৪৪ সাল ইস্তানবুল শুধু 'পাপচক্র-দুর্নীতির' শহর ছিল না, ছিল স্পাই, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের মক্কা।

এই পাপচক্রে এসে ধরা দিল এক আমেরিকান নেভাল এটাচি নাম লেঃ কম্যাণ্ডার জর্জ হাওয়ার্ড আরল। তিনি ছিলেন বড় ঘরের ছেলে টাকা পয়সাওয়ালা লোক।

ইস্তানবুলে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে আরল তার বান্ধবী আড্রিয়েন মোখনারকে, বুলগেরিয়াতে এক তার পাঠালেন। বান্ধবীর ঠিকানা ছিল বারো নম্বর মুসকাট আলি উটকা...এই এলাকার আর একটি নাম ছিল 'প্রেমকুঞ্জ' অর্থাৎ 'মধু বৃন্দাবন'। এই তারে আরল্ আড্রিয়েনকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন অবিলম্বে তার সঙ্গে ইস্তানবুলে এসে দেখা করেন। তখন বুলগেরিয়া জর্মানীর কব্জায় ছিল। লড়াই শুরু হবার আগে আরল বুলগেরিয়াতে আমেরিকান এম্বাসডার ছিলেন। তখন তার আড্রিয়েনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। একজিন বাজারে গুজব শোনা গেল নাৎসী এজেন্টরা আরলকে খুন, হত্যা করবার প্ল্যান করছে। আরল সাবধান হলেন। আরল ঐ সময়ে বুলগেরিয়াতে আমেরিকার রাজদূত হিসাবে বেশ আয়েষী অলস. জীবন যাপন করছিলেন।

ডাঃ গোয়েবলস আরলের বিরুদ্ধে এক প্রোপাগাণ্ডার ঝড় তুলেছিলেন। প্রতিটি জর্মান পত্রিকা আরলের বিরুদ্ধে এক নোংরা প্রবন্ধ লিখেছিল।

আরল 'বুদাপেস্ত' থেকে যেসব গোপন রিপোর্ট আমেরিকায় পাঠাতেন ঐ সব রিপোর্টে অনেক গোপন প্রয়োজনীয় তথ্য থাকত। কিন্তু আমেরিকান পেশাদারি ডিপ্লোম্যাটরা এই সব অপেশাদারী ডিপ্লোম্যাটদের রিপোর্টে বিশ্বাস করতেন না। আরল ও তার রিপোর্টে পেশাদারি ডিপ্লোম্যাটদের তীব্র, কড়া সমালোচনা করতেন। এই কারণে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেণ্ট এবং আরলের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। এদিকে আরলকে নাৎসী সরকার বিশেষ সুনজরে দেখত না। একবার সোফিয়ার এক নাইটক্লাবে এক জর্মানের সঙ্গে আরলের তুমুল বাগবিতণ্ডা এবং পরে প্রায় হাতাহাতি হল। আরলের এই ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে আমেরিকার সিনেটের সদস্যরা আরলকে ডেকে পাঠাবার অনুরোধ করলেন। এই সময়ে আর একদিন সোফিয়ার এক নাইটক্লাবে আরলের সঙ্গে এক সুন্দরী ড্যান্সারের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল আড্রিয়ান। জর্মান কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে 'ইহুদি ক্যাবারে ড্যান্সার' বলে ডাকত।

আমেরিকাতে ফিরে আসবার পর আরলকে আর কোন নতুন চাকুরী দেওয়া সম্ভব হল না। তবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন আরলের এক হিতৈষী বন্ধু....। কিছু দিন পরে সুযোগ পেয়ে তিনি আরলকে ইস্তানবুলে

পাঠালেন।

কারণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কানাঘুষোয় গুজব শুনেছিলেন যে জর্মানীতে হিমলারকে সরিয়ে দেবার জন্য এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রথমে রুজভেল্ট এই গুজবে বিশ্বাস করেননি। পরে যখন আরো বিভিন্ন সূত্রে রুজভেল্ট এই ধরনের খবর পেতে থাকলেন এবং দেখা গেল যে এই সব খবর ইস্তানবুলের বিভিন্ন সূত্র থেকে আসছে, তখন তিনি আরলকে তুর্কীতে রাজদূত করে পাঠালেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। এই ছিল আরলের ইস্তানবুলে আগমনের পটভূমিকা।

ইস্তানবুলে পৌঁছে আরল তার নাইটক্লাবের বান্ধবীকে ইস্তানবুলে চলে আসবার জন্যে তার করলেন বান্ধবী আড্রিয়ান এই তার পেয়ে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কী ব্যাপার? তিনি দুম করে মনস্থির করতে পারলেন না এবার তিনি কী করবেন?

এই সময়ে আড্রিয়েনের বান্ধবী ক্লাউ আসত্রা ম্যাজোল্ডের কথা মনে পড়ল। আমেরিকা এই যুদ্ধে অংশ নেবার আগে ক্লাউ আসত্রা মাজোল্ডের স্বামী ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন। পরে মাজোল্ডের স্বামী বুদাপেস্তে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। আড্রিয়ান এবার মাজোল্ড দম্পতির কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলেন এবার তিনি কি করবেন।

ওয়াশিংটনে থাকাকালীন মাজোল্ড সাংবাদিক এবং স্পাই হিসেবে কাজ করতেন। আসলে তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনে আবভেরের একজন বড় মাপের এজেন্ট। এছাড়া মাজোল্ড হাইড্রিকের এবং রিবেনট্রপের দপ্তরকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। লড়াই শুরু হবার পর ম্যাজোল্ড বুদাপেস্তে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পারেন নি। তাই খবর সংগ্রহ করতে প্রায়ই তিনি আঙ্কারা এবং ইস্তানবুলে যেতেন। ঐ সময়ে তিনি জর্মান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন এজেন্ট রুডলফ লিউকাসকে খবর দিতেন। লিউকাস ছিলেন রিবেনট্রপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ম্যাজোল্ড তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলেন আমেরিকার এম্বাসডার আরল তার বান্ধবী আড্রিয়েনকে ইস্তানবুলে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করেছেন। লিউকাসকে এই খবর দেওয়া হল। এবং তাকে আরো বলা হল আরল হলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বর্তমান রাজনৈতিক এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। রিবেনট্রপের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে স্থির করা হল আরলকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে এক বড় চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে হবে।

মাজোল্ড বুদাপেস্তে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে আড্রিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি আড্রিয়ানকে বশ করলেন। তারপর আড্রিয়ানের সাহায্য নিয়ে আরলের উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। এছাড়া আড্রিয়ানের সাহায্য

নিয়ে কিছু খবর সংগ্রহ করা হল। এই সব খবর সংগ্রহ করার একটি উপায় ছিল। বিভিন্ন বাহানা দিয়ে আড্রিয়ান আরলকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে তিনি বুদাপেস্ত থেকে বেড়িয়ে গিয়ে ইস্তানবুলে চলে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি বেরুবার কোন অনুমতি পাচ্ছেন না। তাই তিনি অবিলম্বে আসতে পারছেন না। এদিকে লিউকাস স্থির করেছিলেন আড্রিয়ানকে বুদাপেস্ত থেকে বেড়িয়ে যাবার কোন অনুমতি দেওয়া হবে না।

একদিন মাজোল্ড আঙ্কারায় গিয়ে আরলের সঙ্গে দেখা করলেন। ঐ সময়ে ইস্তানবুলে গুজবের বাজারে একটি খবর প্রচারিত হয়েছিল হিটলারের নীতি এবং শাসন বিরোধী চক্রান্তকারীরা ইস্তানবুলে এসে পৌঁছেছেন। অনেকে বললেন মাজোল্ড ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

আরল মাজোল্ডকে সাড়ে সাতহাজার হাঙ্গারিয়ান কারেন্সী দিয়ে বললেন : এ টাকাটা আড্রিয়ানকে দেবেন। শুধু টাকা নয়। তিনি মাজোল্ডকে কিছু প্রয়োজনীয় খবর দিলেন।

রুজভেল্ট চার্চিলের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনা হয়েছিল তার একটি সারাংশ দিলেন। এছাড়া মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করবে এই কথাও বললেন। তার আগে উত্তর আফ্রিকা থেকে রোমেলের সৈন্যবাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া হবে। মাজোল্ড এই খবরগুলি লিউকাসকে দিলেন। খবরগুলি জর্মানীর কাছে গুরুত্ব-পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ছিল। রিবেনট্রপ নিজে মাজোল্ডের সঙ্গে দেখা করে বললেন : ভবিষ্যতে আপনি এ সব খবর আমাকে দেবেন। এবং এসডিকে যেন এ খবর দেওয়া না হয়। রিবেনট্রপের আশা ছিল তিনি মাজোল্ডের মাধ্যমে তার মনের কথা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানাবেন।

আর একবার মাজোল্ড আরলের সঙ্গে দেখা করে একটি দুষ্পাপ্য স্ট্যাম্পের এ্যালবাম রুজভেল্টকে উপহার দিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ট্যাম্প জমাবার প্রবল নেশা ছিল। মাজোল্ড যখন ওয়াশিংটনে ছিলেন তখন তিনি নিয়মিতভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে স্ট্যাম্প উপহার দিতেন।

আরল মস্কো সরকারের নীতির বিরোধী ছিলেন। তার মস্কো বিরোধী মনোভাব বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার ছিল।

মাজোল্ডের সঙ্গে কথাবার্তার পর আরল বললেন : এই লড়াইতে জর্মানীর পরাজয় ধ্রুব নিশ্চিত হয়েছে।

একদিন আরল মাজোল্ডকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। মাজোল্ড ইস্তানবুলে গিয়ে পৌঁছুতে বেশি দেরি করলেন না। আরল মাজোল্ডকে বললেন : আমি বিপদে পড়েছি। আমি খবর পেয়েছি বুদাপেস্তে যে হোটেল-রুমে আমি থাকতাম ওখানে রাশিয়ান এজেন্টরা মাইক্রোফোন বসিয়ে আমার কথাবার্তা টেপ রেকর্ড করে নিয়েছে। আমি মস্কোর নীতির সমালোচনা করেছি এবং আমার প্রেসিডেন্ট যদি এসব কথা শুনতে পান তাহলে

আমি বিপদে পড়ব। এ ছাড়া ভবিষ্যতে আমাদের দেখাশুনো, সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না। কারণ বৃটিশ এবং রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমার উপর কড়া নজর রাখছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি আড্রিয়ানকে একটু দেখা শোনা করবেন।

এরপর মাজোল্ড এবং লিউকাস হাঙ্গারি সরকারের কাছে অনুরোধ করলেন যেন আড্রিয়ানকে হাঙ্গারী থেকে বেরুবার অনুমতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আরলের আড্রিয়ানের প্রতি দুর্বলতায় ভাটা পড়েছিল। আরল আর একটি সুন্দরী অল্প বয়েসের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছিলেন।

অপরদিকে তুরস্ক সরকার আড্রিয়ানকে ইমিগ্রেশন ভিসা দিতে আপত্তি করল। আরল আড্রিয়ানকে এক তার পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন আপনি আঙ্কারায় আসবেন না। যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আমি আপনার খরচের জন্যে ছয়মাসের মতো টাকা পাঠাচ্ছি।

আড্রিয়ান এই টেলিগ্রাম পাবার পর মাজোল্ডের শরণাপন্ন হলেন। এবার তিনি কী করবেন? তিনি মাজোল্ডের কাছে পরামর্শ চাইলেন।

ঃ কিছুই না। মনে করুন আপনি এই টেলিগ্রাম পাননি। যদি কোন হাঙ্গামা না হয় তাহলে আমি দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আঙ্কারায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

আড্রিয়ান ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে চেপে আঙ্কারায় গিয়ে পৌঁছুলেন। আরল আড্রিয়ানকে দেখে খুশি হয়েছিলেন বটে তবে আড্রিয়ানকে তার জীবন থেকে সরে যেতে বললেন। পরে ইস্তানবুলের বিখ্যাত নাইট ক্লাব 'টাক্সিম' কাসিনোতে আড্রিয়ানকে একটি চাকুরি দিলেন।

মাজোল্ড লিউকাসের কাছে এই ঘটনার একটি বিবরণী পাঠালেন। মাজোল্ড লিউকাসকে বললেন ঃ ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া লাগানো সম্ভব হতে পারে। কারণ আড্রিয়ান এখনও ইস্তানবুলে আছেন। তার সাহায্য নিয়ে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দরকারি কাজ করতে পারি।

এবার আরল শুধু আড্রিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না। তিনি ম্যাজোল্ডের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন।

আরল ছিলেন বুদ্ধিমান, চালাক লোক। তিনি জানতেন মাজোল্ড হলেন জর্মান 'সিক্রেট এজেন্ট'। আরল যেমন নিজের জীবনে বিপদকে ডেকে আনতেন, তেমনি বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতাও তার ছিল। আরল জানতেন তার জর্মান এজেন্ট বন্ধুর বার্লিনে অনেক গণ্যমান্য বন্ধু আছেন। আরল আরো জানতেন তিনি যে সব খবর মাজোল্ডকে দিচ্ছেন, নাৎসী নেতারা ঐ খবরগুলি নিয়মিতভাবে পাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তিনি মাজোল্ডের সাহায্য নিয়ে নাৎসী নেতাদের কাছে খবর পাঠাবেন যেন তারা জর্মান সৈন্যবাহিনীকে য়ুরোপের চারদিকে ছড়িয়ে রাখেন। অবশ্য তার উদ্দেশ্য ছিল তাহলে জর্মান সৈন্যবাহিনী

দুর্বল হবে।

আড্রিয়ান আঙ্কারায় পৌঁছুবার পর আরল নতুন দাবার চাল দিতে শুরু করলেন। তিনি আড্রিয়ানের সাহায্য নিয়ে হিটলারের বিরোধী যে সব জর্মান নাগরিক আঙ্কারাতে ছিলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। হিটলারকে গদি থেকে তাড়াবার জন্যে কিছু নাৎসী নেতাদের সাহায্য নিয়ে তিনি হিটলার বিরোধী চক্রান্ত করলেন। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি জর্মান এম্বাসডার প্যাপেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

তিনি ইস্তানবুলের আবওরের কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় আড্রিয়ানকে শিখণ্ডী রেখে ইস্তানবুলের জর্মান নাগরিকদের ঘরের খবর সংগ্রহ করতেন। তুর্কীর রাজনৈতিক সামাজিক মহলের সবাই জানতেন যে আরল ছিলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। এর পর আড্রিয়ানের চাহিদা বাড়ল। আড্রিয়ান যে আরলের প্রেমিকা একথাও সবাই জানতেন। অতএব তার সাহায্য নিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে খবর পাঠান সহজ কাজ ছিল। রাশিয়ান, বৃটিশ, ফরাসি, সুন্দর সুন্দর পুরুষরা এসে আড্রিয়ানকে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জর্মান সিক্রেট এজেন্ট ডাঃ লেভার কুহেন এক সুন্দর জর্মান যুবককে উইল হেল্‌ম হামবুরগারকে আড্রিয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পাঠালেন। অন্যদেশের প্রতিনিধিরা আড্রিয়ানকে দামি দামি, ডায়মণ্ড, নেকলেস ইত্যাদি প্রেজেণ্ট দিতেন। এই সব উপহার পাবার পরিবর্তে আড্রিয়ান এদের সাহায্য করতেন।

জিনিসপত্র প্রেজেণ্টের ব্যাপারে হামবুরগারের মতো দরাজ উদার প্রকৃতির লোক আর ছিলনা। অবশ্য তার আর একটি কারণ ছিল। লেভারকুহেন বেশি টাকা পয়সা খরচ করতে পছন্দ করতেন না। কিন্তু আড্রিয়ান হামবুরগারকে পছন্দ করতেন।

১৯৪৪ সালে মাজোর্ড ইস্তানবুলে ফিরে এলেন। এবার তিনি তার নিজের কাজে এসেছিলেন। তিনি আড্রিয়ানের সঙ্গে দেখা করলেন। ঐ সময়ে আড্রিয়ান নাইটক্লাবে কাজ শুরু করেছিলেন।

ডার্লিং আড্রিয়ান, আমি একবার আরলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখা করা সম্ভব হবে কী ?

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গিয়েছিল। এবার মাজোর্ডকে আরলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আড্রিয়ানের সাহায্য নিতে হল।

* * *

২০শে মে, ১৯৪৩ সাল

হিটলারের শিবির—

হিটলার তার এক বিশেষ এজেণ্টের কাছ থেকে ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবর শুনছিলেন।

সমস্ত ঘটনা শুনবার পর হিটলার বললেন : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাকড়সার মতো সজাগ হতে হয়। নইলে জালে আটকা পড়বার সম্ভবনা আছে। অবশ্য কোন বিপদ আসবার আগেই আমি বিপদের গন্ধ পাই…

কিন্তু ছয়মাস বাদে হিটলারের বন্ধু বেনিটো মুসোলিনীর যখন পতন হল তখন হিটলার কালোমেঘ ঘনিয়ে আসবার সম্ভবনা আন্দাজ ও অনুমান করতে পারেননি।

*　　　*　　　*

২৫শে জুলাই ১৯৪৩ মুসোলিনী ইতালির সম্রাট তৃতীয় ইমানুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। হিটলার মুসোলিনী কল্পনা করেননি যে সম্রাট মুসোলিনীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবেন।

সম্রাট ইমানুয়েল মুসোলিনীকে বললেন : মাই ডিয়ার মুসোলিনী এই যুদ্ধে ইতালির পরাজয় হয়েছে একথা স্বীকার করতে হবে। সৈনারা ক্লান্ত এবং তাদের যুদ্ধ করবার কোন ইচ্ছা নেই। দেশের নাগরিকেরা আপনাকে ঘৃণা করে। অতএব আপনাকে বিদায় নিতে হবে

এই বলে সম্রাট ইমানুয়েল বেনিটো মুসোলিনীকে বরখাস্ত করলেন। এবং তার স্থানে মার্শাল পিয়েত্রো বদগালিওকে প্রধানমন্ত্রী করলেন। পরে সম্রাট ইমানুয়েল রেডিওতে মুসোলিনীর বরখাস্তের কথা ঘোষণা করলেন। সম্রাট বললেন ফাসিস্ত শাসনের অবসান হয়েছে

ঐ সময়ে আবওভর, এস.ডি. গেস্টাপোর সিক্রেট এজেন্টরা ইতালির চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু হিটলার এদের কাছ থেকে মুসোলিনীর পতনের কোন পূর্বাভাষ পাননি। ইতালি যে মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধিপত্রে সই করতে ইচ্ছুক একথাও হিটলার জানতে পারেননি। হিটলারের রোমের এম্বাসডার হ্যানস ভ্যান মাকেনসন তাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে ইতালির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্রাট নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করছেন। এই ঘটনা ছিল গুরুতর।

হিটলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এক স্টাফ মিটিং ডাকলেন।

ঐ সময়ে সবার মুখে এক প্রশ্ন ছিল বর্তমান এই অস্থির পরিস্থিতিতে ইতালির ভবিষ্যৎ কী হবে ? এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোন জবাব কেউ দিতে পারলনা।

মার্শাল বদগালিও ক্ষমতা পাবার পর রেডিওতে ঘোষণা করলেন ইতালি মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধি করবে।

এরপর হিটলার তার পরামর্শদাতাদের ডাকলেন। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আপনারা বলতে পারেন ইতালিতে কী হচ্ছে… ?

: মুসোলিনীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই খবর এখনও সরকারি ভাবে জানা যায়নি। বদগালিও নতুন সরকার গঠন করেছেন—পরামর্শদাতাদের

মধ্যে একজন বললেন।

মুসোলিনীর পতনের খবরে হিটলার বিস্মিত হলেন না।

আলফ্রেড জোডল ছিলেন প্রথম সারির বড় মাপের একজন জেনারেল। তিনি বললেন: পাকা খবরের জন্যে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করা দরকার।

না আমি আর দেরি করব না। কালই রোম দখল করবার জন্যে আমি সৈন্যবাহিনী পাঠাব। সম্রাট, ক্রাউন প্রিন্স, সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনা হবে—হিটলার বললেন।

ঐ দিন ঐ বৈঠকে জর্মানীর ইনটেলিজেন্স বাহিনীর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। পরে জানা গেল ইতালিতে মুসোলিনীকে হটাবার প্ল্যান চক্রান্ত ছিল বহু পুরাতন। জর্মান ইনটেলিজেন্স তার আভাস পেয়েছিল কিন্তু কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। হিটলার এই চক্রান্তের খবর শেষ মুহূর্তে পেয়েছিলেন তাই হঠাৎ তিনি এ খবর পেয়ে অবাক হয়েছিলেন।

পরে হিটলার এডমিরাল কানারী এবং কর্ণেল ভন রোয়েনের কাছে নির্দেশ পাঠালেন ইতালিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সব খবর আমার চাই।

অবশ্য এরা হিটলারকে নতুন কোন খবর দিতে পারলেন না। পুরান বাসি খবর তাকে দেওয়া হল। রোম এম্বাসীর ভন রিনটেলিন বললেন: নতুন ইতালিয়ান সরকার জর্মান সরকারের সঙ্গে তাদের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাজ করবে। বদগালিও জর্মানীর নীতির বিরোধিতা করবে না।

কানারীর এজেন্টরা জানতেন মুসোলিনীর পতন কেউ আটকাতে পারবে না। শিগ্গিরই তাকে শাসনের গদি থেকে হটান হবে। রোম থেকে এক এজেন্ট খবর পাঠিয়েছিল মুসোলিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যেন তিনি অবিলম্বে জর্মানীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সময়ে এডমিরাল কানারী মিত্র-শক্তির নেতাদের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাই মুসোলিনীর পতনের সম্ভাবনাকে তিনি খুশি মনেই গ্রহণ করেছিলেন।

কানারী মুসোলিনীর পতনকে শুভ লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

হিটলার যখন ইতালির রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং মুসোলিনীর পতন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন তখন কানারী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কানারী ঐ সময়ে রোমেলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

২৭শে জুলাই ইতালিতে বিপ্লব শুরু হল। কানারী মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের কর্তা জেনারেল 'আর্মি'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। পরে পুরো ঘটনা জেনে নেবার জন্যে তিনি গিয়ে জেনারেল আর্মির সঙ্গে দেখা করলেন। ঐ সময়ে একটি ঘটনা স্পষ্ট হল: ইতালির লোকেদের যুদ্ধ করবার আর কোন ইচ্ছা নেই এবং তারা শান্তি চায়।

কানারী হিটলারের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক রিপোর্ট পাঠালেন যে রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল না 'রোমে কী হচ্ছে'।

ইতালি মিত্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, এই ছিল কানারীর রিপোর্টের মূল বক্তব্য, ইতালি সরকার নামেমাত্র এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।....এখন কোন প্রকার শান্তির প্রস্তাব ইতালি সরকার কল্পনা করতে পারে না। এমন কী পোপও কোন প্রকার শান্তি প্রস্তাব করেননি।

২৭শে জুলাই রোমে একটি গুজব রটে গিয়েছিল জর্মান সৈন্যবাহিনী রোমে গিয়ে মুসোলিনীকে আবার গদিতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

কানারী শুধু ইতালিয়ান সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কানারীর রিপোর্টের কোন মিল ছিলনা।

বদগালিও এবং ইতালিয়ান সরকার তাদের ইচ্ছাকে গোপন করে জর্মান সরকারের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিলো। গোপনে ইতালিয়ান সরকার মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন।

এই দুর্যোগে হিটলার একটু বিপদে পড়েছিলেন। কোন পরামর্শদাতাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং কাকে করতে হবেনা, এইটে ছিল তার প্রধান সমস্যা। তাঁর সামনে ছিল আর একটি সমস্যা।

হিটলারের বিখ্যাত 'আফ্রিকা কোর' প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যে একটি দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। ঐ খবর অনুযায়ী আল্পস পর্বতের কাছে ব্রেনার উপত্যকায় প্রচুর জর্মান সৈন্য ইঁদুরের কলের মতো আটকা পড়েছিল। এবার ইতালিয়ান সৈন্যবাহিনী এই উপত্যকার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল জর্মানরা আটকা পড়ল। জানা গেল, ইতালিয়ানরা জর্মান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 'ডবল ক্রস' করবার চেষ্টা করছে। হিটলার বললেন, ইতালিয়ান সৈন্যবাহিনীর এই মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়

* * *

একটি ঘটনা মহাযুদ্ধের স্পাইয়ের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি হল জর্মান পোষ্ট অফিস রুজভেল্ট-চার্চিল আলাপ আলোচনা কথাবার্তা টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে শুনবার আয়োজন করেছিল। আমেরিকা এবং বৃটিশ কর্তাদের পোষ্ট অফিস তাদের বড় কর্তাদের আশ্বাস দিয়েছিল ভয় করবেন না, আপনারা নিশ্চিত মনে কথা বলে যান। একথা বাইরের অন্য কেউ শুনতে পাবে না' কিন্তু জর্মান পোষ্ট অফিস তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করল। রুজভেল্ট-চার্চিল টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হল।

রুজভেল্ট টেলিফোনে কথা বলতে ভালবাসতেন। এ ছাড়া রুজভেল্ট-চার্চিল, ব্যুরোক্র্যাটদের এড়িয়ে সোজাসুজি কথা বলতে চাইতেন। জর্মান পোষ্ট অফিস এই 'হট লাইন' ট্যাপ করল। কী করে এ কাজ সম্ভব হল?

জর্মান পোষ্ট অফিস টেলিফোন লাইন ট্যাপ করবার এক নতুন পদ্ধতি

আবিষ্কার করল। টেলিফোন লাইন ট্যাপ করবার এই নতুন পদ্ধতির নাম ছিল 'ইনডাকসন সিস্টেম', Induction System. এই সিস্টেম অনুযায়ী স্ক্রাম্বলার থাকা সত্ত্বেও টেলিফোনের আলাপ-আলোচনা শোনা যায়। এই লাইন ট্যাপ করবার নতুন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন এক জর্মান ইঞ্জিনিয়ার নাম ভেটারলিন…। এই গবেষণা এবং পরে আবিষ্কারের কথা অতি গোপন রাখা হয়েছিল। যন্ত্রটি কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারকে এ খবর জানান হল।

রুজভেল্ট-চার্চিলের প্রথম আলাপ-আলোচনার বিষয়টি ছিল ইতালির সঙ্গে কী শর্তানুযায়ী সন্ধি সাক্ষর করা উচিৎ?

রুজভেল্ট-বিষয়টি নিয়ে চার্চিলকে ইতালির সম্রাটের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন।

এই আলোচনার প্রতিটি কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তারপর থেকে চার্চিল-রুজভেল্ট আলাপ আলোচনার প্রতিটি কথাবার্তা, লাইন ট্যাপ করে শোনা হত।

হিটলার এই টেলিফোন লাইন ট্যাপের খবর পেতেন। এই আলাপ আলোচনা শুনবার পর হিটলার ইতালি দখল করবার জন্যে কুড়ি ডিভিশন সৈনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। চার্চিল হিটলারের এই সিদ্ধান্তকে মারাত্মক ভুল বলে বর্ণনা করলেন।

* * *

হিটলার নরোওয়ে আক্রমণ করবার প্ল্যান করছিলেন। নরোওয়েতে তিনি একজন উপযুক্ত বিভীষণ খুঁজে পেলেন, যার নাম ছিল 'ভিদভুণ কুইসলিং'

নিজের দেশকে কী করে শত্রুর কাছে বিক্রী করতে হয় 'কুইসলিং' তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। বিভীষণ সম্রাট বলে 'কুইসলিং' তার সমস্ত দুনিয়ার কাছে পরিচিত।

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি জর্মান সৈনাবাহিনী দখল করে নেবার পর কানারী য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে তার আবভেরের এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। কারণ প্রতিটি দেশে জর্মান বিরোধী একটি প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আবার এই প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতা করে অনেক আন্দোলন হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এদের মধ্যে ভিদভুন কুইসলিং ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি।

লড়াই শুরু হবার আগে কুইসলিং নরোওয়েতে রাজনীতি করতেন এবং তিনি একটি 'উগ্র ডানপন্থী' রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। পরে তিনি কয়েক মাসের জন্যে নরোওয়ের ডিফেন্স মিনিস্টার হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি একটি স্ক্যানডালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

হিটলার জর্মানীতে ক্ষমতায় আসবার পর 'কুইসলিং' হলেন হিটলারের ভক্ত। এই সময় থেকে কুইসলিং-এর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করল। তিনি হলেন

দেশে হাসি ঠাট্টার পাত্র! কুইসলিং হিটলারের সঙ্গে দেখা করে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছিলেন।

লড়াই শুরু হবার পর হিটলার নরোওয়ে দখল করলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন কুইসলিং। কারণ কুইসলিং তার 'এক গোপন সৈন্যবাহিনী' দিয়ে জর্মান সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন। তার এই 'গোপন সৈন্যবাহিনীর' নাম ছিল 'ফিফথ কলাম'। এই হল 'ফিফথ কলাম' অর্থাৎ গোপন বাহিনীর জন্মের আদি কাহিনী। এই গোপন বাহিনী 'ফিফথ কলামের' নামকরণ হিটলার নিজেই করেছিলেন। কুইসলিং-এর প্ল্যান অনুযায়ী 'ফিফথ কলামে'র কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করা এবং বড় সামরিক বাহিনীর আক্রমণ শুরু হবার পর তাদের সাহায্য করা। অনেকে বলেন 'ফিফথ কলাম' শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে। ফ্রাঙ্কো দ্য লালোনা এবং জেনারেল মালা এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে তারা অস্বীকার করেছিলেন। তারা বলেছিলেন 'ফিফথ কলাম' শব্দটি তারা ব্যবহার করেননি।

হিটলার কুইসলিংকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কারণ কুইসলিং হিটলারের কাছে তার দলের। 'ফিফথ কলাম' বাহিনী জনপ্রিয়তা এবং সংখ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

* * *

হিটলার য়ুরোপ দখল করে নেবার পর ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবি মহলে একটি প্রশ্ন হল, যদি ফ্রান্স হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করে তাহলে কী করা হবে?

বলা হল, প্রথম পদক্ষেপ হবে, বিমানবাহিনী দিয়ে জর্মানীর শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলি ভেঙ্গে দিতে হবে। জর্মানীর উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং জর্মান অধিকৃত এলাকায় নাৎসী সরকারের বিরোধী বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং গড়িলা যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এই বিদ্রোহ বিপ্লব শুরু করবার জন্যে একটি সিক্রেট আর্মি গঠন করবার প্রয়োজন হল। এরা স্থানীয় বিদ্রোহীদের বিভিন্ন ধরনের গড়িলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেবে।

ফ্রান্সে এই স্থানীয় গড়িলা সৈন্যবাহিনীকে বলা হল 'মাকী'।

'মাকী' কে?

ফ্রান্সে যখন লাভাল হিটলারের অনুগত ভিসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন অনেক তরুণ ফরাসি যুবক 'বাধ্যতামূলক' শ্রমিকের কাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পাহাড় পর্বতে চলে গেলেন। লাভাল-হিটলারের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সব তরুণ ফরাসী যুবকেরা ছিলেন 'বিদ্রোহী', এক শাসক বিরোধী যুবসংঘ। এদের 'মাকী' বলা হয়। এই সব মাকীদের মধ্যে অনেক বড় বড় নেতা ছিলেন, যেমন দ্যগল। পরে মাকীরা হিটলার-নাৎসী বিরোধী এক আন্দোলন শুরু করল। মাকীদের কথা পরে বলা হবে।

ঠিক হল ইংল্যাণ্ড থেকে গড়িলা সৈন্যরা বিমানে করে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে

গিয়ে মার্কীদের সাহায্য করবে। এরা এদের গড়িলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেবে। এই কাজ করবার জন্যে যে বৃটিশ প্রতিষ্ঠান সংস্থা গঠন করা হয়েছিল তার নাম ছিল, 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ'। সংক্ষেপে 'এস ও ই'র' জন্মের কথা আগেই বলা হয়েছে প্রশ্ন হল, কেন ফ্রান্স এত সহজে হিটলারের শাসনকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কারণ তখন ফ্রান্সের নেতাদের চরিত্র ছিল নোংরা এবং তাদের লড়াই করবার কোন ইচ্ছা ছিলনা। নতি স্বীকার করাকে তারা সহজ পথ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এ ছাড়া ফ্রান্সের নেতাদের উপর রমণীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে আরো অনেক গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছিল। বলা হল, ফ্রান্সের বড় বড় পরিবার দুর্নীতির পাঁকে জড়িয়ে আছে। সমাজ দুর্বল, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ করবার শক্তি নেই বললেই চলে। সমাজে বিভিন্ন ধরণের কেলেঙ্কারির জোয়ার বইছিল। দেশনেতারা রমণী এবং অর্থ নিয়ে অলস জীবন কাটাতেন।

যুদ্ধ শুরু হবার আগে একটি দুর্নীতির কাহিনী ফ্রান্সে আলোড়ন শুরু করেছিল। এ হল স্টাভিস্কির কেলেঙ্কারী স্টাভিস্কি ছিলেন এক রাশিয়ান ইহুদি

তিনি ছিলেন সবপ্রকার দুর্নীতির এক বড় রাজা। তিনি বিভিন্ন ধরণের পাপ কাজ করতেন। লোকঠকানো, ড্রাগস বিক্রী করা এবং ভুয়ো কোম্পানী গঠন করা, মেয়ে সাপ্লাই করা, জাল শেয়ার বিক্রী করা—ইত্যাদি ছিল স্টাভিস্কির প্রধান ব্যবসা সমাজের বড় বড় পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু অন্যায় আইন- বিরোধী কাজ করেও স্টাভিস্কি আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। কারণ তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

পুলিশের খাতায় স্টাভিস্কির নাম ছিল বটে তবে তিনি কোন দিনই জেলে যাননি। বড়জোর তাকে থানায় নিয়ে প্রশ্ন করা হত। যখন তার দুর্নীতি চুরি জোচ্চুরির কাহিনী প্রকাশিত হত, তখন পারীর সমাজে স্টাভিস্কির সম্মান বাড়ত। ১৯০৯ সাল থেকে স্টাভিস্কি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরে ১৯২৪ এবং ১৯২৬ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অপরাধ জালিয়াতি কিন্তু স্টাভিস্কিকে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেন তার 'গডফাদারেরা'।

পারীর সমাজে স্টাভিস্কি ছিলেন এক উজ্জ্বল তারকা। প্রতি ককটেল পার্টিতে স্টাভিস্কিকে দেখা যেতো। তিনি দু চারটে বড় বড় কোম্পানী পরিচালনা করতেন এই সব কোম্পানীতে দেশের বড় বড় ব্যক্তিদের বোর্ড অব ডিরেক্টরসে নেওয়া হত। তিনি খুব ভাল শেয়ার জাল করতে পারতেন। এ ছাড়া স্টাভিস্কি যে দুশ্চরিত্র, শয়তান একথা সমাজের কেউ বিশ্বাস করতেন না।

যুদ্ধের আগে পারীর এই নোংরা সমাজে স্টাভিস্কি ছিলেন এক 'উজ্জ্বল মনি'।

১৯৩৩ সালে স্টাভিস্কি আইনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কেমন

শহরে স্টাভিস্কির একটি কোম্পানী জাল শেয়ার বিক্রী করেছিল। অবশ্য এই কোম্পানীটি যে স্টাভিস্কির এ কথা প্রথমে জানা যায়নি। যখন এ খবর জানা গেল, তখন দেখা গেলো এই জাল শেয়ার বিক্রীর ব্যাপারে শুধু স্টাভিস্কি ন'ন, দেশের আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্টাভিস্কিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তারা সরকারকে অনুরোধ করলেন স্টাভিস্কির বিরুদ্ধে যেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়।

পুলিশকে ঐ মর্মে একটি নির্দেশ দেওয়া হল। ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সাল স্টাভিস্কির বাড়িতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। একটি ছোট কাগজে লেখা ছিলঃ স্টাভিস্কি আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা না খুন? এই নিয়ে চারদিকে জটলা, প্রশ্ন শুরু হল। একটি গুজব রটল।

স্টাভিস্কি যেন কারু নাম প্রকাশ না করতে পারেন, তার জন্যে তাকে খুন করা হয়েছে। এই গুজব বন্ধ করবার জন্যে প্যারীর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি পারলেন না।

পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্ত করা হল এবং আই বীর ডিরেক্টরকে 'কমেডি ফ্রাঁসেস' নামে এক নাটক সংস্থায় বদলি করা হল।

এবার প্রশ্ন শুরু হল স্টাভিস্কির কাজের সঙ্গে কে কে জড়িয়ে ছিলেন? শোনা গেল দুজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, মঁশিও দালাডিয়েরের এবং মঁশিও শেতাম্বর নাম। এই আত্মহত্যার পর ফ্রান্সের ডানপন্থী নেতারা এবং ডানপন্থী সংবাদপত্রগুলি এক দাবি করলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে কোন 'গণতন্ত্র' কাজ করতে পারে না। ডানপন্থীরা আরো বললেনঃ ফ্রান্সে হিটলারের নাৎসী এবং মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত সরকারের মতো এক শক্ত সরকার গঠন করা হোক। স্টাভিস্কি ছিলেন বিদেশি এবং ইহুদি। এই ডানপন্থী নেতারা বললেন বিদেশিরা বিশেষ করে ইহুদিরা, ফ্রান্সের রক্ত শুষে খাচ্ছে। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে ডানপন্থী নেতাদের পরাজয় হল।

এই সব ডানপন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট দল ছিল। এরা ছিলেন হিটলারের নীতির সমর্থক।

১০ই মে ১৯৪০ সালে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড দখল করে নিল।

ফ্রান্স হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করল। ফরাসি সরকারের নেতা হলেন মার্শাল পেঁতা এবং রাজধানী হল 'ভিসি'। কিন্তু ফ্রান্সের কিছু কিছু স্বাধীন মনোভাব সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি এবং সৈন্যবাহিনীর জেনারেল এসে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

জেনারেল দ্যগল ছিলেন তার মধ্যে একজন।

এবার জেনারেল দ্যগলের সৈন্যবাহিনী এবং গড়িলা যোদ্ধারা ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ

করতে শুরু করলেন।

ইংল্যাণ্ডের একটি গড়িলা সংস্থা স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ-এসওই যার কথা আমরা জানি।

এই সংস্থা এবং দ্যগলের বাহিনীর যৌথ চেষ্টায় গড়িলারা যুদ্ধের কাজ শুরু করল। এই কয়েকটি গড়িলা বাহিনীর লোমহর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। একটি কাহিনী হল 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোল' এবং অপরটি হল প্রথম ভারতীয় রূপসী স্পাই নুর ইনায়েৎ খানের গল্প। দুইটি কাহিনীই জেমস বণ্ডের গল্পকে হার মানিয়ে দেয়।

প্রথমে 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোলের' কাহিনী বলব।

* * *

হল্যাণ্ড...

৬ই মার্চ ১৯৪২ সাল।

ফারেনহাইত স্ট্রাসের এবং সাইপ্রাস স্ট্রাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবওয়েরের কর্তা হেরম্যান জিসক এবং গেষ্টাপোর কর্তা জোসেফ স্নাইডার তাদের 'ডিরেকশনাল ফাইণ্ডারের' গাড়িতে বসে শত্রুর রেডিও ট্রানসমিশন শুনছিলেন।

রেডিওর কল সাইন ছিল 'আর এল এস'। এই কল সাইন দিয়ে প্রতিদিন বৃটিশ এজেন্টরা লণ্ডনে খবর পাঠাত। এ কল সাইনের খবর জিসকে তাদের এক বিভীষণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

যিনি এই খবর পাঠাচ্ছিলেন তার নাম ছিল হিউবারট লাউয়ার্স। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সাংবাদিক এবং পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সে কাজ শুরু করেছিলেন। তাকে রেডিও ট্রানসমিশনের কাজে দায়িত্ব দিয়ে হল্যাণ্ডে পাঠান হয়েছিল।

কিন্তু ঘটনাচক্রে লাউয়ার্স জর্মান পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

লাউয়ার্স হেগের নির্জন প্রান্তে এক বাড়ি থেকে নিয়মিত রেডিও ট্রানসমিশন করতেন।

একদিন একটানা কিছুক্ষণ রেডিও ট্রানসমিশন করবার পর তিনি ক্লান্ত অনুভব করলেন।

তিনি যে বাড়ি থেকে রেডিও ট্রানসমিশন করতেন সেই বাড়ির মালিক ছিলেন টেলার। তিনিও এই গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতেন।

ট্রানসমিশন করতে করতে লউয়ার্স ক্লান্ত হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন বাড়ির মালিক টেলর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন...লউয়ার্স বিপদের আশংকা করলেন। বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঘটেছে। তিনি ট্রানসমিশন বন্ধ করলেন।

তারা দুজনে এবার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লেন। দু একবার পেছনে তাকালেন। পেছনে কেউ ছিল না। রাস্তা নির্জন। লউয়ার্স ভাবলেন তিনি

ফিরে গিয়ে আবার রেডিও ট্রানসমিশন শুরু করবেন। কিন্তু ফেরৎ যাবার আগে তারা দুজনে ঠিক করলেন এক কাফেটেরিয়াতে গিয়ে বসে কফি খাবেন। কিন্তু কাফেটেরিয়া অবধি তারা যেতে পারলেন না।

একটা মার্সিডিজ বেনজ গাড়ি এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন জিস্কে এবং স্নাইডার। তারা এদের দুজনকে ফলো করছিলেন। লউয়ার্স এবং টেলরকে গ্রেপ্তার করা হল। অপরাধ স্পাইং। পরে টেলরের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল।

লাউয়ার্সকে গ্রেপ্তার করবার দুদিন আগের একটি ঘটনা।

কিছুদিন আগে গেষ্টাপো হান্‌স জোমার নামে একজন ডাচকে গ্রেপ্তার করেছিল। জোমারের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হল। জোমার তার মুখ খুললেন না। পরে জোমারকে গুলি করে হত্যা করা হল।

এই হত্যার পর জিস্কের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন হল্যাণ্ডে অবস্থিত গেষ্টাপোর কর্তা স্নাইডার। স্নাইডারকে দেখে জিস্কে অবাক হলেও বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। স্নাইডার জোমারকে গুলি করে হত্যা করবার বিরোধী ছিলেন। জোমারকে গুলি করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন হলাণ্ডে নাৎসী গভর্নর রাউটার।

স্নাইডার জোমারকে গুলি করে হত্যা করবার বিরোধিতা করেছিলেন কারণ জোমারকে বাঁচিয়ে রাখলে গড়িলা বাহিনীর কাজকর্ম সম্বন্ধে আরো অনেক খবর জানা যাবে।...

আজ স্নাইডার জিস্কের কাছে আবভেরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবার প্রস্তাব করলেন।

ঃ কী বলছেন আপনি? জিস্কে মনের উত্তেজনাকে দাবিয়ে বললেন ঃ বাজারে সবাই জানত যে আবভের এবং গেষ্টাপো হল সাপ আর বেজি।

আমরা এক সঙ্গে কাজ করব? জিস্কে স্নাইডারের কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করে বললেন।

ঃ হ্যাঁ, তাহলে আমাদের দুজনের কাজ সহজ সরল হবে। আপনার স্পাই ধরবার নিয়ম কানুন প্রশংসনীয়। এবং আমার কাছে আছে টাকা এবং জনবল।

জিস্কে 'স্পেশাল অর্গানিজেশন এক্সিকিউটিভের' স্পাইদের ধরবার জন্যে 'ডবল ক্রস সিস্টেমের' অনুকরণ করে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ বৃটিশ এজেন্টদের গ্রেপ্তার করে, তাদের বশ করে, ভয় দেখিয়ে আবভেরের নির্দেশানুযায়ী লণ্ডনে খবর পাঠান হচ্ছিল। ঐ সব খবরগুলিকে বিশ্বাস করে 'এস ও ই'র কর্তারা তাদের এজেন্টদের য়ুরোপে প্লেনে করে পাঠাচ্ছিল। এইসব এজেন্টদের য়ুরোপের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হত।

জিস্কের এই দাবা খেলায় একটা মারাত্মক ত্রুটি ছিল। তিনি জানতে

কিংবা বুঝতে পারতেন না এজেণ্ট তার সঙ্গে প্রতারণা করছেন কিনা ? কারণ প্রতি রেডিও অপারেটরের একটি 'সিকিউরিটি' চেক থাকত। অর্থাৎ এমন কোন অক্ষর ব্যবহার করা বা না করা হত যা থেকে বোঝা সম্ভব ছিল অপারেটর স্বাধীন না তিনি শত্রুর হাতে পড়েছেন। এই সিকিউরিটি চেক ছিল রেডিও ট্রানসমিশনের বড় অস্ত্র।

* * *

পরে জানা গিয়েছিল এডমিরাল কানারীর পরামর্শেই স্নাইডার জিস্‌কের কাছে সন্ধির এবং সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন।

লউয়ার্সকে গ্রেপ্তার করবার পর জিস্‌কে একদিন লউয়ার্সকে তার দপ্তরে ডেকে পাঠালেন।

জিস্‌কে লউয়ার্সকে মিষ্টি কথা বলে মন ভোলাবার চেষ্টা করলেন। বললেন ঃ আপনার কোড সাইফারের পুরো রহস্য আমাদের এখনও খুলে বলেন নি। এর জন্যে আমি আপনাকে সম্মান করি। তবে এবার আপনি আমাদের কাছে কোড সাইফারের রহস্য খুলে বলুন।

লউয়ার্স এই প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। জিস্‌কে বুঝতে পারলেন যে লউয়ার্সের লণ্ডনের স্পেশাল অর্গানিজেশন এক্সিকিউটিভের উপর অন্ধ বিশ্বাস আছে। জিস্‌কে লউয়ার্সের মনে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্য এক কাহিনী বললেন ঃ এই কাহিনী ছিল ডবল এজেণ্ট উইলহেল্‌ম্ জ্যাকব ভ্যানডার রাইডানের কাহিনী। এখানে ঐ কাহিনীও বলা দরকার।

ভ্যানডার রাইডান প্রথমে ছিলেন ডাচ, পরে নাৎসী নীতির একজন বড় সমর্থক হলেন।

১৯৪১ সালের এক গভীর রাত্রে এক জেলে ডিঙ্গি করে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে হল্যাণ্ডের সেভিনঙ্গেন সমুদ্রের উপকূলে এসে পৌঁছুলেন। লণ্ডন থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তার 'তেরলাক' নামে এজেণ্টের সঙ্গে দেখা হবে। এই এজেণ্টকে বলে দেওয়া হয়েছিল তিনি এবং তেরলাক একসঙ্গে হল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়াবেন এবং অধিকৃত এলাকায় গরিলা বাহিনীদের অনুসন্ধান করে বেড়াবেন। পরে তারা রেডিওর মাধ্যমে লণ্ডনে খবর পাঠাতে শুরু করলেন।

প্রতিবারই তারা লণ্ডনের কাছে নৈরাশ্যজনক খবর পাঠাচ্ছিলেন। কোথাও তারা গরিলা সৈন্যবাহিনীর দেখা পান নি। এই খবর পাঠাতে গিয়ে তারা গেষ্টাপোর হাতে ধরা পড়লেন। শুধু তাই নয়। তারা লণ্ডনের স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউ-টিভের বড় কর্তাদের নামও আবভেরকে বললেন। শুধু তাই নয় ভ্যানডার রাইডান খুব ধীর শান্ত কণ্ঠে এই সব গোপন খবর স্নাইডারকে দিয়েছিলেন।

ঃ আপনি জানেন, স্পাইর কি সাজা ?

ঃ মৃত্যুদণ্ড। ভ্যানডার রাইডান ধীর শান্ত কণ্ঠে এই কথার জবাব দিলেন।

: আমরা আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারি শুধু এক শর্তে। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন...স্নাইডার প্রস্তাব করেছিলেন।

: ভ্যানডার রাইডান এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন।

: বেশ তাহলে আপনি জর্মান পুলিশের পরিচালনায় লণ্ডনে রেডিওতে খবর পাঠাবেন।

পরের দিন খুব সকালে স্নাইডার রাইডানকে রেডিও রুমে নিয়ে গেলেন।

: আপনি সাধারণত ভোরে কখন রেডিওতে খবর পাঠান? ভ্যানডার রাইডানকে জিজ্ঞেস করা হল।

: ভোর সাড়ে আটটায়—ভ্যানডার রাইডান ছোট্ট জবাব দিলেন

: তাহলে আমরা আর সময় নষ্ট করব না, স্নাইডার জবাব দিলেন।

ট্রানসমিশন শুরু হল।

ভ্যানডার রাইডানের সামনে দুজন গেষ্টাপোর প্রহরী দাঁড়িয়ে রইল, স্নাইডার রাইডানকে লণ্ডনে পাঠাবার জন্য তিনটি খবর দিলেন।

ভ্যানডার রাইডান এই খবর পাঠাতে কোন ভুল করলেন না।

: লণ্ডন জবাব দিল:

চমৎকার। রিসেপশন ভাল হয়েছে—

স্নাইডার ভ্যানডার রাইডানের ব্যবহারে খুশি হয়েছিলেন।

স্নাইডার আবার বললেন: বেশ কাল আপনি আরো কয়েকটা খবর পাঠাবেন....

: ঐ খবর পাঠিয়ে কোন লাভ হবেনা—ভ্যানডার রাইডান সহজ গলায় জবাব দিলেন।

: মানে, কৌতূহলি হয়ে স্নাইডার এই প্রশ্ন করলেন।

: কারণ আজকে আমার এ খবর পাবার পর লণ্ডন বুঝতে পারবে আমি আপনাদের হাতে বন্দী হয়েছি, রাইডানের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ছিল। আপনাদের বলিনি যে আমার সিকিউরিটি চেক ছিল 'নির্ভুল' করে 'খবর পাঠান।' যদি কোন ভুল করতাম তাহলে ওরা আমাকে কোন সন্দেহ করত না, এবার করবে

এই কথা শুনবার পর গেষ্টাপোর একজন প্রহরী দৌড়ে গিয়ে তাকে মারতে গেল।

স্নাইডার বাধা দিলেন

ভ্যানডার রাইডান বললেন: আমি বিশ্বাসঘাতক নই—

ভ্যানডার রাইডানকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

অবশ্য পরে স্পাইং করবার অপরাধে ভ্যানডার রাইডানকে গুলি করে হত্যা করা হল। ভ্যানডার রাইডান গেষ্টাপোর কাছে কোন খবর দেননি তবে তার নোট বইতে অনেক গড়িলা বাহিনীদের নাম ঠিকানা লেখা ছিল। গেষ্টাপো এই সব ঠিকানায় গড়িলা সৈন্যদের অনুসন্ধান করে অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল।

জিসকে লউয়ার্সের কাছে ভ্যানডার রাইডানের পুরো কাহিনী বললেন। উদ্দেশ্য লউয়ার্সের মনে ভয় সৃষ্টি করা।

লউয়ার্স অবশ্যি জিসকের কথাগুলি মন দিয়ে শুনছিলেন।

এই কথাগুলি শুনবার সময় লউয়ার্সের আর একটি লোকের কথা মনে হল। এই লোকটির নাম ছিল থিস টাকোনিস। থিস টাকোনিস অসম্ভব সাবধানী লোক ছিলেন। তিনিও লউয়ার্সের মতো ইন্দোনেশিয়া থেকে হল্যাণ্ডে এসেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর গেস্টাপো টাকোনিসকে গ্রেপ্তার করেছিল। কী করে টাকোনিসকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছিল সেই কাহিনী ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। কারণ টাকোনিস কোনদিনই এক বাড়িতে দুই রাত কাটাননি।

টাকোনিস লউয়ার্সের কাজকর্মের খবর রাখতেন। তাহলে টাকোনিস কী লউয়ার্সের কথা গেষ্টাপোর কাছে বলেছেন?

লউয়ার্সের মনের এই সন্দেহের জবাব জিসকে দিলেন। তিনি বললেন: রিডারহফ নামে এক স্মাগলার এসে আবভেরকে বলেছিলেন যে তার বৃটিশ স্পাই এজেন্টদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। একজন বৃটিশ এজেন্টের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্বও আছে। এই স্পাই কোন এক সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে থাকত।...লোকটিকে তুমি নিশ্চয় চেনো? জিসকে লউয়ার্সকে প্রশ্ন করলেন।

তার নাম কী? লউয়ার্স নাম জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

: থিস টাকোনিস...

: ঐ নামের কাউকে আমি চিনি না। লউয়ার্স এই কথা বলতে কোন সংকোচ বোধ করলেন না।

জিসকে বললেন: থিস টাকোনিস রিডারহফকে একজন দেশপ্রেমিক বলে মনে করতেন। রিডারহফ থিসকে অনেক মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিলেন। থিস ঐ মিথ্যা খবরগুলি লউয়ার্সকে দিয়েছিলেন।

: এ সব কথা মিথ্যা—লউয়ার্স প্রতিবাদের স্বরে বললেন।

: না, আমি সত্যি কথা বলছি...আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এ কথা বলছি।

: বললাম তো থিস টাকোনিস বলে কাউকে আমি চিনি না—লাউয়ার্স আবার জোর গলায় বললেন।

জিসকে লউয়ার্সকে বললেন: দেখুন আমি আপনার সঙ্গে একটা বাজি রাখতে পারি ...আপনি লণ্ডনের কাছে একটি খবর পাঠান। আমার সাইফার কোড বিভাগের লোক অতি সহজেই আপনার খবরকে 'ডিকোড' করবে। যদি আমরা ঐ কাজ করতে পারি তাহলে আপনি নিশ্চয় আপনার কোড সাইফারের রহস্যের খবর আমাদের দেবেন।

ঃ আপনারা এ কাজ করতে পারবেন না, লউয়ার্স আবার প্রতিবাদের গলায় বললেন।

ঃ আমরা যদি আপনার পাঠান খবরকে ডিকোড না করতে পারি তাহলে আপনি অতো চিন্তাভাবনা করছেন কেন ?

অবশ্যি আমরা যদি আপনার পাঠান খবরগুলি 'ডিকোড' করতে পারি তাহলে আমরা আপনার কোড-সাইফার রহস্য জানতে পারব। পার্থক্য হল এ কাজ করতে আমরা একটু বেশি সময় নেবো। শুধু সময় বাঁচাবার জন্যে আমরা আপনার কোড সাইফারের 'কী চাবি' জানতে চাইছে।

এই বলে জিস্‌কে লউয়ার্সকে নিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ঐ মুহূর্তে থিস টাকোনিসকে লাউয়ার্সের সেলের সামনে দিয়ে হেটে চলে যেতে দেখা গেল।

* * *

লউয়ার্সকে জেরা করবার জন্যে আর একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। লউয়ার্স তবু তার মুখ খুললেন না। লউয়ার্স অবশ্যি বুঝতে পেরেছিলেন এই অসহযোগিতার জন্যে গেষ্টাপো তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করবে।

কিন্তু স্নাইডারের নির্দেশে লাউয়ার্সকে রেহাই দেওয়া হল।

লউয়ার্স স্থির করেছিলেন তিনি কোড সাইফার 'চাবি' আবভের গেষ্টাপোকে দিতে পারেন তবে তার সিকিউরিটি চেক দেবেন না। যদি তিনি গেষ্টাপোর নির্দেশমতো খবর লণ্ডনে পাঠান এবং সেই সঙ্গে সিকিউরিটি চেক না দেন তাহলে লণ্ডন বুঝতে পারবে লউয়ার্স ধরা পড়েছেন। তাহলে তার পাঠান খবর লণ্ডন বিশ্বাস করবে না

লউয়ার্স জিসকে এবং স্নাইডারকে খুশি রাখবার জন্যে লণ্ডনে খবর পাঠাতে শুরু করলেন। আবভেরের রেডিও অপারেটররা সেই খবরগুলি টুকে নিতে লাগলেন। জিসকে এবার লউয়ার্সকে বললেন ঃ আপনার সিকিউরিটি চেক কী ? লউয়ার্স বুঝতে পারলেন জিসকে-কে সহজে ধোঁকা দেওয়া যাবে না···

ঃ আমার সিকিউরিটি চেক হল Stop শব্দকে S. T. O. P বলে বানান করা।

ঃ এই হল আপনার সিকিউরিটি চেক ? বিস্মিত অবাক হয়ে জিস্‌কে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ হ্যাঁ...

জিসকের মনে সন্দেহ হলেও ঐ সময়ে লউয়ার্সের কথা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিলনা। কিছুদিন আগে ভ্যানডার রাইডানের সিকিউরিটি চেক নিয়ে গেষ্টাপো এক মারাত্মক ভুল করেছিল। সেই ভুল জিস্‌কে করতে চাইলেন না। তিনি ভাবলেন হালে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ প্রতিদিন তাদের সিক্রেট এজেন্ট, রেডিও অপারেটর প্রতিরাত্রে হল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছেন। হয়তো এই কারণে লউয়ার্সকে একটি সহজ সিকিউরিটি চেক দেওয়া হয়েছে।

জিস্‌কে লউয়ার্সের কথা বিশ্বাস করলেন।

লউয়ার্স জিস্‌কের কাছে একটি বড় মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তার সিকিউরিটি ছিল প্রতিটি ষোল অক্ষরের পর একটি করে বানান ভুল করা। যদি লউয়ার্স ঐ ভুল না করেন তাহলে ধরে নিতে হবে লউয়ার্স শত্রুর শিকার হয়েছেন। স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের কর্তারা লউয়ার্সের ট্রান্সমিশন পেলেন এবং তার প্রাপ্তি সংবাদও দিলেন। কিন্তু লণ্ডন এক মারাত্মক ভুল করল।

তারা লউয়ার্সের কাছ থেকে খবর পাবার পর তার সিকিউরিটি চেক ভাল করে লক্ষ্য কিংবা বিচার করলনা। কারণ লউয়ার্স তার সিকিউরিটি চেকে স্পষ্ট করে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি গেষ্টাপোর কাছে বন্দী হয়েছেন। কিন্তু লণ্ডন সেই ইঙ্গিতের প্রতি কোন নজর দিল না। যুদ্ধের পরে লউয়ার্সের সিকিউরিটি চেক নিয়ে অনেক বাদ বিতণ্ডা হয়েছিল।

থিস্ টাকোনিস এবং লউয়ার্স একই জেলখানায় ছিলেন। লউয়ার্স এবং টাকোনিস এবার নতুন খেলা শুরু করলেন। এই নতুন খেলা ছিল 'কোড সাইফারের' খেলা। তিনি পাইপে শব্দের আওয়াজ করে টাকোনিসের কাছে খবর পাঠাতে শুরু করেছিলেন। শব্দগুলি ছিল মোর্স কোড কিন্তু সাইফারে। এই খবর আদান প্রদান থেকে লউয়ার্স টাকোনিসকে বললেনঃ তিনি তার সিকিউরিটি চেক গেষ্টাপোকে দেননি। এবং কোন প্রকারেই সিকিউরিটি চেক ফাঁস করবেন না।

লউয়ার্স আর একদিন লণ্ডনে খবর পাঠালেন কিন্তু লণ্ডন এর পাল্টা জবাবে যে কথা বললেন সেই থেকে বোঝা গেল না যে লণ্ডন লাউয়ার্সের সিকিউ-রিটি চেক ভাল করে লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ লউয়ার্স ষোলটি অক্ষরের পর যে ভুল করবার কথাছিল সেই সিকিউরিটি চেক দিলেন কিন্তু লণ্ডন বুঝতে পারলেন না যে তিনি গেষ্টাপোর হাতে বন্দী হয়েছেন।

একদিন লউয়ার্সের সব চিন্তা ভাবনা দূর হল। লউয়ার্সের পাঠান খবর অর্থাৎ যে সব খবর জিস্‌কে লিখে দিতেন সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি রাত্রে তাদের এজেন্ট রেডিও অপারেটর পাঠান হত। আর প্রতিরাত্রে গেষ্টাপোর কর্তা স্নাইডার গিয়ে ঐ সব এজেন্টদের গ্রেপ্তার করতেন। একবারও লণ্ডনের খেয়াল হয়নি যে তাদের মারাত্মক ভুলের জন্যে তাদের অসংখ্য এজেন্ট অতি সহজে গেষ্টাপোর কাছে বন্দী হচ্ছেন।

একদিন লউয়ার্স জিস্‌কের লেখা একটি খবর অনুযায়ী স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ কর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন। সংবাদে লেখা ছিলঃ আমরা ২৭শে মার্চ নতুন এজেন্টদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

লণ্ডন ছোট একটি জবাব পাঠাল। দুঃখিত, এজেন্ট অসুস্থ—কবে নাগাদ তাকে পাঠান সম্ভব হবে বলতে পারছিনা···

এই খবরটির পুরো অর্থ লাউয়ার্স বুঝতে পারেননি। লাউয়ার্স সন্দেহ করলেন হয়ত 'এস ই' লণ্ডন তার পাঠান খবর থেকে বুঝতে পেরেছে লাউয়ার্স বন্দী হয়েছেন এবং তার কোন স্বাধীনতা নেই। তার পাঠান খবরগুলি মিথ্যা। কিন্তু লণ্ডন বুঝতে পারল কী?

লউয়ার্স কোড সাইফারের মাধ্যমে টাকোনিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তবে এই যোগাযোগ রাখা খুবই কঠিন কাজ ছিল। এ ছাড়া জেলখানায় বন্দীদের মধ্যে রটে গিয়েছিল লউয়ার্স হলেন বিশ্বাসঘাতক এবং দেশদ্রোহী। তিনি গেষ্টাপোর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন এবং খবর পাঠাবার সময় সিকিউরিটি চেকে ভুল করে কোন ইঙ্গিত দেননি যে তিনি বন্দী হয়েছেন।

একদিন লউয়ার্স তার ঘরের জলের পাইপে শব্দ করে টাকোনিসকে খবর পাঠাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাশের সেলের বন্দী বললেন: আমাদের এখন বিরক্ত করবেন না। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সেলের পাইপ থেকে ধ্বনি হতে লাগল: লাউয়ার্স হলেন জর্মান এজেণ্ট। তিনি আবভেরের কাছে নিজেকে বিক্রী করেছেন। লউয়ার্স হলেন বিশ্বাসঘাতক।

লউয়ার্স এই অভিযোগের জবাবে পাইপে আওয়াজ করে বললেন: আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমার সিকিউরিটি আবভেরের কাছে বিক্রি করিনি।

আর একটি ঘটনা।

বৃটিশ স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ কিছু মাল এবং এজেণ্ট পাঠাবার দিন স্থির করেছিল। মাল নামবার সঙ্গে সঙ্গে জিসকে গিয়ে ঐ স্থানে হাজির হলেন। ঐ সঙ্গে গেলেন গেষ্টাপো বাহিনীর স্নাইডার এবং তার বাহিনী। গেষ্টাপোর ভয় আতংক ছিল যদি 'এস ও ই'র' এজেণ্টদের গ্রেপ্তার করতে তিনি ব্যর্থ হন তাহলে হল্যাণ্ডের মিলিটারি গভর্নর রাউটার তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন। প্রথমে গেষ্টাপো এই সব ধর পাকড়ে আবভেরকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। পরে এডমিরাল কানারী রাউটারকে অনুরোধ করবার পর স্নাইডার আবভেরকে সাহায্য করতে স্বীকার করলেন।

২৮শে মার্চ ১৯৪২ সাল।

জিসকে এবং গেষ্টাপোর কর্তারা এজেণ্টদের ধরবার জন্যে বেশ গভীর রাত্রে খোলা মাঠে গিয়ে হাজির হলেন। স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ জানিয়েছিল তারা এজেণ্টদের জন্যে গড়িলা যুদ্ধ করবার কিছু মিলিটারি মাল পাঠাবে। সেই সঙ্গে কিছু এজেণ্টও যাবে।

একটু বাদে প্লেনগুলি এল। পরে প্লেন থেকে মাল নামান হল। ঐ প্লেনে কোন এজেণ্ট ছিল না।

জিসকে এবং স্নাইডার মালগুলি বাজেয়াপ্ত করলেন।

পরের দিন লউয়ার্সকে দেখান হল লণ্ডন গড়িলাদের জন্যে কী অস্ত্র পাঠিয়েছে। তিন ডজন স্টেনগান বিলি করবার জন্যে ইস্তাহার। মালগুলি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলনা

এবার জিসকের মনে একটি প্রশ্ন জাগল, তাহলে কী লউয়ার্স মিথ্যা খবর পাঠিয়েছেন না, লণ্ডন জানতে পেরেছে লউয়ার্স বন্দী হয়েছেন। পরে জর্মান অপারেটররা বললেন যে লউয়ার্স কোন ভুল কিংবা মিথ্যা খবর পাঠাননি।

কিছুদিন পরে লউয়ার্স এবং টাকোনিসকে হেগ শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এক জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। এই জেলখানায় এসে লউয়ার্স একটি বিস্ময়কর খবর পেলেন। একদিন জেলখানার সেলের পাইপে তীব্র শব্দ শোনা গেল। এক ঘরের পাইপ লাইন থেকে অন্য ঘরের পাইপ লাইনে খবর পাঠান হচ্ছে। এমনি করে প্রতিদিন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে খবর পাঠান হত। আজ পাইপে আওয়াজ করে যিনি খবর পাঠাচ্ছিলেন তিনি এই জেলখানায় নতুন এসেছিলেন। এই নবাগতের মোর্স কোড খুব পরিষ্কার ছিল।

নতুন বন্দী কোড সাইফারে জানালেন ঃ যে তিনি ২৯শে মার্চ লণ্ডন থেকে প্লেনে করে ইংল্যাণ্ডে এসেছেন। তিনি মাটিতে নেমে যখন তার প্যারাশুটের দড়ি খুলবার চেষ্টা করছিলেন তখন তাকে জর্মান পুলিশ গেষ্টাপো গ্রেপ্তার করল। পাইপ লাইনে পাঠান খবর থেকে লউয়ার্স বুঝতে পারলেন ঃ এই নতুন এজেণ্টের নাম হল 'বাতসেন'।

'বাতসেন' ছিলেন লউয়ার্সের পূর্ব পরিচিত। আজ 'বাতসেনকে' এই কারাগারে দেখে লউয়ার্সের মনে কোন সন্দেহ রইল না 'ডবলক্রস' খেলায় জিসকে এবং আবভের কিছুকালের জন্যে জয়লাভ করেছে। কী করে এ সম্ভব হল? কারণ জানতে হলে আরও কয়েকটি ঘটনা বলা দরকার।

* * *

জোসেফ স্নাইডার প্রতিদিন সকালে উঠে গেষ্টাপোর বিভিন্ন স্পাই ইনফরমারদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি জানবার চেষ্টা করতেন শহরের কোথায় কী ঘটছে। একদিন তার কাছে এলেন শয়তান আনতোনিয়স ভ্যানডার ওয়ালস। তিনি ছিলেন 'বেইমান বিশ্বাসঘাতক'।

২৭শে এপ্রিল হেগের 'হারলেম' স্ট্রীটে এক জর্মান সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছিল। জর্মানীর সামরিক বাহিনীর কর্তা রাউটার স্থির করলেন এই হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ নিতেই হবে। তিনি জানতে চাইলেন এই হত্যার জন্যে দায়ী কে?

খবরটি স্নাইডারের কাছে পৌছে দিতে এগিয়ে এলেন ভ্যানডার ওয়ালস।

কী চাও? স্নাইডার প্রথমে তাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

ঃ আমি জানি কে এই হত্যা করেছে?

ঃ তুমি বিভীষণের কাজ করতে চাও কেন?—স্নাইডার প্রশ্ন করলেন।

ঃ টাকা চাই…হল্যাণ্ডে যে সব ডাচ বাসিন্দারা জর্মানদের আক্রমণ করছে তারা হলেন 'বিশ্বাসঘাতক'। কারণ হল্যাণ্ড হল জর্মানীর এক অংশ।

তোমাকে আমার বিশেষ পছন্দ নয়, স্নাইডারের কণ্ঠস্বর ছিল রূঢ়।

ঃ আমি পছন্দ অপছন্দের কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসিনি। আমি একটা 'ডিল' করতে এসেছি। আপনি বলুন, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কিনা?

ঃ বেশ। বল খুনী কে?

এরপর ভ্যানডার ওয়ালস খুনীর কাছে স্নাইডারকে নিয়ে গেলেন। খুনীর নাম ছিল বিয়ের হাউস। তার সঙ্গে একজন ডাচ পাদ্রীও জড়িত ছিলেন। দুজনকে ধরা হল এবং গুলি করে হত্যা করা হল।

এরপর থেকে ভ্যানডার ওয়ালস নিয়মিতভাবে গেষ্টাপোর কাছে খবর দিতে শুরু করলেন। তিনি হলেন স্নাইডারের একজন পাকা দক্ষ এজেন্ট।

জিস্কের তত্ত্বাবধানে লাউয়ার্স অবশ্য নিয়মিতভাবে লণ্ডনে খবর পাঠাতে লাগলেন। তার সিকিউরিটি চেকে ভুল থাকত লণ্ডনের কেউ সেই ভুলটি ধরবার চেষ্টা করেনি।

জিস্কের ভাষায় বলা যায় লণ্ডন বুঝতে পারেনি আমরা তাদের পাঠান এজেন্টদের সাহায্য নিয়ে তাদের কাছে মিথ্যা খবর পাঠাচ্ছি। পরে লণ্ডন থেকে যে এজেন্ট হল্যাণ্ডে আসত তাদের গ্রেপ্তার করছি। আরো বুঝতে পারলাম আমাদের এই লুকোচুরি খেলা কেউ বুঝতে পারেনি।

পরে মে মাসের পুরোটা একটানা এই খেলা চলল। আমাদের পাঠানো খবরে বিশ্বাস করে বৃটিশ এজেন্টরা হল্যাণ্ডে আসতো। তারা মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টাপো তাদের গ্রেপ্তার করত। এই ছিল 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোলের' প্রথম রাউণ্ডের খেলা।

*   *   *

'অপারেশন লণ্ডন কলিং নর্থপোল' সফল হবার পর জিস্কে খুশি হলেন বটে কিন্তু স্নাইডার নিরাশ হলেন। তিনি ছিলেন গেষ্টাপোর লোক, পুলিশের কাজ করা ছিল তার কর্তব্য। জিস্কের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি কাউণ্টার এসপিওনেজের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। হল্যাণ্ডে গেষ্টাপোর কর্তা করে পাঠাবার সময় তাকে স্পষ্ট পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল ঃ 'আপনার কাজ হবে হল্যাণ্ডে জর্মান সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা এবং গড়িলা আন্দোলনকে ধ্বংস করা'। এই কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের কাজ করতে গিয়ে তিনি গড়িলা আন্দোলন অর্থাৎ আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টকে নির্মূল করতে পারেননি। এবার তিনি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন।

স্নাইডার জিস্কের অজ্ঞাতসারে হল্যাণ্ডে একটি গেষ্টাপোর 'ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার' স্টেশন স্থাপন করেছিলেন। স্নাইডার জানতেন ডাচ গড়িলা আন্দোলনের দুইজন নেতা আছেন। একজনের নাম ছিল ভোররিস্ক। তিনি

ছিলেন আন্দোলনের প্রধান পরিচালক, দল চালাবার দায়িত্ব তার হাতে ছিল। দলের দুই নম্বর নেতার নাম ছিল 'দ্য কুইন'। আসলে দলের কাজকর্ম তিনিই করতেন। তাকে বলা হত 'এ ম্যান অব অ্যাকশন'।

'দ্য কুইনের' আসল নাম ছিল ঃ ভেরমুইলেন। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের কাজে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এ কাজে তিনি ছিলেন পেশাদারি বিপ্লবী। লড়াই শুরু হবার আগে তিনি ছিলেন এক পুলিশ কর্মচারি। এই পুলিশের কাজের কিছু প্রশিক্ষণ তিনি জর্মানদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ কাজের জন্যে তিনি হামবুর্গে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে 'অরড দিয়েনস্ত' নামে একটি ডানপন্থী সংস্থা ছিল। দ্য কুইন ঐ সংস্থার একজন বড় নেতা ছিলেন। সামরিক বাহিনীর অনেকে ঐ দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

"অরড দিয়েনস্ত" গড়িলা আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল।

স্নাইডার এই 'অরড দিয়েনস্ত' সংস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তার একটি গোপন কারণও ছিল। যদি বৃটিশ স্পেশাল অর্গানিজেশন এক্সিকিউটিভ গড়িলা বাহিনীর কাছে অস্ত্র পোঁছে দিতে পারে তাহলে জর্মান সৈন্যবাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হবে।

স্নাইডার স্থির করলেন 'অরড দিয়েনস্তে'র বিরুদ্ধে আরো কঠোর নীতি অনুসরণ করতে হবে। এবং হল্যাণ্ডে যদি গড়িলা আন্দোলন দমন করতে হয় তাহলে ঐ সংস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে।

স্নাইডার 'অরড দিয়েনস্তের' অনেক গোপন কাজকর্মের খবর সংগ্রহ করে ঐ সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন।

এ কাজের জন্যে তিনি তার 'ডবল এজেণ্ট' ভ্যানডার ওয়েলসের সাহায্য নিলেন। তিনি ইতিমধ্যে গেস্টাপোর মাইনে করা ইনফরমার হয়েছিলেন।

ভ্যানডার ওয়েলস 'আনতোনিয়স' নামে পরিচিত ছিলেন। স্নাইডার ভ্যানডার ওয়েলসের সাহায্য নিয়ে তার মাকড়সার জাল বিস্তার করলেন।

* * *

স্নাইডার আনতোনিয়সকে বললেন আমি 'দ্য কুইন' নামে একটি লোককে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছি—' শুধু তাকে নয়, তার দলের আরো কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। একটু চুপ করে থেকে স্নাইডার আবার বলতে লাগলেন ঃ দ্য কুইন পুলিশ কর্মচারি ছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি জর্মান পুলিশের কাছে প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। লোকটা ধূর্ত। কাউকে বিশ্বাস করে না। তোমার দাবা খেলায় সামান্য ভুল হলে লোকটি তোমাকে সন্দেহ করবে। হয়তো তোমাকে খুন করবে।

স্নাইডার আনতোনিউস ভ্যানডার ওয়ালসকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেন।

এরপরে স্নাইডার 'দ্য কুইনের' জীবনী, কাজকর্মের ফাইল আনতোনিয়সকে পড়তে দিলেন। আনতোনিয়স ফাইল পড়ে স্নাইডারকে বললেন ঃ এই ব্যাপার

নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার যা করণীয় করব।

এবার আনতোনিয়সের চিন্তা শুরু হল 'দ্য কুইনের' মতো ধূর্ত লোককে কী করে গ্রেপ্তার করা যায়।

স্নাইডার আনতোনিয়সকে একটি টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এইটে হল দ্য-কুইনের টেলিফোন নম্বর।

আনতোনিয়স ঐ নম্বরে টেলিফোন করে কোন জবাব পেলেন না।

দ্বিতীয়বার টেলিফোন করবার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে প্রশ্ন করল: কী চাই।

: আমি একজন বৃটিশ-ডাচ এজেন্ট। বৃটিশ স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ আমাকে হল্যাণ্ডে পাঠিয়েছে। আপনাদের সাহায্য চাই।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: বেশ আপনি বিয়েনহফ' রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। এই বলে লোকটি টেলিফোন ছেড়ে দিল।

আনতোনিয়স এবার কথানুযায়ী ঐ রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু বাদে আরো দুজন লোক এসে ঐ রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেন। আনতোনিয়সের মনে সন্দেহ জাগল দুজনের মধ্যে দ্য কুইন আদৌ আছেন কিনা কারণ স্নাইডার যে ফাইলটি আনতোনিয়সকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে দ্য কুইনের একটি ছবি ছিল। ঐ ছবির সঙ্গে লোক দুটির চেহারার কোন মিল ছিলনা।

এবার আনতোনিয়স লোক দুটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

: চলুন আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলব, দলের একজন বললেন।

এবার আনতোনিয়সের বলবার পালা। তিনি বলতে লাগলেন, স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের কাছে আমি জান নামে পরিচিত।

কিছুদিন আগে আমি 'ডোরড্রেকট' এলাকায় প্যারাশুট দিয়ে নেমেছিলাম। নামবার সময় আমার রেডিও অপারেটর মারা যান। দলের অন্য কারু সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। লণ্ডনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারছি না। আমি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, আপনাদের সাহায্য চাই। লণ্ডনের কাছে আমাকে এক্ষুনি খবর পাঠাতে হবে।

আনতোনিয়সের এই অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। কারণ 'অরড দিয়েনস্থের' ভল্যানটিয়ারদের মনে একবারও সন্দেহ জাগল না তারা একজন শয়তান, দুর্দ্ধর্ষ ডবল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। আনতোনিয়াস বুঝতে পারলেন এরা হল গড়িলা বাহিনীর লোক।

এবার দ্বিতীয় সঙ্গীটি প্রথম সঙ্গীর মুখের দিকে তাকালেন এবং ইঙ্গিতে জানালেন যে এর সঙ্গে বেশি কথা বলবার প্রয়োজন নেই।

আমাদের টেলিফোন নম্বর আপনাকে কে দিল? দ্বিতীয় সঙ্গী জিজ্ঞেস করলেন।

'আনতোনিয়স' এই প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে জানতেন। বললেন : ডোরড্রেকটের একজন লোক আমাকে এই টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলেছেন এই নম্বরে টেলিফোন করলে আমি সাহায্য পাব

: লোকটি দেখতে কী রকম ? দ্বিতীয় সঙ্গী আবার জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা, কোঁকড়ানো চুল—আনতোনিয়স বললেন

'আরড দিয়েনস্থের' ঐ চেহারার একজন লোক ডোরড্রেকটে ছিল।

আমি শুধু লণ্ডনে একটি খবর পাঠাতে চাই. আনতোনিয়স বার বার একই অনুরোধ করতে লাগলেন।

: দেখি আমরা কী করতে পারি! এইবলে দুই সঙ্গী চলে গেলেন। যাবার আগে আনতোনিয়সের সঙ্গে দেখা করবার আর একটি দিন, সময় ধার্য করলেন। ঠিক হল চারদিন পরে আবার তারা 'মরিটস কাভে' নামে একটি বড় স্কোয়ারে দেখা করবেন।

এরপর স্নাইডার আনতোনিয়সের ঘটনার বিবরণী শুনে খুশী হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে লোক দুটি এসে আনতোনিয়সের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে আনতোনিয়সকে চোখে বেঁধে দ্য কুইনের কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

: আপনি কে ? দ্য কুইন জিজ্ঞেস করলেন

: বৃটিশ এজেণ্ট

: প্রমাণ করুণ।

আমাকে একটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য চাই। আর যদি প্রমাণ চান যে আমি কে, তাহলে আমি একটি খবর দেব: কাল 'বিবিসি' রেডিও অরেঞ্জ প্রোগ্রামে এই খবরটি ব্রডকাষ্ট করা হবে। ব্রডকাষ্টে বলা হবে 'টেবিল গোল'। এ কথাটি ছিল এক কোড শব্দ। স্নাইডার এই কোড শব্দটি ব্রডকাষ্ট করবার খবর আর একজন গড়িলা সৈন্যর কাছ থেকে শুনেছিলেন. এবং রেডিও অরেঞ্জ প্রোগ্রাম ছিল বিবিসির একটি বিশেষ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে গড়িলাদের কাছে কোড শব্দে খবর পাঠান হত।

এই কথার মানে কী ? দ্য কুইন জিজ্ঞেস করলেন।

: মানে হল ওরা আমার কাছ থেকে একটি রিপোর্ট চায়।

এবার দ্য কুইনের এক সঙ্গী বললেন কাল যে বিবিসির অরেঞ্জ প্রোগ্রাম ব্রডকাষ্ট করা হবে তার নিশ্চয়তা কী ?

: বেশ অপেক্ষা করুন···

দ্যকুইন অবশ্য আনতোনিয়সকে দেখে খুশী হলেন না। তিনি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। তবে ঠিক হল আবার তারা 'মরিটস কাভে' স্কোয়ারে দেখা করবেন। আনতোনিয়স বলেছিলেন : লণ্ডন আমার কোড নাম দিয়েছিল 'জান'।

সেদিন রাত সাড়ে এগারটায় বিবিসির অরেঞ্জ প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট করে বলা হল ঃ 'টৌবিল গোল'।

স্নাইডারের অনুমান সত্যি হল। পরের দিন আনতোনিয়স আবার দ্য কুইনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ঠিক হল, দ্য কুইন একটি ট্রান্সমিটার যোগাড় করবেন। স্নাইডারের নির্দেশ অনুযায়ী আনতোনিয়স রেডিওতে খবর পাঠাবার সময় স্থির করেছিলেন। এই রেডিওতে খবর পাঠাবার কল সাইন এবং কোড শব্দ আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল। অবশ্যি দ্য কুইন জানতে পারেননি যে এই কলসাইন স্থির করেছিলেন গেষ্টাপোর নেতা স্নাইডার।

স্থির হয়েছিল আনতোনিয়স তার নিজের রেডিও সেট থেকে ট্রান্সমিশন করবে।

এই ট্রান্সমিশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ট্রান্সমিশন অনুযায়ী কাজ করলে আরো বেশ কিছু বৃটিশ, ডাচ এজেণ্ট গেষ্টাপোর কাছে ধরা পড়ত।

'আনতোনিয়স' লণ্ডনকে প্রথমে কিছু খবর দিল। এই ট্রান্সমিশনে বলা হল আমাদের গড়িলা যুদ্ধ করবার জন্যে আরো অস্ত্র চাই।

এর জবাবে লণ্ডন বলল ঃ একুশে জুলাই কিছু মাল পাঠান হবে। কোন জায়গায় প্যারাসুট নামবে সেইটে স্থির করবে আনতোনিয়স।

ট্রান্সমিশন শেষ হবার পর আনতোনিয়স বললেন ঃ এ কাজ করবার জন্যে আমার কুড়িজন লোক চাই।

ঃ কুড়িজন। দ্য কুইনের এই ছোট প্রশ্নে ছিল বিস্ময়ের স্বর। পরে আবার বললেন ঃ আমাদের দলে মাত্র বারোজন লোক আছে।

লণ্ডন বলছে এবার অনেক বেশি মাল পাঠান হবে। বেশি লোকের দরকার হবে—এই ছিল আনতোনিয়সের জবাব।

দ্য কুইন স্পষ্ট বললেন ঃ বারোজনের বেশি লোক দেওয়া সম্ভব হবেনা...

ঠিক হল সবাই উটরেখট শহরের একটি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবেন। সেইখান থেকে সবাই একসঙ্গে খোলা মাঠে, যেখানে মাল নামানো হবে, সেইখানে যাবেন।

২০শে জুলাই দ্য কুইন আনতোনিয়সের দেওয়া একটি ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়িতে দ্য কুইন পৌছে গিয়ে একটি বেল টিপলেন। একটি অপরিচিত লোক এসে দরজা খুলে দিল। দ্য কুইন লোকটিকে দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন জান কোথায়? আপনি কে?

ঃ আমি জানের বন্ধু। আপনি ভেতরে আসুন....

এবার দ্য কুইনের মনে সন্দেহ হল। তিনি ঘরের ভেতর ঢুকতে ইতস্তত করলেন।

লোকটি আশ্বাস দিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না, ভেতরে সবাই আছে। ওখানে গেলে সবার দেখা পাবেন।

কারিডর অন্ধকার ছিল। দ্য কুইন ঘরের ভেতর ঢুকতে আবার সংকোচ বোধ করলেন।

ঃ বাকী সবাই ? —কৌতূহলি দ্য কুইন জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কয়েকজন এসেছেন। সবাই নয়, লোকটি জবাব দিল।

এবার দুজনে ঘরের ভেতর ঢুকলেন।

দ্য কুইন ঘরের ভেতর ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টাপো তাকে গ্রেপ্তার করল। স্নাইডার এসে বললেন ঃ আমি আপনার জন্যে এতদিন প্রতীক্ষা করছিলাম।

* * *

এই ঘটনার কাহিনী শুনবার পর জিসকে গিয়ে স্নাইডারের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন ঃ ভারী খুশি হয়েছি—অবশ্য তার এই ছোট কথায় বিদ্রূপের সুর ছিল।

মানে ! স্নাইডার জিসকের ব্যঙ্গের কণ্ঠ শুনে জিজ্ঞেস করলেন !

ঃ মানে সহজ এই কারণে আমি নিজেকে এই নোংরা কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। জিসকে বললেন।

পরে দ্য কুইন এবং তার দলের চল্লিশজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল

শেষে গোয়েরিং-এর অনুরোধে দ্য কুইন এবং তার সহকারিকে ছেড়ে দেওয়া হল।

* * *

এই দলের আর একটি শাখা ছিল কুস্ ভেররিস্ক ছিলেন ঐ দলের নেতা স্নাইডারের কাছে এই শাখার নাজক সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর ছিল।

স্নাইডার জানতেন ভেররিস্ক ছিলেন এক আদর্শবাদী নেতা

তিনি স্থির করলেন ভেররিস্ককে জালে পুরতে হবে।

তিনি আনতোনিয়সের শরণাপন্ন হলেন।

স্নাইডার ভেররিস্কের ফাইলটি আনতোনিয়সের হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ এবার আপনি গিয়ে ওদের বলুন স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন আপনি সাহায্য চান।

এই বলে তিনি ভেররিস্কের একটি ছবিও আনতোনিয়সকে দেখালেন এবং তার নামও বললেন। ভেররিস্ক কোন এক সময়ে হল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় এবং আদর্শবাদী নেতা ছিলেন।

ভেররিস্কের এক সহকারির নাম ছিল উইমস। লণ্ডন তার কাছে অস্ত্র পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। স্থির হয়েছিল একজনের মাধ্যমে তাকে অস্ত্র পাঠান হবে।

এই সময়ে জিসকে এবং স্নাইডার অনেক জাল এবং ভুয়ো এজেণ্টদের নাম দিয়ে লণ্ডনে মিথ্যা খবর পাঠাত।

আনতোনিয়স উইমসের সঙ্গে দেখা করলেন। তার সঙ্গে কিছু অস্ত্র ছিল।

তাকে চিনে নিতে তার কোন অসুবিধা হল না। উইমসের একটি পাশপোর্ট সাইজের ফটো আনতোনিয়াসের কাছে ছিল। উইমসের কাছে আনতোনিয়াস তার ছদ্মনাম বললেন :

দ্য ওয়াইল্ড। উইমস সহজে আনতোনিয়াসকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই তিনি ছোট একটা জবাব দিলেন। বললেন : আপনার অস্ত্র আপনি নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। তবে অস্ত্র নিয়ে যাবার জন্যে কোন ট্রান্সপোর্ট আমরা দিতে পারবনা, কোথা থেকে গাড়ি আনবেন বলতে পারব না।

এই জবাবে আনতোনিয়াস একেবারেই খুশি হলেন না। তিনি বললেন : লণ্ডনের সঙ্গে আমার একটি রেডিও কানেকশন আছে।

আপনার কী আছে না আছে আমি শুনতে চাইনা—উইমস রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন

আমি শুনেছি আপনারা লণ্ডনের সঙ্গে রেডিও কানেকশন রাখবার জন্যে একজন অপারেটর এজেন্ট খুঁজছেন

এর কোন জবাব আমি দেবো না...

আজ মাল এখানে রেখে যাচ্ছি। কাল মাল সংগ্রহ করতে আসব... আনতোনিয়াস এবার মরীয়া হয়ে বললেন

উইমস কোন জবাব দিলেন না। পরের দিন নির্দ্ধারিত সময়ে আনতোনিয়াস তার মাল নেবার জন্যে এলেন।

আনতোনিয়াসের হাতে আর্মস তুলে দেবার পর উইমস বললেন আমার কর্তা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। উনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। আমাদের ন্যাশনাল কমিটির উনি প্রেসিডেণ্ট। নাম ভেরারিস্ক।

আনতোনিয়াস গিয়ে ভেরারিস্কের সঙ্গে দেখা করলেন। ভেরারিস্ক আনতোনিয়াসের কথা শুনেবার পর বললেন : আমি আপনার মাধ্যমে লণ্ডনে খবর পাঠাব।

এরপর ভেরারিস্ক প্রতিবারই বেশ বড়, দীর্ঘ সংবাদ লণ্ডনে পাঠাতে শুরু করলেন। অধিকাংশ খবরই ছিল তার রাজনৈতিক বক্তৃতা।

ইতিমধ্যে ন্যাশনাল কমিটির আর একজন সদস্য, নাম ভ্যানটিয়েন আনতোনিয়সকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। ভ্যানটিয়েন কোন ক্ষতি করবার আগেই শ্নাইডার তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

ভেরারিস্ক লণ্ডনে খবর পাঠাবার জন্যে একজন রেডিও অপারেটর সংগ্রহ করলেন। এই রেডিও অপারেটরের নাম ছিল ভ্যান লুই। অনেকদিন ভ্যান লুই ভেরারিস্কের লেখা খবরগুলি লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন। ভ্যান লুই অবশ্যি জানতেন না যে ঐসব খবর লণ্ডনে যাচ্ছে না যাচ্ছে শ্নাইডারের গেস্টাপোর দপ্তরে। ওখানে খবরগুলি খুব ভালকরে সম্পাদনা করা হত। পরে

লণ্ডনে স্নাইডারের সম্পাদিত খবরগুলি পাঠান হত। তেমনি লণ্ডন থেকে প্রথমে খবর স্নাইডারের দপ্তরে যেতো পরে ওখান থেকে ভেরারিস্কের দপ্তরে যেতো।

এইভাবে বেশ কিছুদিন রেডিও'র খেলা চলল এরপর লণ্ডনের মনে সন্দেহ জাগল। স্নাইডারও একথা বুঝতে পারলেন। খেলা শেষ করা হল। ভেরারিস্ক এবং ভ্যান লুইকে গ্রেপ্তার করা হল।

'লণ্ডন কলিং নর্থপোল' খেলা শেষ হল।

* * *

একদিন জিসকে স্নাইডারকে বললেন: তিনি স্মাগলার, শয়তান এবং চরিত্রহীন আনতোনিয়স ভ্যানড্রাব ওয়েলেসকে তাদের দলে ঢুকিয়ে বড়ো ভুল করেছেন।

কেন? স্নাইডার তার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

: সহজ। কারণ আমরা ভেরারিস্ককে আমাদের বিভিন্ন কাজের জন্যে ব্যবহার করতে পারতাম। তাকে পরিচালনা করা সহজ হত এবং আমরা তাকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারতাম পারিনি, কারণ তুমি চালে ভুল করেছ। হয়ত পরে লণ্ডন ভেরারিস্ককে আরো গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিত আজ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমরা ভেরারিস্ককে হারালাম এইভাবে 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোল' খেলা শেষ হল।

* * *

এই খেলা শেষ হবার কয়েকটি কারণ ছিল

প্রথম কারণ ডুয়েরলিন তিনি ছিলেন একজন ডাচ নাবিক। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ডুয়েরলিন স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভে যোগ দিয়েছিলেন। পরে এজেণ্টের কাজ করবার জন্যে হল্যাণ্ডে এসেছিলেন। হল্যাণ্ডে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেস্টাপোর হাতে বন্দী হলেন: ডুয়েরলিনের উপর কোন শারীরিক অত্যাচার করা হলনা। স্নাইডার ডুয়েরলিনের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এই আলোচনার পর গেস্টাপো বুঝতে পারল ডুয়েরলিনকে তাদের কোন কাজে প্রয়োজন হবেনা।

এই সময়ে কয়েদখানার বন্দীরা জলের পাইপ লাইনে ট্যাপ করে মোর্সে একে অন্যের কাছে খবর পাঠাচ্ছিলেন। বন্দীদের মধ্যে লাউয়ার্স বাতসেন, জোরডান, ভ্যানডার রাইডান ছিলেন। এরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সেই খবর সবাই জানবার চেষ্টা করলেন। এরা জেলখানা থেকে কেন পালাবার চেষ্টা করেননি, গেস্টাপো এখনও কেন তাদের গুলি করে হত্যা করেনি, এদের আসল উদ্দেশ্য কী?

এবার ডুয়েরলিন এবং আরো কয়েকজন জেলখানা থেকে পালাবার চেষ্টা করলেন। ডুয়েরলিনের সঙ্গে এই চেষ্টায় জেলখানার আর এক কয়েদি যোগ

দিলেন। এই লোকটির নাম ছিল উবিঙ্ক। উবিঙ্ক ছিলেন একজন রেডিও অপারেটর।

ডুয়েরলিন এবং উবিঙ্ক দুজনে মিলে পালাবার একটি প্ল্যান করলেন। অবশ্য ঐ সময়ে গেষ্টাপোর হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করা ছিল জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। জেলের অন্য বন্দীরা ডুয়েরলিনের সংকল্পের কথা শুনে সাবধান করে বললেন ঃ খবরদার ঐ চেষ্টা করবেন না। প্রাণ যাবে।

একদিন মাঝ রাত্রে জেলখানার বাতি নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডুয়েরলিন এবং উবিঙ্ক জানলা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। ডুয়েরলিন এবং তার সঙ্গী, পুলিশের সার্চ লাইটকে এড়াবার জন্যে অনেকটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটলেন। এভাবে হাঁটবার অনেক বিপদ ছিল। কারণ গেস্টাপো জানতে পারলে গুলি এবং মৃত্যু অনিবার্য। শহরের রাস্তা ছিল নির্জন, নিরালা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর তারা দৌড়ুতে শুরু করলেন।

* * *

স্নাইডার হল্যাণ্ডের সামরিক গভর্ণরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জেলখানা থেকে কাউকে পালাতে দেওয়া হবে না। এর পর রাউটার অবশ্য জিসকে কে বলেছিলেন তিনি বন্দীদের নিয়ে তার 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোল' অপারেশনের খেলার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। পরের দিন জিসকে যখন খবর পেলেন দুজন বন্দী জেলখানা থেকে পালিয়ে গেছে তখন তিনি অবাক হলেন। এই পালিয়ে যাবার ঘটনা তার কাছে 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য' বলে মনে হল।

জিসকে জেলখানায় গিয়ে হাজির হলেন। তিনি স্নাইডারকে বললেন ঃ যদি পালান বন্দীদের খুঁজে বার না করা যায় তাহলে তাদের 'রেডিও গেম' 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোল' খেলা বন্ধ করতে হবে।

ডুয়েরলিন এবং উবিঙ্ককে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডুয়েরলিন এবং উবিঙ্ক লণ্ডনে ফিরে এসে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

জিসকের 'রেডিও গেম' খেলা বন্ধ হল।

* * *

লউয়ার্স বেঁচে ছিলেন।

রেডিও গেম শেষ হবার পর তিনি 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' ছিলেন।

যুদ্ধের পর তদন্ত করে দেখা গেল লউয়ার্স লণ্ডনকে সাবধান করেছিলেন কিন্তু লণ্ডন তার এই সতর্ক বাণীতে কান দেয়নি। লউয়ার্সকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

* * *

স্পেশাল 'অপারেশন এক্সিকিউটিভের' আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী ছিল এক ভারতীয় সুন্দরী রমণীর রোমাঞ্চকর স্পাইর কাজ কারবার। এই মহিলা

স্পাইর কাজে 'মাতাহারিকে' টেক্কা দিতে পারেন। এই রমণীর নাম ছিল নূর ইনায়েৎ খান, অপূর্ব, তিলোত্তমা সুন্দরী। তিনি ছিলেন টিপু সুলতানের বংশধর। স্পাইর কাজ করতে গিয়ে তিনি সাহসিকতা এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্যগল তার সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ তিনি সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে তার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ বলেছিলেন গেস্টাপো যখন তাকে গুলি করে হত্যা করল তখনও তিনি তার মুখ খোলেন নি এতই সাহসী ছিলেন তিনি।

নূর ইনায়েৎ খানের স্পাইর কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক তাই তার জীবনী একটু বড় করে বলতে হবে।

*　　　*　　　*

নূর ইনায়েৎ খান, জন্ম বিশে ডিসেম্বর, ১৯১৩, জন্মস্থান মস্কো, রাশিয়া। তার ভাল নাম ছিল নূর ইনায়েৎ খান, ডাক নাম ছিল 'বাবুলি'।

বাল্যকাল থেকে নূর ইনায়েৎ খান এবং তার অন্য ভাই বোনেরা এক সঙ্গীতের আবহাওয়ার পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। তার বাবা ইনায়েৎ খান ছিলেন 'সুফী' পণ্ডিত এবং একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। নূর ইনায়েৎ খানের মা ছিলেন আমেরিকান। স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত।

যুদ্ধের আগে পারী শহরে এক সুফী ফাউণ্ডেশন স্থাপন করা হল ইনায়েৎ খানকে ঐ সুফী ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর করা হল।

ঐ সময়ে পারী ছিল বুদ্ধিজীবি, সঙ্গীতশাস্ত্রের এক বড় ঘাঁটি।

ইনায়েৎ খান আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীতের উপর বক্তৃতা দিয়ে, 'বীণা' বাজিয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীত সমাজে তার নাম ছিল।

নূর ইনায়েৎ খানের বাল্যকাল পারীতে কেটেছিল। তার মুখে ফরাসি ভাষা ছিল নিখুঁত। তিনি ভাল গানবাজনা করতে পারতেন। পারীর "নর্মাল দ্য মিউজিকে" তিনি সঙ্গীত নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। চমৎকার বীণা এবং পিয়ানো বাজাতেন। তিনি সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোবাইওলোজি নিয়ে পড়াশুনা করেন তিনি মাদমাজোয়েল আঁরিয়েত রেনিয়ের কাছে বীণা বাজান শিখেছিলেন। পরে ঘটনাচক্রে তিনি আবার আঁরিয়েত রেনিয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

নূর ইনায়েৎ খান খুব ভাল কবিতা রচনা করতে পারতেন। অধিকাংশ কবিতাই তিনি ফরাসি ভাষায় রচনা করতেন। তিনি বাল্যকালে উর্দু শিখেছিলেন।

নূর ইনায়েৎ খান লড়াই শুরু হবার আগে ফরাসি রেডিওতে অল্প বয়সী, ছোটদের জন্যে প্রোগ্রাম করতেন। জাতকের গল্প এবং আরো অনেক প্রাচীন ভারতীয় রূপকথা পৌরাণিক কাহিনী ফরাসি ভাষায় তর্জমা করে বলতেন। নূর ইনায়েৎ ছিলেন জওহরলালের ভক্ত এবং তাঁর আত্মজীবনী তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

লড়াই শুরু হবার পর নুর এবং তার পরিবার ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্স থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ কাজ ছিল না। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য ছিল। ফ্রান্স থেকে সবাই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। এই বিপদ এবং বাধা থাকা সত্ত্বেও নুর ইনায়েৎ এবং তার পরিবার লণ্ডনে চলে এলেন।

লণ্ডনে এসে তাদের সমস্যা হল জীবিকার জন্যে তারা কী কাজ করতে পারেন। ইংল্যাণ্ডে তাদের কোন রোজগার ছিল না। বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ছিলেন মা, দুইভাই আর এক বোন। ভাই ডাক্তারী পড়ছিল।

নুর এবং তার ভাই ভিলায়েৎ বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। নুর গেলেন উইম্যানস অক্সিলারি এয়ার ফোর্সে। ভিলায়েৎ প্রথমে রয়াল এয়ার ফোর্স এবং পরে বৃটিশ নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন। পরে নুর ইনায়েৎ খান বৃটিশ স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভে যোগ দিলেন

য়ুরোপ থেকে খবর সংগ্রহ এবং অধিকৃত এলাকায় গড়িলা যুদ্ধ করবার জন্যে এই বৃটিশ অপারেশন এক্সিকিউটিভ গঠন করা হয়েছিল। এরা য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহ করে লণ্ডনে পাঠাত। এই কাজের জন্যে রেডিও অপারেটরের প্রয়োজন ছিল। নুর হলেন একজন রেডিও অপারেটর। ইংল্যাণ্ড থেকে গড়িলা সৈনা এবং ফ্রান্স থেকে খবর পাঠাবার জন্যে অপারেটর দরকার হত। স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের দুইটি শাখা ছিল। একটি ছিল ফরাসি শাখা (আর এফ)। এই শাখার কর্তার নাম ছিল কর্ণেল বাক মাষ্টার। অপর শাখার নাম ছিল 'রিপাব্লিক ফ্রান্সেস' (আর এফ)। এই বিভাগের কর্তার নাম ছিল আন্দ্রে দেওয়ারিন। স্পাই জগতে তিনি 'পাসি' নামে পরিচিত ছিলেন।

আন্দ্রে দেওয়ারিন ছিলেন দ্যগলের ডান হাত। তিনি ফ্রান্সের 'একল পলিটেকনিকে' পড়াশুনা করেছিলেন। ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন। লড়াই শুরু হবার সময়আন্দ্রে দেওয়ারিন ছিলেনফ্রান্সের মিলিটারি একাডেমির অধ্যাপক। ফ্রান্সের 'সাসির' হল এক প্রসিদ্ধ নামকরা মিলিটারি একাডেমি। বহু ব্যাপারে দেওয়ারিন দ্যগলের সঙ্গে একমত ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে রিপাব্লিক ফ্রান্সেস নাম দিয়ে একটি গড়িলা বাহিনী গঠন করেন যার প্রধান কাজ ছিল খবর সংগ্রহ করা এবং গড়িলা যুদ্ধ করা। মিত্রশক্তির য়ুরোপ আক্রমণের পর এই গড়িলা বাহিনী মাকীদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করেছিল। দেওয়ারিন এই গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এ কাজের জন্যে তিনি 'পাসি' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।

এই দুইটি বিভাগের অর্থাৎ স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের (এস-ও-ই) বড় কর্তার নাম ছিল মেজর জেনারেল কলিন গাবিন্স।

এস. ও. ই'র এই দুইটি বিভাগের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিলঃ 'এক

সেকশন' ছিল পুরোপুরি বৃটিশ। তারা য়ুরোপে গড়িলা যুদ্ধ করবার জন্যে সিক্রেট এজেন্ট পাঠাত। অপর সেকশন 'আর এফ' ছিল ফরাসি, দেওয়ারিন পরিচালিত, কিন্তু ঐ বিভাগ স্পেশাল অপারেশন.এক্সিকিউটিভের অধীনে কাজ করত। 'এফ' সেকশন এবং 'আর এফ' সেকশনের মধ্যে বড় ফারাক ছিল যে 'এফ' সেকশনের সব নির্দেশ ইংরাজিতে দেওয়া হত, এবং 'আর এফ' সেকশনের নির্দেশ ফরাসি ভাষায় পাঠান হত অনেক সময়ে দুই সেকশনের কাজে ডুপ্লিকেশন হত।

আমরা জানি স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ পুরোপুরি একেবারে এস-পিওনেজ প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তাদের কাজ দুই অংশে ভাগ করা হয়েছিল, সাবোটাজ এবং গড়িলা যুদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতে জর্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে গড়িলা সৈন্যবাহিনী গঠন করা এবং খবর সংগ্রহ করা।

'এফ' সেকশন য়ুরোপে গড়িলা সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে রেডিও অপারেটরের সন্ধানে ছিল। যারা এই কাজের জন্যে এগিয়ে আসতেন তাদের গড়িলা সৈন্যবাহিনীর কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হত। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে এই কাজের জন্যে লোক নিয়োগ করা হত। নুর ইনায়েৎ এদের কাছে ইণ্টারভিউ দিলেন।

প্রথম ইণ্টারভিউতে ইনায়েৎ খান 'এফ' সেকশনের কর্তা বাকমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল নুরকে যখন বলা হল তাকে বেশ বিপদের কাজে পাঠান হচ্ছে এবং এ কাজে জীবনের আশংকা আছে নুর ভয় পেলনা কিংবা পিছপাও হলনা। আমি একাজ করতে পারব, নুর বাকমাষ্টারকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল। তার জবাবে ভয়ের কোন রেশ ছিলনা।

শুধু তাই নয়। নুর কর্তাদের বলল সে পারী কিংবা পারীর শহরতলীতে কাজ করতে চায়। ঐ সময়ে পারীতে কাজ করা শুধু কঠিন ছিলনা, ছিল প্রতি পদে পদে অসংখ্য বিপদ। নুরের পারীতে কাজ করবার আর একটা বিশেষ অতিরিক্ত বিপদ ছিল। নুরের বাল্যকাল এবং যৌবন পারীতে কেটেছিল। ঐ শহরে সে মানুষ হয়েছিল এবং অনেকের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল। 'এফ' সেকশনের কর্তা বাকমাষ্টার পারীতে কাজ করবার যে অসংখ্য বিপদ ছিল সেই কথা নুরকে বলেছিলেন। নুর এ কথা শুনে ভয় পায়নি কিংবা বিচলিত হয়নি। পরে 'এফ' সেকশনের কর্তা বাকমাষ্টার নুরের সাহসের প্রশংসা করে বলেছিলেন বিপদে নুর অসম্ভব সাহস দেখিয়েছিল। নুরের ট্রেনিং শুরু হল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নুর রেডিও টেলিগ্রাফ অর্থাৎ মোর্স ট্রেনিং-এ পাকা হল। যখন তাকে পারীতে পাঠান হয়েছিল তখন তার খবর পাঠাবার স্পীড ছিল পঁচিশ।

অবশ্যি নুরের ট্রেনিং শেষ হতে আরো কিছুদিন বাকী ছিল। কিন্তু হঠাৎ পারী থেকে এক বিশেষ অনুরোধ এল, আর একজন রেডিও অপারেটর পাঠান।

কাজ বেড়ে গেছে। একজন অপারেটর এ কাজ করতে পারছে না। অতিরিক্ত অপারেটর একান্ত আবশ্যক।

'এফ' সেকশনের হাতে তখন কোন ভাল রেডিও অপারেটর ছিলনা। শুধু ছিল একমাত্র নুর ইনায়েৎ খান। তার প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক ট্রেনিং করা বাকী ছিল। এছাড়া নুর বাড়িতে গিয়ে তার মাকে দেখবার জন্যে ছুটি চেয়েছিল। নুরের সিকিউরিটি চেক তখনও শেষ হয়নি।

'এফ' সেকশনের কর্তা বাকমাষ্টারের প্রধান সমস্যা হল এবার কী করা যায়। কারণ ফ্রান্স থেকে প্রতিদিন অতিরিক্ত অপারেটরের দাবি করে তাগিদ আসছিল।

এবার এফ সেকশন নুরকে বলল, পারী এলাকার জন্যে একজন অপারেটর চাই। তুমি যাবে? নুর এর জবাব দিতে একটুও সময় কিংবা দ্বিধা করল না। পারীতে যেতে রাজি হল

ঠিক হল একটি প্লেনে করে নুর ফ্রান্সে যাবে। গভীর রাত্রে, অন্ধকারে সে প্লেন থেকে নিঃশব্দে বেড়িয়ে আসবে। প্যারাশুট দিয়ে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবেনা।

নুরের একটি নতুন নাম দেওয়া হল। 'জাঁ মারী রেনিয়ে' হল তার ছদ্মনাম। এবং 'এফ আর' অর্থাৎ ফরাসি সেকশনের জন্যে তার নাম হল 'মাদেলিন'। পেশা, ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবার জন্যে নার্স। অবশ্য একাজে সে পটু ছিল। এবার বলা হল বন্ধুবান্ধবের কাছে তার নাম হবে 'জাঁ মারী রেনিয়ে'। অপারেটরের কাজ করবার সময় তার নাম হবে 'মাদেলিন'। তার রেডিও পোষ্টের নাম হল 'পোষ্ট মাদেলিন'। এবার নুরের হাতে দু-তিনটে শিশি দেওয়া হল। একটি শিশিতে ছিল ঘুমের ওষুধ। প্রয়োজন হলে শত্রুর কফির কাপে যেন ঢেলে দেওয়া হয়। আর একটি শিশিতে ছিল, কিছু পিল, যা খেলে দেহের ক্লান্তি দূর হয়। তিন নম্বর পিল ছিল 'পটাসিয়াম সাইনাইড'। গেষ্টাপো যদি অত্যাচার করে তাহলে এই পিল খেয়ে নিও, তাকে বলা হল।

* * *

জুন ১৬।১৭, ১৯৪৩ সাল

ঘন অন্ধকার। গভীর রাত্রি। এই রাত্রে একটি প্লেনে করে নুর ইনায়েৎ খান পারীতে এসে পৌঁছুল।

মাটিতে নুরের প্লেনের জন্যে দেরী করছিলেন এক ডবল এজেন্ট, ছদ্মনাম গিলবার্ট। আসল নাম আরী ইউজেন দেরিকুর। কাজ করতেন রয়াল এয়ারফোর্সে এবং পরে তিনি ডবল এজেন্ট হয়েছিলেন। দেরিকুর অর্থাৎ গিলবার্টের জীবনী পরে বিস্তারিত করে বলা হবে।

দেরিকুর নুর ইনায়েৎ খানকে কাছের রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে গেলেন। স্টেশনের নাম ছিল আনজেয়ার্স।

পরে সেখান থেকে নূর ইনায়েৎ পারীতে গেল।

* * *

পরবর্তী দৃশ্য, 'পারীর শহরতলী'। বাড়ির মালিকের নাম লেঃ এ মল আরী গ্যারী। লণ্ডন নূরকে গ্যারীর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলেছিল: তুমি গিয়ে গ্যারীর সঙ্গে দেখা করবে। একটা কোড শব্দ তাকে বলা হয়েছিল। এই কোড শব্দ ব্যবহার করলে গ্যারী বুঝতে পারবে তুমি হলে গড়িলা বাহিনীর রেডিও অপারেটর। এ ছাড়া লণ্ডনও গ্যারীকে বলেছিল নূরের কোড শব্দের কী জবাব দিতে হবে।

নূর ঐ বাড়িতে গিয়ে যখন বেল টিপল তখন দরজা খুলে দিল।

প্রথমে নূরকে দেখে গ্যারী অবাক হল। একী, এ যে দুধের মেয়ে এ কী করে অপারেটরের কাজ করবে?

ঃ আশা করি আপনি আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন. নূর সাংকেতিক ভাষায় বলল।

হ্যাঁ। আসুন, ভেতরে, আসুন—এই ছিল গ্যারীর জবাব।

ঘরে মৃদুমন্দ, আলো। গ্যারী এবার আর একটি অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে নূরের পরিচয় করিয়ে দিল। বলল মাদমাজোয়েল নাদোয়াদ, আমার ফিয়াঁসে। আমাদের শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে।'

গ্যারী এবং নূর একে অন্যের সঠিক পরিচয় আগে পায়নি তাই তাদের কথাবার্তায় বেশ সংকোচ দ্বিধা ছিল গ্যারীকে বলা হয়েছিল শিগ্‌গিরই তার কাছে লণ্ডন থেকে এক অতিথি এসে দেখা করবে নিজের পরিচয় সাংকেতিক ভাষায় দেবে। তার জবাবে কী বলতে হবে সেই সাংকেতিক ভাষা তাকে বলা হয়েছিল। অবশ্যি নূরকে বলা হয়েছিল 'অতৈ' এলাকার চল্লিশ নম্বর রু এলানজারে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা থাকেন। তিনি হবেন আপনার প্রথম কনটাক্ট। নূর ঐ ঠিকানায় এসে দেখতে পেল এক সুদর্শন যুবক। নাম এমিল গ্যারী। দুজনের মধ্যে প্রথমে মনখুলে কোন কথা হলনা। ঘরের আবহাওয়া ছিল থমথমে। মাদমাজোয়েল নাদোয়াদ বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটিকে লণ্ডন পাঠিয়েছে। কোন কারণে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাই সবাই গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে আছে। হয়ত উভয়পক্ষ মাদমাজোয়েল নাদোয়াদের সামনে মন খুলে কথা বলতে চাইছেন না। তাই নাদোয়াদ একটা কাজের অজুহাত দিয়ে রান্নাঘরে কফি বানাতে চলে গেলেন। একটু বাদে মাদমাজোয়েল নাদোয়াদ বসবার ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে হাসির আওয়াজ শুনতে পেলেন। নূর এবং গ্যারী খুব জোরে হাসছেন। কী ব্যাপার! পরে নূর হেসে বলল, লণ্ডন তাকে বলেছিল যে তার প্রথম কনটাক্‌ট হবেন এক বৃদ্ধা মহিলা। তার জন্যে কিছু গোলাপ ফুলও নিয়ে গিয়েছিল। তাই সে ভয়ে ভয়ে কথা বলছিল। তার কোডশব্দ

ব্যবহার করেনি। তেমনি নূরের কাছ থেকে কোন সাংকেতিক ভাষা না শুনবার ফলে গ্যারী তার কোন পরিচয় দেয়নি।

পরে নাদোয়াদ বললেন ঃ 'সত্যি ভারী মজার কাণ্ড। এ বাড়িতে কোন বুড়ি থাকেন না। এ বাড়ীতে আমরা ছাড়া গ্যারীর এক বোন 'রেণে' থাকেন। আর আছেন এক সাউথ আফ্রিকার মেজর। তিনি এফ আর অর্থাৎ ফরাসি বিভাগে কাজ করেন। কোডনেম আঁতোয়ান—আসল নাম হল আনতেলম। কভার নাম রাতিয়ের। তিনিও প্রায়ই এ বাড়িতে আসেন এবং থাকেন।

এরপর খাওয়া দাওয়া শুরু হল। গ্যারী বললেন তিনি 'প্রসপার', আসল নাম ফ্রান্সিস স্যুটিল—অর্গানিজেশনের সঙ্গে কাজ করছেন। 'প্রসপারের' অর্গানিজেশন বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে "চিংগ" সেক্টরের নেতা হলেন প্রফেসর আলফ্রিড সার্জ বালোচস্কি। গ্যারী "মানস" সেক্টরে কাজ করেন। তবে তিনি প্রায়ই পারী এবং মানস সেক্টরের মধ্যে যাতায়াত করেন এবং কাজের সুবিধের জন্যে প্যারীতে একটি বাড়ি রেখেছেন। তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার।

গ্যারী বললেন নূরের কোড নেম 'মাদেলিন' একথা লণ্ডন জানিয়েছে। নূর এবার তার 'কভার নেম জাঁ মারী রেনিয়ে' নামটিও বললেন।

সেদিন রাত্রে নূর ইনায়েৎ খাঁন গ্যারীর বাড়িতেই রয়ে গেলেন।

* * *

নূর ইনায়েৎ খানকে 'প্রসপার' অর্গানিজেশনের অতিরিক্ত রেডিও অপারেটর করে পাঠান হয়েছিল। কারণ এই অর্গানিজেশনের উপর কাজের চাপ প্রতিদিন বাড়ছিল। এই দলের প্রধান ছিলেন 'প্রসপার' আসল নাম ছিল লেঃ কর্নেল এফ স্যুটিল, তিনি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়র। রেডিও অপারেটরের নাম ছিল "আরকেমবল্ট" (আসল নাম মেজর গিলবার্ট নর্মান) আর ছিলেন ডেনিস (আসল নাম হল মিস আন্দ্রে বরদেল, আঠারো বছর বয়সে, অপূর্ব সুন্দরী)।

আরকেমবল্ট পরের দিন নূর ইনায়েৎ খানকে অধ্যাপক বালোচস্কির কাছে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক বালোচস্কি পান্তুর ইনষ্টিটিউটে কাজ করতেন। পান্তুর ইনষ্টিটিউটের কর্তা ছিলেন ভানডার ইনকট। তিনিও এই গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই নূরকে দেখে খুশি হলেন।

এখানে নূর দুইটি মারাত্মক ভুল করেছিল। প্রথম মারাত্মক ভুল ছিল সে যে ব্যাগে তার রেডিও সেট থাকত সেই ব্যাগটি বাইরে বসবার ঘরে রেখে এসেছিল।

অধ্যাপক ভ্যানডারইনকট নূরের এই ভুল দেখতে পেয়ে তাকে ধমক দিলেন। বললেন ঃ অমন ভাবে রেডিও সেট যেখানে সেখানে ফেলে রেখো না।

বলা প্রয়োজন নূর ইনায়েৎ খাঁন উদাসীন ছিল এবং প্রায়ই ভুল কাজ করে বসতো।

তার দ্বিতীয় ভুল ছিল চা তৈরী করবার সময় সে ইংরেজদের প্রথায় চা

বানিয়েছিল। তার এই ইংলিশ প্রথার আদব-কায়দা উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অধ্যাপক বালোচস্কি উপদেশের গলায় বললেন : একটা কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। তুমি ফ্রান্সের জর্মান-অধিকৃত এলাকায় এসেছ। এখানে তোমাকে সাবধান হয়ে চলা ফেরা করতে হবে। মনে রেখো তোমার চারদিকে গেষ্টাপো বাহিনী কিংবা তাদের ইনফরমারেরা ঘোরাফেরা করছে। তাই সাবধান না হলে ধরা পড়বে।

পরে অধ্যাপক বালোচস্কি সবাইকে বললেন 'জাঁ মারী রেঁনিয়ে' [নুর ইনায়েৎ খান] পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে পড়াশুনা করতে এসেছেন।

তারপর শুরু হল একটানা কাজ। একদিন বালোচস্কি দম্পতির সঙ্গে নুরের দেখা করবার কথা ছিল। যথা সময়ে নুর গিয়ে বালোচস্কি দম্পতির সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিল। ঐ কাগজে একটি রাস্তার ম্যাপ আঁকা ছিল। রাস্তার একটি স্থানে ক্রস চিহ্ন দেওয়া ছিল। কথা ছিল সেইখানে গাড়িলা বাহিনীর একজন লোক স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসে অধ্যাপক বালোচস্কির কাছ থেকে কিছু অস্ত্র নিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে এই সব অস্ত্র প্যারাশুট দিয়ে প্লেন থেকে নামানো হয়েছিল এবং অধ্যাপক বালোচস্কি গিয়ে ঐ অস্ত্রের 'কার্গো' মাঠ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

'অবশ্য, নুর কোন ভয়ডর না করেই মাদাম বালোচস্কির হাতে ঐ কাগজটি তুলে দিল। মাদাম বালোচস্কি নুরের সাহস দেখে অবাক হলেন। একটু ভৎসনার সুরে বললেন, তুমি একী করছ? এমন প্রকাশ্যে এত গোপন কাগজপত্র কাউকে দিতে হয় না। পারীর প্রতিটি রাস্তায় আনাচে কানাচে গেষ্টাপোর ইনফরমারেরা ছড়িয়ে আছে। একটা কথা মনে রেখো, রাস্তায় ঘাটে তুমি যাকেই দেখোনা তারা হলেন এজেন্ট, ইনফরমার।

কিছুদিন পরে প্রসপারের স্পাইচক্রকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। প্রসপার ধরা পড়লেন এবং পরে জর্মানীতে তাকে হত্যা করা হল। আরকেমবল্ট ও ডেনিস ধরা পড়লেন। আরকেমবল্টকে পরে গুলি করে হত্যা করা হল। ডেনিসকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করা হল।

অধ্যাপক বালোচস্কি নুরকে অবিলম্বে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট থেকে চলে যেতে বললেন।

: 'গেষ্টাপো' যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হানা দিতে পারে। তুমি পারীতে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে নাও। নিজের বিপদকে ডেকে এনোনা।'

অধ্যাপক বালোচস্কির সতর্কবানী ওষুধের কাজ করল। গেষ্টাপো এসে পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে হানা দিল। কিছুদিন পরে অধ্যাপক বালোচস্কিকেও গ্রেপ্তার করা হল।

শুধু নুর এবং সাউথ আফ্রিকান মেজর আনতোয়ানকে গেষ্টাপো ধরতে পারল না।

এই সব ঘটনার পর লণ্ডন নূরকে ফিরে আসবার জন্যে আদেশ দিল। নূর ফিরে যেতে অস্বীকার করল।

ধরপাকড়ের আগে গ্যারী দলের আরো দুইজন বড় সাড়ির নেতার সঙ্গে নূরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এরা মঁশিয়ে 'এক্স' এবং মঁশিয়ে 'ওয়াই' নামে পরিচিত ছিলেন।

স্থির হল প্যারীতে গিয়ে নূর মঁশিয়ে এক্সের সঙ্গে কাজ করবে।

নূর একটা আস্তানা খুঁজে বার করবার জন্যে প্যারীতে এল। প্রথমে তার মাদমাজোয়েল নাদোয়াদের সঙ্গে দেখা হল। নূর তাকে এড়াবার চেষ্টা করল। কারণ হল নাদোয়াদ সাঁজোলসীর মতো বড় রাস্তায় নূরকে দেখে তার নাম ধরে ডেকেছিলেন। নূর তাকে এড়াবার চেষ্টা করল। নিজের বিপদকে ডেকে আনতে চাইলনা।

তারপর দেখা হল মাদাম সালোমনের সঙ্গে। মাদাম সালোমন প্যারীতে নূরদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। নূর মাদাম সালোমনকে বলল কী কাজ করতে সে প্যারীতে এসেছে।

নূর হল বৃটিশ এজেন্ট...এখানে তার নতুন নাম হয়েছে 'জাঁ মারী রেনিয়ে'। পেশা—নার্সিং।

স্থির হল ভবিষ্যতে নূর মাদাম সালোমনের সঙ্গে কাফেটারিয়া রেস্তোরাঁয় দেখা করবে। নূর সালোমনের কাছে একটি বাড়ির সন্ধান চাইল।

ইতিমধ্যে নূর মঁশিয়ে এক্সের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিল। এই চক্রে নূরের নতুন নাম হল "রোলাণ্ড"।

এবার থেকে নূর মঁশিয়ে ওয়াইর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করল। তাদের কাজ করবার টেকনিক ছিল অভিনব। মঁশিয়ে ওয়াই নূরকে গাড়িতে করে কোন নির্জন প্রান্তে নিয়ে যেতেন। সেইখানে গিয়ে নূর তার রেডিও ট্রান্সমিশনের কাজ করত।

কিছুদিন পরে থাকবার জন্যে নূর একটা আস্তানা খুঁজে পেল। এই আস্তানা বা ফ্ল্যাটটি ছিল ডাঃ এবং মাদাম জুরদাঁর। যুদ্ধের আগে মঁশিয়ে জুরদাঁ ছিলেন ইনায়েৎ খাঁনের পারিবারিক চিকিৎসক। নূর বাড়ি পাচ্ছে না এ খবর পেয়ে ডাঃ জুরদাঁ নূরকে বুলেভার রিচার্ড ওয়ালেশে তার একটি খালি বাড়িতে থাকবার সুবিধা করে দিলেন। নূর নিয়মিতভাবে এইখান থেকে লণ্ডনে রেডিও ট্রান্সমিশন করত।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। নূর প্রতিদিন প্রায় প্রকাশ্যেই রেডিও ট্রান্সমিশন করত। সেদিনও করছিল। প্রথমে রেডিও ট্রান্সমিশন করা সম্ভব হলনা। কারণ রেডিও-র এরিয়েল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। নূর এরিয়েলটি গাছে আটকাবার চেষ্টা করল। পারলনা। নূর ভাবতে লাগল এবার কী করবে। তাকে অসহায় দেখে তার পাশের ফ্ল্যাটের

সৈন্যবাহিনীর এক জর্মান অফিসার এসে নূরকে সাহায্য করলেন। এরিয়েলটি গাছে লটকে দিলেন। একবারও জর্মান অফিসার নূরকে জিজ্ঞেস করেননি মাদমাজোয়েল এই এরিয়েল দিয়ে কী করবেন?

প্রশ্ন হল জর্মান অফিসার কেন নূরকে সাহায্য করল। নূর এর কোন জবাব দিতে পারল না। আর একদিন নূর মেট্রো করে যাচ্ছিল। নূরের সঙ্গে ছিল ঐ রেডিও ট্রান্সমিটর। নূরের পাশে দুজন জর্মান সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। তারা ঐ রেডিও ট্রান্সমিটরটি দেখে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে শুরু করল। পরে একজন এসে নূরকে জিজ্ঞেস করল মাদমাজোয়েল আপনার এই বাক্সে কী আছে বলতে পারেন?

ক্ষণিকের জন্যে নূর কোন জবাব দিতে পারল না। পরে নূর একটু সাহস করে বলল, এমন কিছু নয়, সিনেমা দেখাবার যন্ত্র।

: দেখতে পারি কী? জর্মান সৈন্যটি তার কৌতূহল প্রকাশ করল।

: নিশ্চয়; এই বলে নূর তার প্যাটরা খুলতে লাগল। এর মধ্যে কিছু নেই…এই যে প্রজেক্টর ঐ দেখুন না বাল্ব…

পরে জর্মান তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: না, আর দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমরা ভেবেছিলাম অন্য কোন যন্ত্র হবে।

নূর এতো বিপদেও তার বুদ্ধি হারায়নি।

* * *

একদিন লণ্ডন থেকে 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের' 'এফ' বিভাগের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারি প্যারীতে এলেন। তাদের আসবার কারণ ছিল। তারা ঘটনাস্থলে 'প্রসপারের' চক্রের বিভ্রাট এবং কেন এই চক্র জর্মান পুলিশের হাতে ধরা পড়ল তার কারণ তদন্ত করতে এসেছিলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন মেজর নিকোলাস বোডিংগটন। তিনি ছিলেন বাকমাষ্টারের সহকারি। তার সঙ্গে ছিলেন মেজর আগাজারিয়ান। এইখানে এসে আগাজারিয়ান জানতে পারলেন যে 'দেরিকুর', কোড নেম 'গিলবার্ট', হলেন একজন ডবল এজেন্ট। তিনি জর্মানদের খবর দিয়ে সাহায্য করছেন।

অতএব স্থির হল দলের অনেকে, আনতোয়ান, এবং আরো কয়েকজন লণ্ডনে ফিরে যাবেন। নূর ফিরে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না।

গ্যারী এসে আবার নূরের সঙ্গে দেখা করলেন। উভয়েরই একে অন্যের দরকার ছিল। গ্যারী নূরের সাহায্যে লণ্ডনে খবর পাঠাতেন। লণ্ডনে খবর পাঠাবার সময়ে নূরের আশে পাশে গেস্টাপোর ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার (ডিফিঙ্গ) ঘোরাফেরা করছিল। গেস্টাপো তার ট্রান্সমিশনের সন্ধান পেয়েছিল। এবার তারা ডিফিঙ্গ দিয়ে নূরের আস্তানা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। তাই নূরের একটি দ্বিতীয় আশ্রয় খুঁজে বার করবার প্রয়োজন ছিল।

মাদাম পিনো নামে এক ভদ্রমহিলা 'জাঁ মারীকে' (নুর ইনায়েৎ) তার বাড়ি থেকে ট্রান্সমিশন করবার অনুমতি দিলেন। মাদাম পিনো 'নই' পারীর সব চাইতে শৌখীন এলাকায় থাকতেন।

শুধু তাই নয়। গ্যারী ট্রান্সমিশন করবার জন্যে আর একটি তৃতীয় স্থান খুঁজে বার করল।

এই সময়ে লণ্ডন নুরকে বলল: আপনি সাঁ জেলিসির কাফে কালিসিতে গিয়ে দুই কানাডিয়ান এজেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন। লোক দুটির ছদ্মনাম ছিল 'বারট্রাণ্ড' এবং 'ভ্যালেনটিন'।

নুর সাঁ জেলিসির কাফে কালিসিতে গিয়ে ঐ দুই কানাডিয়ান এজেন্টের সঙ্গে দেখা করল। দুই কানাডিয়ান এজেন্ট বলল: তারা মঁশিয়ে ডেসপ্রের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে পারীতে এসেছেন। কিন্তু ডেসপ্রেকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তারা জানেন না। তারা ডেসপ্রেকে খুঁজে বার করতে চান। নুর তাদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল। নুরের এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তার নিজের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। কারণ পরে দেখা গিয়েছিল এই দুই কানাডিয়ান আসলে ছিলেন গেণ্টাপো এজেন্ট। এই সময়ে নুরের মঁশিয়ে ভিয়েননো নামে এক ফরাসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ভিয়েননো ছিলেন মঁশিয়ে 'এক্স' এবং মঁশিয়ে 'ওয়াই'র বন্ধু। ভিয়েননোর নুর ইনায়েতের জীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ভিয়েননো ছিলেন 'ডিরেক্টর অব সোসাইটে ফ্রান্সেস রেডিও' ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। ভিয়েননোর জীবন ছিল বিচিত্র, রঙ্গীন। তিনি ছিলেন আরব্য রজনীর এক নায়ক।

ভিয়েননো অল্প বয়সী ছিলেন। তিনি ফরাসি গড়িলা বাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই খবর বেশি লোকের জানা ছিলনা সবাই জানত ভিয়েননো ছিলেন এক ইলেকট্রিক্যাল ফার্মের সেক্রেটারি ভিয়েননো গোপনে গেষ্টাপো বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন তিনি প্রায়ই গেণ্টাপো হেডকোয়ার্টার অ্যাভিনু 'ফসে' যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝে জর্মানীতেও যেতেন। গেণ্টাপো পুলিশ তাকে সন্দেহ করত না। এ ছাড়া পারীর 'অন্ধকার জগত' অর্থাৎ শয়তান বদমাশদের জগতের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গেণ্টাপো যে সব শয়তান, বদমাশদের নিয়ে কাজকর্ম করত, ভিয়েননো তাদের বেশ ভাল করে চিনতেন। অন্ধকার জগতের এই সব শয়তান বদমাশদের তিনি তার ফরাসি গড়িলা বাহিনীতে স্থান দিয়েছিলেন। পারীর গণিকাদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি তাদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন এবং কিছু কিছু গণিকাদের থাকবার স্থানও করে দিয়েছিলেন। পরে তিনি এই সব গণিকাদের গেণ্টাপোর সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জর্মান সৈন্যবাহিনীর কর্তারা

কখনই সন্দেহ করেননি যে এই সব মেয়েরা হলেন 'গণিকা'। তিনি এইসব গণিকাদের সাহায্য নিয়ে জর্মানদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতেন। গণিকারাও বুঝতে পারেননি তারা স্পাইর কাজ করছেন।

পারীর জর্মান কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা ছিলেন মেজর কিফার। কিফার ছিলেন ভিয়েননোর বিশেষ বন্ধু। তিনি জানতে পারেননি ভিয়েননো হলেন ফরাসি গড়িলা বাহিনীর ভলানটিয়ার এবং তাদের স্পাই।

ভিয়েননোর কাছে জর্মান সৈন্যবাহিনীর প্রচুর তাজা খবর থাকত। এই সব খবর দিয়ে তিনি গড়িলা বন্ধুদের সাহায্য করতেন।

ভিয়েননোর নুরের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি খবর দিয়ে নুরকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নুর ভিয়েননোর কাছ থেকে কোন খবর নিতে অস্বীকার করল। কারণ, নুর ভিয়েননোকে বলল, আমার 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' 'এস ও ই'-র ফরাসি সেকশনের বর্তমানে দ্যগলের বাহিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ভিয়েননো ছিলেন 'আর এফ' সেকশনের সদস্য। তবে নুর তার লণ্ডনের কর্তাদের বলেছিল 'আর এফ' সেকশনের একজন ভলান্টিয়ার তাকে বিভিন্ন খবর দিয়ে সাহায্য করছে। এ সব খবর কী সে গ্রহণ করবে?

লণ্ডনের 'এফ' সেকশন (বৃটিশ পরিচালিত) এই খবর নিতে আপত্তি করল না। এর পর থেকে ভিয়েননো নিয়মিতভাবে নুরকে খবর দিতেন। ভিয়েননো নুরের মনের দৃঢ়তা এবং সাহস দেখে অবাক হয়েছিলেন। তার নুরের সঙ্গে হৃদ্যতা এবং বন্ধুত্ব আরো গভীর হল।

ভিয়েননোর কাছে নুরের পরিচয় ছিল (আর এফ সেকশনের দেওয়া নাম) 'রোলাণ্ড'। পরে নুর ভিয়েননোকে বলল তার আর একটি কোড নাম হল, মার্দেলিন।

নুর তার নোট বই সঙ্গে নিয়ে সদাসর্বদাই ঘুরতো। ঐ নোট বইতে অনেক গোপন খবর, সাইফার কোড লেখা ছিল। ভিয়েননো তাকে সাবধান করে বললেন ঃ অমন জরুরী ডকুমেণ্ট নিয়ে ঘুরবেন না। কারণ জর্মানীর গেস্টাপো আপনাকে গ্রেপ্তার করলে তারা এই ডকুমেণ্ট পাবে।

গোপনীয় ডকুমেণ্ট নিয়ে ঘোরাফেরা করবার ব্যাপারে নুর অসাবধানী ছিল। সে এই কথার জবাবে বলল, আমি কী করব বলুন?

এ ছাড়া নুরের চেহারা এবং হাবভাব ছিল বৃটিশ। ভিয়েননো তাকে সাবধান করে বললেন, বৃটিশ চালচলন বর্জন করুন।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভিয়েননো তার স্ত্রীর সঙ্গে নুরের পরিচয় করিয়ে দেননি। সাধারণত ভিয়েননো কাফেটেরিয়াতে নুরের সঙ্গে দেখা করতেন।

একদিন নুর ভিয়েননোকে বলল, আমার মন বলছে মঁশিয়ে 'এক্স' নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছেন।

ঃ কেন? ভিয়েননো জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ঃ কাল বিকেলে আমার ম'শিয়ে 'এক্সের' সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেননি সাধারণতঃ দেখা না করলে তিনি আমাকে টেলিফোন করেন; তিনি আমাকে কাল কোন টেলিফোনও করেননি। জানি না গেস্টাপো তাকে গ্রেপ্তার করেছে কিনা!

ঃ কী হয়েছে জানবার একটা পথ খোলা আছে...ভিয়েননো বললেন।

ঃ কী উপায়? নূর জিজ্ঞেস করল।

এবার ভিয়েননো এক পাব্লিক টেলিফোন বুথে গেলেন এবং নূরকে বললেন আপনি ওকে টেলিফোন করুন...

নূর ম'শিয়ে 'এক্স'কে টেলিফোন করল। আর একজন টেলিফোন ধরল।

নূর বলল ঃ আমি ম'শিয়ে 'এক্সের' সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ঃ ধরুন....

একটু চুপ করে থাকবার পর ম'শিয়ে 'এক্স' টেলিফোন ধরলেন।

ঃ আমি জাঁ মারী রেনিয়ে, 'মাদেলিন' কথা বলছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই নূর বলল।

ঃ বেশতো আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো...

নূর ম'শিয়ে 'এক্সের' বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার প্রস্তাব শুনে অবাক হল। কারণ এর আগে ম'শিয়ে 'এক্স' কোনদিনই তাকে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেননি। আজ হঠাৎ তিনি কেন এই রকম প্রস্তাব করলেন? নূরের সন্দেহ হল।

ঃ সম্ভব নয়। আমার হাতে সময় নেই। আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে পারব না। অন্য কোথাও...?

ঃ ঠিক আছে, ম'শিয়ে 'এক্স' বললেন; এগারটার সময় অ্যাভিনু ম্যাকমোহন এবং তিলসিতের ক্রসিং-এ (চার্লস দ্যগল এতোয়ালের কাছে) দেখা করব।

ভিয়েননোর মনে সন্দেহ হল। বুঝতে পারলেন এই প্রস্তাবের পেছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। এবার ভিয়েননো সন্দেহের সুরে বললেন ঃ

ঃ আমার মনে হয়, 'গেস্টাপো' নিশ্চয় ম'শিয়ে 'এক্সকে' গ্রেপ্তার করেছে। আপনি ঐ মিটীং-এ যাবেন না।

এবার তারা দুজনে গাড়ি নিয়ে এতোয়াল আর্ক দ্য নিয়ম্ফের কাছে গেল।

তারপর এতোয়ালের একটু দূরে নূর ইনায়েৎ খানকে নামিয়ে ভিয়েননো রু তিলসিত এবং অ্যাভিনু ম্যাকমোহনের ক্রসিং-এর কাছে গেলেন।

ভিয়েননো অ্যাভিনু ম্যাকমোহন দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। রু তিলসিতের কাছে একটি বেঞ্চিতে ম'শিয়ে 'এক্স' বসেছিলেন। তার পাশে আর একটি লোক বসেছিল লোকটি যে গেস্টাপো বাহিনীর একজন একথা ভিয়েননো বুঝতে পারলেন। এ ছাড়া রাস্তার প্রতি মাথায় গেস্টাপোর আরো কিছু পুলিশ সাদা পোশাকে পরে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ধরনের পুলিশ সহজে

ভিয়েননোর শকুনির নজর এড়াতে পারত না। ভিয়েননো বুঝতে পারলেন গেণ্টাপো বাহিনী নূর ইনায়েৎ খানকে গ্রেপ্তার করতে সদলবলে এসেছে। বিপদ আসন্ন।

ভিয়েননো দু তিনবার ঐ রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে গেলেন। প্রতিবার একই দৃশ্য তার চোখে পড়ল।

ভিয়েননো এক পাব্লিক টেলিফোন বুথে গেলেন। সেখান থেকে তিনি তার 'অন্ধকার জগতের' এক বন্ধুর কাছে টেলিফোন করলেন। তার কাছে পুরো সমস্যা খুলে বললেন। ভিয়েননো অন্ধকার জগতের ঐ বন্ধুর কাছে কিছু লোক চাইলেন। ঐ লোকদের সাহায্য নিয়ে তিনি ম'শিয়ে 'এক্স'কে গেণ্টাপোর হাত থেকে উদ্ধার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন

বন্ধু বললেন আধঘণ্টার মধ্যে তিনি কিছু লোক নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবেন। ভিয়েননো আবার গাড়ি করে নূর ইনায়েতের কাছে ফিরে গেলেন।

নূর এতোয়ালের কাছে ভিয়েননোর জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তার চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। দেখেই বোঝা গেল তিনি ভয় পেয়েছেন।

পরবর্তী ঘটনা। প্রায় পৌনে বারোটার সময় একটি 'সিট্রোন' পুলিশ গাড়ি এসে অ্যাভিনু ম্যাকমোহন এবং রুতিলসিঙের কাছে দাঁড়াল। পরে ম'শিয়ে 'এক্স' এবং গেণ্টাপোর ছয়জন পুলিশ ঐ গাড়িতে করে চলে গেলেন।

ভিয়েননো এবং নূর ইনায়েৎ, অন্ধকার জগতের বন্ধুটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট বাদে অন্ধকার জগতের বন্ধুটি তার কিছু বন্ধুদের নিয়ে ঘটাস্থলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাদের আর করবার কিছু ছিলনা। পাখি উড়ে গিয়েছিল।

ভিয়েননো এবং নূর ইনায়েৎ এক কাফেটেরিয়াতে গিয়ে বসলেন। প্রায়ই তারা এই কাফেটেরিয়াতে বসে গল্পগুজব করতেন।

নূর ইনায়েৎ ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। কারণ কিছুক্ষণ আগে ম'শিয়ে 'এক্স' এবং ছয়জন গেণ্টাপোর পুলিশকে দেখে তার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। নূর ইনায়েৎ কাঁদতে শুরু করল। বলল: আমি ভাবতেই পারছিনা, উনি আমাকে এই ভাবে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

নূর আরো বলল: ম'শিয়ে 'এক্স' ছিলেন আমাদের দলের একজন বড় নেতা...

: কাঁদবার কিছু নেই। আমি আজকের ঘটনা ম'শিয়ে 'ওয়াইকে' জানিয়ে দেবো। ভিয়েননো বললেন।

ভিয়েননো ম'শিয়ে 'ওয়াইর' সঙ্গে কাজ করতেন

এরপর ভিয়েননো উপদেশের সুরে বললেন: আপনাকে পোষাক, চালচলন সব পাল্টাতে হবে। আপনাকে আর একটি নতুন ওভারকোট পরতে হবে। আপনার এই পোশাক প্যারীর অনেকের কাছে পরিচিত

ঃ আজ বিকেলে আমি আপনাকে এক হেয়ার 'ড্রেসিং সেলুনে' নিয়ে যাবো। আপনার চুলের রং পাল্টাতে হবে...

ঃ এর জন্যে অনেক টাকার দরকার হবে, নূর জবাব দিল :

ঃ টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না। টাকার যোগাড় আমি করব, ভিয়েনেনো বললেন।

ঠিক হল সন্ধ্যার পরে আবার তারা এই কাফেটেরিয়াতে দেখা করবেন। এখানে সকালের ঘটনার আরো একটি পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

নূর জানতে পারেনি তারই ভুলের জন্যে 'মঁশিয়ে এক্স' গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছিলেন।

কিছুদিন আগে নূর ইনায়েৎ কাফে কলিসিতে দুই কানাডিয়ানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দুই কানাডিয়ান 'বারট্রাণ্ড' এবং 'ভ্যালেনটিন' ছদ্ম নাম দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। এরা দুজন আসলে কানাডিয়ান ছিলেন না। এরা ছিলেন দুই জর্মান 'এস ডি' বাহিনীর লোক। ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন। এদের নাম ছিল 'প্লাকে' এবং 'হলড্রেফ'। আসল দুই কানাডিয়ান পিকারসগিল এবং ম্যাকলিস্টার আগেই গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছিলেন। তাদের 'রেডিও সেট কোড' সবই গেস্টাপো কেড়ে নিয়েছিল। পরে ঐ রেডিও ও কোড বই ব্যবহার করে, জানতে পেরেছিল যে লণ্ডনই নূর ইনায়েৎ খানকে ঐ দুই কানাডিয়ানকে মঁশিয়ে 'এক্স'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বলেছিল। নূর 'এস-ডি' বাহিনীর দুই জর্মানকে মঁশিয়ে 'এক্স' এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পরে গেস্টাপো মঁশিয়ে এক্সকে গ্রেপ্তার করেছিল। অবশ্য মঁশিয়ে এক্স নূরের উপর রেগে গিয়েছিলেন কারণ নূর 'এস ডি' বাহিনীর দুই জর্মানের আসল পরিচয় আবিষ্কার করতে পারেনি।

* * *

'রো পোঁয়া দ্য সাঁজেলিসের' এক কাফেটেরিয়াতে মাদাম সালোমন নূরের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

এই সময়ে গেস্টাপো পারীর প্রতিটি কাফেটেরিয়াতে বাগিং মেশিন বসিয়েছিল। মাদাম সালোমন এ কথা জানতেন।

একটু বাদে নূর ঐ কাফেটেরিয়াতে এল। সেদিন নূর খুব উত্তেজিত ছিল। মাদান সালোমন নূরকে ইসারা করে বললেন ঃ গেস্টাপো চারদিকে জাল বিছিয়ে রেখেছে। সাবধান হও।

নূর চিন্তিত হল। পরে মাদাম সালোমন নূরের সঙ্গে দেখা করবার আর একটি দিন এবং সময় ঠিক করলেন। নূর নির্দ্ধারিত দিনে মাদাম সালোমনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না। মাদাম সালোমন ওখানে গিয়েছিলেন। গেস্টাপো এসে তাকে গ্রেপ্তার করল।

সেদিন বিকেলে ভিয়েননো নূর ইনায়েতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তিনি নুরকে নিয়ে হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে গেলেন। চুলের রং, ড্রেস স্টাইল পাল্টানো হল। পরের দিন দুজনে গিয়ে নুরের জন্যে নতুন জামা কাপড় কিনলেন।

ঃ আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমরা সব রকম সতর্কতা নিয়েছি। ভিয়েননো বললেন। তবু আমার মনে হয় আপনার বিপদ কাটেনি। গেস্টাপো জানে আপনার সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক আছে। হয়তো আমার কোড নামও ওরা জানে। আপনার সাহায্য নিয়ে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে জাল ফাঁদতে পারে। যদি ওরা কখনও আপনাকে গ্রেপ্তার করে, এবং আপনার সাহায্য নিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে তাহলে আপনি কী করবেন বলছি। আপনি বলবেন আমি যেন আপনার সঙ্গে স্টেশনের 'পোঁ দ্য লেভালোয়া' মেট্রো গেটের কাছে এসে দেখা করি।

ঃ আপনি আমার জন্যে মেট্রোর গেটের প্রবেশ পথে দেরি করবেন। গেস্টাপোকে আপনি ব্যাখ্যা করে বলবেন আপনি কেন আমার সঙ্গে ঐ প্রবেশ পথে দেখা করতে চান। আপনি ওদের বলবেন আপনি প্রায়ই আমার সঙ্গে ওখানে দেখা করেন।

আমি বেরুবার পথে যাবো অতএব বাইরের পথ দিয়ে ঢুকে প্রবেশ পথ পর্যন্ত একবার ঘুরে দেখে আসতে পারব প্রয়োজন হলে আমি পারীর গ্যাংগস্টার বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে আপনাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। কোন কিছু করবার আগে আমি একবার সমস্ত পরিস্থিতি যাচাই করে দেখতে চাই। হয়ত গেস্টাপো সাধারণ পোষাক পরে আপনার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি এমন একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড মেট্রো খুঁজছি যেখানে ঢুকবার এবং বাইরে যাবার দুটো প্ল্যাটফর্মের দরজা আছে লেভালোয়া হল তার মধ্যে একটি।

পরে ভিয়েননো নুরকে সাবধান করে বললেন ঃ খবরদার আমাদের এই আয়োজন বন্দোবস্তের খবর কাউকে বলবেন না।

* * *

এবার নাটকের শেষ অঙ্ক বলা দরকার

'আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ' থেকে বেড়িয়ে গেছে একটি বড় রাস্তা যার নাম হল 'অ্যাভিনু ফস'। পারী শহর জর্মানদের হাতে পড়বার পর এই রাস্তাকে সবাই ঠাট্টা করে বলত, অ্যাভিনু 'বস' যুদ্ধের সময় সবাই ঠাট্টা করে জর্মানদের 'বস' বলত। এই রাস্তায় চুরাশি এবং ছিয়াশি নম্বর বাড়ি ছিল 'এস ডি', গেস্টাপোর দপ্তর। ঐ সময়ে পারীর এস ডি, গেস্টাপোর কর্তার নাম ছিল, মেজর কিফার।

হিটলার ক্ষমতা পাবার আগে থেকে কিফার জর্মান পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতেন। তার বাড়ি ছিল জর্মানীর কার্লস্রু শহরে। ১৯৪০ সালে কিফারকে গেস্টাপোর কর্তা করে পারীতে পাঠান হল

ঐ সময়ে আর্নেস্ট নামে আর একজন সুইস জর্মান কিফারের সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন মেজর কিফারের দোভাষী অর্থাৎ ইনটারপ্রেটার। তিনি

গেষ্টাপোর কোন সরকারি কর্মচারী ছিলেন না। সাধারণতঃ গেষ্টাপো যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে থানায় আনতো, আর্নেষ্টের কাজ ছিল তাদের জেরা করা। তার কোন হুকুম কিংবা নির্দেশ দেবার অধিকার ছিলনা।

ইণ্টারপ্রেটার আর একজন ছিলেন। তার নাম ছিল ডাঃ অটো গোয়েতজ। তার রেডিও ওয়ারলেসের কাজ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি রেডিও ওয়ারলেস ডিপার্টমেণ্টের কাজ করতেন। আর একজন ইণ্টার প্রেটারের কাজ করতেন, তার নাম ছিল পিয়োর কারতোড....সবাই তাকে পিটার বলে ডাকত! বয়স ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ।

পিটার প্রথমে ফরাসি গড়িলা বাহিনীতে কাজ করত। সে গেষ্টাপোর হাতে ধরা পড়েছিল। এরপর গেষ্টাপোর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করল। সে গেষ্টাপোর সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। একাজের জন্যে তাকে খুবই ভাল মাইনেও দেওয়া হতো।

একদিন সকালবেলা মেজর কিফার তার দপ্তরে বসেছিলেন। এমনি সময় তার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন এক ফরাসি ভদ্রমহিলা।

ঃ কী চান? কিফার জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ শুনুন, আমি আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারি। যদি আপনারা এই খবর চান তাহলে ব্রেকাদরোর পেছনে যে বাগান আছে সেইখানে আপনাদের লোককে পাঠাবেন।

কিফার এর জবাবে বললেন ঃ আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি। আমার যে লোকটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তার নাম হল 'আন্দ্রে'। তার হাতে একটি সচিত্র ম্যাগাজিন থাকবে।

অপরিচিতা বললেন আমার নাম হল 'রেণে'

কিফার আর্নেষ্টকে বললেন, আপনি এই মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন।

পরে তিনি অটোকে বললেন ঃ আপনি আর্নেষ্টের পেছনে পেছনে থাকবেন। বলা যায় না এই দেখা করবার প্ল্যান একটি চক্রান্ত হতে পারে।

নির্দ্ধারিত স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হল।

ঃ আমার টাকার প্রয়োজন। উপযুক্ত টাকা পেলে আমি 'মাদেলিন'কে (নুর ইনায়েতের একটি কোডনাম) ধরিয়ে দিতে চাই। বলতে পারেন নুরকে গেষ্টাপোর কাছে বিক্রী করতে চাই।

ঃ আর্নেষ্ট রেণের প্রস্তাব শুনে অবাক হলেন। কারণ নুরের এই 'মাদেলিন' ছদ্মনাম শুধু অল্প কয়েকজন লোক জানত।

এবার আর্নেষ্ট অবাক হয়ে বললেন, 'মাদেলিন' কে? আর্নেষ্ট ইচ্ছা করেই এই প্রশ্নটি করেছিলেন কারণ তিনি রেণের প্রস্তাব সত্যি না মিথ্যা যাচাই

করতে চান।

মাদেলিন হলেন ''ফনোর'' রেডিও অপারেটর। (এমিল গারীর কাছে তার আর একটি কভার নাম আছে। সেই নামটি হল 'জাঁ মারী রেনিয়ে')। এবার বলুন কত দেবেন ?

আর্নেষ্ট এর জবাবে বললেন : পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক থেকে একলাখ ফ্রাঙ্ক...

এবার রেনে অনুরোধ করলেন : মাদেলিন 'সোলানজ' নামে একটি মেয়ের সঙ্গে থাকে। ঠিকানা ১৮ রুদালা ফাসেন্দ্রি। যদি মাদেলিনকে গ্রেপ্তার করতে চান তাহলে সোলানজের অনুপস্থিতিতে এ কাজটি করতে হবে। এবার স্থির হল, 'রেণে' টেলিফোন করে জানাবেন কখন মাদেলিনকে ঐ ফ্ল্যাটে একা পাওয়া যাবে।

আরো ঠিক হল পরের দিন রেনে এবং আর্নেষ্ট সাঁ জেলিসীর এক কাফেটেরিয়াতে দেখা করবে। রেনে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর্নেষ্টকে বললেন যে সোলানজ এবং মাদেলিন বাড়িতে নেই। উভয়েই বাইরে গেছেন।

পরে রেনে আর্নেষ্টকে নিয়ে ১৮ নম্বর 'রুদালা ফেসানন্দ্রিতে' গেলেন। ঐখানে রেনে মাদেলিনের রেডিও ট্রান্সমিটর আর্নেষ্টকে দেখালেন।

আর্নেষ্ট এবার সব কথা কিফারকে খুলে বললেন। স্থির হল মাদেলিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পিটারকে সঙ্গে নেওয়া হবে। পিটার আগে থেকে সোলানজ এবং মাদেলিনের ঘরে গিয়ে বসে থাকবে। পরে মাদেলিন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

পিটার মাদেলিনকে ধরবার জন্যে ঘরে ওৎ পেতে বসেছিল। মাদেলিন যেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল, অমনি পিটার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে ছেড়ে দিন, মাদেলিন চিৎকার করে বলে উঠল। মাদেলিন এবার পিটারের হাত কামড়ে ধরল। যন্ত্রণায় পিটার চিৎকার করে উঠল। পিটার রিভলবার বের করে বলল : পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে গুলি করব।

পিটার মেজর কিফারকে টেলিফোন করল। সমস্ত ঘটনা কিফারকে খুলে বলা হল। কিফার আর্নেষ্টকে ঘটনাস্থলে পাঠালেন। আর্নেষ্ট ঘরে ঢুকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন। অনেকটা সিনেমার নাটকের মত। পিটার একদিকে রিভলবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অপরদিকে মাদেলিন অর্থাৎ নুর ইনায়েৎ খান, হিংস্র বাঘিনীর মতো পিটারের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাদেলিন জর্মানদের গালিগালাজ করতে লাগল। আর্নেষ্ট মাদেলিনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

মাদেলিনের অর্থাৎ নুর ইনায়েতের অন্য কোন উপায় ছিলনা। ধরা দিল। তাকে অ্যাভিনু ফসের গেষ্টাপোর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল।

নুর ইনায়েৎ মুখ খুলতে অরাজী হল। আমি কিছুই বলব না—এই

ছিল তার বক্তব্য। নূর স্নান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বাথরুমের ভেতরে ঢুকে সে বাইরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। পারল না। নূর নালিশ করল পাহারাদারেরা কঠোর দৃষ্টিতে তার বাথরুমের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ পরিস্থিতিতে তার স্নান করা সম্ভব নয়।

আর্নেষ্টকে আবার ডাকা হল। আর্নেষ্ট নূরকে সুইসাইডের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বললেন।

আর্নেষ্ট নূরকে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আর্নেষ্ট নূরকে বললেন, নূরের কাজকর্মের সব খবরই গেষ্টাপোর জানা আছে। অতএব পরিষ্কার করে স্বীকারোক্তি করাই হল ভাল। নূর আপত্তি করল না। নূর কথা বলতে শুরু করল। গোপন কোন কথা নয়। তার নিজের ব্যক্তিগত কথা। আর্নেষ্ট তার কাছ থেকে কয়েকটি নাম জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নূর ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করল।

এরপর ডাঃ গোয়েতজ নূরকে জেরা করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর ডাঃ গোয়েতজ হাল ছেড়ে দিলেন।

আনের্ষ্টও নূরের কাছ থেকে মূল্যবান কোন খবর পেলেন না। অবশ্যি নূর যে ভারতীয় একথা নূর বলেনি। যদি বলত তাহলে হয়ত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতো।

এখানে মাদাম রেণে গ্যারী যিনি নূর ইনায়েৎ খানকে গেষ্টাপোর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রেনে গ্যারী ছিলেন লেঃ এমিল আরী গ্যারীর বোন। প্রথম রাত্রি এমিল গ্যারীর বাড়িতেই নূর ইনায়েৎ রাত কাটিয়েছিলেন। তখন রেণে গ্যারীও তার ভাই'র বাড়িতে ছিলেন।

নূর ইনায়েত খানকে গেষ্টাপো যখন গ্রেপ্তার করে নিয়েছিল এমিল গ্যারী এবং তার স্ত্রী পারীর বাইরে ছিলেন। তারা পারীতে ফিরে এসে সোলানজের ৯৮ রু দ্য ফেসাইন্দ্রিতে গেলেন। ঐ সময়ে সোলানজ কিংবা গ্যারী দম্পতি জানতে পারেননি পুলিশ নূরকে গ্রেপ্তার করেছে। কারণ নূর প্রায়ই তার বান্ধবী সোলানজকে না বলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতো। তাই তার অনুপস্থিতি কার নজরে পড়ল না।

দুদিন পরে গ্যারী দম্পত্তি এবং সোলানজ যখন একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন তখন একজন অপরিচিত লোক এসে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

এই অপরিচিত লোকটি ছিলেন পিটার যার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

পিটার বললেন ঃ তিনি হলেন বৃটিশ। জঁ মারী রেনিয়ের অর্থাৎ নূর ইনায়েৎ খানের বন্ধু। জাঁ মারী কিছুদিনের জন্যে পারীতে থাকবেন। প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যে জাঁ মারী কিছু টয়লেটের জিনিস চেয়ে পাঠিয়েছেন।

এই বলে পিটার নুর ইনায়েতের লেখা একটি চিঠি সোলানজকে দিলেন। একটু বাদে সোলানজ একটি ছোট প্যাকেট পিটারকে দিল। ঐ প্যাকেটে নুর ইনায়েতের প্রতিদিনের জন্যে কিছু জিনিস ছিল।

পরে সোলানজ তার কাজে চলে গেলেন। গ্যারী দম্পত্তি বাড়িতে রয়ে গেলেন। এবার পিটার আর্নেষ্ট এবং আরো তিনজন গেষ্টাপোর পুলিশ-বাহিনী এসে সোলানজের বাড়িতে উপস্থিত হল।

পুলিশ এমিল গ্যারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

গেষ্টাপো অফিসে গ্যারীর জেরা শুরু হল। পরে 'বুকেনওয়াল্ডে' গ্যারীকে গুলি করে হত্যা করা হল।

মাদাম গ্যারী পরে বলেছিলেন, রেনে গ্যারী অর্থাৎ এমিল গ্যারীর বোন ছিলেন হিংসুটে প্রকৃতির। প্রথম যেদিন নুর ইনায়েৎ তাদের 'অতৈ' এলাকার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন থেকে নুর রেণের বিষ নজরে পড়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে রেনে গ্যারী আনতোয়ান নামে এক সাউথ আফ্রিকান মেজরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। নুর ঐ বাড়িতে উপস্থিত হবার পর থেকে আনতোয়ানের তার উপর দৃষ্টি পড়ল। তারপর থেকে 'রেনের' হিংসে আরো বেড়ে গেল। কারণ 'রেনের' সন্দেহ ছিল 'আনতোয়ান এবং নুরের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল।'

এই কারণে রেনে নুরকে গেণ্টাপোর হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

* * *

পরে নেটওয়ার্কের 'ম'শিয়ে ওয়াই' এবং তার সহকারি গ্রেপ্তার হলেন।

নুর গ্রেপ্তার হবার পর আরো দুজন গাড়লাকে গ্রেপ্তার করে গেণ্টাপোর হেডকোয়ার্টার 'অ্যাভিনু ফসে' নিয়ে আসা হল।

এদের জেলখানার জীবনের সঙ্গে নুরের পরবর্তী জীবন কাহিনীর একটা সম্পর্ক ছিল।

এই দুই বন্দীর নাম ছিল: কর্ণেল ফে। তিনি ছিলেন ফরাসি। অপর গাড়লার নাম ছিল জন স্টার, বৃটিশ।

স্টার লড়াই শুরু হবার আগে পারীর শহরের দেওয়ালের ছবি এবং পোণ্টার এঁকে রোজগার করতেন। পরে তিনি স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভে যোগ দিলেন। মে মাসে 'দিঁজো' এলাকায় প্লেনে করে তাকে পাঠান হল। বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তিনি ধরা পড়লেন। তাকে জেরাবন্দী করবার জন্যে অ্যাভিনু ফসে নিয়ে আসা হল।

ঐখানে আর্নেস্টের সাহায্য নিয়ে মেজর কিফার তাকে জেরা করলেন। তার হাতের আঁকা ছবি, এবং সুন্দর লেখা দেখে কিফার তাকে ম্যাপ আঁকবার

কাজে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। যখন তার কোন সরকারি কাজ থাকতনা তখন তাকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হত।

অ্যাভিনু ফসে থাকাকালীন নুরের সর্বপ্রথম স্টারের সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন নুর হলেন ফরাসি। পরে তিনি জানতে পারলেন নুর হলেন বৃটিশ।

এখানে থাকাকালীন স্টার নুরের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন।

বাথরুমের কাছে এই যোগাযোগ করবার সুবিধা ছিল। একদিন তিনি প্রহরীর অজ্ঞাতসারে নুরের কাছে একটি ছোট চিঠি লিখে পাঠালেন।

তারপরের দিন স্টার নুরের কাছ থেকে তার চিঠির জবাব পেলেন। নুর তার চিঠিতে লিখলেন যে তিনি 'কর্ণেল ফে' নামে এক ফরাসি গড়িলা সৈন্যের সঙ্গে চিঠি আদানপ্রদান করছেন

কর্নেল ফে'র সঙ্গে নুর জলের পাইপ লাইন ট্যাপ করে খবর পাঠাতেন। [দ্রঃ জারের আমলে রাশিয়ার বন্দীরা জলের পাইপ লাইন ট্যাপ করে খবর পাঠাত।]

ইতিমধ্যে স্টার দরজা জানলার স্ক্রু এবং বোল্টু খুলবার একটি স্কুড্রাইভার যোগাড় করলেন।

তিনজনে মিলে স্থির করলেন দরজা কিংবা জানলা খুলবার চেষ্টা করতে হবে। তিন জনেরই এই জানলা খুলতে বেশ কষ্ট এবং অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু পরে তারা জানলা খুলতে পারলেন।

স্টার এবং ফে জানলা খুলে বাইরে এলেন। কিন্তু নুরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে সময় নিল। তিনজনেই ছাদের উপরে গিয়ে পেঁছিলেন। এক ছাদ টপকে আর এক ছাদে এসে পেঁছুলেন।

কিন্তু ছাদ টপকে রাস্তায় পড়তে হলে আর একটা ছাদে যাবার জন্যে দড়ির প্রয়োজন ছিল। কারাগার থেকে বেরুবার সময় তারা কম্বল নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঐ কম্বল ছিঁড়ে দড়ি তৈরি করা হল। ঐ দড়ি দিয়ে তারা একটি বাড়ির সিঁড়িতে গিয়ে পেঁছুলেন। এই বাড়িতে পেঁছুবার সময় কিছু শব্দ হয়েছিল। বাড়ির লোকেরা ঐ শব্দে জেগে উঠেছিলেন। এবার নুর, স্টার এবং ফে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লেন। ঐ রাস্তা ছিল একমুখী রাস্তা। যাকে বলা হয় ব্লাইন্ড লেন। কাজেই বাইরে বেরিয়ে যাবার কোন পথ খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারা আবার ঐ বাড়িতে ফিরে গেল।

বাড়ির এক ভদ্রমহিলা গোলমাল শুনে ঘরের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কে? চোর?

ঃ চোর নই। আমরা পলাতক বন্দী। পালাবার চেষ্টা করছি—নুর ইনায়েৎ খান জবাব দিল।

ঠিক ঐ সময়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে এসডি গেষ্টাপো বাহিনীর পুলিশ এসে ঘরে ঢুকল। পুলিশ তিন জনকেই গ্রেপ্তার করল।

*   *   *

সবাইকে জেরা করা শুরু হল।

আজকে জেরা করছিলেন মেজর কিফার নিজে। তর্জমা করছিলেন আর্নেস্ট।

কিফারের প্রথম প্রশ্নের জবাবে কর্নেল ফে বললেন: পালিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে। আমি সেই অধিকার ব্যবহার করছি।

এবার এসডি বাহিনীর এক গার্ড খুব জোরে ফে-কে থাপ্পর মারল। ফে তার সুর নরম করল না। কিফার তার রাগ দমন করবার চেষ্টা করলেন। তিনি তিন বন্দীকে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এরপরে ফে এবং নুর ইনায়েৎ খানকে জর্মানীতে পাঠান হল।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৫ কর্নেল ফে কে গুলি করে হত্যা করা হল।

নুরকে কার্লস্ গেষ্টাপো বন্দীশালায় পাঠান হল। সেখান থেকে নুরকে ডাচাওতে নিয়ে যাওয়া হল।

পরে ডাচাওতে নুরকে গুলি করে হত্যা করা হল।

এই হল এক ভারতীয় রমণীর দুঃসাহসিক স্পাইর জীবন কাহিনী।

[এখানে স্থায়ীভাবে নুরের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হল। তার বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ভবিষ্যতে লিখবার ইচ্ছা রইল।]

*   *   *

লণ্ডনে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স মহলে আর একটি ঘটনায় এক আলোড়ন শুরু হয়েছিল। আলোড়নের প্রধান কারণ ছিল জর্মান নৌবাহিনীর ইনটেলিজেন্স বিভাগ বৃটিশ নৌবাহিনীর চলাচল সম্বন্ধে মিথ্যা খবর তাদের সাবমেরিন অর্থাৎ 'উইবোট'কে দিচ্ছিল। এর দরুণ এই জর্মান সাবমেরিন এদিক ওদিক উদ্‌ভ্রান্তের মত চলাচল করছিল। হিসেব করে দেখা গেল জর্মান নৌবাহিনীকে এই সব মিথ্যা খবর দিচ্ছে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি। এই বিশেষ ব্যক্তিটি কে ?

এ কাহিনী হল 'ডবল ক্রস' টুয়েণ্টি কমিটির আর এক ষড়যন্ত্র ; চক্রান্তের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। এ কাহিনীর নায়কের নাম হল আনতোনিও কোড নাম কাটো। বয়স ঊনত্রিশ। [এ কাহিনীতে আমরা কাটোর ছদ্মনাম ব্যবহার করব] কাটো বলতেন এ যুদ্ধে জর্মানীর জয় হলে স্পেনের বিস্তর ক্ষতি হবে। এই সময়ে স্পেনের প্রধান বড় নেতা ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তিনি ছিলেন বন্ধু। ঐ সময়ে স্পেনে এক অস্থির আবহাওয়া ছিল। কারণ স্পেনের গৃহযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। বর্ধিষ্ণু লোকেরা স্পেনের বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। তার মধ্যে কাটো ছিলেন একজন। তিনি মাদ্রিদে এক ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই ডাক্তার ছিলেন স্পেনের বৃটিশ এম্বাসীর ডাক্তার। এ ছাড়া ডাক্তার এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এই দুই সূত্রে তার মাদ্রিদের বৃটিশ এম্বাসীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

মাদ্রিদের পুলিশ সন্দেহ করছিল যে ঐ ডাক্তারের বাড়িতে কাটো এবং তার অন্যান্য 'বিভীষণ' বন্ধুরা আশ্রয় নিয়েছে। আটবার ঐ বাড়িখানা তল্লাশি করে পুলিশ কিছু পেলনা। নয় বারের বার তারা কাটো এবং আরো দুজন 'ফিফথ কলামকে' খুঁজে বার করল। সবাইকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। পরে ডাক্তার এবং তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হল। শুধু কাটোকে ধরে রাখা হল। কাটো অস্বীকার করল তার ফিফথ কলাম বাহিনী কিংবা ফ্রাংকোর দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে।

মাদ্রিদের ইনটেলিজেন্স বলল: কাটোর টেকনিক্যাল ইলেকট্রনিকসের কাজ সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। আমরা তাকে রেডিও টেলিগ্রাফিতে ট্রেনিং দেব। কাটো রেডিও টেলিগ্রাফির কাজ শিখল।

এরপরে স্পেনে শুরু হল গৃহযুদ্ধ। জয়ী হলেন ফ্রাংকো…

এই গৃহযুদ্ধের পর কাটো স্থির করলেন তিনি স্পাই ইনফরমারের কাজ করবেন। তিনি তার পরিচিত ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে বৃটিশ এম্বাসীর কাছে ধর্না দিলেন এবং প্রস্তাব করলেন তিনি ইংল্যাণ্ডের স্পাই হিসেবে কাজ করতে চান।

তার এই প্রস্তাব বৃটিশ এম্বাসী হেসে উড়িয়ে দিল। নিরাশ হয়ে কাটো এবার জর্মানীর আবভেরের কাছে ধর্না দিল। আবভেরে কাটোকে লুফে নিল। ঠিক হল কাটো আবভেরের এজেন্ট হবেন। কারণ কাটো জর্মানদের বলেছিল: আমার টাকার প্রয়োজন।

হিটলার প্রমাণ করেছেন গোটা য়ুরোপকে তিনি এক করতে পারবেন। কিন্তু য়ুরোপকে একত্র করবার কাঁটা হল ইংল্যাণ্ড। য়ুরোপকে 'একত্র' করবার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। প্রয়োজন হলে প্রাণও দিতে পারি। আবভেরে কাটোর জবাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হল।

স্থির হল কাটোকে জর্মান এজেন্ট করে বৃটেনে পাঠান হবে। এইভাবে বৃটেনে কাটোকে পাঠাবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। জর্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আগে নিয়মিত ভাবে বৃটিশ নৌবাহিনীর খবরাখবর 'ডিকোড' অর্থাৎ রহস্য সহজে জানতে পারত। সম্প্রতি বৃটিশ নৌবাহিনী খবর পাঠাবার জন্যে যে কোড সাইফার ব্যবহার করছিল সেই কোড তাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। এছাড়া জর্মানী য়ুরোপ দখল করে নেবার পর ইংল্যাণ্ডে বহু জর্মান এজেন্টদের এম আই ফাইভ গ্রেপ্তার করেছিল। আবভেরেকে খবর দেবার জন্যে কোন উপযুক্ত জর্মান এজেন্ট ইংল্যাণ্ডে ছিলনা। ঐ পরিস্থিতিতে কাটোর প্রস্তাব আবভেরেকে খুশি করল।

ঠিক হল খবর সংগ্রহ করবার জন্যে কাটো ইংল্যাণ্ডে যাবে। ঐখানে সে সবাইকে বলবে যে সে স্পেনের জন্যে 'টেক্সটাইল মেশিনারী' কিনতে এসেছে। একটি নকল পরিচয় পত্রও তৈরি করা হল। কারণ কাটোর পারিবারিক ব্যবসা 'কাপড়ের মিল'।

কাটোর কণ্ট্রোল হলেন: জেনারেল এরিক কুলেনথাল, কোড নাম 'আলফানসো'। 'আলফানসো' কাটোর পরিচয় পত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। তার এই চিঠি এত নিখুঁত হয়েছিল যে বুঝবার উপায় ছিলনা চিঠি আসল না জাল।

স্থির হল কাটো ভিসা পাবার জন্যে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যাবেন। লিসবন থেকে প্লেনে যাবার জন্যে নিয়মিত প্লেন সার্ভিস ছিল।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যদি টাকার অভাব অনুভব করো জানিও। আমরা টাকা পাঠাব। তুমি ব্যবসায়ের প্রতিনিধি হবে। অতএব তোমাকে টাকা পাঠাতে কোন অসুবিধা হবেনা।

কাটোকে বলা হল তুমি 'আবভেরের' কাছে খবর পাঠাবার জন্যে একজন বিশ্বাসী উপযুক্ত 'কুরিয়ার' অর্থাৎ পিয়ন ঠিক করবে। এই পিয়ন তোমার কাছ থেকে চিঠি ডকুমেণ্ট এনে, 'লিসবনে'র "এস পিরিতো সাণ্টো" ব্যাংকের লকারে জমা দেবে। আমরা ঐ লকার থেকে চিঠি, ডকুমেণ্টগুলি বের করে নেবো। এই বলে 'আলফানসো' কাটোর হাতে এসপিরিতো সানতো ব্যাংকের লকারের একটি চাবি তুলে দিলেন।

কাটো 'আলফানসো'কে আশ্বাস দিল সে তার নির্দেশমতো কাজ করবে।

কাটোকে নির্দেশ দেওয়া হল কী ধরনের সংবাদ আবভেরকে পাঠাতে হবে। খবরগুলি এমন হবে যা জর্মান নৌবাহিনী বিশেষ করে সাবমেরিন ইউ বোটের এবং বিমানবাহিনী লুফট ওয়াফার দরকার হতে পারে।

আবভের লুফটওয়াফা জানতে চায় তাদের বিমান আক্রমণের দরুণ ইংল্যাণ্ডে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে! এটা ছিল বড় একটা প্রশ্ন। বৃটিশ নাগরিকদের উপর এই বিমান আক্রমণের কী প্রভাব সৃষ্টি করেছে? বৃটিশ শ্রমিকেরা কী বিমান আক্রমণে ভয় পেয়েছে? ইংল্যাণ্ডের যানবাহন, বাস ইত্যাদি সার্ভিসের কোন ব্যাঘাত হয়েছে কিনা? এছাড়া লুফটওয়াফা, রয়াল এয়ারফোর্সে'র বিমানবাহিনী আধুনিক করা হয়েছে কিনা? প্লেনের ইঞ্জিন কী ধরণের? ইংল্যাণ্ডে কোন নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি করা হচ্ছে কিনা?

প্রয়োজন হলে 'সব এজেণ্ট' ইত্যাদি নিতে কোন ইতস্ততঃ বোধ করনা। সাবধান, বৃটিশরা যেন তাদের নিজের কোন লোক তোমাকে না দেয়। তুমি নিশ্চয় এই ধরনের স্পাই'র কাজ আগে করনি! তাই একটু সাবধান হবে।

: না, কাটো মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল। তবে আপনার পরামর্শমতো আমি কাজ করব এবং কাজ শিখে নেবো।

আলফানসোর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর কাটো গিয়ে বৃটিশ এম্বাসীতে হানা দিল। কিন্তু এবার কাটো ওখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এল। এরপর 'কাটো' লিসবনে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের ভিসা সংগ্রহ করল। বৃটিশ এম্বাসীকে বলল : 'আমি ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে স্পেনের জন্যে 'টেক্সটাইল মেশিনারী' কিনতে যাচ্ছি।' বৃটিশ এম্বাসী তার এই জবাব শুনে ভিসা দিতে কোন আপত্তি করলনা। এই ভিসা সংগ্রহ করে কাটো গা ঢাকা দিল। আলফানসোকে বলল, ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি। আসলে কাটো স্পেনেই লুকিয়ে রইল।

এবার থেকে 'কাটো' আবভেরের এবং আলফানসোর সঙ্গে ছলচাতুরী, অর্থাৎ ধোঁকা দিতে শুরু করল।

তিন মাস পরে 'কাটো' স্পেনে বসে তার প্রথম কল্পনা কাহিনী লিখে আলফানসোর কাছে পাঠাল। তার এই রূপকথায় ছিল যে জর্মান বিমান-বাহিনী 'লুফটওয়াফার' আক্রমণে বৃটিশ নাগরিকদের মনোবল ভেঙ্গে যাবার এক নিখুঁত বিবরণী।

জার্মান বিমান বাহিনীর আক্রমণে ইংল্যাণ্ডে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সবাই দেশের মন্ত্রী চার্চিলকে গালমন্দো দিচ্ছে। সবাই বলছেন হিটলার শান্তির প্রস্তাব করে মনের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। কাটো আরো বললেন তিনি বৃটিশ এয়ার ওয়েজের এক স্টুয়ার্টকে তার কুরিয়ার হিসেবে নিয়োগ করেছেন এই লোকটি ব্যাংকর লকারে এই চিঠি রেখে আসবে এবং আমার জন্যে আপনাদের যদি কোন চিঠি থাকে তাহলে সেই চিঠি সংগ্রহ করে আনবে। পরে চিঠিতে 'ভিয়ানিসো হারনানডেজ' নাম সই করলেন। 'আলফানসো' তাকে এই নামে চিঠিপত্র সই করতে বলেছিলেন। চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে কাটো লিখলেন : কুরিয়ার টাকা রোজগার করতে চায়। তাই তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দেবেন।

আলফানসো জানবার চেষ্টা করেননি আলফানসোর কুরিয়ার কে? তার আদৌ কী কোন কুরিয়ার ছিল? এই চিঠির সঙ্গে কাটো এক কাল্পনিক খরচ-পত্রের হিসাব দিলেন। 'আলফানসো' তার এই হিসেব পরীক্ষা করে দেখেননি হিসেবে প্রচুর ভুল ছিল। তবু 'আলফানসো' কাটোর রিপোর্ট পড়ে এতো খুশি হয়েছিলেন যে তার হিসেব জাল না সত্যি সেইটে যাচাই করবার মতো সময় তার হাতে ছিলনা।

*　　　*　　　*

'কাটো' যখন তার কাল্পনিক রূপকথার গল্প বলে আবভেরকে অন্ধ করে রেখেছিলেন, ঐ সময়ে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে, বিশেষ করে নৌবাহিনীর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় কর্তাদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, জর্মান নৌবাহিনী এবং ইউ বোট, কী ধরনের সংবাদ পেয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে চারি-দিকে ছুটোছুটি করছে? নিশ্চয় এমন কোন সূত্র আবভেরকে রূপকথার

কাহিনী দিচ্ছে অর্থাৎ বৃটিশ নৌবাহিনী সম্বন্ধে মিথ্যা খবর দিচ্ছে যার জন্যে জর্মান নৌবাহিনী তার নিশানা ঠিক করতে পারছে না।

এই সূত্রটি কে ?

সূত্রটিকে, ঘটনাচক্রে পরে জানা গেল।

*　　　*　　　*

মাদ্রিদে বৃটিশ নেভাল এটাচী ক্যাপ্টেন অ্যালান হিলগারথ, খুব করিতকর্মা লোক ছিলেন লণ্ডন অ্যালান হিলগারথকে জিজ্ঞেস করল আবভেরে বৃটিশ নৌবাহিনীর চলাচল সম্বন্ধে কোন সূত্র থেকে খবর পাচ্ছেন ? আপনি ঐ সূত্র কিংবা যে লোক এসব খবর দিচ্ছেন তাকে খুঁজে বার করুন।

হিলগারথের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এক আমেরিকান—নাম এম ডব্লিউ উইলিয়ামস। তিনি ছিলেন এফ বী আই-র কর্মচারি এবং প্রায়ই সময় কাটাবার জন্যে হিলগারথের দপ্তরে বসে গল্পগুজব করতেন।

একদিন অ্যালান হিলগারথ বন্ধুকে তার সমস্যার কথা খুলে বললেন। লণ্ডন জানতে চাইছে আবভেরে কোন ব্যক্তি কিংবা সূত্রের কাছ থেকে বৃটিশ নৌবাহিনীর চলাচল সম্বন্ধে খবর পাচ্ছে। ঐ খবর লণ্ডন জানতে চায়।

এবার উইলিয়ামস একটু চিন্তা করলেন। বললেন ঃ আমার কী মনে হয় জানো ? তোমাদের এখানে একটি লোক রোজই আসতো, স্পাইর কাজ করবার জন্যে হয়তো সেই লোকটি···

ঃ হয়তো সেই লোকটি······

ঃ সেই লোকটির মানে হল 'কাটো'।

এবার মাদ্রিদের বৃটিশ নেভাল এটাচি কাটোকে স্মরণ করলেন। কাটোর সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা বৃটিশ এম্বাসীর জানা ছিল। কাটো তার ঠিকানা বৃটিশ এম্বাসীতে লিখে রেখে গিয়েছিল।

হিলগারথ তার সহকারি, কম্যাণ্ডার সালভাডোর গোমেজ বেয়ারকে লিসবনে পাঠালেন। বলা হল আপনি কাটোর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাজিয়ে দেখুন আবভেরেকে যে সব মিথ্যা খবর দেওয়া হচ্ছে তার কোন ভিত্তি আছে কিনা ! ঐ সব খবর কী তার তৈরি ?

লিসবনে গিয়ে গোমেজ বেয়ার কাটোকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে যেতে চান ?

কাটো উৎসাহ দেখালেন। গোমেজ বেয়ার কাটোর মৌনতা দেখে বুঝতে পারলেন কাটোর যেতে কোন আপত্তি নেই।

ঃ বেশ তাহলে আপনি এক সপ্তাহের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকুন। পারবেন ?

ঃ চেষ্টা করব···

ঃ তাহলে চারদিন পরে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব···

গোমেজ বেয়ার মাদ্রিদে গিয়ে হিলগারথকে সব কথা খুলে বললেন।

হিলগারথের বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি লণ্ডনের কাছে প্রস্তাব করলেন জর্জ আনতোনিও ওরফে কাটোকে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে নিয়োগ করুন। পরে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হল।

চারদিন পরে গোমেজ বেয়ার লিসবনে কাটোর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। বললেন: আমরা তোমাকে আমাদের সিক্রেট সার্ভিসে নিয়োগ করছি। তুমি প্রথমে জিব্রালটার যাবে, সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে। 'কাটো' এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

কাটো জিব্রালটার হয়ে লণ্ডনে চলে এলেন। পুরো পথটা তাকে লুকিয়ে আসতে হল। কারণ কাটোর জর্মান কণ্ট্রোল আলফানসো এবং আবভেরে জানতেন 'কাটো' বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে আছেন এবং ওখান থেকে তিনি নিয়মিতভাবে আবভেরের কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। আসলে কিন্তু এতদিন কাটো স্পেনে বসে ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীর চলাচলের খবরাখবর নিয়ে কল্পনার জাল বুনছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে কার্লোস রীড হলেন জর্জ আনতোনিয়সের কণ্ট্রোল।

পরে কাটোকে লণ্ডনের বো স্ট্রীটে একটি দপ্তরে বসানো হল। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যেতো আনতোনিয়স (কাটো) একটি চাকুরী করছেন।

এবার কাটো তার জর্মান মনিবদের কাছে তাদের যুদ্ধনীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একটি চিঠি লিখলেন। আপনারা নিশ্চয় জানতে চাইবেন, এখানে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সবাই বলছেন জর্মান সৈন্যবাহিনী ক্রীসমাসের মধ্যে মস্কোতে গিয়ে পেঁছুবে···সবাই খুশি যে বলশেভিক আর্মির পরাজয় হয়েছে এবং হিটলারের এই মস্কো আক্রমণে ইংল্যাণ্ড কোন অংশ নেয়নি। সবাই বলছে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ শেষ করে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন।

এবার 'কাটো' তার জর্মান মনিবদের মনে ধারণা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন যে খবর তিনি বার্লিনে পাঠাচ্ছেন প্রতিটি খবর সত্যি এবং নির্ভরশীল। অতএব দু চারটে পুরোনো 'সিক্রেট খবর' তিনি তার রূপকথার কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন। এ ছাড়া বলতে চাইলেন প্লেন যাতায়াতের বিভ্রাটের জন্যে আজকাল কুরিয়ার নিয়মিতভাবে লিসবনে যাচ্ছে না। অতএব যদি 'রিপোর্ট' দেরিতে পেঁছয় তাহলে যেন কোন চিন্তাভাবনা না করা হয়।

এবার কাটোর সত্যি খবর দেবার একটি নমুনা দেওয়া হল।

জুন ২১, ১৯৪১, বৃটিশ সরকার স্থির করলেন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জন্যে জেনারেল অকিনলেককে পাঠানো হবে। অকিনলেকের স্থানে ভারতের কম্যাণ্ডার ইন চীফ হবেন, ওয়েভেল। এবার চিন্তা শুরু হল এই খবর কী উপায়ে এবং কী ঢংয়ে আবভেরের কাছে পাঠান যায়।

ঐ সময়ে লণ্ডনের মেফেয়ার এলাকায় 'রিভেট' ক্লাব নামে একটি শৌখীন

মজলিস ক্লাব ছিল। ইংল্যাণ্ডের বড় বড় বদ্ধিস্কু লোকেরা ঐ ক্লাবে যেতেন এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। 'কাটো' তার রিপোর্টে লিখলেন ঃ গতকাল মেফেয়ারের ব্রিভেট ক্লাবে গিয়েছিলাম। ক্লাবে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলাম যে ওয়েভেলকে ভারতে কম্যাণ্ডার ইন চীফ করে পাঠান হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যর নতুন সামরিক অধ্যক্ষ হবেন ক্লদ অকিনলে।

প্রায় এক মাস পরে আলফানসো, কাটোর চিঠি পড়লেন। ঐ চিঠি অদৃশ্য কালিতে লেখা ছিল। ব্রিভেট ক্লাব ছিল ইংল্যাণ্ডের শৌখীন ক্লাব। বড় বড় জেনারেল এবং সরকারি কর্মচারিরা এখানে বসে খোস গল্প করেন। ঐখানে খবর পেলাম ওয়েভেল ভারতে যাচ্ছেন—ক্লদ অকিনলে কায়রোতে আসছেন।

কাটো আলফানসোর এবং আবভেরের কর্তাদের যে প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন তাই পেলেন। অলফানসো এই 'মূল্যবান' চিঠি দেরিতে পাবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আলফানসো কাটোকে জিজ্ঞেস করলেন রেডিও ট্রান্সমিটরের সাহায্যে খবর পাঠান সম্ভব হবে কী ?

কাটোর পরের 'মূল্যবান' খবরটি ছিল যে ম্যানচেষ্টারের কটন মিলসে আজকাল বোমা তৈরি করবার কিছু কিছু মাল তৈরি করা হচ্ছে।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটো তার কল্পনার জাল বুনে, ব্যাপক কাহিনী বলে, আবভেরের কাছে পাঠাতে লাগলেন আবভেরের বড় কর্তারা এই সব মিথ্যে কাহিনী সত্যি বলে গ্রহণ করলেন। কাটোর কোন খবরের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

এই সময়ের আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী ঃ "Man who never was" পরবর্তীকালে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী হয়েছিল। এই অপারেশনের নাম ছিল অপারেশন মিনসমিট ("Operation Mincemeat.")।

১৯৪৩ সালে একজন বৃটিশ কুরিয়ার প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে ভূমধ্যসাগরে পড়ে যান এবং তার মৃতদেহ স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছয়। ঐ সময়ে স্পেনে আবভেরে খুব সজাগ, তৎপর ছিল। স্পেনে কী ঘটছে না ঘটছে তার প্রতিটি খবরই আবভেরের এজেন্টদের কানে পৌঁছুতো, অতএব এই বৃটিশ কুরিয়ারের মৃতদেহ স্পেনের উপকূলে পৌঁছুবার খবরও আবভেরের কানে গিয়ে পৌঁছুল।

এই কুরিয়ারের কাছে অনেক গোপনীয় কাগজ পাওয়া গেল। একটি গোপনীয় চিঠিতে জানা গেল মিত্রশক্তি দক্ষিণ য়ুরোপের গ্রীস সারডিনার ভেতর দিয়ে য়ুরোপ আক্রমণ করবে। আক্রমণের প্ল্যান ও নকশা কুরিয়ারের ব্যাগে পাওয়া গেল।

এই কাহিনী ছিল একটি সাজানো রূপক গল্প। শুধু জর্মান হাইকম্যাণ্ডকে বোকা বানাবার জন্যে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এই নাটক করেছিল। কাহিনী ছিল এই প্রকার।

'ডবল ক্রস' টুয়েন্টি কমিটি এই প্ল্যানকে অনুমোদন করেছিলেন। প্ল্যান

তৈরি করেছিলেন এন মণ্টেগু এবং তার আর এক বন্ধু চোলমণ্ডলে।

টুয়েণ্টি কমিটি জানত স্পেনে আবভেরে তাদের স্পাইচক্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল। অতএব ঠিক হল কিছু মিথ্যা খবর তাদের কাছে পাচার করতে হবে। যার উপর নির্ভর করে জার্মান মিলিটারি হাইকম্যাণ্ড কিছু ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

প্রথমে মেজর মার্টিন নামে একটি লোককে আবিষ্কার করা হল। মেজর মার্টিন বলে কী কেউ ছিল না? তবে সৈন্যবাহিনীতে অগুনতি মেজর মার্টিন ছিল। কিন্তু ইনটেলিজেন্স কমিটির এক মৃত মার্টিনের দেহের প্রয়োজন ছিল। করোনারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। মৃত ব্যক্তির নাম দেওয়া হল মেজর মার্টিন। মেজর মার্টিন যে কোন কল্পনার লোক নয়, এই মৃত দেহের অঙ্গে মেজর মার্টিনের নামে চিঠি, হোটেলের রসিদ রাখা হল। এই সব কাগজপত্রের সঙ্গে ব্যাগে মাউণ্টব্যাটেনের হাতে লেখা চিঠি রাখা হল। মাউণ্টব্যাটেন ঐ চিঠি এডমিরাল কানিংহ্যামকে লিখেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন ঐ চিঠিতে সই করেছিলেন বটে তবে চিঠির বিষয়বস্তু ছিল মিথ্যা কল্পনা। শুধু শত্রুকে বোকা বানাবার জন্যে ঐ সব ঘটনা বেশ সাজিয়ে লেখা হল। ঐ সব চিঠিতে বলা হয়েছিল যে শিগগিরই মিত্রশক্তি সিসিলি আক্রমণ করবে।

এছাড়া মাউণ্ট ব্যাটেনের আইসেন হাওয়ারের কাছে লেখা একখানা চিঠিও ছিল। ঠিক হল এই মৃত ব্যক্তিকে স্পেনের উপকূলে রেখে আসা হবে। এই মৃতদেহ এমন ভাবে রাখা হবে যেন সবাই বিশ্বাস করে যে দেহটি সমুদ্র দিয়ে ভেসে স্পেনের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেছে।

মেজর মার্টিনের মৃতদেহ যথাসময়ে স্পেনের উপকূলে পাওয়া গেল। শহরে এই মেজর মার্টিনের মৃতদেহ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হল। বৃটিশ নেভাল এটাচি মেজর মার্টিনের মৃতদেহ এবং তার কাছে যে সব 'টপসিক্রেট' ডকুমেণ্টগুলি ছিল সেইগুলি ফেরৎ চাইলেন। ইতিমধ্যে স্প্যানিশ পুলিশ কর্তৃপক্ষ [যার অধিকাংশ ছিলেন আবভেরের এজেণ্ট, ঐ এনভেলাপ থেকে লেখা চিঠি বের করে চিঠি কপি করে নিয়েছিল। পরে ঐ সব চিঠির কপি আবভেরেকে দিয়েছিল। ঐ সব জাল চিঠিকে বিশ্বাস করে জার্মান হাইকম্যাণ্ড অনেক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যার পরিণাম হয়েছিল শোচনীয়।

আরও ভাল করে আবভেরেকে বোঝাবার জন্যে স্পেনের বৃটিশ এম্বাসী বেশ সমারোহ করে মেজর মার্টিনকে সমাধি দিল। এই সব ঘটনায় আর আবভেরের মনে কোন সন্দেহ রইলনা মেজর মার্টিনের কাছে যে সব কাগজ ডকুমেণ্টগুলি পাওয়া গিয়েছে সেইগুলি জাল নয়, সত্যি।

* * *

১৯৪০ সালে চার্লস দ্যগল ছিলেন শুধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। লড়াই যখন শুরু হল তখন তিনি ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পল রেনোর আণ্ডার সেক্রেটারি

ছিলেন। জর্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স দখল করে নেবার পর দ্যগল ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আন্দ্রে দেওয়ারিন যার নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেওয়ারিন যে য়ুরোপে ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসের কর্তা ছিলেন একথাও বলা হয়েছে।

স্পেশাল অপারেশন 'এক্সিকিউটিভ' ফরাসি সিক্রেট সার্ভিসকে প্রথম থেকে পুরোপুরি সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এই সাহায্য এবং সহযোগিতা অনেক সময় বিপরীত বিরোধী কাজ করেছিল। আবার অনেক সময় দুই স্পাই ইনটেলিজেন্স সহযোগিতা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। উদাহরণ, লিও শহরে এক নাম করা উল্লেখযোগ্য গনিকালয়ের ঘটনা বলা যাক। এই গনিকালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ এবং দেওয়ারিনের হাতে ছিল। এই গণিকালয় চালাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বড় বড় জর্মান জেনারেলদের মুখ থেকে গোপন খবর বার করে নেওয়া। কারণ এই গণিকালয় ছিলো বড় বড় জর্মান জেনারেলদের সন্ধ্যা-রাত্রি কাটাবার আশ্রয়। এখানে জর্মান জেনারেলেরা সুন্দরীদের সঙ্গে বসে গল্প গুজব করতেন এবং অনেক গোপনীয় বিষয় বিশেষ করে যুদ্ধের নীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। বৃটিশ স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ এবং দেওয়ারিনের ফরাসি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস সালোকিটীর অনুকরণে এই নাইট ক্লাব তৈরি করেছিলেন।

এই নাইট ক্লাব শেষ পর্যন্ত রেস্তোরাঁ হিসেবে খুব বেশি জনপ্রিয় হলনা। দেওয়ারিনের এক বিশেষ প্রিয় বন্ধুর নাম ছিল গিলবার্ট রেনো। রেনো নিজেকে স্পাই বলে পরিচয় দিতেন না। তার বক্তব্য ছিল আমি নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি। আমি স্পাইর কাজ করব কেন? তিনি নিজেকে গড়িলা সৈন্যবাহিনীর একজন বড় নেতা বলে পরিচয় দিতেন।

দেওয়ারিনের কোড ছদ্মনাম ছিল 'পাসি' এবং গিলবার্ট রেনোর কোড নাম ছিল 'রেমি'। ভবিষ্যতে আমরা ওদের কথা বলবার সময় পাসি এবং রেমি নাম ধরে ডাকব।

রেমি তার জীবনে বহু ফিল্ম ছবিতে কাজ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে যুদ্ধ শুরু হবার সময় তিনি ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের জীবনীকে ভিত্তি করে একটি ছবি তুলবার প্ল্যান করেছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হবার পর রেমির প্রধান চিন্তা হল তিনি কী করে বিদেশে অবস্থিত ফ্রান্স সরকারকে সাহায্য করবেন? রেমির পরিবারের সবাই কোন না কোন প্রকারে স্বাধীন ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। রেমির ছোট ভাই ক্লা রেমির সঙ্গে লড়াইতে যোগ দিলেন।

লণ্ডনে গিয়ে ক্লড স্বাধীন ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। রেমি এবার কর্নেল পাসির দরবারে গেলেন।

পাসি রেমির পাশপোর্ট দেখে একটু অবাক হলেন এবং কিছুটা সন্দেহ তার মনে ঢুকল। কারণ ঐ পাশপোর্ট দেখে পাসির মনে বহু প্রশ্ন জাগল। পাশপোর্টে দেখা গেল রেমি তার ইচ্ছামতো স্পেনে গিয়েছেন এবং প্রায়ই স্পেন থেকে পারীতে ফিরে গিয়েছেন। তার এই অবাধ যাতায়াতে কেউ বাধা দেয়নি কিংবা কোন প্রশ্ন করে নি। রেমি এত সহজে স্পেনে ঢুকলেন কী করে?

স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ, ফরাসি শাখা—রেমিকে ফ্রান্সে এক গোপন স্পাইচক্র গড়ে তুলবার অনুরোধ করলেন। তার কাজ করবার জন্যে বেশ বড় একটা এলাকা বেছে দেওয়া হল। রেমি এক গড়িলা বাহিনী গড়ে তুললেন।

এবার গেস্টাপোর কালো তালিকায় রেমির নাম উঠল। প্রথমে তারা রেমির মা এবং বোনদের গ্রেপ্তার করল। পরে বোঝা গেল গেস্টাপো রেমির স্ত্রী এবং তার সন্তানদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছে। তখন স্পেশাল অপারেশন 'এক্সিকিউটিভ' রেমির পরিবারকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে এল।

—রেমির সহকর্মীরা তাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন।

রেমি স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ-এর সঙ্গে এক হয়ে অনেক জর্মান রাডার এবং সামরিক স্থান ধ্বংস করে দিয়েছিল এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ছিল: উব্যজবুর্গ রাডার স্টেশন এছাড়া রেমি আরো অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৪২-৪৩ সালে গেস্টাপো গড়িলা বাহিনীর অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল।

স্বাধীন ফ্রান্স পরিচালিত আর একটি গড়িলা বাহিনীর কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

এ হল এলায়েন্স নেটওয়ার্কের কাহিনী এবং গেস্টাপো এই স্পাইচক্রের নাম দিয়েছিল "নোয়াস আর্ক"। এই বাহিনীর একজন বড় নায়িকা ছিলেন মাদাম মারী মাদেলিন ফুরসাদ।

এই নেটওয়ার্ক তৈরী করেছিলেন মেজর জর্জ লুসাস্তো লাকাও। তার জন্ম হয়েছিল স্পেনের সীমান্তের 'পাও' শহরে। তিনি ফরাসি মিলিটারি একাডেমি "সাঁ সিরে" ট্রেনিং নিয়েছিলেন। পরে তিনি একোল স্যুপিরিয়র দ্য গেয়ারে পড়াশুনা করেছিলেন। লাকাওর সঙ্গে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা ক্লড ডানসীর পরিচয় ছিল।

লাকাও 'করিভনল' নামে একটি সিক্রেট সোসাইটি পরিচালনা করতেন। এই সোসাইটির সদস্যরা ছিলেন 'ডানপন্থী' এবং কম্যুনিষ্টদের বিরোধী। লাকাও বলতেন যে ফরাসি সৈনাবাহিনী দুর্বল হয়েছে এবং এর ভেতর কোন ডিসিপ্লিন নেই। সৈন্যবাহিনীর ভেতর এই অরাজকতার জন্যে কম্যুনিষ্টরাই দায়ি।

১৯৩৮ সালে 'করিভনলে'র কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে দলের একজন সদস্য

পুলিশের কাছে এই দলের অস্তিত্ব এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক খবর দিল। পুলিশ তদন্ত করে স্থির করল দলকে 'বেআইনী' বলে ঘোষণা করতে হবে। লাকাওকে সৈনাবাহিনী থেকে বদলি করা হল। লাকাও পুলিশের তদন্তে এবং দলের বিরোধী পদক্ষেপে দমলেন না। তিনি এবার একটি রাজনৈতিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, মারী মাদেলিন ফুরসাদ। মারী মাদেলিন লাকাওর সেক্রেটারী ছিলেন। পত্রিকার নাম ছিল 'লা 'অরদর ন্যাশিওনাল'। এই পত্রিকার খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি স্পাইচক্র গঠন করা হল। এই পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হত সব খবরই সত্যি ছিল। পত্রিকায় জর্মানীর সামরিক-নৌ এবং বিমানবাহিনী সম্বন্ধে সামরিক প্ল্যান প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরণের বিস্তৃত খবর প্রকাশ করা হল। এই সব খবর পত্রিকার সংবাদ-দাতারা তাদের এজেন্টদের কাছ থেকে সংগ্রহ করত।

বিভিন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ করে একটি বড় কাহিনী লেখা হত—আজকালকার ভাষায় বলা যায় এ ছিল ইনভেষ্টিগেটিং রিপোর্টিং। এই ধরণের উত্তেজনা-মূলক রাজনৈতিক কাহিনীর সংবাদ লিখতেন এক ফরাসি ইহুদি, নাম 'বারটোল্ড জ্যাকব'।

লড়াই শুরু হবার পর লাকাও আবার সৈনাবাহিনীতে ফিরে এলেন। সৈন্যবাহিনী তাকে ফিরিয়ে নিতে খুব বেশি ইচ্ছুক ছিল না। অনেক চেষ্টার পর প্রথমে লাকাওকে ইনটেলিজেন্সের কাজে নিয়োগ করা হল কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্তর পরিবর্তন করা হল। তাকে এক ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার করা হল। এই লড়াই করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হলেন তিনি সময়টা জেলখানার পরিবর্তে হাসপাতালে কাটালেন।

এরপর তিনি ভিসীতে গেলেন। ওখানে গিয়ে পুরানো সৈন্যদের জন্যে একটি হোটেল খুললেন। এ ছাড়া যেসব সৈন্যরা রিটায়ার করেছিল তাদের জন্যে "লিজিও ফ্রান্সেস" নামে একটি অর্গানিজেশন খুললেন। মার্শাল পে'তা এই অর্গানিজেশনকে আশীর্বাদ করলেন। পে'তার পরামর্শদাতারাও এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

লাকাও এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সে ফরাসি গড়িলা বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করবার চেষ্টা করলেন।

লাকাওর নিজের ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করবার অনেক অসুবিধা ছিল। অতএব তিনি এই গড়িলা বাহিনীর কাজ করবার দায়িত্ব মারী মাদেলিন ফুরসাদকে দিলেন।

লাকাও'র এই গড়িলা বাহিনীর নাম ছিল "ক্রুসেড"। প্রথমে এর সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ পরে পঞ্চাশ। "ক্রুসেডের" সদস্য সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রুসেড' গড়িলা দল হিসেবে কাজ করতে লাগল।

লাকাও কখনোই দ্যগলের নীতির সমর্থক ছিলেন না। তবু তিনি দ্যগলের সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজী হলেন। 'লাকাও' বৃটিশদের কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন। ডানসের সংগে তার পরিচয় হল।

এই সময়ে ডানসেরও দ্যগলের সংগে সম্পর্ক খুব ভাল ছিলনা। লাকাও যখন ডান্সের সংগে কাজ করবার প্রস্তাব করলেন ডানসে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেরি করলেন না।

ডানসে লিসবনে গিয়ে লাকাও'র সংগে দেখা করলেন। তিনি লাকাওকে তার সংগে কাজ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন এবং পরে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দিলেন। এক চুক্তি সাক্ষরিত হল। চুক্তির ফল হল ডানসে প্যারীতে এক শক্তিশালী গড়িলা বাহিনীকে বশ করলেন। লাকাও ও ডানসের বন্ধুত্বের চুক্তির খবর দ্যগলের কানে গেল। ঐ খবর শুনে দ্যগল রেগে আগুন হলেন। কিন্তু লাকাও'র জীবনের মেয়াদ সীমিত ছিল। কারণ লাকাও আলজেরিয়াতে ফরাসী সরকার বিরোধী এক চক্রান্তের কুদ্য আঁতাতের প্ল্যান করছিলেন।

তিনি এই কুদ্য-আঁতাতের জন্যে কম্যাণ্ড্যাণ্ট লিও ফে'কে কিছু দুঃসাহসী লোক সংগ্রহ করতে পাঠালেন। তিনি যখন লিও ফের কাছ থেকে জানতে পারলেন কিছু সাহসী লোক পাওয়া গেছে, তখন তিনি নিজে আলজেরিয়ার উদ্দেশে রওনা দিলেন। লাকাও ভেবেছিলেন যদি তার বিপ্লব সফল হয় তাহলে তিনি উত্তর আফ্রিকায় তার নিজস্ব একটি সরকার গঠন করবেন।

আলজেরিয়াতে পৌঁছুবার পর তিনি তার পুরানো এক বন্ধুর দেখা পেলেন। বন্ধুকে সরলমনে আলজেরিয়াতে আসার কারণ বললেন। বন্ধু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বন্ধু ঠিক উল্টো কাজ করলেন। তিনি গিয়ে সরকারের কাছে লাকাও'র আগমনের এবং উদ্দেশ্যর খবর দিলেন। লাকাওকে গ্রেপ্তার করা হল।

এর বেশ কিছুদিন পরে মারী মার্দোলিন লাকাওকে 'পাও' শহরে দেখে অবাক এবং বিস্মিত হলেন। লাকাও মারীর প্রশ্নের জবাবে বললেন তিনি জেল পলাতক। লাকাও বেশিদিন অবশ্যি জেলখানার বাইরে থাকতে পারলেন না। লাকাও'র স্ত্রীকে অনুসরণ করে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। পনের মাস জেল খাটবার পর ভিসী সরকার লাকাওকে গেষ্টাপোর হাতে তুলে দিল। পরে তাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

লাকাও'র জেল হবার পর 'ক্রুসেড' দলের প্রধান নেত্রী হলেন মারী মার্দোলিন। এই গড়িলা চক্রবাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছিল।

ঐ সময়ে দলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার।

লাকাও গ্রেপ্তার হয়েছে এ খবর ক্লড ডেনসীর কানে গেল। অবশ্যি ডেনসী আরো জানতে পারলেন লাকাও গ্রেপ্তার হলেও দলের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি।

ডেনসীর প্রথম প্রশ্ন হল এবার লাকাও-র 'ক্রুসেড' নেটওয়ার্কের পরিচালনা কে করবেন ? এই প্রশ্নের জবাবে মারী মাদেলিন বললেনঃ আমি।

এর আগে লণ্ডনে একটি খবর পাওয়া গিয়েছিল যে 'পিওজেড ৫৫' নামে একটি লোক দল পরিচালনা করছে। ডেনসী জানতেন না যে পিওজেড ৫৫ ছিলেন মারী মাদেলিন নিজে।

এর পর মারী মাদেলিন 'পাও' শহরে একটি ঘর ভাড়া করলেন। পারী থেকে এজেন্টরা প্রায়ই এখানে এসে আশ্রয় নিতো।

একদিন ক্রুড ডেনসী এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন। ভুল এতো মারাত্মক হয়েছিল যে নেটওয়ার্ক বিপদে পড়ে গেল। মাদেলিনের নেটওয়ার্কের এজেন্টরা খুব ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন না। একদিন 'ক্রুড' ডেনসী ফ্রান্সে 'ব্লো' পুরো নাম ব্লানসেট নামে এক এজেন্টকে পাঠালেন। 'ব্লো' পোষাক এবং চালচলনে ছিলেন একেবারে পুরোদস্তুর ইংরেজ। তাকে ইংরেজ বলে চিনতে কোন অসুবিধা হতনা। 'ব্লো'র কাজ ছিল গড়িলাদের 'সাইফার' কোড তৈরি করা ও শেখানো।

ফ্রান্সে পৌঁছুবার পরের দিন ব্লোর জ্বর হল। ডাক্তার বললেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। অপারেশন করা হল। মারী মাদেলিন ব্লোকে দেখবার জন্যে দলের একটি মেয়েকে হাসপাতালে পাঠালেন। মেয়েটি হাসপাতালে গিয়ে নিজেকে ব্লোর স্ত্রী বলে পরিচয় দিল। কারণ আশংকা করা হয়েছিল 'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস' অপারেশনের পর 'ব্লো' যদি ইংরেজী বলতে শুরু করে তাহলে বিপদ হতে পারে। সেই বিপদকে এড়াবার জন্যে ঐ সাজানো স্ত্রী পাঠান হয়েছিল।

অবশ্যি হাসপাতালের কেউ জিজ্ঞেস করল না ব্লোর আসল পরিচয় কী!

একদিন দেখা গেল মাদেলিনের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসেন, 'ব্লো' তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। কেন ? আরো জানা গেল, যে 'ব্লো' স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে খবর কিনবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পরে ব্লো' অন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে নরম্যাণ্ডীতে চলে গেলেন।

এর পর মারী মাদেলিনের 'ক্রুসেড' নেটওয়ার্কের কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এবার মারী মাদেলিনের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে 'ব্লো' হলেন ডবল এজেণ্ট।

একদিন লণ্ডন থেকে খবর পাওয়া গেল, মেজর রিচার্ডস নামে এক এজেণ্ট 'পিওজেডের' (POZ) সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। অবশ্যি রিচার্ডস ফ্রান্সে আসবার জন্যে খুব উৎসুক ছিলেন না। অপরদিকে মারী মাদেলিনও লণ্ডনে যাবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালেন না। লণ্ডন বুঝেছিল মারী মাদেলিনের সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে একটি

মারী মাদেলিন 'ব্রো' সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন রিচার্ডসকে করলেন। এই কথা বলবার সময়ে মারী মাদেলিন বললেন ঃ 'ব্রো' আমাদের বলেছেন উনি নরম্যাণ্ডী যাচ্ছেন। উনি নরমাণ্ডী যাননি, উনি পারীতে বসে আছেন।

এর পরে 'ক্রুসেড' নেটওয়ার্কের আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা হল। আর কারু মনে কোন সন্দেহ রইল না, 'ব্রো' হলেন 'ডবল এজেণ্ট'। ঠিক হল এবার ব্রোর আসল পরিচয় জানবার জন্যে দলের কোষাধ্যক্ষ মার্ক মাসনারড 'বিশপ' ছদ্মনাম নিয়ে ব্রোর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন। এই আলাপ আলোচনার সময় ব্রোর মনে যেন কোন সন্দেহ না হয় যে দল ব্রোকে কোন প্রকারে সন্দেহ করেছে। আরো ঠিক হল পরে 'বিশপ' ব্রোকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।

মাসনারড [বিশপ] একটি নির্দিষ্ট স্থানে ব্রোর জন্যে অপেক্ষা করলেন। ব্রোর দেখা পাওয়া গেলনা। বরং আবভেরের কিছু গুণ্ডা এসে মাসনারডকে নাজেহাল করল।

কিছুদিনের জন্যে 'ব্রো' উধাও হয়ে গেলেন। কোথায় তিনি গেলেন কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারলনা। একদিন দৈবক্রমে 'ক্রলি' নামে এক ইংরেজ এজেণ্ট কোড নাম হেরোন, ব্রোকে আগেই চিনতেন, মেসাই ষ্টেশনের কাছে ব্রোর দেখা পেলেন।

'ব্রো' পুরানো বন্ধুকে দেখে খুশি হলেন। ব্রো তার বন্ধুর কাছে বললেন ঃ যে তিনি গেষ্টাপোর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। ব্রো আরো বললেন ঃ তার গড়িলা ইউনিট ভেঙ্গে গেছে। এবং তিনি কপর্দকহীন হয়েছেন। তিনি আর একটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছেন।

হেরোনের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসম্ভব। প্রথমে তিনি এমন ভান করলেন যেন তিনি কিংবা তার দল ব্রোর আসল কাজকর্মের কোন আভাষ পাননি। এবার ঠিক হল তিনি রুদ্য পারাদির এক ক্লাব-বারে গিয়ে ব্রোর সঙ্গে দেখা করবেন। ইতিমধ্যে হেরোনের দলের একজন বড় নেতা 'লও ফে [কোডনেম 'ইগল'] হেরোনের কাছ থেকে ব্রোর আলাপ আলোচনার সারাংশ শুনতে পেলেন। স্থির হল ব্রোকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

ব্রোর কোন ক্ষতি করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। অনেক আলোচনা চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করা হল 'হেরোন' ব্রোকে একটি গোপন স্থানে নিয়ে যাবেন। পরে রুদ্য পারাদির নির্দিষ্ট 'বারে' গিয়ে হেরোন ব্রোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ব্রোকে দেখে হেরোন খুশি হলেন। ঠিক হল 'ব্রো' এবং হেরোন আর একটি নির্জন গোপন স্থানে গিয়ে কথাবার্তা বলবেন। যখন তারা নির্জন স্থানে কথা বলছিলেন তখন চারজন পুলিশ এসে হাজির হল। এই চারজন পুলিশ ছিল 'জাল' পুলিশ অর্থাৎ নেটওয়ার্কের লোক। আলাপ আলোচনায় বোঝা গেল 'ব্রো' পুলিশকে ভয়ডর কম করেন। 'ব্রো' হেরোনকে আশ্বাস

দিয়ে বললেন : চিন্তা করবেন না। ওরা শীগিগরই ওদের ভুল বুঝতে পারবে।

এই সাজানো পুলিশ ব্রো এবং হেরোনকে নিয়ে থানায় গেলনা। গেল আর একটি বাড়িতে। 'ব্রো' সমস্ত ঘটনা বুঝতে পারলেন।

এবার জিজ্ঞাসা করা হল 'ব্রো' কোন কোন গড়িলাদের গেষ্টাপোর হাতে তুলে দিয়েছেন। ব্রো এর জবাব দিতে অস্বীকার করলেন। পরে ব্রো বললেন তার নাম আদৌ 'ব্রো' কিংবা ব্রানসেট নয়।

সঙ্গীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। মারী মাদেলিন নিজে গিয়ে 'ব্রোর' সংগে দেখা করলেন। 'ব্রো' তার নিজের পরিচয় আর গোপন রাখতে পারলেন না। তার মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটল। ব্রো সব কথা খুলে বললেন। ব্রো স্বীকার করলেন তিনি ইংল্যাণ্ডে অসওয়াল্ড মোসলের ফাসিস্ত দলের একজন মেম্বার। এ কথা সত্যি তিনি মারী মাদেলিনের দলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

মারী মাদেলিন লণ্ডনকে রেডিও করে বললেন : তারা ব্রোকে গ্রেপ্তার করেছেন।

লণ্ডন বলল : আপনারা ব্রোকে গুলি করে হত্যা করুন।

অবশ্য লণ্ডন যতো সহজে এই আদেশ জারী করল ততো সহজে এই নির্দেশ পালন করা গেলনা। কী উপায়ে ব্রোকে হত্যা করা যায় এইটে হল 'ক্রুসেড' নেটওয়ার্কের প্রধান চিন্তা।

এবার দলের একজন কোডনাম মাইনটভ সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বার করলেন। ঠিক হল 'ব্রো'র খাবারের সংগে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে। তাই করা হল। ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে সবাই বেশ খানিকক্ষণ দেরি করল। এই বিষের প্রতিক্রিয়ায় কিছুই হলনা। কিছুক্ষণ পরে 'ব্রো'র পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হল। সবাই ভাবল 'ব্রো'র মৃত্যু হবে। কিন্তু তিনি মারা গেলেন না। বরং তিনি বহাল তবিয়তে নোংরা গল্প বলতে শুরু করলেন।

এইভাবে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। এবার দলের আর একজন কোডনাম 'উলফ' আর একটি অভিনব প্রস্তাব করলেন।

ঠিক হল 'ব্রো' কে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারা হবে। মাঝ সমুদ্রে তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হল। এবার ঈশ্বর 'ব্রো'কে রক্ষা করলেন। জেলেরা তাকে রক্ষা করল। পরে 'ব্রো'কে এক বন জংগলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে খুন করা হল।

*   *   *

এদিকে ফ্রান্সে গড়িলাদের কর্মতৎপরতা বাড়ছিল। মারী মাদেলিনকে বলা হল আপনার স্পাইচক্রের জাল আরো বিস্তার করুন। মারী মাদেলিন এই প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। তিনি ভয় পেলেন যদি দল বড় করা হয়

তাহলে হয়ত জর্মান বিভীষণেরা দলের ভেতরে ঢ়ুকে কাজ করবে।

১৯৪৩ সালে গড়িলা দলের উপর চাপ বাড়ল। দুই, একটি বড় স্পাইচক্র পরিচালনা করা সহজ কাজ ছিল না। ইতিমধ্যে গেষ্টাপো এবং ফরাসি পুলিশ অনেক বড় বড় গড়িলা নেতাদের গ্রেপ্তার করল। অনেককে হত্যা করা হল। এদের মধ্যে দ্যগলের ডানহাত জাঁ মুলাঁও ছিলেন। গড়িলা বাহিনীর জন্যে আরো অস্ত্রের দরকার হল। চিন্তা শুরু হল কী করা যায়।

মারী মাদেলিন এই সঙ্কটক্ষণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিনি লণ্ডনে গেলেন। লন্ডনে এ নিয়ে আলোচনা হল। ক্লড ডেনসী মারী মাদেলিনকে বললেন আপনার য়ুরোপে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আপনি লণ্ডনে থাকুন···

ডেনসীর প্রস্তাব শুনে মারী মাদেলিন অবাক হলেন। তিনি নাছোরবান্দা। ফ্রান্সে তিনি ফিরে যাবেন না, একী সম্ভব? ডেনসী বললেনঃ আপনি ফিরে গেলে আপনার বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া লণ্ডনেও মাদেলিনের অনেক কাজ করা বাকী ছিল।

এই সময়ে পেনিমুনডে শহরে 'ক্রুসেড' নেটওয়ার্কের এক মহিলা জর্মান মিসাইল তৈরী করবার অনেক খবর সংগ্রহ করল। এই ভদ্রমহিলার নাম ছিল মাদমাজোয়েল রুশো। যুদ্ধের পরে তিনি হয়েছিলেন ভাইকমতেস ক্লারেন্স। রুশোর কোড নাম ছিল 'আমন্যারিক'। তিনি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র তেইশ।

১৯৪৩ সালে মাদমাজোয়েল রুশোর এক জর্মান অফিসারের সংগে আলাপ পরিচয় হল। তিনি দীর্ঘকাল ধরে জর্মান সৈন্যবাহিনীর দোভাষীর কাজ করছিলেন। ঐ জর্মান অফিসারের সংগে রুশো প্রেমের অভিনয় করতে শুরু করলেন। জর্মান অফিসার রুশোকে রকেট অর্থাৎ ফ্লাইং বোমা তৈরির কারখানায় একটি চাকরী দিলেন। ঐ কারখানায় জর্মান বিজ্ঞানিকেরা "ফ্লাইং বম্ব"—পাইলট বিহীন প্লেন এবং রকেট তৈরী করা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। মাদমাজোয়েল রুশো তার প্রেমিককে বিছানায় নিয়ে গেলেন এবং প্রেম করবার ফাঁকে, রুশো প্রেমিককে রকেট গবেষণা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রেমিক রুশোর সংগে প্রেম করবার সময় বললেনঃ মিসাইল তৈরি করবার জন্যে দুইটি গবেষণাগার আছে। জর্মান বিভীষণ তার প্রেমিকাকে আরো বললেন, হিটলার আদেশ দিয়েছেন ত্রিশে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে এই রকেট, ফ্লাইং বোমা তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। স্পাইর ভাষায় যখন কোন রমণী তার দেহের বিনিময়ে অর্থাৎ সেক্স ব্যবহার করে খবর সংগ্রহ করে তখন সেই স্পাইংকে "ডার্টি ওয়ার্ক" বলা হয়।

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মিসাইল এবং তার আবিষ্কারক ভেরনার ফন ব্রাউনের নাম অজানা নয়। ভেরনার ফন ব্রাউনের সংগে গেষ্টাপোর কর্তা জেনারেল ডোরেনবার্জারের নামও জড়িয়ে আছে।

'ডার্টি ওয়ার্কের' সাহায্যে—অর্থাৎ সুন্দরী এজেণ্ট মাদমাজোয়েল রুশোর কাছ থেকে এই রকেট বানাবার খবর পাওয়া গেল।

১৯৩৪ সালে জর্মান সৈন্যবাহিনী 'মিসাইল' অস্ত্র' তৈরি করা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিল। তখন বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস এই রকেট তৈরি করবার প্রচেষ্টাকে "কল্পনার ফানুষ" বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ এজেণ্টরা একটি টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে এক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা শুনতে পেল। টেলিফোনের দুই প্রান্তে ছিলেন দুই জর্মান জেনারেল 'লুডউইন ক্রোয়েল' এবং অপর জনের নাম ছিল জেনারেল 'উইলিয়াম রিটার ভনটোমা'। এই আলোচনা থেকে জানা গেল জর্মান বৈজ্ঞানিকেরা রকেটের গবেষণায় অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। এই রকেট পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। জেনারেল ব্রাউশিস্তের সংগে গিয়ে ঐ রকেট গবেষণাগার দেখে এসেছি। লুডউইগ ক্রোয়েল বললেন।

এর জবাবে ভনটোমা বললেন তিনি আশা করছেন শিগগিরই হয়তো এই মিসাইল ব্যবহার করা যাবে।

এই টেলিফোনের আলাপ আলোচনার সারাংশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে বলা হল। এই খবর কী আদৌ সত্যি? সত্যিই কী জর্মান রকেট বানাতে পারবে। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন।

জর্মানীর রকেট গবেষণা নিয়ে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটি ভিন্ন কমিটি গঠন করা হল। এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হলেন চার্চিলের জামাই ডানকান সাণ্ডস। কমিশনের কাজের একটি কোড নাম দেওয়া হল 'বডিলাইন'।

মিসাইল গবেষণা নিয়ে খবর করবার জন্যে রাডারের দরকার ছিল। তাই এবার রাডারের সাহায্য নেওয়া হল। এরিয়েল ফটোগ্রাফী থেকে জানা গেল যে মিসাইল তৈরি করবার গবেষণায় জর্মানী বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।

জর্মান গবেষকেরা কী করেছিলেন সেই কাহিনীর কিছুটা বলা দরকার। মাদমাজোয়েল রুশোর প্রেমিক বলেছিলেন যে রকেট নিয়ে দুইটি গবেষণা চলছে। একটি ছিল পি এইচ আই (P-H-I) ফ্লাইং বম্ব এবং অপরটি ছিল এ ফোর রকেট (A-4) নিয়ে গবেষণা।

১৯৪৪ সালে জর্মান বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা দেখতে পেলেন তাদের 'এ ফোর' রকেট প্রজেক্টাইলের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। গবেষণাগারের

কর্তা, জেনারেল ডোরেনচার্জার রকেট গবেষণার ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ ভের্নার ফন ব্রাউনকে তাদের গবেষণাগার পোল্যাণ্ডের ব্লিজনা শহরে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। ঐ জায়গায় গিয়ে গবেষণা করা হবে সব চাইতে নিরাপদ।

ফন ব্রাউন প্রথমে যে রকেটটি ছেড়ে ছিলেন দেখা গেল সেই রকেট উল্টো দিকে আসছে। কিন্তু সেবার রকেটের নিশানা ব্যর্থ হল। পরে দুটি রকেটই কার্যকরী হয়েছিল।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এই রকেট ফ্লাইং বম্ব গবেষণার খবর বিভিন্ন সূত্রে পাচ্ছিল। একটি সূত্র ছিল আসলে রিপোর্ট। যুদ্ধ শুরু হবার পর এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জর্মানীর ফ্লাইং বম্ব, এবং রকেট গবেষণা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে অসলোর বৃটিশ এম্বাসীর নেভাল এটাচীর কাছে পাঠিয়েছিল।

প্রথমে বৃটিশ সরকার বলল: এই রিপোর্টে লেখা খবরগুলি শুধু তাদের ধোঁকা দেবার জন্যে পাঠান হয়েছে। পরে যখন জানা গেল যে জর্মানীর রকেট গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন ঐ অসলোর রিপোর্টকে গুরুত্ব দেওয়া হল। ঐ রিপোর্টে রকেটের দূরত্ব, ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল। আরো বলা হল পেনিমুনডে রকেটের গবেষণাগারের প্রধান কর্তা ছিলেন এডমিরাল কানারী। ঐ সময়ে কানারী এবং জেনারেল যৌথভাবে হিটলারকে হটাবার চেষ্টা করছিলেন। যদিও রিপোর্টে বলা হয়েছিল কানারীর চক্রান্ত যদি সার্থক সফল না হয় তাহলে বিপদ আসন্ন। কারণ হিটলার ঐ 'ফ্লাইংবম্ব' ব্যবহার করবেন। পরে তিনি ফ্লাইংবম্ব ব্যবহার করেছিলেন।

* * *

মারী মাদেলিনের গল্পে আবার ফিরে আসতে হবে।

মারী মাদেলিন ফ্রান্সে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। ডেনসী বললেন বর্তমানে ফ্রান্সে মারী মাদেলিনের নেটওয়ার্ক সবচাইতে বড় এবং দক্ষ।

মারী মাদেলিনের সহকারি লিওঁ ফে'ও ফ্রান্সে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন।

ডেনসী ফে'কে ফিরে না যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। আমি আপনার ফাইল পড়েছি। আপনাকে গেষ্টাপো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনার 'বিপদ আছে।' পরে ফে' মারী মাদেলিনের অনুমতি নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হল এবং পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হল।

এবার মারী মাদেলিন ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলেন। 'আপনি যদি ধরা পড়েন তাহলে ওদের কাছে আমার নাম বলবেন। বলবেন আমি আপনাকে ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পাঠিয়েছি। তাহলে ওরা

আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

ডেনসীর আন্দাজ অনুমান সত্যি হল।

মারী মাদেলিনকে গ্রেপ্তার করা হল।

গেষ্টাপোর কাছে তিনি তার পরিচয় খুলে বলতে অস্বীকার করলেন। গেষ্টাপো তাকে ফ্রান্সের অন্য আর এক শহরের এক ব্যারাকে নিয়ে গেল। ঐ ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। তবু অনেক চেষ্টা করে মারী মাদেলিন গেষ্টাপোর বন্দীশালা থেকে পালিয়ে গেলেন।

* * *

এই সময়ে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউ-টিভের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেশ জোর কদমে চলেছিল। স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের কর্তা ছিলেন কলিন গাবিনস।

স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ ফ্রান্সে বৃটিশ এজেন্টদের, জর্মান সরকার এবং জর্মান সৈন্যবাহিনীকে বিরক্ত করে তুলেছিল। অপর দিকে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা, স্টুয়ার্ট মেনজিস,কলিনস গাবিনসের কাজকে খুব সুনজরে দেখতে পারলেন না। কেন? এবার সেই কাহিনী বলতে হবে।

স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের দুই নম্বর ছিলেন মরিস বাকমাষ্টার। তিনিই নুর ইনায়েৎ খানকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন এবং ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন। স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ শুধু সাবোটাজ, গড়িলা যুদ্ধ করত না। তারা স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করবার জন্যে একটি সৈন্যবাহিনীও গঠন করছিল। মিত্রশক্তির য়ুরোপ আক্রমণের জন্যে সবাই তৈরি হচ্ছিল।

অপর দিকে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান কাজ ছিল খবর সংগ্রহ অর্থাৎ যাকে বলা যায় 'এসপিওনেজ'।

একদিন বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একটি খবরে জানা গেল ১লা জুলাই ১৯৪২ সালে প্রায় সত্তরজন 'এস ডি'র কর্মচারিদের পারীতে এক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকের আলোচনার বিষয় ছিল ফ্রান্সের ঘরোয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা এবং কী করে ঐ পরিস্থিতির সমাধান করা যায়। এই পরিস্থিতির সমাধান করবার জন্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ঐ সম্মেলনে প্রায় সব 'এস ডি' কর্মচারিরা এক বাক্যে স্বীকার করলেন যে নিরানব্বুই পার্সেণ্ট ফরাসি নাগরিকেরা জর্মান এবং জর্মান শাসনকে ঘৃণা করেন। এবং এই সব নাগরিকদের প্রতি মানবতার মনোভাব নেওয়া সত্ত্বেও ফরাসিরা কখনই আমাদের ক্ষমা করবে না। দেশের চারিদিকে আগুন জ্বলছে।

এই সব খবর সংগ্রহ করে আনবার জন্যে এবং পরে গড়িলাদের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে 'কুরিয়ার সিস্টেম' চালু করা হল। এই কাজের জন্যে রেডিও, ওয়ারলেসের মাধ্যমে নয়, প্লেনের পাইলটদের এবং স্টুয়ার্টদের সাহায্য নেওয়া হল। এই কাজের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হল আরী দেরিকুরকে যার নাম

পাঠকদের কাছে অজানা নয়। দেরিকুর পেশায় ছিলেন একজন পাইলট।

দেরিকুর ১৯৩৯-৪০ সালে ফরাসি বিমানবাহিনীতে টেস্ট পাইলট হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ডেনসী দেরিকুরকে 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' রিক্রুট করেছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে জানা গেল আগে দেরিকুর জর্মান, 'এস ডি'র কুরিয়ার হিসাবে কাজ করেছিলেন। দেরিকুরের পারীস আবভেরের কাউন্টার এসপিওনেজ সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

ডেনসী দেরিকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর তার উপর বিশ্বাস জন্মাল। স্থির হল দেরিকুরকে বৃটিশ এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

দেরিকুরের পারীর 'এস ডি' বাহিনীর কাউন্টার এসপিওনেজের কর্তা হান্‌স বোয়েমেলবার্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ বন্ধুত্ব পুরানো লড়াইর আগে থেকেই ছিল। বোয়েমেলবার্গ অসম্ভব মদ পান করতেন এবং তিনি ছিলেন 'হমোসেক্সুয়াল'। বোয়েমেলবার্গ 'এস ডি' বাহিনীর একজন বড় কর্তা ছিলেন। বলা হত তিনি ছিলেন দেরিকুরের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। ডেনসীর কাছে দেরিকুর নিজেকে পুরোপুরি মিত্রশক্তির বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বাকমাষ্টার অবশ্য জানতেন না যে দেরিকুর 'এস ডি' বাহিনীর পারীর কর্তা হানস বোয়েমেলবার্গেরও বন্ধু ছিলেন।

বাকমাষ্টারের চেষ্টায় দেরিকুর প্লেনে করে পারীতে পৌঁছুলেন। একদিন একটা খবর পাওয়া গেল দেরিকুর জর্মানদের কাছে খবর বিক্রী করছেন। অর্থাৎ বাজারের গুজব অনুযায়ী দেরিকুর ছিলেন 'ডবল এজেন্ট'।

১৯৪৩ সালে দেরিকুর প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু, নিখুঁত ভাবে করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মতো কোন যুক্তিসঙ্গত, নির্ভরশীল তথ্য পাওয়া গেলনা। তার কোন কাজে ত্রুটী থাকত না।

অতএব দেরিকুর যে ডবল এজেন্ট একথা বিশ্বাস করা হলনা। দেরিকুর যে সব বৃটিশ এজেন্টদের সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেককে গেষ্টাপো পরে গ্রেপ্তার করেছিল। বলা হয় এই সব এজেন্টদের য়ুরোপে আগমনের খবর 'এস ডি' কে দিয়েছিলেন।

পরে দেরিকুর আর একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই ঘটনাটি ছিল স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের ফ্রান্সের স্পাইচক্রের প্রধান নায়ক কোড নাম প্রসপার, আসল নাম ছিল এফ সুতিল। সুতিলকে গেষ্টাপো বাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল। এই গ্রেপ্তারের পর সুতিলের স্পাইচক্র ভেঙ্গে গেল এবং সেই সঙ্গে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের প্রচুর ক্ষতি হল। অভিযোগ করা হল দেরিকুর সুতিলের কার্যকলাপের খবর জর্মানদের দিয়েছিলেন।

সুতিলের বাবা ছিলেন বৃটিশ, মা ফরাসি। সুতিল যখন এসপিওনেজের কাজ করতে পারীতে এসে পৌঁছুলেন তখন ফ্রান্সে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের সংস্থা, শক্ত মজবুত ছিলনা। সুতিল এই সংস্থা মজবুত শক্ত

করলেন ও দলের সদস্য সংখ্যা বাড়ালেন এবং তার এজেন্টরা ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন কোডনাম নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল।

স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ দেরিকুরের সাহায্য নিয়ে স্যুতিলের কাছে আর্মস পাঠাতেন। হিসেব করে দেখা গিয়েছিল ১৯৩৪ সালের প্রথম পাঁচ মাস লণ্ডন স্যুতিলের কাছে প্রায় আড়াইশো ব্যাগ আর্মস পাঠিয়েছিল। এই সব অস্ত্র পারীর কম্যুনিস্টদের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল এবং এই সব অস্ত্র দিয়ে ফরাসি গড়িলারা (বিশেষত কম্যুনিস্টরা) প্রচুর জর্মানকে হত্যা করেছিল।

সাবোটাজ নির্মূল করা স্যুতিল কিংবা তার গড়িলা বাহিনীর প্রধান কাজ ছিলনা। তার কাজ ছিল আসন্ন য়ুরোপ আক্রমণে মিত্রশক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করা। মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করলে জনগণকে বিদ্রোহের জন্যে তৈরি করা এবং বিভিন্ন ছোট ছোট আক্রমণ করে জর্মান সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল-নাস্তানাবুদ করা। এছাড়া স্যুতিলকে বলা হয়েছিল যেন জর্মান হাইকম্যাণ্ডের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে ঐ বছর, ১৯৪৩ সালে, মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করবে অর্থাৎ মিথ্যা খবর দিয়ে জর্মান হাইকম্যাণ্ডকে ধোঁকা দিতে হবে।

এপ্রিল ২২।২৩ দেরিকুরকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান হল। তাকে লণ্ডনে নিয়ে ধমক দেওয়া হল। সাত দিন পরে দেরিকুর আবার পারীতে ফিরে গেলেন। এই সময়ে আর একটা গুজব শোনা গেল, দেরিকুর জর্মানদের কাছে চোদ্দটি বিমানবন্দর, যেখানে বৃটিশ এজেন্টদের নামানো হয়, তার নাম দিয়েছেন।

তবে দেরিকুরের 'এস ডি'র সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি জর্মানদের কাছে বলেছিলেন বৃটিশরা ফ্রান্সে এক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলেছেন। এ কাজ করছেন স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ - ফরাসি সেকশন — কিন্তু এই সেকশন পরিচালনা করে বৃটিশ। এই সেকশনের গড়িলাদের কাছে অ্যামুনিশন, বোমা, ডিনামাইট এবং অন্যান্য অস্ত্র পাঠিয়ে থাকে। এই এস ও ই'কে তিন অংশে ভাগ করা যায় (১) সাবোটাজ (২) রেডিও (৩) বিমানে করে নামা। এরা ফ্রান্সে গড়িলাদের যে নয়টি সেকশন আছে তার তত্ত্বাবধান করে থাকে। এরা ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করে থাকে। এই সেকশন, কম্যুনিস্টদের অস্ত্র সাপ্লাই করে থাকে। এগারটি প্লেন চোদ্দটি এয়ারফিল্ডে নিয়মিত নামে।

* * *

দেরিকুর লণ্ডন থেকে ফিরে আসবার পর, স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ স্যুতিলকে ডেকে পাঠালেন। জানা গেল স্যুতিল চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং চার্চিল তাকে বলেছিলেন ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করবে। চার্চিল ইচ্ছা করে এই মিথ্যা খবর স্যুতিলকে দিয়েছিলেন উদ্দেশ্য ছিল জর্মান হাইকম্যাণ্ড যেন বিশ্বাস করে ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করবে। দেরিকুরকে এই ধরনের একটি মিথ্যা খবর দেওয়া হয়েছিল। কারণ সবাই

ভেবেছিল দেরিকুর এই খবর নিশ্চয় জর্মানদের দেবেন।

জুন ২৪, ভোর দশটার সময় গেষ্টাপো স্থূতিলকে গ্রেপ্তার করল। পরে লণ্ডনে অভিযোগ করা হল ডেনসী স্থূতিলের গ্রেপ্তারের জন্যে কিছুটা দায়ী ছিলেন। ডেনসী আশা করেছিলেন গেষ্টাপো যখন স্থূতিলকে জেরা করবে তখন তিনি নিশ্চয় গেষ্টাপোকে বলবেন মিত্রশক্তি ১৯৪৩ সালে য়ুরোপ আক্রমণ করবে। দেরিকুরও তার জর্মান মনিবদের এই ধরনের একটি মিথ্যা খবর দিয়েছিলেন।

*　　*　　*

এবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সেই বিষয়টি হল আমেরিকার এই যুদ্ধে যোগ দেওয়া। এই যোগ দেবার ব্যাপারে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কী ভূমিকা ছিল।

এই কাহিনী বলবার আগে আমাদের দু চারজন উল্লেখযোগ্য এজেন্টের নাম উল্লেখ করা দরকার

১৯৪০ সালে একজন যুগোশ্লাভ, অল্প বয়স, শিক্ষিত এবং বড় পরিবারের ছেলে লিসবন থেকে লণ্ডনে এলেন। এই লোকটির নাম ছিল দুসকো পপোভ, কোডনাম "ট্রাইসাইকেল" যুদ্ধের সময় বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে 'পপোভ' ছিলেন একজন বিশেষ উজ্জ্বল তারকা। পপোভের বিভিন্ন এ্যাডভেঞ্চার নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময়ে গল্প কাহিনী বলব

কুড়ি বছর বয়েসে পপোভ লিসবনের একটি ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। ঐ সময়ে পপোভ ছিলেন জর্মান স্পাই, যদিও জর্মানদের কাছে দাসখৎ লিখে দেবার তার কোন ইচ্ছা ছিলনা পরে পপোভ স্থির করলেন তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কাজ করবেন। অর্থাৎ তিনি হবেন 'ডবল এজেন্ট'। বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস পপোভের এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে টুয়েন্টি কমিটি (ডবল ক্রস কমিটি) গঠন করা হয়েছিল। পপোভকে লণ্ডনে আলোচনায় ডেকে পাঠান হল। স্থির হল পপোভ ইংল্যাণ্ডের জন্যে একটি জর্মান স্পাই নেটওয়ার্ক গঠন করবেন। তবে স্পাই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করবে শুধু 'টুয়েন্টি কমিটি'।

লণ্ডনে আস্তানা গাড়বার জন্যে একটা অজুহাতের প্রয়োজন ছিল। এমন একটি কারণ বার করতে হবে যা আবভেরের কর্তাদের কাছে মনোঃপূত এবং পছন্দসই হয়। পপোভ গিয়ে আবভেরেকে বললেন : তিনি ব্যবসার প্রসারের কাজ নিয়ে লণ্ডনে যেতে চান শুধু তাই নয় ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি আবভেরের জন্যে একটি স্পাইচক্র গঠন করবেন। আবভের পপোভের প্রস্তাবটি মেনে নিল এবং পপোভের ইংল্যাণ্ডে যাতায়াতের খরচও দিল।

পপোভ ইংল্যাণ্ডে এলেন এবং বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা মেনজিস পপোভের কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। পপোভ যদি একটি শক্তিশালী জর্মান স্পাইচক্র

গঠন করতে পারেন (অবশ্যি ঐ স্পাইচক্রের কণ্ট্রোলার হবেন ট্রয়েণ্টি কমিটির জে সি মাস্টারম্যান) তাহলে আবভেরের কাছে পপোভের মানমর্যাদা সম্মান বাড়বে এবং ইংল্যাণ্ডেরও সুবিধা হবে। কারণ তাদের রেডিও গেমে ব্যবহার করা যাবে।

এরপর মেনজিস পপোভকে নির্জনে ডেকে বললেন : আজ আপনার সঙ্গে কয়েকটি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হল : আবভেরের প্রধান কর্তা, এডমিরাল কানারী।

: আপনি আমাদের স্পাইচক্রের এম আই সিক্সের সদস্য ন'ন। কিন্তু আপনি হলেন এক অসাধারণ 'ডবল এজেন্ট'। প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া হল আপনার পেশার একটি বড় অঙ্গ। এই কাজে আপনাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে ট্রয়েণ্টি কমিটি। মনে রাখবেন আপনার এই ছল চাতুরীর খেলা খুবই কঠিন। কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি আপনি এই খেলায় জয়ী হবেন।

...আপনি কী করে এই কাজ করবেন সেই খেলার নিয়মকানুন আপনি জানেন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। হাজার লোকের মধ্যে একজনই ভাল বেহালা বাজাতে পারে। এক লাখের মধ্যে একজনই এই বেহালা বাজনার বিশেষজ্ঞ হয়। আমার কাজ হল এই বিশেষজ্ঞকে বিচার এবং যাচাই করা।

তাই আমি বলছি আপনার 'ডবল এজেন্ট' হবার গুণ, দক্ষতা এবং যোগ্যতা আছে। আমরা জানি আপনি কারো নির্দেশ, হুকুম মেনে কাজ করতে চাননা। এইটে আপনার দোষ। আপনাকে আদেশ মানতেই হবে। নইলে স্পাই ডবল এজেন্ট হিসাবে আপনি হবেন 'মৃত'।

মেনজিস এবার এডমিরাল কানারী সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। আমরা এডমিরাল কানারীর এবং আবভেরের অন্যান্য কর্মচারিদের সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। তবে আরো খবর জানতে চাই। আমরা কানারীর সহকর্মী দোহানানি এবং অস্টার সম্বন্ধে খবর চাই। দোহানানি ছিলেন আবভেরের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি হিটলার-বিরোধী চক্রান্তে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অস্টারও আবভেরের সদস্য ছিলেন এবং তিনি হিটলার বিরোধী চক্রান্তে একটি বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

আর একটা কথা বলব।

আপনার কোড নাম হবে 'ট্রাইসাইকেল'। ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে এজেন্ট 'ট্রাইসাইকেল' বলে ডাকব। (এর পর থেকে আমরা পপোভের নামের পরিবর্তে 'ট্রাইসাইকেল' নামটি ব্যবহার করব)।

এই অনুরোধ কেন করছি খুলে বলা দরকার। আমরা জানি কানারী, দোহানানি, অস্টার নাৎসী পার্টির সদস্য ন'ন। বরং বলব তারা হলেন দেশপ্রেমিক জার্মান কিংবা অতি বাধ্য সরকারি কর্মচারি। ১৯৩৮ সালে চার্চিল

এডমিরাল কানারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। (মেনজিসের এই মন্তব্য সত্যি কিনা, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কানারীর সঙ্গে চার্চিলের কথাবার্তা হওয়া খুব আশ্চর্জনক ছিলনা। কানারীর প্রতিনিধি ফাবিয়ান ভন স্লাবরেনড্রফের সঙ্গে চার্চিলের কথাবার্তা হয়েছিল। স্লাবরেনড্রফ ইংল্যাণ্ডে একটা অজুহাত দিয়ে এসেছিলেন এবং চার্চিলকে অনুরোধ করেছিলেন: আমরা হিটলার বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আপনি আমাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দিন, যেন আন্দোলনকারীরা উৎসাহ পায়। চার্চিল অনেক চিন্তাভাবনা করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তবে এই বিবৃতির পর ম্যুনিখের চুক্তি সাক্ষরিত হয়)।

মেনজিস পপোভকে বললেন: "কানারী ইচ্ছা করলে হিটলার বিরোধী আন্দোলনের একজন বড় নেতা হতে পারেন।

মেনজিস আরো বললেন: যদিও 'টুয়েন্টি কমিটি' আপনাকে কাজের নির্দেশ দেবে তবু আপনি যে সব খবর সংগ্রহ করবেন সেই খবরগুলি আপনি আমাকে দেবেন কিংবা অন্য কোন এম আই সিক্সের অফিসার যার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকবে তাকে দেবেন।'

দুসকো পপোভ ওরফে ট্রাইসাইকেলকে জর্মানরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কিছুদিন পরে আবভেরে ট্রাইসাইকেলকে আমেরিকায় যাবার নির্দেশ দিল। টুয়েন্টি কমিটি অনেক চিন্তা ভাবনার পর ট্রাইসাইকেলকে আমেরিকাতে যাবার অনুমতি দিল। আমেরিকাতে ট্রাইসাইকেলের নতুন কন্ট্রোলার হলেন উইলিয়াম স্টিভেনসন। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ব্যক্তিগত বন্ধু।

"ট্রাইসাইকেল" লিসবনে গিয়ে তার জর্মান কন্ট্রোলারের সঙ্গে দেখা করলেন। ঐখানে জর্মান কন্ট্রোলার তাকে বললেন জাপানীজরা পার্ল হারবার আক্রমণ করবার প্ল্যান করছে। জাপানের বিদেশ মন্ত্রী, ইয়াসুকো মাৎসুকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে বার্লিনে গিয়েছেন। তিনি জানতে পারলেন যে জাপানীরা প্রথম আক্রমণ করতে পারলে পার্ল হারবারের আমেরিকান নৌবাহিনীকে ধ্বংস করতে পারবে। এরপর জাপানীজরা ট্রাইসালকেলকে কয়েকটি প্রশ্ন দিল। জাপানীজরা ট্রাইসাইকেলকে বলল, আপনি ওয়াশিংটন থেকে এই প্রশ্নের জবাবগুলি জানবার চেষ্টা করবেন।

এই সব প্রশ্নগুলি ছিল পার্ল হারবারের বন্দরে কোন প্রকার সাবমেরিন স্টেশন আছে কিনা, নৌবাহিনীর জাহাজগুলিতে কী পরিমাণে যুদ্ধের অস্ত্র মজুত রাখা হয়, নৌবাহিনীর অ্যামুনিশন ডিপো কোথায়? সৈন্যবাহিনীর মোট অস্ত্রের স্টক কত? বিমানবন্দর কোথায়? অস্ত্রের ডিপো এবং বিমান রাখবার ঘাটি কোথায়? আর্মি এয়ার পোর্ট এবং হুইলার বিমান বন্দরটি কোথায়? হাঙ্গার ডিপো কতোটি এবং কোথায়?

নৌবাহিনী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হল। জাপানীজদের এই সব প্রশ্ন

থেকে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস স্পষ্ট বুঝতে পারল জাপানীজদের পার্ল হারবার সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলিকে তুচ্ছ অবহেলা করা অনুচিত হবে। তারা হয়ত পার্ল হারবার আক্রমণ করতে চায়।

ট্রাইসাইকেলকে আমেরিকাতে দেখে ফেডারেল ব্যুরো ইনভেষ্টিগেশনের কর্তা, এডগার হুভার বিরক্তি প্রকাশ করলেন 'ট্রাইসাইকেল' নামটি হুভারের অপছন্দ ছিল। হুভার কঠোর মন্তব্য করলেন। ট্রাইসাইকেল প্রতিদিন তিন চারটি মেয়েকে তার শয্যাসঙ্গিনী করছেন। আবভেরে অবশ্য খবর পাঠাবার জন্যে খুবই শক্তিশালী রেডিও ট্রাইসাইকেলকে দিয়েছিল।

টুয়েন্টি কমিটি এডগার হুভারকে বোঝাবার চেষ্টা করল ট্রাইসাইকেল হলেন ডবল এজেন্ট এবং বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। হুভার টুয়েন্টি কমিটির কথায় কান দিলেন না।

ইতিমধ্যে আমেরিকান সরকার এবং জাপানীদের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগর এলাকায় শান্তি বজায় রাখা নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল সেই আলোচনা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখা হল আমেরিকান সরকার এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন না।

আমেরিকান সরকারের সংগে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় শান্তি বজায় রাখা নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল ঐ জাপানীজ বিদেশমন্ত্রণালয় লণ্ডনে তাদের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে এক সাইফার কোডে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সাবধান করে বলল, আমেরিকার সংগে আমাদের যে কোন মুহূর্তে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হতে পারে। যদি করা হয় তাহলে আমাদের রেডিও আবহাওয়ার রিপোর্টে এই কোড শব্দগুলি ব্যবহার করা হবে।

প্রথমতঃ, জাপানীজ আমেরিকান সম্পর্ক যদি খারাপ হয় তাহলে আমরা বলব "হিগাসে নো কাজে আমে" [East Wind Rain]

যদি জাপান রাশিয়া সম্পর্ক খারাপ হয়, তাহলে আমরা বলব "কিতা নো কাজে কিমোরি" (North Wind Cloudy)।

তিন, যদি জাপান বৃটেন সম্পর্কের অবনতি হয় তাহলে আমরা বলব : "নিশি নো কাজে হারে" (West Wind Fine)।

প্রতিবার এই কোড শব্দগুলি দুবার করে ব্যবহার করা হবে...।

আমেরিকান ইনটেলিজেন্স বিভাগ জাপানীজ কোড পাওয়া সত্ত্বেও তার পুরো অর্থ বুঝে উঠতে পারল না কিংবা বুঝবার চেষ্টা করেনি ঐ সময়ে আমেরিকান সরকারের খবর সংগ্রহ করবার এবং যাচাই করবার জন্যে কোন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ছিলনা।

পার্ল হারবারের আক্রমণের পর আমেরিকান সরকার তাদের প্রথম ইনটেলিজেন্স সার্ভিস অফিস অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিস (সি আই এ'র পূর্বসূরী) গঠন করল।

এরপর থেকে শুরু হল আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের যৌথ লড়াই অভিযান।

*　　　　*　　　　*

১৯৪৩ সালের শেষভাগে বোঝা গেল 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভের' আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। কারণ জানা গেল এই অর্গানিজেশনে প্রচুর জর্মান স্পাই ঢুকেছে। এই নিয়ে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ এবং বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। এই ঝগড়া বিবাদের সমস্যা দূর করবার জন্যে চার্চিল স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ এবং বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে এক করলেন।

এদিকে আবভেরের কর্তা এডমিরাল কানারীর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছিল। প্রতিদিন তার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। তার ডানা কাটা হচ্ছিল। ট্রাইসাইকেলের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে আবভেরের ভেতর ভাংগন ধরেছে। ট্রাইসাইকেল বার্লিনে আবভেরের দপ্তরে একটি চাকরি পেয়েছিলেন। তিনি জানালেন উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির আক্রমণ সম্বন্ধে কানারী জর্মান হাইকম্যাণ্ডকে কোন খবর দিতে পারেন নি।

এরপর থেকে হিটলার কানারীর উপর বিশ্বাস হারালেন।

হিটলার সৈন্যবাহিনীকে বলেছিলেন, জর্মানীকে ধ্বংস করবে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা রাশিয়া পারবে না। তিনি ইংগিতে বললেন, কানারীর ব্যর্থতাকে তিনি আর সহ্য করবেন না। এই সময়ে আরজেনটিনা এবং স্পেনে আবভেরের কিছু এজেন্টকে বের করে দেওয়া হল। তারপর এল ইস্তানবুলে অপারেশন "সিসারো'র ব্যর্থতার কাহিনী। ঐখানে জর্মান এম্বাসী থেকে কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে মিত্রশক্তির সংগে যোগ দিয়েছিল। সবাই বললেন কানারীর ব্যর্থতা চরমে উঠেছে।

দীর্ঘকাল ধরে হিমলার কানারীর বিরুদ্ধে হিটলারের কাছে নালিশ করছিলেন। হিমলারের বক্তব্য ছিল কানারী ভীরু, মেরুদণ্ডহীন, মনোবল নেই বললেই চলে।

কিন্তু ইস্তানবুল থেকে আবভেরের কিছু এজেন্ট পালিয়ে যাবার পর হিটলার কানারীকে তার দপ্তরে ডেকে পাঠালেন।

কানারী হিটলারের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় বললেন, জর্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইস্তানবুলে আবভেরের এজেন্টদের পালিয়ে যাওয়া হল পরাজয়ের প্রথম ইংগিত।

কানারীর এই স্পষ্ট জবাব শুনে হিটলার রেগে গেলেন। ঘটনাস্থলেই কানারীকে বরখাস্ত করা হল।

হিটলারের ভর্ৎসনার কাহিনী, কানারীর বরখাস্ত এবং আবভেরের মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছে এ কথা বেশিদিন চাপা রইল না।

কানারী হিটলারকে দুচোখে দেখতে পারতেন না সত্যি কিন্তু তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। কানারী জানতেন জর্মানীর জন্যে কাজ করা মানে হিটলারকে

সাহায্য করা। তার অন্য কোন উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে তিনি "যুদ্ধের অবস্থার" রিপোর্ট তৈরি করবার দায়িত্ব একজন জুনিয়র আবভেরের হাতে তুলে দিলেন।

কানারী সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্ততঃ বোধ করতেন। এইটে ছিল তার চরিত্রের সব চাইতে বড় দুর্বলতা। বলা হয় যে কানারী নিজে হিটলারকে খুন করতে চাননি। তিনি মিত্রশক্তির কাছে সরকারের কোন গোপন কথা কিংবা টপসিক্রেট খবর দেননি। বরখাস্ত হবার পর তিনি কিছুদিনের জন্যে মিউনিখের কাছে ফ্রোসেনবার্গ দুর্গে দিন কাটিয়েছিলেন।

কানারীর পরে কিছুদিনের জন্যে আবভেরের কর্তা হলেন কর্নেল হান্স প্রাইকেন বার্গ। তিনি কানারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিছুদিন পরে তাকে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হল। যুদ্ধের শেষ অবধি তিনি ঐখানেই ছিলেন।

এবার আবভেরের কর্তা হলেন কর্নেল জর্জ হ্যানসেন। তাকে কিছুদিনের জন্যে আবভেরের কর্তা করা হল। হানসেন হিটলারকে খুন করবার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং পরে তাকে হত্যা করা হল।

আবভেরে এসডি এক হবার পর জর্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়া বিবাদ বাড়ল। এই দলাদলির পরিণাম হল শোচনীয়। কারণ জর্মানীর বিপদের সময় আবভেরে কোন প্রকার ভাল খবর দিয়ে জর্মান হাইকম্যাণ্ডকে সাহায্য করতে পারল না। মিত্রশক্তির আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের তারিখ, সময় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যর্থ হল।

মিত্রশক্তির আক্রমণের প্রায় একমাস আগে হিমলার/কাইটেল আবভের এবং এস-এস/এসডির কর্মচারিদের জড়ো করে বললেনঃ আমি আপনাদের কাছ থেকে আনুগত্য চাই। এই আনুগত্যই আমাদের যুদ্ধ জিততে সাহায্য করবে।

এবার কাপ্টেন ব্রুনার হলেন আবভেরের বড় কর্তা। এবং তার সহকারি অর্থাৎ আবভেরের বিদেশ শাখা পরিচালনার দায়িত্ব ওয়াল্টার শেলেনবুর্গকে দেওয়া হল। গেস্টাপোর কর্তা হলেন হাইনরিখ ম্যুলার এবং আর একজন বড় নেতা পিছনে রইলেন তার নাম হল অটোস্করজোনি। কিছুদিন স্করজোনি ইতালির এক দুর্গ থেকে মুসোলিনীকে বার করে এনেছিলেন। তারপর থেকে তিনি 'এস-এস' বাহিনীর স্পেশাল অপারেশনের শাখার কর্তা হলেন।

শেলেনবুর্গ তার মনিব হিমলারকে বশ করলেন। ঐ সময়ে হিমলার ক্যান্সাররোগে ভুগছিলেন। তার অসম্ভব পেটে ব্যথা হত। এই ব্যথা কমাবার জন্যে হিমলারকে ফিনল্যাণ্ডের এক ডাক্তার, কেরসৎনার প্রতিদিন ম্যাসাজ করতেন। এই ম্যাসাজ করলে হিমলারের পেটের ব্যথা কমত।

শেলেনবুর্গ জানতে পেরেছিলেন ডাঃ কেরসংনারের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে তার মতের যথেষ্ট মিল আছে। হিমলার কেরসংনারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে ইনটেলিজেন্সের কোন কাজে ব্যবহার করা হবেনা। একদিন কেরসংনার হিমলারের কাছে স্বীকার করলেন তিনি হিটলারের সমর্থক ন'ন। তার এক সুন্দরী চীনা মহিলা, মিসেস কু-র [তিনি ছিলেন ওয়েলিংটন কুর স্ত্রী এবং ওয়েলিংটন কু লণ্ডনে চীনা এম্বাসেডার ছিলেন] সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। মাদাম কুর মাধ্যমে কেরসংনার বৃটিশ এবং রাশিয়ান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন। হিমলার জানতেন শেলেনবুর্গ যদি কেরসংনার এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এই সম্পর্কের কথা গেষ্টাপোর কর্তা ম্যুলারকে বলেন তাহলে কেরসংনারের ইতি হবে। কিন্তু হিমলারের নিজের চিকিৎসার জন্যে কেরসংনারকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধের শেষভাগে হিমলার জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। কেরসংনার উলফ নামে এক জ্যোতিষীর সঙ্গে হিমলারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শেলেনবুর্গও উলফকে সমর্থন করতেন। তিনি হিমলারকে বলেছিলেন উলফের ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর অগাধ জ্ঞান আছে। উলফ নক্ষত্র রাশি দেখে হিটলারের একটি ঠিকুজি তৈরি করেছিলেন।

যুদ্ধের শেষে নুরেমবুর্গ বিচারের সময় শেলেনবুর্গ বলেছিলেন উলফের গণনা অনুযায়ী ১৯৪৪ সালে হিটলারের দুবার বিপদে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। প্রথম বিপদ হবে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে। দ্বিতীয়বার বিপদ হবে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে। শুধু তাই নয় (শেলেনবুর্গের জবানবন্দী অনুযায়ী) উলফ বলেছিলেন হিটলারের মৃত্যু হবে ১৯৪৫ সালের মে মাসে। তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবেনা।

হিমলার সম্বন্ধে উলফ উল্লেখযোগ্য এমন কিছু বলেননি ; শুধু বলেছিলেন '১৯৪৫ সাল হল হিমলারের এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। পরে শেলেনবুর্গ তার বিচারের সময় স্বীকার করেছিলেন যে উলফ হিমলারের ভবিষ্যৎ কী হবে ইচ্ছা করেই বলেননি।

তারপর উলফ শেলেনবুর্গের ঠিকুজি দেখে বললেন ঃ

১। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ শেলেনবুর্গের বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে।

২। ১৯৪৫ সালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবে।

৩। ১৯৪৫ সালে এপ্রিল / মে মাসে তিনি বন্দী হবেন।

৪। যদি তখন কিছু না হয় তাহলে ভবিষ্যতে শেলেনবুর্গের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

হিটলারের এবং তার নিজের ঠিকুজি দেখবার পর শেলেনবুর্গ উলফকে বললেন যেন শেলেনবুর্গ-হিমলারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মনে রেখে, এই তিনটি

বিষয় মনে রাখেন (১) শেলেনবুর্গ কত শক্তিশালী, (২) হিমলারের উপর তার প্রভাব কতটুকু, (৩) হিমলারকে যুদ্ধ শেষ করতে হবে এবং পরে হিটলারকে হত্যা করতে হবে।

হিমলার উলফের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করেছিলেন। পরে প্রায়ই উলফ তার কাছে এসে ঠিকুজি গণনা করতেন। এর পর থেকে হিমলার প্রায় পুরোপুরি শেলেনবুর্গের কথানুযায়ী চলতেন। কালটেনব্রুনার শেলেনবুর্গের কাছে নতি স্বীকার করলেন। যুদ্ধের শেষ ভাগে হিমলারই জর্মানীর সবচাইতে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে শেলেনবুর্গ ছিলেন হিমলারের প্রধান পরামর্শদাতা।

হিমলারকে হাতের মুঠোয় আনবার পর শেলেনবুর্গ চার্চিলের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন। একাজ করবার জন্যে তিনি ফ্রান্সের সবচাইতে সুন্দরী মহিলা 'ককো' শ্যানালের সাহায্য নিয়েছিলেন। 'ককো' শ্যানাল ছিলেন বিখ্যাত সেণ্ট শ্যানালে পাঁচ নম্বরের মালিক।

'ককো শ্যানাল' রাজনীতি করতে ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট বিরোধী।

একদিন শেলেনবুর্গ মাডাম শ্যানালকে ডেকে পাঠালেন। এই আলোচনার সময় মাডাম শ্যানাল শেলেনবুর্গকে অনুরোধ করলেন, আপনারা ফ্রাউ লোমবারডিকে মুক্তি দিন কারণ তিনি মাদ্রিদে গিয়ে 'মিডলম্যান' হিসেবে কাজ করবেন।

ফ্রাউ লোমবারডি মাডাম শ্যানালের বান্ধবী ছিলেন কথা ছিল মাডাম লোমবারডি মাদাম শ্যানালের লেখা একটি চিঠি নিয়ে গিয়ে মাদ্রিদে বৃটিশ এম্বাসীর হাতে তুলে দেবেন এই প্ল্যান কার্যকরী হলনা। কারণ মাডাম লোমবারডি মাদ্রিদে পেঁছে সমস্ত ঘটনাকে এক নাৎসী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করলেন। শুধু তাই নয় তিনি আরো বললেন, মাদাম শ্যানাল হলেন জর্মান স্পাই। হিমলারের কানে এ ঘটনার কাহিনী এসে পেঁছুল। তিনি শেলেনবুর্গকে ডেকে পাঠালেন। এবং উলফের ভবিষ্যদ্বাণী, হিটলারকে সরাতে হবে, ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। হিমলারের দোটানা মন ছিল। তিনি উলফের ভবিষ্যদ্বাণী হিটলারকে সরাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। শেলেনবুর্গ প্রস্তাব করলেন হিমলার নিজে হিটলারকে হত্যা করবেন। হিমলার এই প্রস্তাবের কোন জবাব দিলেন না।

এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যাবে যে মিত্রশক্তির য়ুরোপ আক্রমণের আগে জর্মান ইনটেলিজেন্স বাহিনী শুধু অকেজো, দুর্বল ছিল না, তারা আভ্যন্তরীণ ঝগড়া বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। খবর সংগ্রহ ছিল তাদের দ্বিতীয় কাজ।

* * *

তেয়াল্লিশের শেষে এবং চুয়াল্লিশের প্রথমে জর্মানী 'এটম' বোমা নিয়ে

গবেষণা করছিল। এই সময়ে 'ট্রাইসাইকেলকে' বলা হল ঃ আপনি জানবার চেষ্টা করবেন লণ্ডনের কোথায় ইউরেনিয়াম রিসার্চ সেণ্টার। এই সেণ্টারের ডিরেক্টর ছিলেন লিস মাইটনার। লিস মাইটনার এটম বোমা, বিশেষ করে 'হেভী ওয়াটার' নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লিস মাইটনার ছিলেন অস্ট্রিয়ান ইহুদি। তিনি জর্মান অধ্যাপক অটোহানের সঙ্গে এটম বোমা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। 'ট্রাইসাইকেলকে' এই এটম বোমা রিসার্চ সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রশ্ন দিয়ে আবভেরে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, (১) আমরা শুনেছি হিলিয়ামকে এটমিক বোমায় ব্যবহার করা যায়। এ নিয়ে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা কী কাজ করছেন? তাদের ঐ কাজ কতোদুর এগিয়েছে? (২) কোন স্থানে ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে? (৩) এ ছাড়া অন্যান্য কোন ধাতু এটম বোমার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে?

শেলেনবুর্গ আবভেরের কর্তা হবার পর কানারীকে বেশ কিছুদিনের জন্যে ফ্রাঙ্কোনিয়া দুর্গে বন্দী করে রাখা হল। কিছু দিন পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং তাকে জর্মান ইকনমিক ওয়ার ফেয়ারের কর্তা করা হল। তবে তার গতিবিধি, চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হল।

এই সময়ে কানারী বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা মেনেজিসের প্রতিনিধি মেজর কুয়েনের সঙ্গে দেখা করলেন।

মেজর ফিলিপ কুয়েনের পরিবার ফ্রান্সে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তার প্রধান অপরাধ ছিল তিনি ছিলেন ইহুদি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি এবং কর্ণেল ক্রদ অলিভার তার এক বন্ধু, মিলে ফ্রান্সে একটি ইনটেলিজেন্স বাহিনী গঠন করলেন। তাদের শিবির ছিল এক ক্যাথেলিক চার্চে। ওখান থেকে তারা চার্চের সিস্টারের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করতেন এবং ক্রদ ডেনসীর কাছে খবর পাঠাতেন। তাদের এই ইনটেলিজেন্স বাহিনীর নাম ছিল "জেড এমিকল"।

ক্রমে ক্রমে 'জেড এমিকল' গোটা য়ুরোপে এক শক্তিশালী স্পাই অর্গানিজেশন হয়ে দাঁড়াল। কুয়েন এই সময়ে এক অস্ট্রিয়ান ব্যারণ, পস্ প্যাণ্টোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। পস্ প্যাণ্টোর ছিলেন ফ্রান্সে হিটলারের প্রতিনিধি এবং পারীর মিলিটারি গভর্নর জেনারেল কার্ল হাইনরিখ স্টুলপনাজেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং প্রধান পরামর্শদাতা। স্টুলপনাজেল হিটলার বিরোধী ষড়যন্ত্রে এক বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম রণাঙ্গনে জর্মান সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ফিল্ডমার্শাল ভন রুনষ্টাভ এবং ফিল্ড মার্শাল রমেলও স্টুলপনাজেলের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। হিটলারকে হত্যা করবার যে চক্রান্ত করা হয়েছিল সেই চক্রের নাম ছিল 'ব্ল্যাক অর্কেস্ট্রা'। পারীর বহু গণমান্য জর্মান জেনারেল, এই চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

'ব্ল্যাক অর্কেস্ট্রার' একজন বড় নায়ক ছিলেন কর্ণেল ক্লাউস ফিলিপ স্টাউফেন বার্গ। স্টাউফেনবার্গ আফ্রিকার যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত হয়েছিলেন এবং পরে তিনি বার্লিনের চীফ কম্যাণ্ডারের চীফ অব দি স্টাফ হয়েছিলেন।

হিটলারকে হত্যা করবার যে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তার নাম ছিল ভালক্রি। স্থির হয়েছিল হিটলারকে খুন করবার পর জর্মানীর নতুন চ্যান্সেলর হবেন 'জেনারেল লুডউগ বেক'। এই ব্ল্যাক অর্কেস্ট্রা মিত্রশক্তির কাছে অনুরোধ করল জর্মানীর গৃহযুদ্ধে তারা যেন জর্মানীর অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ না করে।

এই অনুরোধ করবার জন্যে স্টাউফেনবার্গ পারীর সামরিক গভর্ণর স্টুলপনাজেলকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন অতি অবশ্য মিত্রশক্তির সিক্রেট সার্ভিসগুলির কাছে জর্মান বিদ্রোহীদের এই দাবি পেশ করেন। এবার ব্যারন পসু পাণ্টোর স্টুলপনাজেলের সাহায্য নিয়ে এডমিরাল কানারী ও কুয়েনের সঙ্গে দেখা করলেন। কানারী এই আলোচনার সময় হিটলার বিরোধী আসন্ন চক্রান্তের কথা বললেন। শুধু তাই নয়, যদি 'ব্ল্যাক অর্কেস্ট্রার' চক্রান্ত কার্যকরী হয়, তাহলে ভবিষ্যতে জর্মানীর কী কী দরকার হবে সেই বিষয়টি নিয়ে কুয়েনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল।

বাজারে একটি গুজব চালু হয়েছিল যে কুয়েন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্যে দেখা করেছিলেন। একটি সংবাদ ছিল বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মেনেজিস কানারীকে একটি চিঠি লিখে-ছিলেন। স্থির হয়েছিল কানারীর হাতে ঐ চিঠি তুলে দেবেন। আরনল্ড-এর পুরো নাম ক্রুদ আলিভার। আরো ঠিক হয়েছিল মেনেজিসের প্রতিনিধি কানারীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং চিঠিখানা দেবেন

নির্দিষ্ট সময়ে আরনল্ড গিয়ে কানারীর সঙ্গে দেখা করলেন। আরনল্ড কানারীকে বললেন: এই চিঠির বিষয়বস্তু বিপজ্জনক। প্রকাশ্যে ঐ চিঠি নিয়ে চলাফেরা করা যায় না। তাই কানারী আরনল্ডকে ছটার সময় গির্জায় আসতে বললেন। ঠিক হল গির্জায় ঐ চিঠি কানারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ছটার সময় কানারী আরনল্ডের সঙ্গে দেখা করলেন। ঐ সময়ে চিঠিটা কানারীর হাতে তুলে দেওয়া হল। কানারী মন দিয়ে চিঠিখানা পড়লেন। পরে লাটিন ভাষায় বললেন: 'জর্মানীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী'।

পরে দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খেলেন। আরনল্ড কানারীর সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মেনেজিস যে চিঠি তাকে লিখেছিলেন সেই বিষয়ে কোন কথা বললেন না। তবে তার গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল, চিঠির বিষয় গুরুতর এবং চিঠিখানা কানারীর মনে চিন্তা সৃষ্টি করেছে।

হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যে জর্মান জেনারেলরা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা ছিলেন, জেনারেল বেক, জেনারেল হালদার, জেনারেল জাইটলার, জেনারেল

ইয়সিংগার, জেনারেল ফাইড্রিক ওলব্রিখত। পরে অ্যালান ডালেস বলেছিলেন পশ্চিম লড়াইর ময়দানে প্রধান সেনাপতি রুনণ্টাভ মন দিয়ে যুদ্ধ করেননি।

চক্রান্তের মূল প্ল্যান ছিল ষড়যন্ত্রকারীরা হিটলার, গোয়েরিং, হিমলারকে হত্যা করবেন। ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ কার্যকরী হবার পর ষড়যন্ত্রকারীরা জেনারেল ফ্রাইডরিশ ওলাধ্রখকে খবর দেবেন যে ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ সফল হয়েছে। পরে হিটলারের শিবির এবং বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক, যোগাযোগ ছিন্ন করা হবে। হিটলার হত্যাকারীর নাম ছিল স্টাউফেনবার্গ। তাকে বিস্ফোরক দিয়ে সাহায্য করবেন কর্ণেল জর্জ হ্যানসেন। হত্যা করা হয়েছে এই খবর কোডে বলা হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশই দেশের চারদিকে ছড়িয়ে ছিলেন।...চক্রান্ত সফল হলে, দেশের প্রধান নায়ক হবেন বেক।

ফিল্ড মার্শাল রমেলের চীফ অফ দি স্টাফ এই চক্রান্তের খবর জানতেন।

এই সময়ে জর্মান সেনাবাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের ছায়া পড়ে গিয়েছিল।

তারপর একদিন বিবিসিতে শোনা গেল একটি গান। গানটি রচনা করেছিলেন ফরাসি কবি পল্ ভেরলেন। এই কবিতার অর্থ কী জর্মানরা জানতেন কিন্তু তারা এই গানের ভুল মানে করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এই গানটি ফরাসি রেলওয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল। আসলে গানের প্রথম পংক্তিটি 'স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ' ফরাসি শাখার গাড়িলাদের আসন্ন গড়িলা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে বলেছিল।

গানের দ্বিতীয় পংক্তিতে ফরাসি শ্রমিকদের টেলিফোনের লাইন সিস্টেম ধ্বংস করতে বলা হয়েছিল। এই টেলিফোন লাইন ধ্বংস করবার অর্থ ছিল যদি টেলিফোন লাইন ধ্বংস করা যায় তাহলে জর্মান কম্যাণ্ডারেরা ওয়ারলেসে খবর পাঠাতে বাধ্য হবেন এবং ওয়ারলেসের খবর ট্যাপ করা ছিল অতি সহজ কাজ।

ভেরলিনের এই গানের অর্থ কি জর্মান ইনটেলিজেন্স এবং এস ডি, আবভেরে জানতেন। তারা এই গানের পুরো অর্থ জর্মান হাইকম্যাণ্ডকে বলেছিলেন। বলা হয়েছিল এই গান বিবিসিতে ব্রডকাস্ট হবার পর মিত্রশক্তি য়ুরোপ আক্রমণ করবে। কিন্তু রুনণ্টাভ এই খবরে বিশ্বাস করেননি

পরের দিন ৬ই জুন, মিত্রশক্তির আক্রমণের আগের দিন বিবিসি ভেরলেনের কবিতার তৃতীয় পংক্তিটি আবার ব্রডকাস্ট করল। এই পংক্তিটি পনেরবার ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল। জর্মানরা এবারও এই গানের লাইনের আসল অর্থ বুঝতে পারলেও, আক্রমণ আসন্ন স্বীকার করতে চাইলনা। "এই কারণে নরম্যাণ্ডী এলাকায় জর্মান সৈন্যবাহিনীকে সজাগ এবং সাবধান করা হলনা।

দেখা গেল জর্মান সৈন্যবাহিনী আসন্ন আক্রমণের জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলনা। কারণ আক্রমণের দিনে কেউ ডিনারে, কেউ স্পোর্টস খেলায় ব্যস্ত ছিলেন।

সারারাত ধরে জর্মান ইনটেলিজেন্স বিভিন্ন ধরনের ভয়াবহ খবর জর্মান

হাইকম্যাণ্ডকে দিতে শুরু করেছিল। তবে ঐ সময়ে অধিকাংশ জেনারেলদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলনা। যখন রুনষ্টাভকে বলা হল সমুদ্রে জাহাজের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তিনি বললেন যে সমুদ্রের আবহাওয়া অতি খারাপ। এই দুর্যোগে মিত্রশক্তি কখনই আক্রমণ শুরু করতে পারবে না। যখন অবস্থার গুরুত্ব বোঝা গেল, তখন জর্মান সৈন্যবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ করা সম্ভব ছিলনা।

ভিসী সরকার (মার্শাল পেঁতার সরকার) ওয়াশিংটনের ফরাসি দূতাবাসে তাদের স্পাই ইনটেলিজেন্স ইউনিট গঠন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর সংগ্রহ করা। আমেরিকা থেকে খবর সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপায়ে ভিসীতে পাঠান হত।

ভিসী সরকারের কাজকর্মের উপর নজর রাখবার জন্যে এক মহিলা স্পাইকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি দেখতে ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, সেক্সী, মহিলার আসল নাম ছিল এলিজাবেথ থোরপি, কোড নাম 'সিনথিয়া'। 'সিনথিয়া' স্পাই জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তার দেহ সৌন্দর্য, সেক্স চটুলতা দিয়ে তিনি বহু পুরুষকে বশ করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে বহু গোপনীয় খবর সংগ্রহ করেছিলেন।

সিনথিয়ার বাবা ছিলেন আমেরিকান নৌবাহিনীর এক কর্মচারি। সিনথিয়া পরে এক বৃটিশ ডিপ্লোম্যাট, আর্থার পাককে বিয়ে করেছিলেন। আর্থার পাক পোল্যাণ্ড বৃটিশ এম্বাসীতে কাজ করতেন। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন এবং ছুটি নিয়ে পোল্যাণ্ডের বাইরে কোথাও চলে যেতেন।

সিনথিয়া ছিলেন সুন্দরী, দেহভরা ছিল তার যৌবন। তিনি যৌবনকে উপভোগ করতে চান। তাই তার স্তাবক প্রেমিকের অভাব ছিলনা। স্বামীরা যদি স্ত্রীর কাছে আকর্ষণীয় না হন, তাহলে স্ত্রী'র বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব ঘটনা কিছু ছিলনা। সিনথিয়ারও তাই হয়েছিল। তার পোলিশ ফরেইন সার্ভিসের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল।

সুন্দরী সিনথিয়াকে স্পাইর কাজে ব্যবহার করেছিল বৃটিশ ইনটেলিজেন্স। তারা সিনথিয়ার সাহায্য নিয়ে জর্মান কোড সাইফারের মেশিন এনিগমার রহস্য জানবার চেষ্টা করেছিল।

পোল্যাণ্ডের বিদেশমন্ত্রী জোসেফ বেক 'এনিগমার' কাজকর্ম সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করছিলেন। বেকের সহকারি এবং স্পেশাল অ্যাসিস্টাণ্ট ছিলেন সিনথিয়ার প্রেমিক।

গতানুগতিক প্রেমের লীলা খেলা শুরু হল। এই ভাবে সিনথিয়া 'এনিগমার' সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করলেন। তিনি জানতে পারলেন অঙ্কের তিনজন বিখ্যাত পোলিশ অধ্যাপকদের মধ্যে একজন এই এনিগমা। যন্ত্র নিয়ে কাজ করছেন।

সিনথিয়া চমৎকার স্প্যানিশ এবং ফরাসি বলতে পারতেন। তার রুচি

ছিল শৌখীন। দামি মদ, দামি জামাকাপড় এবং পরে বেশ মজার গল্পের আসরে তিনি সবাইকে আকর্ষণ করতে পারতেন। এই সব মজার গল্প-গুজবের পর তিনি শ্যাম্পাইন পান করে কোন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতেন। সিনথিয়া এই ভাবে অনেক সরকারি কর্মচারি, জেনারেলদের বশ করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে তিনি বহু গোপন খবর বার করেছিলেন পোল্যাণ্ডের মন্ত্রী যোসেফ বেকের সহকারির কাছ থেকে তিনি 'এনিগমার' কাজকর্মের খবর যোগাড় করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'সেক্স স্পাইং' অনেক দেশে কাজ করছিল। সুন্দরী রমণীদের সাহায্য নিয়ে গোপন খবর বার করা হত। এমন কী এদের সাহায্য নিয়ে গোটা য়ুরোপ জয় করে নেওয়া কঠিন কাজ ছিলনা। সিনথিয়া এই ধরনের স্পাইর কাজে বিশেষ পটু ছিলেন।

একবার সরকারের কাছে খবর এল ভিসী সরকারের পঞ্চাশ মিলিয়ন আউন্স সোনা মারটিনে কে লুকিয়ে রেখেছে। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স ভাবতে শুরু করল মারটিনে থেকে কী করে সোনা চুরি করে আনা যায়। বলা হল সোনা বিক্রী করে ঐ টাকা দিয়ে আমেরিকা থেকে অস্ত্র কেনা হবে।

ঠিক হল মারটিনে অবস্থিত ফরাসি গভর্নরকে বশ করতে হবে। এ ছাড়া নজর রাখতে হবে সোনা যেন মারটিনের বাইরে চলে না যায়…

প্রশ্ন হল মারটিনের গভর্নরকে বশ করবে কে ?

সিনথিয়ার ডাক পড়ল

তার কী কাজ হবে খুলে বলা হল।

শুরু হল প্রেমের নাটক

*　　*　　*

ক্যাপ্টেন চার্লস ব্রুস ভিসীর নৌবাহিনীর কর্তা এডমিরাল ভারলার কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল আমেরিকার বিভিন্ন নৌবন্দরে বৃটিশ জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে। কয়টি জাহাজ এবং কী ধরনের মেরামত করা হচ্ছে সেই খবর জানবার জন্যে এডমিরাল ভারলা চার্লস ব্রুসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কী করবেন চার্লস ব্রুস ?

চার্লস ব্রুস ছিলেন সিনথিয়ার প্রেমিক। যুদ্ধের আগে ব্রুসের বৃটিশ বিমান বাহিনীর অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল।

চার্লস ব্রুস জানতেন এডমিরাল ভারলা খবরগুলি জর্মান নৌবাহিনীর জন্যে চেয়েছেন। কারণ ভারলা ছিলেন জর্মানদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু চার্লস ব্রুসের কাছে এই আদেশ একেবারে অসহ্য বলে মনে হল। এই সময়ে ভিসী সরকার চার্লস ব্রুসকে প্রেস অফিসারের পদ থেকে বিদায় দিয়েছিল। তবু তাকে অন্য একটি এটাচির পদে রেখেছিল। এই চাকুরিতে ব্রুস যে

টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন সেই টাকা দিয়ে তার জীবন চালান কঠিন ছিল।
সিনথিয়া বললেন : টাকার জন্যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। অতিরিক্ত টাকা রোজগারের একটা পথ আপনাকে বাৎলে দিচ্ছি।

: কী করে?

: আপনি ভিসী এম্বাসীর ভেতর কী কাজ কারবার হচ্ছে তার একটা বিবরণী আমাকে লিখে দেবেন। তার বাবদ আপনি টাকা পাবেন।

এই ভাবে চার্লস ব্রুস অসংখ্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী লিখে সিনথিয়াকে দিতেন।

এই সময়ে আমেরিকান সরকার ভিসী সরকারের ফাণ্ডের উপর কড়া নজর রাখছিল। কারণ তাদের কাছে খবর ছিল যে ভিসী সরকারের এম্বাসীর টাকা দিয়ে জর্মান এজেণ্ট এবং স্পাইদের মাইনে পত্তর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে ন্যুইয়র্কে ফরাসি কন্সুলেটে ফিনান্সিয়াল এটাচি খুবই উদ্যোগী লোক ছিলেন। তার সেক্রেটারি ছিলেন সুন্দরী, জীবন উপভোগ করতে জানতেন। এই মহিলা ছিলেন বিবাহিতা, এবং তার একটি বড় পরিবার ছিল। এবার একজন বৃটিশ এজেণ্ট এই সেক্রেটারির--তার নাম ছিল মাডাম ক্যাডেট—সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা করল। বৃটিশ এজেণ্ট টাকা দিয়ে মাডাম ক্যাডেটের কাছ থেকে এম্বাসীর গোপনীয় চিঠিপত্র কিনতে শুরু করল। কিছুদিন পরে মাদাম ক্যাডেটকে ওয়াশিংটনে বদলি করা হল। সেইখানেও তিনি ঐ বৃটিশ এজেণ্টকে আরো বহু গোপনীয় চিঠিপত্র এবং রবার স্ট্যাম্প দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করলেন। এইভাবে মাদাম ক্যাডেট অনেক গোপন খবর মিত্রশক্তিকে দিয়ে অনেকের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

এবার নাটকে এলেন সিনথিয়া। তিনি তার জর্জটাউনের বাড়ি থেকে উঠে এসে পার্ক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ হোটেলে ব্রুস এবং তার স্ত্রীও থাকতেন।

এই সময় থেকে এফ বী আই সিনথিয়ার কাজকর্মের এবং গতিবিধির খবরা খবর নিতে শুরু করল। একদিন সিনথিয়ার কাছে খবর এল যে গেষ্টাপোর এজেণ্ট জাঁ লুই মুসা এফ বী আইর নজরে পড়েছেন। সিনথিয়া ছিলেন মুসার বান্ধবী। প্রথমে এফ বী আই সিনথিয়ার সঙ্গে মুসার কী সম্পর্ক এ খবর জানতনা। এই কারণে সিনথিয়া এফ বী আইর নজর এড়াবার জন্যে মুসার সংসর্গ ত্যাগ করল। গেষ্টাপো মুসাকে মাসিক তিনশো ডলার মাইনে এবং দুশো ডলার অনান্য খরচপত্রের জন্যে দিত।

মুসাকে জালে আটকাবার জন্যে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের এক ফরাসি এজেণ্ট ব্যবসায়ীর মুখোস পরে এক দপ্তর খুললেন। পরে ঐ এজেণ্ট মুসার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। এবার এজেণ্টটি মুসার সংগে ডিনার খেলেন। ডিনারের পর প্রচুর ড্রিংক করে মাতালের ভান করে এজেণ্ট বললেন : তিনি

হলেন জর্মান ভক্ত এবং আমেরিকার বিদ্বেষী এবং তার ইচ্ছা তিনি জর্মানদের সংগে কাজ করেন। মুসা এজেণ্টের মনের কথা জেনে খুশি হলেন। এজেণ্ট প্রস্তাব করলেন তাহলে হয়ত তিনি তার ব্যবসায়ে যোগ দেবেন। মুসা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। কারণ মুসা নিজেও অতিরিক্ত কিছু টাকা রোজগার করবার ফিকিরে ছিলেন।

মুসা এই এজেণ্টের ফাঁদে পা দিলেন। মুসা ছিলেন অহংকারি। এবার মুসা গর্ব করে বললেনঃ আমি আমেরিকান নাগরিক হতে পারি তবে আসলে আমি হলাম ফরাসি। বৃটিশ এজেণ্ট মুসাকে বললেনঃ তিনি ভিসী সরকারের হয়ে কাজ করতে চান। মুসা বৃটিশ এজেণ্টকে তার দলে নিলেন। এর পরিণাম হল শোচনীয়। মুসার দপ্তরের টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা আরম্ভ হল তার চিঠিপত্র সেন্সর করা হত। তার পেছনে সদা সর্বদাই স্পাই লেগে থাকত। মুসার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে অনেক প্রয়োজনীয় গুপ্ত খবর জানা গেল। এর মধ্যে একটি "সাঁ পিয়েরের" প্রস্তাব।

আমেরিকার একটি বিখ্যাত কেবল কোম্পানীর নাম হল ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়ন এই ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়নের সংগে ভিসী সরকার এক দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তি করবার প্রস্তাব করল। প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী আমেরিকার ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়ন কোম্পানী ফরাসি কলোনী "সাঁ পিয়েরে"তে একটি বড় রেডিও ষ্টেশন খুলবেন। ঐ রেডিও ষ্টেশন হবে খুবই শক্তিশালী। ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়নের ট্রান্সমিসন সারা দুনিয়ায় বিনা বাধায় পৌঁছুতে পারবে। নাৎসী সরকারের কাছে এই চুক্তির উদ্দেশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়নের একজন বড় ডিরেক্টর ছিলেন ভিনসেণ্ট অ্যাস্টর। তার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

এবার ওয়েষ্টার্ন য়ুনিয়নের ডিরেক্টরদের বলা হল এই চুক্তি কার্যকরী করা হলে নাৎসী সরকার লাভবান হবে। মুসার চিঠি সেন্সর করে এই খবর জানা গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে মুসা জর্মানীর জন্যে 'ব্রেন' মেশিনগান কিনবার চেষ্টা করলেন। তিনি এক বৃটিশ নাগরিক পল সেগুনকে একটি সাপ্তাহিক পরিচালনা করবার জন্যে নিয়োগ করলেন। পল সেগুন আগে 'বৃটিশ পারচেজিং মিশনে' কাজ করতেন। তিনি ফরাসি সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী "হাভাস" গঠন করলেন। হাভাস বিভিন্ন ধরণের নাৎসী বুলেটিন বিতরণ করত। এ ছাড়া সেগুনের সাহায্য নিয়ে অস্ত্র কিনবার চেষ্টা করা হল। পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করল, জর্মান/ভিসী এজেণ্ট আমেরিকা থেকে গান এবং অন্যান্য অস্ত্র কিনবার চেষ্টা করছে।

এই ঘটনার পর বোঝা গেল আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিতে

ীক্ষা করবে না।

কিছুদিন পরে এফ বী আই মুসাকে গ্রেপ্তার করল। অপর দিকে ক্যাপ্টেন চার্লস ব্রুস প্রতিদিন রাত্রে শয্যায় তার প্রেমিকা সিনথিয়ার কাছে ফ্রান্স জর্মানীর অনেক গোপন খবর বলতে লাগলেন।

পার্ল হারবারের আক্রমণের পর আমেরিকার নাগরিকদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না আমেরিকা এই যুদ্ধে যোগ দেবে। আমেরিকা অবশ্য ভিসী সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলনা।

একদিন সিনথিয়াকে বলা হল বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের ভিসী নৌবাহিনীর কোড বই দরকার। বড় লম্বা অর্ডার।

সাইফার কোড বই চুরি করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। সাইফার কোড বই খুবই গোপনীয় জায়গায় সাবধানে রাখা হত। এছাড়া সাইফার বই ছিল মোটা একটি বই।

সিনথিয়াকে অবশ্য বলা হলনা কী কারণে ভিসী নৌবাহিনীর সাইফার কোড বই বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের দরকার হয়েছে। এর মধ্যে মিত্রশক্তি ঠিক করেছিল যে তারা উত্তর আফ্রিকা অভিযান শুরু করবে। এই আক্রমণ শুরু করলে উত্তর আফ্রিকায় ভিসী সরকার এবং জর্মানী মিত্রশক্তির ঐ আক্রমণকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। সিনথিয়া এবার নতুন আদেশ নিয়ে ওয়াশিংটনে গেলেন।

সিনথিয়া তার প্রেমিক চার্লস ব্রুসের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন : আমরা ভিসী সরকারের নৌবাহিনীর কোড সাইফার বই চাই।

: অসম্ভব ;—ব্রুস হতাশার সুরে জবাব দিলেন।

: তবু তোমাকে চেষ্টা করতে হবে—সিনথিয়া ছিলেন নাছোরবান্দা।

: আমি চেষ্টা করব ? তুমি কী বলছ ? ব্রুস অবাক হয়ে বললেন।

: হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব—সিনথিয়া ব্রুসকে আশ্বাস দিলেন।

: দ্যাখো একাজ করা সম্ভব নয়। কারণ কোডসাইফারের ঘরে ঢুকবার অধিকার নেই। এমন কী এম্বাসডারেরও ঐ ঘরে যাওয়া নিষেধ। একমাত্র সাই ার অফিসার ঐ কোডরুমে ঢুকতে পারেন। ব্রুস সিনথিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'এই সাইফার অফিসারের নাম হল বেনোয়া। তিনি স্বদেশ ভক্ত। এমন কী তোমার দেহ সৌন্দর্য বেনোয়ার মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করবেনা।'

: আমি চেষ্টা করে দেখব—সিনথিয়া বেশ শক্ত মন নিয়ে জবাব দিলেন।

সিনথিয়া বেনোয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বেনোয়া সিনথিয়ার প্রস্তাবে বেশ স্পষ্ট খোলাখুলি জবাব দিলেন। 'আমি হলাম একজন সামান্য সরকারি কর্মচারি। আমার কাজ হল কাজ করা।' তিনি বললেন সাইফার কোডের বই তিনি সিনথিয়াকে দেবেন না।

সিনথিয়ার বেনোয়ার মতকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। তিনি বেনোয়াকে একজন সৎ ফরাসি নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে বললেন। সেই দায়িত্ব হল মিত্রশক্তিকে সাহায্য করা।

বেনোয়া সিনথিয়ার মিষ্টি মধুর হাসিতে ভুলবার পাত্র ছিলেন না। বললেন: সাইফারকে রক্ষা করা আমার প্রধান কাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।

বেনোয়ার মন ভেজানো গেলনা। কিছুদিন পরে বেনোয়া অবসর গ্রহণ করলেন। নতুন কোড সাইফার অফিসার হলেন: কাউণ্ট গ্রানভিল। সিনথিয়া খবর নিয়ে জানতে পারলেন জুনিয়র ডিপ্লোম্যাট বলে কাউণ্ট গ্রানভিল কম মাইনে পাচ্ছেন। কাউণ্টের ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে যেসব টাকা জমা ছিল সেই টাকায় হাত দেবার যো ছিলনা। লড়াইর জন্যে। কাউণ্টের কাছে তখন অর্থই ছিল প্রধান সমস্যা। এছাড়া তার স্ত্রী ছিলেন অহংকারি এবং উদ্ধত।

একদিন সিনথিয়া গিয়ে কাউন্ট গ্রানভিলকে পাকড়াও করলেন। সিনথিয়া ভাল ফরাসি ভাষা বলতে পারতেন। তিনি ফরাসি ভাষায় কাউন্ট গ্রানভিলকে বললেন: আপনার সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই।

: অল্প বয়েসে কিছুই সামান্য, ছোট নয়, কাউন্ট জবাব দিলেন।

: আমাকে চিনতে পারছেন? সিনথিয়া মিষ্টি সেক্সী গলায় প্রশ্ন করলেন।

কাউন্ট হেসে বললেন: না।

: একবার আমি আপনাদের এম্বাসীতে গিয়ে আপনার সংগে দেখা করেছিলাম। আমি ভিসী সরকার নিয়ে আপনার সংগে আলোচনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম ভিসীর নীতিকে আমি সমর্থন করিনা।

: কে করে? এই বলে তরুণ কাউন্ট গ্রানভীল দুই গ্লাস হুইস্কি নিয়ে সিনথিয়ার চেয়ারের পাশে এসে হেলান দিয়ে বসলেন।

: তাহলে আপনি এই চাকুরী করছেন কেন? সিনথিয়া আবার মিষ্টি গলায় বললেন।

: আমি ডিপ্লোমাট। দেশের জন্যে কাজ করা হল প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। এই নিয়ে আলোচনা করবার জন্যেই কী আপনি এখানে এসেছেন— কাউন্ট গ্রানভীলও গলার স্বর মিষ্টি করলেন।

না, শুনুন। এই ওয়াশিংটনে দ্যগলের ভক্ত অনেক ফরাসি আছেন। গড়িলা বাহিনীর কাজ করবার জন্যে তারা প্রচুর টাকা সংগ্রহ করেছেন। আমার ওদের জন্যে অর্থের দরকার নেই। আমি ওদের সাহায্য করতে চাই।

কী করে সাহায্য করবেন শুনি? কাউন্ট গ্রানভীল ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন।

আমরা দ্যগলের ভক্তদের প্যারাশুট করে ফ্রান্সে নামাবো। ঐখানে পেঁছে তারা গড়িলা যুদ্ধ করবে, এই ছিল সিনথিয়ার জবাব।

আপনারা গাড়িলাদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছেন। কথা বলতে বলতে কাউণ্ট গ্রানভীল সিনথিয়ার হাত দুটি চেপে ধরলেন : এই ভাবে আপনি কারু কোন উপকার করতে পারবেন না।

সিনথিয়াও তার হাত ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টা করলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন শিকারকে বশ করেছেন। বললেন, এই কী আপনার মত ?

: হ্যাঁ। এ কাজ আপনি করবেন না। এর কারণ নয় যে আপনাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আপনার মতো একজন সুন্দরী বুদ্ধিমতী মহিলার এই ভাবে শক্তির অপচয় করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হবেনা।

সিনথিয়া চারদিকে তাকিয়ে বললেন : আপনি এত অল্প মাইনেয় কী করে জীবনযাপন করেন ?

: জীবনে টাকাই কী সব চাইতে বড় ? তার চাইতে বড় হল প্রেম, ভালোবাসা...

সেই রাত্রে কাউণ্ট গ্রানভীল সিনথিয়াকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন। টাকার কথা কথাচ্ছলে আবার উল্লেখ করা হল। ব্যস ঐ পর্যন্ত। পরের দিন সিনথিয়ার ভিসী এম্যাসীর একগুচ্ছ চোরাই টেলিগ্রাম নিয়ে ন্যুইয়র্কে যাবার কথা ছিল। তাই সিনথিয়ার একটু ব্যস্ততা ছিল। এ ছাড়া সিনথিয়া জানত যে ব্রুস চোরাই টেলিগ্রামগুলি নিয়ে তার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে আসবে। অতএব যে কোন প্রকারে কাউণ্ট গ্রানভীলকে এড়ান দরকার ছিল। নইলে ব্রুস হয়তো কাউণ্টকে দেখতে পাবে...

হোটেলে পৌঁছে সিনথিয়া দেখতে পেল ব্রুস তার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। গ্রানভীল অবশ্যি ব্রুসকে দেখতে পেলনা। ব্রুস গ্রানভীলকে দেখতে পেয়েছিলেন।

এ নিয়ে ব্রুস এবং সিনথিয়ার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হল।

: ঐ লোকটা এখানে আসে কেন ? বেশ কর্কশ গলায় ব্রুস জিজ্ঞেস করলেন।

: তুমি যদি প্রথমে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাহলে কাউণ্টের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করতাম না, এই ছিল সিনথিয়ার জবাব।

একটু চুপ করে থেকে ব্রুস জবাব দিলেন, তুমি যা করেছ অন্যায়। আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি তবে সাহায্য করতে পারিনা।

: কেন পারবেনা শুনি ? এবার সিনথিয়া কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন। ওকে বলব, আমি আমেরিকান নেভাল ইনটেলিজেন্সে কাজ করছি। ওকে টাকা দেব এবং বলব এ টাকা দ্যগলের মুক্তিবাহিনী তাকে দিয়েছে। এই মুক্তি বাহিনীর বড় পৃষ্ঠপোষক হল আমেরিকান সরকার। হয়তো কাউণ্ট তোমার মনিবকে এ খবরটা নিশ্চয় দেবেন।

এই কথা শুনবার পর ব্রুস আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন : তুমি

বলছ কী ?

ঃ ওর জন্যে তুমি কোন চিন্তা করোনা। এই ধরনের পুরুষ চরিত্র আমার কাছে অজানা নয়।

এর কিছুদিন পরে কাউন্ট গ্রানভীল বেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন যে তাকে স্পাইর কাজ করবার জন্যে প্রচুর ঘুষের লোভ দেখান হয়েছিল। আর ঘুষের প্রস্তাব করেছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। এই মহিলা তাকে লোভ দেখিয়ে বলেছিলেন কাউন্ট যেন অবিলম্বে ভিসী সরকারের কাজে ইস্তফা দিয়ে দ্যগলের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন।

ইতিমধ্যে ব্রুসকে বলা হল তার পরবর্তী কাজ কী হবে! ব্রুস তার মনিবকে আড়ালে ডেকে বললেন ঃ যে কাউন্ট ইচ্ছে করে এম্বাসীর সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটদের নামে কেচ্ছা রটাচ্ছেন। এ ছাড়া যে সুন্দরী মহিলার নাম করা হচ্ছে তিনি ওয়াশিংটনের একজন পরিচিতা, নাম করা মহিলা।

ভিসী এম্বাসীর কর্তারা কাউন্টের বিবৃতি এবং ব্রুসের জবাব শুনে বিস্মিত হলেন। তাদের প্রশ্ন হল, এবার কী করা যায়? এই গুজবের দরুন এম্বাসীর বদনাম হয়েছে। এবং এম্বাসীর বড় কর্তারা বললেন ঃ কাউন্ট হলেন এক চক্রান্তকারী এবং তিনি ষড়যন্ত্র করতে ভালবাসেন। এই কারণে কোড সাইফার রুম থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল।

সিনথিয়া বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে বললেন, আমাদের ভিসী এম্বাসীর সাইফার রুমে ঢুকে কোড বই এবং অন্যান্য গোপনীয় কাগজপত্র চুরি করে আনতে হবে। কারণ কোডরুমের পাহারাদার হলেন কাউন্ট গ্রানভীল, কোড সাইফারের কাজ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঃ ব্রুসের কী হবে? বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের প্রতিনিধি হাওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন।

ঃ ওর জন্যে কোন চিন্তা করবার দরকার নেই। প্রয়োজন মতো আমি ওকে ব্যবহার করব। এবার কথা হল এম্বাসীর কোড সাইফার বই চুরি করে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরে নিয়ে আসব। এক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা কী কোড বই ফটো করতে পারবেন? সিনথিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কী জানি ভাবলেন হাওয়ার্ড। পরে বললেন, সাইফার রুমের তালা ভাঙ্গা, সিন্দুক খুলে সাইফার কোড বই চুরি করা সহজ কাজ নয়। এ কাজ করতে গেলে সাহসের দরকার হবে।

ঃ ওর জন্যে আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। এ কাজ আমি অতি সহজে শিখে নেবো। সিনথিয়ার এই জবাবে আত্মবিশ্বাসের সুর ছিল।

ঃ এই দেখুন না, আমি ভিসী এম্বাসীর ঢুকবার বেরুবার এবং পাশের মাঠের একটি নকশা এঁকেছি।

চমৎকার নকশা।

এই নকশা দেখবার পর সিনথিয়াকে ন্যুইয়র্কে ডেকে পাঠান হল। সেইখানে সিনথিয়াকে মিস্টার হান্টার বলে একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। মিস্টার হান্টার অফিস অবদি অর্গানিজেশন অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিসে (ও এস এস, সি আই এর পূর্বসূরী) কাজ করতেন। অবশ্যি এই চুরি ডাকাতির কথা এফ বী আইকে জানান হলনা।

এর পর আর একজন ও, এস, এসের লোক এসে সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন পোকামাকড় মারবার এক্সপার্ট। ঘরে ঢুকে সাইফার কোড বই চুরি করবার আগে ঘরের পোকামাকড় ইত্যাদি মারবার দরকার ছিল। সিনথিয়া আরশোলাকে ভয় পেতেন।

এম্বাসীতে ঢুকে চুরি করবার আয়োজন করা হল। প্রথম দিন তালা খুলতে কিছু সময় নিল। কারণ তালাগুলি পুরাণো ছিল। হান্টার, যিনি তালা খুলতে গিয়েছিলেন তিনি, সিন্দুকের কম্বিনেশন নম্বর লিখে নিলেন। এ ছিল পরীক্ষামূলক কাজ

পরের দিন ব্রুস এবং নেভাল এটাচি সাইফার রুমে ঢুকে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলেন না এ নিয়ে কোন আলাপ আলোচনা হলনা। //

এবার ঠিক হল সিনথিয়া কোড সাইফার রুমে ঢুকে সিন্দুক খুলে কাগজপত্র গুলি চুরি করবেন। ঢুকবার আগে এম্বাসীর সিকিউরিটি গার্ডকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান অচেতন করা হল।

সিনথিয়া ঘরে ঢুকে তালা খুলবার চেষ্টা করলেন। কারণ সিন্দুক খুলবার কম্বিনেশন নম্বর তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তিনি তালা খুলতে পারলেন না। তাই কোন কাগজ চুরি করা হলনা। এই তালা সিন্দুক খুলবার জন্যে আরো প্র্যাকটিশের দরকার ছিল।

প্র্যাকটিশ করা হল।

এদিকে ব্রুস প্রতিদিন অস্থির হয়ে উঠছেন। কারণ কোডরুমের তালা খুলবার সময় তাকে প্রহরীর কাজ করতে হয়। এভাবে কোড সাইফার রুমের তালা খুলবার প্র্যাকটিশ আর ক'দিন করা যায় ? আর একবার সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করা হল। এবারও ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হল।

ব্রুসের মনের চঞ্চলতা বাড়ল, কী করা যায় ?

ব্রুসকে বশ করবার জন্যে সিনথিয়া আবার প্রেমের নাটক করতে শুরু করলেন প্রেমালাপের মাঝে কী করে এম্বাসীর কোড সাইফার রুমের সিন্দুক খোলা যায় সেই নিয়ে কথা হল।

এবার সিনথিয়া এক কাণ্ড করে বসলেন। বাইরে থেকে তিনি প্রহরীর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। সিনথিয়া উলঙ্গ হয়ে ব্রুসকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রহরী এসে দুজনকে নগ্ন অবস্থায় দেখে দুঃখপ্রকাশ করে চলে গেল।

প্রেমের কাজ কারবার শেষ হবার পর সিনথিয়া হান্টারকে ডেকে ভেতরে

আনলেন। আজ আর কোন চান্স নেওয়া হলনা। সিন্দুক আজ যেমনি করে হোক খুলতেই হবে। তাই হান্টারকে সঙ্গে করে আনা হয়েছিল। সিন্দুক খুলবার ব্যাপারে হান্টার ছিলেন জাদুকর…। হাণ্টার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হান্টার এসে সিন্দুক খুললেন। ঐ সাইফার, কোড বই এবার কয়েক ঘণ্টার জন্যে এম্বাসীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

পরে এই সব মূল্যবান কাগজ ন্যুইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হল।

* * *

এই ঘটনার প্রায় দু সপ্তাহ বাদে, স্টালিনের ঘরে, চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্টালিন যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। চার্চিল য়ুরোপের একটি বড় ম্যাপ দেখিয়ে বললেন: নাৎসী জর্মানী পুরো য়ুরোপ দখল করে বসে আছে। এবার আমরা য়ুরোপের সবচাইতে দুর্বল স্থানে আঘাত করব এবং নাৎসী বাহিনীকে পরাজিত করব। এই ছিল য়ুরোপ আক্রমণ করবার অপারেশন ওভারলর্ডের প্রথম ইঙ্গিত।

এই প্ল্যান করা সহজ এবং সম্ভব হয়েছিল, কারণ রূপসী সিনথিয়া ছিলেন পুরুষের মন ভোলাবার জাদুকর। তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে ভিসীর সরকারের ওয়াশিংটন এম্বাসী থেকে অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান ডকুমেণ্ট চুরি করে এনেছিলেন। মিত্রশক্তি যখন উত্তর আফ্রিকায় তাদের আক্রমণ শুরু করেছিল তখন ভিসী এম্বাসীর এই ডকুমেণ্টগুলি খুবই মূল্যবান এবং কাজে লেগেছিল।

এই সময়ে আর একটি বিষয় নিয়ে চার্চিল এবং স্টালিনের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল।

১৯৪২ সালে চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্টালিনকে বলেছিলেন যে ইংল্যাণ্ড থেকে চ্যানেল অতিক্রম করে ফ্রান্স এবং য়ুরোপের অন্যান্য শহর আক্রমণ করা সম্ভব নয়। স্টালিন অবশ্য চার্চিলের এই কথা বিশ্বাস করেননি। তাই প্রথমে স্থির হল উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করা দরকার।

এদিকে উত্তর আফ্রিকা-প্রান্ত থেকে প্রতিদিন মিত্রশক্তির ভয়াবহ পরাজয়ের খবর আসছিল। একদিন শোনা গেল রমেলের 'আফ্রিকা কোর' অর্থাৎ জর্মান সৈন্য-বাহিনী উত্তর আফ্রিকার তোবরুক শহর দখল করে নিয়েছে। তোবরুকের পতন, কায়রো এবং মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টি করল।

তোবরুকের পতন এবং রমেলের দ্রুতবেগে কায়রোর পানে এগিয়ে যাবার পেছনে রয়েছে আর এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। অজ্ঞাতসারে রমেলকে সাহায্য করছিলেন কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকার মিলিটারি এটাচি নাম কর্ণেল বোনার ফেলারস। ফেলারস প্রতিদিন ওয়াশিংটনে আমেরিকার মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের কাছে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর প্ল্যান এবং গতিবিধির খবর দিচ্ছিলেন এবং জর্মান সৈন্যবাহিনী, আমেরিকার মিলিটারি কোড 'ব্ল্যাক কোডের' রহস্য ভাঙ্গতে পেরেছিল। অতএব বোনার ফেলারস যে সব খবর পাঠাতেন আবডেরের

কোড সাইফার সেই খবরগুলি অতি অনায়াসে অনুবাদ করতে পারত। প্রতিদিন সকালে ব্রেকফাস্টে বসে রমেল বোনার ফেলারসের কোড টেলিগ্রাম পড়তেন।

জানুয়ারী ১৯৪২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে, রমেল এই সব গোপন টেলিগ্রাম পড়ছিলেন এবং ঐ টেলিগ্রাম গুলির বক্তব্য অনুসরণ করে তিনি তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন। রমেল প্রতিদিন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার এই আক্রমণ এত তীব্র হয়েছিল যে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সতেরো দিন একটানা দৌড়ে পালিয়েছিল।

রমেলের এই ঝড়ের গতি রুখবার জন্যে বৃটিশ সেনাবাহিনী স্থির করল তারা মালটা থেকে রমেলের পেট্রোল সাপ্লাই লাইন কেটে দেবার চেষ্টা করবে। কর্ণেল বোনার ফেলারস বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর এই সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটনে পাঠাল। মিলিটারি ইনটেলিজেন্স বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন। কিছুদিন বাদে দেখা গেল জর্মান বিমানবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ ফেলারসের টেলিগ্রাম রমেল এবং জর্মান ইনটেলিজেন্স জানতে পেরেছে।

পরে জানা গেল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর প্ল্যান এবং তাদের গতিবিধির খবর রমেল জানতে পেরেছিলেন। কারণ কায়রো থেকে বোনার ফেলারস যে সব খবর পাঠাতেন সেই 'ব্ল্যাক কোড' অনুবাদ আবভেরে সহজে করতে পেরেছিল।

* * *

উত্তর আফ্রিকা আক্রমণের পর (অপারেশন টর্চ) ঠিক হল এবার য়ুরোপ আক্রমণ করতে হবে। য়ুরোপ আক্রমণের প্ল্যান ছিল। অপারেশন 'ওভারলর্ড'। এই সময় মিত্রশক্তির বড় অংশীদার আমেরিকা ছিলেন এই লড়াইতে প্রধান অংশীদার ইংল্যান্ড ছিলেন ছোট শরীক। পরে 'এটম বোমা' তৈরি করবার এবং ঐ বোমাকে কাজে লাগাবার সময় আমেরিকাই বড় ভাই'র কাজ করেছিল। ইংল্যাণ্ড খুব বড় অংশ নেয়নি। এরপর থেকে আমেরিকান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস 'অফিস অব দি স্ট্রাটেজিক সার্ভিস—ও এস এস, সি আই এর পূর্বসুরী—সংবাদ সংগ্রহের কাজে এগিয়ে এল।

এবার থেকে ও এস এস এবং বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্মচারিদের ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। বিল ডনোভান ছিলেন ও এস এসের কর্তা। একদিন তিনি অভিযোগ করলেন বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি কিম ফিলবী হলেন রাশিয়ান এজেন্ট।

কিম ফিলবী কে? কিম ফিলবীর বিচিত্র রঙ্গীন চরিত্র। তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে ছিলেন বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের একজন বড় কর্তা। তিনি ছিলেন তুলনাহীন, একজন বৃটিশ 'ডবল এজেন্ট'। বলা হয় কিম ফিলবীর মতো উঁচুপদের ডবল এজেন্ট আর দেখা যায়নি।

তার জীবনীর খানিকটা অংশ পাঠকদের কাছে বলা আবশ্যক। কিম ফিলবীর পুরো নাম ছিল: 'আড্রিয়ান র‍্যাসেল কিম ফিলবী'। কিম ফিলবীর জন্ম

হয়েছিল ভারতবর্ষে, আম্বালায়, ১৯১১ সালে।

ঐ সময়ে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র দেশের আইনকানুন, পরিবেশ এবং ঐ সময়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিম ফিলবী ছিলেন ঐ বিদ্রোহীদের দলের একজন।

কিম ফিলবীর বাবা সেণ্ট জন ফিলবী ছিলেন এক পণ্ডিত এবং বলা হয় তিনি দোষে গুণে মেশানো মানুষ ছিলেন।

সেণ্ট জন ফিলবী ছিলেন এক অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি বহু ভাষা বলতে পারতেন। তাকে লরেন্স অব আরবিয়ার সঙ্গে একই উচ্চ আসনে বসানো হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে সেণ্ট জন ফিলবী বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি আরবিয়ায় বৃটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্স বিভাগে কাজ করতে শুরু করলেন।

আরবিয়ায় থাকাকালীন তার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এল। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বাবার মতো কিম ফিলবীর জীবনে এক বড় পরিবর্তন এসেছিল। বাবা মক্কার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিম ফিলবি মস্কোর কাছে মন্ত্র নিলেন।

এক আসাধারণ মেধাবী ছাত্র বলে কিম ফিলবী অক্সফোর্ড কেমব্রিজে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং তার বাবা আশা করেছিলেন কিম হবেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু ছেলের উপর বাবার বিশেষ প্রভাব ছিলনা।

ট্রিনিটি কলেজে পড়বার সময় কিম ফিলবীর গাই বার্জেস নামে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ইটন কলেজে বার্জেস তার অসম্ভব মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিম ফিলবী বার্জেসকে এক মেধাবী ছাত্র বলে মনে করতেন। পরে তাদের আর একজন বন্ধু জুটল। তার নাম ছিল এন্থনী ব্লাণ্ট। এই তিনজনে হলেন Apostle-এর সদস্য।

এই সময়ে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে একটি সোসাইটি হয়েছিল যার নাম ছিল ঃ Apostle club। Apostle club এর সদস্যরা চার্চ এবং ইংরেজ শাসকদের বিরোধী ছিল। অতএব Apostle-এর অধিকাংশ সদস্যরা হলেন মার্ক্সবাদী, এবং তাদের বলা হত KCA—Known Communist Affiliation—কিম প্রথম থেকে কমিনটার্নে যোগ দিয়েছিলেন।

পরে কিম ফিলবী রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দিলেন। রাশিয়ান কণ্ট্রোলার তাকে বললেন ঃ আপনি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দিন এবং পরে ঐ সার্ভিসের সবচাইতে বড় উঁচু পদে গিয়ে বসুন। এমন পদে গিয়ে বসবেন যেন পুরো বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আপনার হাতের মুঠোয় থাকে।

কিম ফিলবী বৃটিশ ফরেইন সার্ভিসে যোগ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই

কাজের জন্যে তাকে জর্মান ভাষা শিখতে হল। তিনি জর্মান ভাষা শিখবার জন্যে ভিয়েনা গেলেন। ঐখানে থাকাকালীন তিনি এক কম্যুনিস্ট ফ্রন্ট অর্গানিজেশনের ঘর সস্তায় ভাড়া করলেন।

ভিয়েনাতে তার ফ্রাউ লিজি ফ্রাইডম্যান নামে একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। লিজি ফ্রাইডম্যান ছিলেন কম্যুনিস্ট। পুলিশ সদা সর্বদাই লিজি ফ্রাইডম্যানের পেছনে থাকত। বলা হয় লিজি ফ্রাইডম্যানকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কিম ফিলবী তাকে বিয়ে করেছিলেন। পরে নতুন বউ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এলেন। এখানে এসে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই পরীক্ষা দেবার জন্যে মাষ্টার মশায়দের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট নেবার প্রয়োজন ছিল। একজন মাষ্টারমশায় কিমের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে একথা জানতেন না। আর একজন মাষ্টারমশায় স্পষ্ট বললেন কিম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের জন্যে অনুপযুক্ত। এর প্রধান কারণ হল কিমের রাজনীতি।

কিম মাষ্টারের কাছ থেকে এই মন্তব্য শুনবার পর স্থির করলেন তিনি বৃটিশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে বসবেন না।

কিম ফিলবী হলেন জার্নালিষ্ট।

কিম ফিলবী লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় যোগ দিলেন। টাইমস পত্রিকা তাকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কভার করবার জন্যে স্পেনে পাঠাল। যুদ্ধের শেষে তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে এলেন। ফিরে এসে কিম ফিলবী বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে চাকুরীর জন্যে আবেদন করলেন। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর কিম ফিলবী আবার সাংবাদিকতা শুরু করলেন। লণ্ডন টাইমস তাকে ঐ পত্রিকার সংবাদদাতা করে ফ্রান্সে পাঠাল। পরে যখন বৃটিশ সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে লাগল কিমও লণ্ডনে ফিরে এলেন। তবে তিনি হলেন বেকার। আবার বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে চাকুরির জন্যে দরখাস্ত করলেন। প্রথমে ফিলবীর দরখাস্ত বাতিল করা হল।

উপায় না দেখে ফিলবী তার পুরানো বন্ধু গাই বার্জেসের শরণাপন্ন হলেন। গাই বার্জেস কিমকে মিস মার্জারি মাক্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিস মার্জারি মাক্স কিমকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। সিকিউরিটি চেক থেকে জানা গেল কিমের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু নেই। তবে কিছুদিন আগে কিমের প্রথম দরখাস্ত যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, তার কোন আভাষ ইঙ্গিত এই আবেদনে দেওয়া হলনা।

আর একটি কারণে কিম ফিলবীর চাকুরি পেতে কোন অসুবিধা হলনা। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের ডেপুটি চীফ ভিভিয়ান কিমের বাবা সেণ্ট জন ফিলবীকে ভালকরে চিনতেন। কর্নেল ভিভিয়ান জানতেন কিমের কম্যুনিষ্টদের

প্রতি সহানুভূতি আছে। তবে তিনি কিমের ফাইলের উপর লিখলেন যে: কিম ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী ছিলেন। বর্তমানে তার রাজনীতি পাল্টেছে। কিম ভিভিয়ানকে বলেছিলেন তার স্ত্রী লিজি ফ্রাইডম্যান কম্যুনিস্ট ছিলেন বটে তবে বর্তমানে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়েছেন।

এবার কিম ফিলবীর বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে চাকুরি পেতে কোন অসুবিধে হল না। তবে চাকুরী পাওয়া গেল স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ (এস ও ই) তে। বয়ানে প্রথমে তাকে গাই বার্জেসের অধীনে কাজ করতে বলা হল। তবে বেশীদিনের জন্যে নয়। পরে গাই বার্জেসকে স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ থেকে হটান হল। তার স্থানে কিম ফিলবীকে নিয়োগ করা হল।

স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভে কিমের প্রধান কাজ হল এজেন্টদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া। ফিলবীর বাবার বন্ধু ভিভিয়ানের সুপারিশে ফিলবী আবার বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে ফিরে আসবার সুযোগ পেলেন। ফিলবীকে 'স্পেন' এলাকার কাজকর্ম দেখবার দায়িত্ব দেওয়া হল।

এবার থেকে ফিলবী আগুন নিয়ে খেলা করতে শুরু করলেন।

কিছুদিন পরে ফিলবী বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে প্রমোশান পেলেন। যোগ্যতার জন্যে তিনি প্রমোশান পেলেন না। তার প্রমোশান পাবার প্রধান কারণ ছিল বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় কর্তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ। ফিলবি কর্তাদের ঝগড়া বিবাদের ফায়দা উঠালেন। তিনি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যার দরুণ দপ্তরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। এই ঝগড়া বিবাদকে এড়াবার জন্যে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা কিমকে প্রমোশান দিলেন। প্রমোশান দেবার সময় কর্তার মনে একবারও সন্দেহ হলনা কিম ফিলবী হলেন ডবল এজেন্ট, রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের একজন বড় মাপের ইনফরমার। আর একটি ঘটনা সবাইকে বিস্মিত করেছিল।

বিল ডনোভান ছিলেন ও-এস-এসের (অফিস অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিস) অর্থাৎ সি-আই-এর বড় কর্তা। ডনোভান খোলা মনে প্রস্তাব করলেন ও-এস-এস এবং এন কে ভিডি-র অর্থাৎ রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস-এর মধ্যে একটিবন্ধুত্বের চুক্তি করা হক। রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস এই প্রস্তাবে উৎসাহ দেখিয়েছিল। কারণ ডনোভান বলেছিলেন চুক্তির একটি শর্ত হবে উভয়পক্ষই তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে রাশিয়ান এবং ও-এস-এসের দপ্তর খুলবার অনুমতি দেবেন। মস্কোতে অবস্থিত আমেরিকার এম্বাসডার হ্যারীম্যান এই প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দিলেন। ঠিক হয়েছিল, ও-এস-এসের একজন প্রতিনিধি জন হাসকেলকে এন কে ভি ডির দপ্তরে কাজ করতে পাঠান হবে। এন কে ভি ডি ও প্রস্তাব করেছিল কর্নেল এ জি স্ক্রুয়ার নামে তাদের একজন প্রতিনিধি আমেরিকায় পাঠাবে। ডনোভান আরো বললেন ও-এস-এস ইতালিতে যুদ্ধ করবার সময় ১৬০০ পাতার 'এন কে ভি ডি'র সাইফার কোড বই শত্রুর হাত

থেকে উদ্ধার করেছিল এবং ও-এস-এস এই বই এন কে ভি ডি'কে পাঠিয়ে দিতে রাজি আছেন। এফ বী আইর কর্তা এডগার হুভার ডনোভানের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। এরপর ওএস-এস এবং এন কে ভি ডি'র মধ্যে প্রতিনিধি, সাইফার কোড বই আদান প্রদান করা হল না।

ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ডনোভানের বিভিন্ন পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। কারণ বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, চার্চিলের কাছে নালিশ করল যে ডনোভান ভারতের শাসন পরিচালনার কাজ কর্মের নিন্দা করছেন। তারা আরো বলল, ডনোভান ভাইসরয়ের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করছেন। ডনোভান অর্থাৎ ও-এস-এসের এই বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করবার প্রজেক্টের নাম ছিল "প্রজেক্ট বিঙ্গো"। ঐ সময় থেকে আমেরিকান সরকার ভারতের সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক দৃঢ় করবার চেষ্টা করছিল। স্থির হয়েছিল ও এস-এসের এজেন্টরা জাল পাশপোর্ট সংগ্রহ করে এবং ছদ্মনামে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরোধী সংগ্রাম করবে। ও-এস-এসের রিসার্চ ব্যুরোর ডাঃ উইলিয়াম লাঙ্গা এই মর্মে ডনোভানের জন্যে একটি বিস্তারিত নোট লিখেছিলেন।

ভাইসরয় ওয়েভেল ও এস-এসের বৃটিশ সরকারের বিরোধী কাজকর্মের কথা প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে বলেছিলেন।

ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এবং ও-এস-এস এবং বলা যায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একমত হতে পারেননি। চার্চিল ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সপক্ষে ছিলেন।

* * *

হিটলার মিত্রশক্তিকে পরাজিত করবার জন্যে শেষবারের মতো বেলজিয়াম লুক্সেমবুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে জীবন মৃত্যুর লড়াই করেছিলেন। এই পাল্টা আক্রমণ ছিল জর্মানীর বাঁচবার শেষ চেষ্টা।

তবে এই লড়াই আরম্ভ হবার আগে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল জর্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। জর্মানীর বিভিন্ন নেতারা এবার আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। কানারী মরবার আগে সন্ধির যে চেষ্টা করেছিলেন সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রুজভেল্ট এবং চার্চিল বললেন জর্মানীর সঙ্গে সন্ধির গোপন আলাপ আলোচনার কথা স্টালিনের কানে পৌঁছুলে মিত্রশক্তির মধ্যে ভাঙ্গন ধরবে। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস কানারীর সংগে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেই খবর রাশিয়ান ইনটেলিজেন্সকে দিল। শুধু তাই

প্ল্যান করা হয়েছিল সেই খবরও দেওয়া হল।

অবস্থিত আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধি অ্যালান

সন্ধির অনেক প্রস্তাব করা হয়েছিল। রুজভেল্ট এবং

প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন না। তাদের বক্তব্য ছিল

জর্মানী বিনাশর্তে আমেরিকা ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। শুধু আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবেনা।

জর্মানীর বড় নেতারা--গোয়েরিং হিমলার সন্ধির চেষ্টা করলেন। শেলেনবুর্গ হিমলারকে বললেন ঃ আপনি প্রয়োজন হলে হিটলারকে খুন করুন। দেশের শাসনের গদি থেকে তাকে সরান দরকার।

শেলেনবুর্গের কথানুযায়ী হিমলার সুইডিশ নেতা কাউণ্ট বারনাডোটের সাহায্য নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ইহুদি বন্দীদের ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

হিমলার হিটলারকে খুন করবার বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন হিটলারের শক্তি এখনও অটুট আছে। তার কোন বুদ্ধিভ্রম হয়নি। হয়তো হিটলার অত্যধিক কাজের চাপের দরুণ তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। হিটলার এই সব কারণে তার চারপাশে এক দূষিত পরিবেশ এবং আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। সাধারণতঃ হিটলার মাত্র তিনঘণ্টা ঘুমুবার সময় পান। অবশ্য হিমলার স্বীকার করলেন হিটলার দেশ শাসনের জন্যে অনুপযুক্ত। অতএব হিটলারকে হটাতে হলে তার ডাক্তারের সাহায্যের দরকার হবে। শেলেনবুর্গ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার পর হিমলারকে স্পষ্ট বললেন এবার ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে হিটলারকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে।

শেলেনবুর্গ হিটলারের বিভিন্ন ডাক্তারকে জড়ো করলেন। ডাক্তাররা হিটলারকে পঙ্গু করবার জন্যে এক চক্রান্ত করেছিলেন এবং স্থির করেছিলেন হিটলারকে অকেজো, পঙ্গু করবার জন্যে একটি ওষুধ দেবেন। এবারও তাদের এই ষড়যন্ত্রের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। হিটলার ক্ষমতায় আসবার পর তাকে হটাবার কিংবা খুন করবার জন্যে বারোটি চক্রান্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছিল।

মরবার আগে কানারী বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তার কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানা কানারী গোপনে কয়েদখানা থেকে লিখেছিলেন।

কানারী এই চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ তিনি হিটলারকে হটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। এজন্যে তিনি অনুতপ্ত তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর যেন নজর রাখা হয়।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স আর একটি খবরে জানতে পারল গোয়েরিং হিটলারকে হটিয়ে নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার চেষ্টা করছেন। গোয়েরিং-এর এই প্রস্তাবের জবাবে হিটলার তাকে একটি রূঢ় টেলিগ্রাম পাঠালেন।

হিটলার গোয়েরিংকে "বিশ্বাসঘাতক" বলে বর্ণনা করলেন এবং "এস-এস" নেতা গটালিব বারজারকে নির্দেশ দিলেন যেন গোয়েরিংকে অবিলম্বে হত্যা করা হয়।

বাজারে একটি গুজব ছিল হিটলার পালিয়ে জাপানে যাবার চেষ্টা করছেন। গুজবের কারণ ছিল হিটলার সুইজারল্যাণ্ডে এবং টোকিওতে একটি খবর পাঠিয়েছিলেন। হিটলার এবং পরামর্শদাতা বন্ধুরা জাপানে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

যুদ্ধের শেষভাগে কেউ ঠিক করে বলতে পারলনা, হিটলার কোথায়? তিনি কী বার্লিনে আছেন না বার্লিন থেকে পালিয়ে গেছেন? সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

রাশিয়ান রেড আর্মি প্রথমে বার্লিনে ঢুকেছিল। ঐ সময়ে হিটলারের বার্লিনে থাকবার কথা ছিল। রাশিয়ান রেড আর্মি কম্যাণ্ডারের কথানুযায়ী হিটলার মারা যাননি। তিনি নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছেন। গোয়েবলস এবং হিটলারের ড্রাইভারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও রেড আর্মির কম্যাণ্ডার গোয়েবলস 'মৃত' এ খবরে বিশ্বাস করেননি। স্টালিন বললেন হিটলার, গোয়েবলস, বোরম্যান বার্লিন থেকে পালিয়ে গেছেন। তিনি নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছেন। পরে পটসড্যাম সম্মেলনে স্টালিন একই কথা বললেন: হিটলার সুইসাইড করেননি। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স বৃটিশ ঐতিহাসিক ট্রেভর রোপারকে হিটলার মারা গেছেন কিনা এ খবর যাচাই করতে বললে ট্রেভর রোপার পুরো তদন্ত করে বললেন: হিটলার মারা গেছেন।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স আরো বলল: ত্রিশে এপ্রিল, বিকেল চারটা পর্যন্ত হিটলার জীবিত ছিলেন। পরে তিনি নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন তাঁর প্রেমিকা ইভা ব্রাউনও আত্মহত্যা করেছিলেন। পরে তাদের মৃতদেহ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মৃতদেহের ছাই পাওয়া যায়নি।

৭ই মে ১৯৪৫ জর্মানী বিনাশর্তে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

এবার থেকে শুরু হল এটম বোমার যুগ। শুরু হল বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র। এই সব এটম বোমা স্পাইদের মধ্যে প্রধান প্রধান ছিলেন কিম ফিলবী, ক্লাউস ফুকস, অ্যালান নুন মে। এই সব বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনী বলবার আগে আমাদের এটম বৈজ্ঞানিক নীলস বোর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। নীলস বোর নিজে একাই এটম গবেষণার কাজে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যদিও শেষে জর্মান বৈজ্ঞানিক অটো হানস এটম বোমার রহস্য আবিষ্কার করলেন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীলস বোর সর্বপ্রথম এটম পরমাণু পৃথক করেছিলেন। এটম পৃথক করবার পর শক্তির জগতে এক বিপ্লব এল।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স বিভিন্ন সূত্রে খবর পেল হিটলার এটম শক্তিকে এক মারাত্মক অস্ত্রে লাগাবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র হিটলারের মতো এক ডিক্টেটর এই এটম শক্তিকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে পারে। হিটলার ডেনমার্ক দখল করে নিয়েছিলেন। এবং নীলস বোর এটম শক্তি কী ভাবে ব্যবহার করা যায়

সেই নিয়ে ডেনমার্কে গবেষণা করছিলেন। নীলস বোরের ডেনমার্কের বাইরে যাবার কোন ইচ্ছাই ছিলনা।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স খবর পেয়েছিল জর্মান বৈজ্ঞানিকেরা এটমকে ভেঙ্গে তার নিহিত শক্তিকে কাজে ব্যবহার করে গবেষণায় অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন। এই সব গবেষকদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন অটোহান, লিজ মাইটনার, ফ্রিডজ স্ট্রাসমান। তাদের গবেষণার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অটোহান প্রথমে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ইউরেনিয়াম এটম ভাঙ্গবার পর এক প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া গেল। অটোহান তার আবিষ্কারের কথা বান্ধবী লিজ মাইটনারকে জানিয়ে ছিলেন। লিজ মাইটনার তখন সুইডেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ইহুদি। লিজ মাইটনার এই আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর পর লিজ মাইটনার কোপেনহেগেনে পালিয়ে গিয়ে নীলস বোরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি অটোহানের আবিষ্কারের কথা নীলস বোরকে বললেন। নীলস বোর পরে এই আবিষ্কারের কথা আইনস্টাইনের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এই খবর পাবার পর আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড এটম নিয়ে এক যৌথ গবেষণার কাজ শুরু করল। এই যৌথ গবেষণা ছিল অতি গোপন এবং তার কোড নাম দেওয়া হয়েছিল টিউব এলয়। এই টিউব এলয় গবেষণার খবর রাশিয়ানরা পেল।

আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের টিউব এলয় প্রজেক্টকে ত্বরান্বিত করবার বিবিধ কারণ ছিল। কারণ, যুদ্ধের শেষ ভাগে, এবং হিটলারের ফ্লাইং বোমা আবিষ্কারের পর বৃটিশ ইনটেলিজেন্স বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক খবর পাচ্ছিল। তারা খবর পেল হিটলার এই লড়াইতে জয়লাভ করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অস্ত্র (এর মধ্যে এটম বোমাও ছিল) আবিষ্কার এবং ব্যবহার করবার চেষ্টা করছেন। ফ্লাইং বোমার পর হয়ত তিনি এটম বোমা ব্যবহার করবেন। এবার বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস জার্মানীর যে সব বৈজ্ঞানিকেরা সাবমেরিন থেকে এটম বোমা নিয়ে গবেষণা করছিল তাদের একটি তালিকা তৈরি করল। এই সময়ে আর একটি খবর বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে চিন্তিত করে তুলল। বিষয়টি ছিল নরোওয়ের এক ফ্যাক্টরির 'হেভী ওয়াটার'—যা এটম বোমা বানাবার জন্যে আবশ্যক—তৈরি করা হত। স্থির হল ঐ হেভী ওয়াটার প্লানটকে ধ্বংস করে দিতে হবে। প্লানট ধ্বংস না করতে পারলে ইংল্যাণ্ডের বিপদ হবে। কারণ সম্ভবতঃ জর্মান বৈজ্ঞানিকেরা ঐ প্লানটের 'হেভী ওয়াটার' এটম বোমা তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করতে পারে।

প্রথমে তারা লাইফ ট্রোনাষ্টাড নামে একজনকে প্লানট ধ্বংস করবার দায়িত্ব দিল। প্লানটটি কোথায় আছে তার একটি ম্যাপ তৈরি করা হল। বেশ দুর্গম স্থানে, যেখানে সাধারণ লোকজনের যাবার অসুবিধা—সেইখানে প্লান্টটি ছিল।

ধ্বংস করবার জন্যে গড়িলা বাহিনী তৈরি করা হল। এই গড়িলাদের মধ্যে অড স্টারহাইম নামে একজন গড়িলা সৈন্য ছিল। স্টারহাইমের বাবা ছিলেন নরোওয়ের এক জাহাজ কোম্পানীর মালিক। স্টারহাইম লড়াই শুরু হবার পর পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। নরোওয়ের এই ফ্যাক্টরি জর্মান গেষ্টাপো বাহিনীর হাতে ছিল। অতএব ঐ হেভী ওয়াটার প্লাণ্ট ধ্বংস করবার জন্যে ষ্টারহাইম গড়িলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

তার 'সিক্রেট মিশনের' নাম ছিল, "চীজ"। তিনি রেডিওর মাধ্যমে গেষ্টাপো বাহিনী এবং জর্মান নৌবাহিনীর গতিবিধির খবরাখবর বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে দিতে শুরু করেছিলেন। স্টারহাইম রেডিও মারফৎ দুইটি জর্মান যুদ্ধ জাহাজ 'বিসমার্ক" এবং 'প্রিন্স ইউজেনের' গতিবিধির খবর বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে দিলেন।

রেডিওতে খবর পাঠান হচ্ছে, সেই খবর গেষ্টাপো ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার দিয়ে জানতে পারল। গেষ্টাপো স্টারহাইমের বাড়ি ঘেরাও করল। বান্ধবীর নাম ছিল সোফী হারভিক। তিনি গেষ্টাপো বাহিনীর বেড়াজাল পার হয়ে এসে স্টারহাইমকে সাবধান করে দিলেন। বললেন গেষ্টাপো আপনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পালিয়ে যান। স্টারহাইম আবার অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনে গিয়ে পেঁছিলেন। সেখান থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি বৃটিশ ইনটেলিজেন্সকে সব কথা খুলে বললেন। তার বান্ধবী সোফি নরোওয়েতে রয়ে গেলেন এবং স্টারহাইমের নেটওয়ার্কের কাজকর্ম করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে স্টারহাইম আবার নরোওয়েতে ফিরে গেলেন। এবার তার কাজ ছিল ঐ 'হেভী ওয়াটার' প্লানটে যে সব ইঞ্জিনিয়ার কাজ করতেন তাদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে বশ করে দলে টানা। কিন্তু স্টারহাইম এ কাজ শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টাপো আবার তাকে তাদের জালে ধরবার চেষ্টা করল। এবার স্টারহাইম গিয়ে তার দিদিমার ঘরে আশ্রয় নিল। দিদিমা তাকে দেখে অবাক হলেন। কী ব্যাপার? দিদিমাকে কোন কিছু বলবার আগে স্টারহাইম আবার ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন। পরের দিন স্টারহাইম তার দলের নেতার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। ১৯৪১ সালে তিনি হেভী ওয়াটার প্লানটের কাছে একটি খালি বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। ১০ই মার্চ ১৯৪২ সালে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স স্টারহাইমের কাছ থেকে একটি খবর পেল। 'একটি নৌকো চুরি করে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাচ্ছি। প্লেন দিয়ে সাহায্য করুন।' রয়াল এয়ারফোর্সের বম্বার প্লেন তাকে গিয়ে সাহায্য করল।

স্টারহাইম তার সঙ্গে করে হেভী ওয়াটার প্লানটের একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এসেছিলেন। এই ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল 'আইনার স্কীনারল্যাণ্ড।' স্কীনারল্যাণ্ড প্ল্যানটের পুরো নকশা জানতেন। এবার স্কীনারল্যাণ্ডের সঙ্গে

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সী এবং এটমিক বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন।

গড়িলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ নেবার পর স্কীনারল্যাণ্ড আবার 'হেভী ওয়াটার' প্ল্যানটে ফিরে গেলেন। তিনি গিয়ে প্ল্যানটের ম্যানেজারকে একটা অজুহাত দিয়ে বললেন তিনি তিন সপ্তাহের জন্যে অসুস্থ ছিলেন। জর্মান ম্যানেজার তার জবাবদিহি স্বীকার করে নিলেন।

লণ্ডনে স্কীনারল্যাণ্ডকে বলা হয়েছিল 'হেভী ওয়াটার প্ল্যানট' ধ্বংসের একটা নকশা তৈরি করতে হবে। এই সাবোটাজ ধ্বংসের প্ল্যান রেডিও-র ট্রান্সমিশন মারফৎ পাঠান সম্ভব ছিলনা। স্কীনারল্যাণ্ড তার জবাবে নকশায় বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিছুদিন পরে চার্চিল আমেরিকায় গিয়ে এটম বোমা তৈরি করবার বিষয়টি নিয়ে রুজভেল্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। চার্চিল বললেন: এটম বোমা তৈরি করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ড এই টাকা খরচ করতে পারবেনা। কারণ বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের কাছে টাকা নেই! রুজভেল্ট বোমা বানাবার জন্যে টাকা দিতে রাজি হলেন। স্থির হল উভয় দেশ বোমা তৈরির খরচ সমান ভাবে বহন করবে।

দীর্ঘ আলোচনার পর আরো স্থির হল জর্মানরা যেন এটম বোমা তৈরি করবার কাজকর্মে মিত্রশক্তিকে টেক্কা না দিতে পারে, তার উপর নজর রাখতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে জানা গিয়েছিল যে এটম বোমা তৈরি করবার পদ্ধতি অর্থাৎ যাকে বলা যায় থিয়োরিটিক্যাল রিসার্চের কাজে জর্মানী মিত্রশক্তির চাইতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের পক্ষে এটম বোমা বানানো ছিল সময় সাপেক্ষের ব্যাপার।

এবার নরোওয়ের হেভী ওয়াটার প্ল্যানট ধ্বংসকারী গড়িলা বাহিনীকে কানাডায় নিয়ে যাওয়া হল। ঠিক হল ওখানে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। ঠিক হয়েছিল ট্রেনিং-এর পর এদের নরওয়েতে হেভী ওয়াটার প্ল্যানট ধ্বংস করতে পাঠান হবে।

ইতিমধ্যে 'চীজ' খবর পাঠাল জর্মানী হেভী ওয়াটার প্ল্যানট থেকে সমস্ত 'হেভী ওয়াটার' নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছে। এই খবর বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রায় সবাইকে চিন্তিত করল। স্থির করা হল জর্মানদের হেভী ওয়াটার নিয়ে যেতে দেওয়া হবেনা। এই বাধা দেবার কাজ কম্যাণ্ডো বাহিনী করবে।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে জর্মানী থেকে এক ঘোষণায় শোনা গেল বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের গড়িলা বাহিনীর প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় কম্যাণ্ডো বাহিনী গিয়ে হানা দিল। এই অপারেশনে বহু মহিলা রেডিও অপারেটর অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এদিকে আমেরিকা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মানহাটানে এক এটমিক রিসার্চ প্ল্যাণ্ট-প্রজেক্ট গড়ে তুলছিলেন। রুজভেল্ট ভয় পেয়েছিলেন হিটলার হয়তো নীলস বোরকে তার এটমিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করবেন। এই আশংকা করে

রুজভেল্ট চার্চিলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে স্থির করলেন ডেনমার্ক থেকে নীলস বোরকে কিডন্যাপ করে আনতে হবে।

ঠিক হল নীলস বোরকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসবার জন্যে শুধু মাত্র বৃটিশ এজেন্টদের ব্যবহার করা হবে। এই কাজ হবে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স মিশন। নীলস বোর ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং 'এটমিক' রিসার্চের কাজে তিনি রাজনৈতিক ঝামেলা পছন্দ করতেন না। এই কারণে তিনি এটম বোমা তৈরি করবার বিরোধী ছিলেন। নীলস বোর বুঝতে পেরেছিলেন এটম বোমা বিস্ফোরণ করলে এর পরিণাম কী হবে। পৃথিবী ধ্বংস হবে।

ইতিমধ্যে নরওয়ের 'হেভী ওয়াটার প্ল্যানট' ধ্বংস করবার কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

আমেরিকার মানহাটানের গবেষণার কাজ অল্প সময়েই বেশ এগিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কম্যাণ্ডো বাহিনী গিয়ে হেভী ওয়াটার প্ল্যানটে হানা দিল। প্ল্যানটের পুরো নকশা গাড়িলারা বেশ ভাল করে মনে গেঁথে নিয়েছিল। যিনি প্ল্যানট তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ প্রফেসর জোনার ব্রুন পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে এসেছিলেন। তিনি গাড়িলাদের কাছে প্ল্যানটের একটা পুরো ছবি এঁকে দিলেন। গাড়িলাদের প্ল্যানটে ঢুকতে কোন অসুবিধা হলনা। তারা প্ল্যানটে ঢুকে অনেক যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দিল। কারণ তারা জানত প্ল্যানটের কোথায় কী আছে।

পরে জর্মানী আবার ফ্যাক্টরিকে মেরামত করে কার্যকরী করবার চেষ্টা করল। বৃটিশ বিমানবাহিনী রয়াল এয়ারফোর্স গিয়ে প্ল্যানটের উপর হানা দিল। পরে প্ল্যানটের ভেতর থেকে সাবোটাজ করবার চেষ্টা করা হল। এই হেভী ওয়াটার প্ল্যানট ধ্বংস করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল।

*　　　*　　　*

হেভী ওয়াটার প্ল্যানট ধ্বংস করা নিয়ে আমেরিকা-বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ব্যস্ত ছিল। অতএব নীলস বোরকে কিডন্যাপ করবার বিষয়টির উপর কেউ বড় বেশি মন দিতে পারেনি। হেভী ওয়াটার প্ল্যানটের ধ্বংসের কাজকর্ম অনেক দূরে এগিয়ে যাবার পর চিন্তা শুরু হল নীলস বোরকে কী করে কিডন্যাপ করা যায়। কারণ ডেনমার্কে নীলস বোরকে সবাই সম্মান করত। তিনি ডেনমার্কের রাজার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই নীলস বোর আপন মনে গবেষণা করতেন। ১৯৪৩ সালে, ইংল্যাণ্ড থেকে তার এক বন্ধু লিখেছিলেন: খুব সম্ভবতঃ জর্মানরা এটম বোমা তৈরি করবার চেষ্টা করছে এবং এ কাজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। কারণ তারা ইউরেনিয়াম এবং 'হেভী ওয়াটারের' খোঁজ করছে। আবার আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে আলোচনা-বৈঠক শুরু হল। নীলস বোরকে নিয়ে কী করা যায়? এটম বোমা কী করে তৈরি করা সম্ভব, এই বিষয়টি নীলস বোর খুব ভাল করে জানতেন। একবার একথাও হয়েছিল বোমা বিস্ফোরণ করে নীলস বোরের ল্যাবরেটারি উড়িয়ে দেওয়া হবে। ডেনমার্কের

সঙ্গে জর্মানীর বন্ধুত্ব ছিলনা। কারণ "এস-এস" বাহিনী কোপেন হেগেনের সব জায়গায় ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল। সবাই 'এস-এস-এর' এই প্রচণ্ড প্রতাপ, দাপটের তীব্র সমালোচনা করলেন। এমন কী ডেনমার্কের রাজাও এই সমালোচনায় যোগ দিলেন।

ডেনমার্কের রাজা তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন ঃ ডেনমার্কে কোন নাৎসী নেই। রাজার এই উক্তির অর্থ হিটলার বুঝতে না পারলেও 'এস এস' কমিশনার ডাঃ ভেরনার বেন্ট বুঝতে পেরেছিলেন। ডাঃ বেন্ট প্রস্তাব করলেন প্রয়োজন হলে রাজাকে ডিঙ্গিয়ে আমরা নীলস বোরের গবেষণার কাজ বার্লিন থেকে পরিচালনা করব। এরপর 'সন্ত্রাসবাদীদের' দমনের নামকরে এস-এস বাহিনী জনসাধারণের বিচার শুরু করল। প্রস্তাব করা হল ডেনমার্কের পুলিশ গেস্টাপোকে সাহায্য করবে। রাজা এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজী হলেননা। এস এস বাহিনী রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করল। রাজা এবার বোরকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন সুইডেনের রাণী প্রিন্সেস ইনগেবোর্গের কাছে এই পরিস্থিতির অবস্থা জানিয়ে তার সুরাহা করবার জন্যে আবেদন করেন। কারণ ঐ এলাকায় সুইডেনের সম্রাট গুস্তাভ এক বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

এবার ডেনমার্কে ইহুদিদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হল। "এস এস" বাহিনী নীলস বোরের গোপনীয় বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র এমন কী তার চিঠির কপি যে জর্মানী এটমবোমার কাজ শুরু করেছে বাজেয়াপ্ত করে নিল।

ডেনমার্ক থেকে লোক পালাতে শুরু করল। পালাবার পথও খুঁজে বার করা হল। গেষ্টাপো স্থির করল তারা নীলস বোরকে গ্রেপ্তার করবে।

ইহুদিদের গ্রেপ্তার শুরু করায় ডেনমার্কে আতংক শুরু হল।

এর পর নীলস বোর একটি জাহাজে করে সুইডেনের রাণী ইনগেবোর্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি ইহুদিদের বাঁচাবার জন্যে সুইডেনের রাজা ও রাণীর কাছে আবেদন করলেন। ইহুদি গ্রেপ্তার এবং বার করে দেওয়া বন্ধ করুন। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি এই বিষয় নিয়ে জর্মান কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা করবেন। প্রয়োজন হলে রাজা বিষয়টি নিয়ে হিটলারের সংগে কথাবার্তা বলবেন।

রাজার ইচ্ছার কথা শুনে রাণী বললেন ঃ হিটলারের কাছে আবেদন করা মানে শয়তানের কাছে আবেদন করা।

এবার বোরকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম বার করবার আদেশ দেওয়া হল। পরে বার্লিনের বড়কর্তারা এই আদেশ নাকচ করলেন।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস নীলস বোরের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করল। আপনি কী লণ্ডনে যাবেন? এই ছিল বৃটিশ এজেন্টদের প্রশ্ন।

আপত্তি নেই—নীলস বোর ছোট জবাব দিলেন। নীলস বোর জানতে পেরেছিলেন আমেরিকা-বৃটেন এটমবোমা তৈরী করবার প্রজেক্ট করেছে। নীলস

বোর বোমা তৈরি করবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবু ঐ পরিস্থিতিতে তিনি ডেনমার্ক থেকে বেড়িয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

স্থির হল নীলস বোরকে বিশেষ প্লেনে করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই প্লেনে যাত্রার কাহিনী অতি গোপন রাখা হল। কারণ কোন প্রকারে যদি নাৎসী বাহিনী, "এস-এস" নীলস বোরের ইংল্যাণ্ডে যাবার কাহিনী জানতে পারে তাহলে তারা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। প্রতিশোধ মানে কয়েকশ লোককে বিনা কারণে হত্যা করা হবে।

বোর ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। বোরের ছেলেকে কিছুদিন পরে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হল। এবার ছেলে এবং বাবা এটম রিসার্চের কাজ শুরু করলেন। নীলস বোরকে 'টিউবএলয়' এটম প্রজেক্টের গবেষণার কথা বলা হল। বোর গান্ধীজির নীতিতে বিশ্বাস করতেন। 'অহিংসনীতির' সপক্ষে একথা নীলস বোর তার বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে জানিয়েছিলেন। তিনি এটমকে কোন প্রকার ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে চান না।

চার্চিল নীলস বোরের সংগে দেখা করেছিলেন। এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি শুধু বলেছিলেন ঃ লোকটা যে কী বলে একেবারে বুঝতে পারিনা।

বৃটেনের বৈজ্ঞানিকেরা বোরকে এটমবোমা তৈরি সম্বন্ধে বিবধ প্রশ্ন করতে লাগল।

ঃ আপনি কী 'ভিওয়ান' ফ্লাইং বম্বের কথা শুনেছেন ?

হ্যাঁ, এই সব রকেট পেনিমুনডেতে তৈরি করা হচ্ছে। নীলস বোর জবাব দিলেন।

সবশেষে তাকে বলা হল ঃ আপনাকে আমেরিকায় যেতে হবে। ওখানে এটমবোমা তৈরি করা হচ্ছে।

বোর আপত্তি করলেন। তিনি বললেন ঃ এক বর্বরতাকে অন্য বর্বরতা দিয়ে দমন করা যায় না।

আমরা যদি এই নতুন অস্ত্র দিয়ে কাজ না করি তাহলে আমরা বাঁচব না। বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা জবাব দিলেন।

ঃ আমি হিংসানীতির বিরোধী, বোর আবার বললেন।

ঃ আপনাকে হিটলারের হিংসানীতিতে বাধা দিতে হবে। নইলে বর্বরতার কাছে আমরা নতি স্বীকার করব ; এই ছিল বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের কথা।

ঃ সভ্যতার মানেই হল 'অহিংস' নীতি ; বোর নাছোড়বান্দা ছিলেন।

ঃ সভ্য হয়ে চলাফেরা করবার অধিকারকে রক্ষা করতে হবে, এই ছিল বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের জবাব।

অনেক আলোচনা তর্ক বিতর্কের পর নীলস বোর আমেরিকায় যেতে রাজি হলেন। ১৯৪৩ সালে বোর এবং তার ছেলে ন্যুইয়র্কের পথে রওনা হলেন।

* * *

এই সময়ে কিম ফিলবী, যার কথা আমরা আগেই বলেছি, বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের দপ্তরে এক উচ্চপদে গিয়ে বসেছিলেন।

১৯৪৫ সালে খবর পাওয়া গেল আমেরিকায় রাশিয়ান এজেন্টরা অর্থাৎ এন কে ভি ডি (কেজিবি-র পূর্বসূরী) এজেন্টরা তৎপর হয়েছে।

এন কে ভি ডি-র এজেন্ট কে ? এই খবর পাবার পর এফ বী আই জেগে উঠল। একটি খবর পাওয়া গেল ওয়াশিংটনে কিংবা লণ্ডনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দপ্তরে অথবা চার্চিলের অফিসে কোন রাশিয়ান স্পাই কাজ করছেন এবং তিনি নিয়মিত ভাবে আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের গোপন খবরাখবর মস্কোতে পাঠাচ্ছেন।

এই স্পাই-র কোডনাম হল ঃ 'হোমার।'

হোমার কে ? এই প্রশ্ন করা হল।

হোমারের আসল পরিচয় জানবার জন্যে এক বড় তদন্ত শুরু হল।

১৯৪৬ সালে হোমারের কাজকর্ম দুই দেশের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে আর একটি ঘটনা সবাইকে বিচলিত করল।

একদিন বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মেনেজিস ফিলবীকে তার দপ্তরে ডেকে পাঠালেন। পরবর্তী ঘটনা, কিম ফিলবীর ভাষায় বলতে হবে ঃ

আমি ঘরে ঢুকবার সংগে সংগে বড় কর্তা আমাকে এক গুচ্ছ কাগজ, ফাইল দিয়ে বললেন ঃ আমাদের তুর্কীতে অবস্থিত এম্বাসীর মিনিষ্টার (এম্বাসডারের পরেই তার স্থান)

'নক্স হেলম' এই চিঠি ও কাগজগুলি পাঠিয়েছেন। তিনি এই কাগজগুলি আমাদের পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন- এই কাগজগুলি পড়বার পর আমাদের মতামত কি হবে—সেইটে উনি জানতে চাইছেন।

ঘটনা ছিল এই প্রকার।

ইস্তানবুলে সোভিয়েট কনস্যুল জেনারেলের দপ্তরে কনস্টানটিন ভলকভ নামে এক ভাইসকন্সুল কাজ করতেন। তিনি ইস্তানবুলে বৃটিশ ভাইসকন্সুল মিঃ পেজের সংগে যোগাযোগ করলেন।

ভলকভ ইংল্যাণ্ডে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসতে চান। অর্থাৎ তিনি 'কেজিবি'র হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে চান। ভলকভ আরো বললেন যদিও তিনি সোভিয়েত কন্সুলেটে ভাইসকন্সাল হিসাবে কাজ করছেন, আসলে তিনি হলেন 'এন কে ভি ডি অর্থাৎ 'কেজিবি'র এজেন্ট। ভলকভ বললেন তার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা খারাপ। নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। এই আশ্রয়ের পরিবর্তে তিনি 'এন কে ভি ডি'র স্পাইচক্রের পুরো বিবরণী এবং আরো গোপনীয় খবর দেবেন। শুধু তাই নয়। ভলকভ বললেন ঃ তিনজন রাশিয়ান ডবল এজেন্ট বৃটিশ ফরেইন অফিসে—এবং একজন হলেন বৃটিশ কাউন্টার

ইনটেলিজেন্সে কাজ করছেন। তিনি এদের আসল পরিচয় জানেন।

এই চিঠি এবং কাগজগুলি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরে আমি বললাম হয়তো ভলকভকে দিয়ে আমাদের লোভ দেখান হচ্ছে তবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ঘটনার একটি নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আমি সহজে চট করে কোন জবাব দিলাম না। বললাম বিষয়টি নিয়ে ভেবে চিন্তা করে একটা জবাব দেবো।

প্রধান কর্তা মেনজিস আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। স্থির হল আমি পরের দিন সকালে কর্তাকে এই বিষয়ে আমার মতামত জানাব।

পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা ফিলবীর সংগে আলাপ আলোচনা করে স্থির করলেন ঃ এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে কিম ফিলবী হলেন সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। ফিলবী ঘটনাস্থলে অর্থাৎ ইস্তানবুলে যাবেন।

এই সব আলাপ আলোচনা এবং ইস্তানবুলে গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করতে প্রায় তিন সপ্তাহের বেশি লাগল। এই সময়ে, অর্থাৎ তিন সপ্তাহ এই ঘটনার জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কারণ এর মধ্যে এন কে ভিডি খবর পেয়ে ভলকভকে জোর করে ইস্তানবুলের বাইরে নিয়ে গেলেন। রোম এয়ারপোর্টে সি আই এর কাউন্টার এসপিওনেজের জেমস টনের সংগে দেখা হল। ফিলবী ভলকভের কাহিনী জেমস আংগেলটনকে বললেন। আংগেলটন এই ঘটনার উপর বেশী কিছু বললেন না।

ইস্তানবুল থেকে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ফিলবী বড়কর্তার কাছে তার রিপোর্ট পেশ করলেন। ইতিমধ্যে ভলকভের কী হয়েছিল তা কারু অজানা ছিলনা। এ ছাড়া কিছুদিন হল এম আই সিক্স নজর দিয়ে দেখছিল যে লণ্ডন মস্কো রেডিও কেবল ট্রাফিক খুব বেশি মাত্রায় করা হয়েছে। এর কারণ কী? অতএব ফিলবীর রিপোর্টকে সন্দেহ করা হল। তার সব কথা সহজে বিশ্বাস করা হল না। একই সংগে মস্কো—ইস্তানবুলের রেডিও ট্রাফিক বেশ লম্বা একটানা হয়েছিল। এই সব ঘটনা থেকে সন্দেহ করা হল যে নিশ্চয় লণ্ডনের কেউ ভলকভের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা এন কে ভি ডি অর্থাৎ মস্কোর কর্তাদের কাছে জানিয়েছে। লণ্ডনের কে ভলকভের কাহিনী এন কে ভি ডিকে বলেছে।

[এবার অতীত নিয়ে তদন্ত শুরু হল। ১৯৩৯-৪০ সালে রাশিয়ান স্পাই ক্রিভিটস্কি বৃটিশ এম আই ফাইভকে বলেছিলেন লণ্ডনে রাশিয়ান স্পাই নেটওয়ার্কের তিনজন উঁচু পদে কাজ করছেন। এরমধ্যে একজন হলেন সাংবাদিক। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে সাংবাদিক হয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কভার করেছিলেন। তিনি স্পেনের যুদ্ধের খবর রাশিয়ানদের পাঠাতেন।

শুধু তাই নয়, যুদ্ধের শেষভাগে স্টালিন, ইংল্যাণ্ড, এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে তারা জর্মানীর সংগে পৃথক চুক্তি করবার আয়োজন

করছেন। এর পরে আরো তিনটি ঘটনার পরে সন্দেহ করা হল নিশ্চয় লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটনে কোন রাশিয়ান স্পাই কাজ করছে। এই লোকটি কে ?

এ ছাড়া ১৯৪২-৪৩ সালে ক্রীসমাসের ঠিক আগে আবভেরের একটি খবরকে ডিকোড করে জানা গিয়েছিল রাশিয়ান স্পাই মাষ্টার হেনরী রবিনসনকে প্যারীতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐ সময়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন তিনি অনেক গোপনীয় কাগজ লণ্ডনে তার এক স্পাই বন্ধুর কাছে লুকিয়ে রেখেছেন। এই স্পাই বন্ধুর নাম ছিল ডেভিড আর্নেষ্ট ওয়াইস। আর্নেষ্ট ওয়াইসকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তিনি বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের সংগে সহযোগিতা করতে রাজি হলেন।

তার কাছ থেকে পাওয়া একটি খবরকে অনুসরণ করে হ্যাম্পসায়ারে এক "রাশিয়ান চক্রকে" খুঁজে বার করা হল।

পরে ১৯৪৫, ৫ই সেপ্টেম্বর অটোয়ার রাশিয়ান সাইফার ক্লার্ক ইগর গুজেনকো রাশিয়ান এম্বাসী থেকে পালিয়ে গেলেন। আর সংগে করে নিয়ে গেলেন রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের অনেক গোপন তথ্য। সেই গোপন তথ্যের মধ্যে একটি খবর ছিলঃ যে রাশিয়ান স্পাইরা বৃটিশ নাগরিকের ছদ্মবেশ পরে এটমবোমা প্লান্টে কাজ করছে। এই খবরটা পাবার সংগে সংগে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা মেনেজিস এক তার পাঠিয়ে কিম ফিলবীকে অটোয়ায় গিয়ে সব খবর সংগ্রহ করতে বললেন।

শুধু তাই নয়। মেনজিস ফিলবীকে বললেনঃ আপনি গুজেনকোকে জিজ্ঞেস করুন 'এলি' লোকটি কে? কারণ ঐ সব গোপন তথ্যে একটি খবর ছিল 'এলি' নামে এক স্পাই বৃটিশ নাগরিক, বৃটিশ ইনটেলিজেন্সে ছদ্মবেশে কাজ করছেন। 'এলি'র আসল পরিচয় আমরা জানতে চাই। এই ছিল মেনেজিসের প্রশ্ন। ফিলবী এ কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস একথা জানতে পারলে, গুজেনকোকে হত্যা করবে। শুধু তাই নয় সোভিয়েট সিক্রেট সার্ভিস হয়তো গুজেনকোর আত্মীয় স্বজনদের উপর অত্যাচার করবে।

ফিলবী মেনজিসকে বললেন এ কেসের তদন্ত করতে আপনি এম আই ফাইভের অন্য কাউকে পাঠান। কারণ ব্যাখ্যা করে ফিলবী বললেন যদি তিনি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস এবং এম আই ফাইভের মধ্যে মনোমালিন্য শুধু হতে পারে। মেনজিস ফিলবীর প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন। ঐ সময়ে এম আই ফাইভের বড় কর্তার নাম ছিল রজার হোলিস। ফিলবীর পরিবর্তে হোলিস ন্যুইয়র্কে গেলেন। কিন্তু পরে আমেরিকায় বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা স্টিভেনসন হোলিসকে লণ্ডনে ফেরৎ পাঠালেন। তিনি 'হোলিসকে' 'এলি' বলে সন্দেহ করেছিলেন।

এরপর স্টিভেনসন 'এলি' সম্বন্ধে এক বিস্তারিত টেলিগ্রাম মেনজিসের কাছে

পাঠালেন। এই টেলিগ্রাম পাবার পর মেনজিস স্বীকার করলেন, এক রাশিয়ান স্পাই বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের দপ্তরে কাজ করছে। প্রশ্ন হল বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কোন বিভাগে? হেডকোয়ার্টারে, এম আই ফাইভ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে না। স্পেশাল ব্রাঞ্চে।

এবার মেনজিস বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করলেন, এলি কে? তিনি কী আপনাদের দপ্তরে কাজ করেন? ফাইল ফিলবীর কাছে গেল।

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ অ্যাসিস্টান্ট চীফ অব সার্ভিসের বিবৃতি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বললেন, কর্তা ফাইল নিজের হাতে রাখলেন। মেনজিস অনেকদিন আগে এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার সংগে একবার আলোচনা করেছিলেন এবং পরে বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই আমার সংগে আলোচনা করতেন।

ইতিমধ্যে আমাদের এক সহকর্মী বললেন 'এলি' এবং তার অতীত নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে তিনি একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেছেন। যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই উপযুক্ত ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিলেন 'ফিলবী'।

যাইহোক ফিলবীর রেকর্ড নিয়ে কোন তদন্ত করা হল না।

কিছুদিন পরে সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেমস আংগেলটন রোম থেকে লণ্ডনে এলেন। ফিলবী তাকে ইনটেলিজেন্স সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত একটি সভায় যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। ঐ সভায় আমেরিকান স্পাই (সি-আইএ) আংগেলটনকে 'বৃটিশ উপাধি সম্মান' দেওয়া হল। এই সভায় বেশ একটু ব্যাখ্যা করে ফিলবী বললেন: বর্তমানে এই দেশের প্রয়োজন সমাজবাদ এর আগে ফিলবী এই ধরনের কোন বিবৃতি দেননি।

আংগেলটন কিম ফিলবীর এই মতবাদ শুনে বেশ অবাক হলেন। পরে আংগেলটন সি-আই-এ'র ডিরেক্টরকে বলেছিলেন "ফিলবী নিশ্চয় কম্যুনিস্ট।"

১৯৪৬ সালে কিম ফিলবী আইলিন ফারসকে বিয়ে করলেন। ঐ সময়ে ফিলবী বিবাহিত ছিলেন। ডিভোর্স বিনা তার পক্ষে কোন বিয়ে করা আইন-সংগত ছিলনা। 'আইলিন ফারসও' বিবাহিতা ছিলেন। এই ধরণের ডিভোর্স ছাড়া বিবাহের সাজা ছিল "জেল"।

ফিলবী ডিভোর্স ছাড়া দ্বিতীয়বার বিবাহের কী শোচনীয় পরিণাম হতে পারে জানতেন। তিনি তার কর্তা ভীভিয়ানকে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। তিনি ডিভোর্সের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেওয়া হল। এম আই ফাইভ তদন্ত করে জানতে পারল তার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন কম্যুনিস্ট। শুধু তাই নয়, তিনি একজন নাম করা রাশিয়ান এজেন্টের সংগে বসবাস করছেন। এম আই ফাইভের নালিশ ফিলবীর জীবনে উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করলনা। ফিলবী কর্মদক্ষতায় খুব উঁচু মাপের স্পাই ছিলেন। ফিলবীর দপ্তরে তাকে সন্দেহ করবার মতো অনেক তথ্য ছিল। এক ছিল 'এলি' কাহিনী, দুই ইস্তানবুল থেকে রাশিয়ান ভাইসকন্সুল, ভলোকভের অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া এবং স্টালিনের

আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের বিরোধী বিষোদ্গার ; কারণ স্টালিন বলেছিলেন আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড জর্মানীর সংগে পৃথক সন্ধিপত্রে সই করবার চেষ্টা করছেন। তবু ফিলবী সব অভিযোগ সন্দেহের হাত থেকে ছাড়া পেলেন।

এবার ফিলবীকে 'ফিল্ড সার্ভিস', বলা যায় মাঠের কাজ, শিখতে পাঠান হল। এই ফিল্ড সার্ভিসের পর ফিলবীকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হল। তখন বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য সেন্টার ছিল ওয়াশিংটন। কারণ তখন আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের যৌথ চেষ্টায় টিউব এলয় প্রজেক্ট অর্থাৎ এটমবোমা তৈরি করবার কাজ করা হচ্ছিল।

ফিলবীর ওয়াশিংটনে কাজ ছিল সি-আই এ'র সংগে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখা। প্রথমতঃ ফিলবী অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং মস্কোর সংগে আলোচনা করবার পর ওয়াশিংটন পোস্ট নিতে রাজি হলেন। ঐ সময়ে ওয়াশিংটনে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের একজন বড় কর্তা ছিলেন জেমস ইষ্টন। জেমস ইষ্টনের সি-আই-এর এবং এফবী আই'র কাজকর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এবং সি-আই-এ' কী ধরণের কাজ করে থাকে সে খবর জানতেন।

ইষ্টন ফিলবীকে সি-আই-এ এফ বী আই'র কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি পুরো ছবি দিলেন। অবশ্য ইষ্টন কিংবা বৃটিশ ইনটেলিজেন্স জানতেন না ফিলবী হলেন "ডবল এজেন্ট" অর্থাৎ রাশিয়ান স্পাই। ওয়াশিংটনের বৃটিশ ইনটেলি-জেন্সের অন্যান্য কর্মচারিরা ফিলবীকে ওয়াশিংটনে তার কাজ কী হবে সেই সম্বন্ধে পুরো ব্রীফিং দিলেন।

ফিলবী এই ব্রীফিং সম্বন্ধে বলেছিলেন, অ্যাংলো আমেরিকান তদন্ত থেকে একটি জিনিষ স্পষ্ট হয়েছিল যে ওয়াশিংটনের বৃটিশ এম্বাসী থেকে কেউ অনেক গোপন খবর মস্কোকে দিচ্ছে। আর একজন এটমিক প্লান্ট থেকে মস্কোর কাছে নিয়মিত খবর পাঠাচ্ছে। "আমার মনে আছে মস্কোর কর্তারা আমাকে ইস্তানবুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন এফ বী আই কী বৃটিশ এম্বাসীর কোন কর্মচারিকে নিয়ে তদন্ত করছে? আমার অবশ্য করবার কিছু ছিল না। ওয়াশিংটনে গিয়ে আমাকে এই বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা করতে হল। রাশিয়ান বন্ধুরা বললেন ঃ যে আমার সন্দেহ নির্ভুল। এফ বী আই, বৃটিশ এম্বাসীর কোন কর্মচারির অতীত জানবার চেষ্টা করছে।

এটম প্লান্টে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল তার নাম ছিল ক্লাউস ফুকস। দুই নম্বর যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল তার নাম ছিল ডোনাল্ড ম্যাকলীন। ফুকস জর্মান ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় তিনি বৃটিশ নাগরিক হয়েছিলেন।

ক্লাউস ফুকস এটমবোমা তৈরি করা সম্বন্ধে নিজস্ব কোন বিশেষ কাজ করেন নি। তবে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং যে কাজ করতেন সেই কাজ মনে করে রাখতে পারতেন।

এই কারণে ফুকস বেশ অহংকারি ছিলেন। এটমবোমা ফ্যাক্টরীতে যে কাজ করা হত তিনি তার প্রতিটি ধাপ স্মরণে রাখতে পারতেন। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ খবর রাশিয়ান এজেন্টেদের দিয়েছিলেন।

* * *

ফিলবী ওয়াশিংটনের বড় বড় মহলে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারতেন বটে তবে ওয়াশিংটনে এক দপ্তর অন্য দপ্তরের কাজ সম্বন্ধে কোন খবর রাখতনা কিংবা জানতনা। এই কারণে ফিলবী অনেক দপ্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করতে কিংবা জানতে পারেননি। আর একটি কারণে ফিলবীর ওয়াশিংটনে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। ফিলবীকে প্রায়ই স্পাই বলে সন্দেহ করা হত। বিশেষ করে এফ বী আই।

পঞ্চাশ দশকের প্রথম ভাগে ওয়াশিংটনে সিনেটর ম্যাকার্থী কম্যুনিষ্টদের বিরোধী লড়াই করছিলেন। অতএব ফিলবীকে অতি সাবধানে সতর্ক হয়ে কাজ করতে হত। অন্য দপ্তর থেকে কোন ফাইল চাইবার আগে তিনি বহুবার চিন্তা করতেন, ভাবতেন। কারণ তিনি কার মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাননি।

কোরিয়ার যুদ্ধের পর এবং ম্যাকার্থীর কম্যুনিষ্টদের প্রতি বিষোদ্গার করবার পর আমেরিকা রাশিয়ার নীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শুরু করল। এই আলোচনার পর আমেরিকা তার সামরিক শক্তিকে আরো শক্ত, মজবুত করবার চেষ্টা করল।

এবার ফিলবী সামান্য একটি ভুল চাল দিলেন যার জন্যে তার জীবনে দুর্যোগের ঘন মেঘ ঘনিয়ে এল। ফিলবীর বন্ধু গাই বার্জেস ফিলবীকে একটি চিঠি লিখে জানালেন তিনি শিগগিরই ওয়াশিংটনের বৃটিশ এম্বাসীতে সেকেণ্ড সেক্রেটারি হয়ে আসবেন। কিছুদিনের জন্যে গাই বার্জেস ফিলবীর সঙ্গে তার বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফিলবী কোন আপত্তি করলেন না। সাধারণত দুইজন 'রাশিয়ান এজেণ্ট' একসঙ্গে কখনই থাকেন না। ঐ সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। কারণ যুদ্ধের পর নতুন পৃথিবী, নতুন চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে উঠছিল। পুরাতন কায়দাকানুন রীতিনীতি সবই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বলি কিংবা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

ফিলবী অবশ্য এম্বাসীর সিকিউরিটি অফিসারের সংগে বার্জেসের তার সংগে পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকবার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। সিকিউরিটি অফিসার কোন আপত্তি করলেন না। বরং সিকিউরিটি অফিসার ফিলবীকে অনুরোধ করলেন আপনি বার্জেসের জীবনের চাল চলনের উপর একটু নজর রাখবেন। লোকটা কখন যে কী করে বসবে, বলা যায় না।

বার্জেস ওয়াশিংটনে এলেন। প্রথম দিন থেকে তিনি ভবঘুরে বাউণ্ডুলের মতো ঘোরা ফেরা করতে লাগলেন। অত্যধিক মদ পান করা, চিৎকার

হে হল্লা করা ছিল তার রুটিন কাজ। এরপর গাই বার্জেস সি-আই-এ এবং এফ বী আই'র দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ফিলবী নিজেও স্বীকার করলেন তার বন্ধু তার জীবনের এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফিলবী বন্ধুকে বললেন, যদি তিনি নিজেকে শোধরাতে না পারেন তাহলে তিনি এফ বী আইকে বার্জেসের জীবন সম্বন্ধে খবর দেবেন। একদিন কিম ফিলবী তার কেমব্রিজের পুরোনো এক বন্ধুর দেখা পেলেন। এই বন্ধু স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবে বললেন, গাই বার্জেস হলেন রাশিয়ান স্পাই।

পরের দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : এক, বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা মেনজিসের অবসর গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। মেনজিসের স্থানে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা হবেন কে? কিম ফিলবী। তবে ওয়াশিংটনে বৃটিশ এম্বাসীর কর্মচারিদের মধ্যে বিভিন্ন গুজব শোনা যাচ্ছিল। গুজব ছিল কিম ফিলবী হলেন 'রাশিয়ান স্পাই'। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স বার্জেসকে নিয়ে তদন্ত করে বলল : বার্জেসকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

এদিকে বার্জেস সত্যি সত্যি ওয়াশিংটনে বৃটিশ এম্বাসীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রধান কারণ ছিল তার অসংযত জীবন যাপন! তিনি অত্যধিক মদ পান করতেন এবং প্রায়ই তিনি আমেরিকা-বিরোধী মন্তব্য করতেন এবং বিবৃতি দিতেন।

বার্জেস আমেরিকার প্রেস ক্লাবে আমেরিকার 'এশিয়নীতির' তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এই সব কারণে 'এফ বী আই' বার্জেসের উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। 'এফ বী আই'-এর লোক তার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতো। তার ঘরের কথাবার্তা শুনবার জন্যে ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসান হল। শুধু বার্জেস নয়, ফিলবীর উপর নজর রাখা আরম্ভ হল। এদের উপর নজর রাখবার জন্যে এফ বী আইতে ইস্রাইলি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, মোসাদের সাহায্যও নেওয়া হল। সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর আংগেলটন জানতে চাইলেন ফিলবীর বাড়িতে কী হচ্ছে, কী ধরনের আলাপ আলোচনা করা হয়।

সি-আই-এ এবং এফ বী আই ফিলবীর টেলিফোন লাইন ট্যাপ করতে শুরু করল। এদিকে বৃটিশ এম্বাসী সন্দেহ করল বার্জেস হলেন রাশিয়ান 'স্পাই'। হয়তো এর সংগে ফিলবীও জড়িত আছেন। সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর উইলিয়াম জ্যাকসন, ফিলবী 'রাশিয়ান স্পাই', এ খবর বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মেনজিসকে দিতে চাইলেন। মেনজিস জ্যাকসনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সি-আই-এর ডিরেক্টর অ্যালান ডালেস বাধা দিলেন। কারণ আশংকা করা হল এই মুহূর্তে যদি কিম ফিলবী জানতে পারেন তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তাহলে হয়ত তিনি পালিয়ে যাবেন। অ্যালান ডালেস চাইলেন ফিলবীর মাধ্যমে রাশিয়ানদের কাছে মিথ্যা খবর দিয়ে তাদের ধোকা দেবেন এবং অন্যান্য রাশিয়ানদের গ্রেপ্তার করবেন।

এই তদন্ত থেকে 'হোমারের' আসল পরিচয় জানা গেল। ১৯৫১ সালে ফিলবী জানতে পারলেন "হোমার"কে নিয়ে তদন্ত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এরপর বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে। ফিলবী মস্কোকে বললেন হোমারের বিপদ যে কোনদিন ঘনিয়ে আসতে পারে। আশংকা করা হল বার্জেস হয়ত কেলেঙ্কারীর সংগে জড়িয়ে পড়বেন। বার্জেসকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। ফিলবী ভাবলেন যদি বার্জেস লণ্ডনে ফিরে যায় তাহলে তিনি তার বন্ধু রাশিয়ান এজেন্ট, ম্যাকলীনকে সাবধান করে দিতে পারবেন। তিনি ম্যাকলীনকে বলতে পারবেন আমেরিকান এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের দুজনকে রাশিয়ান এজেন্ট বলে চিহ্নিত করেছেন। যে কোনদিন তারা গ্রেপ্তার হতে পারেন। ঠিক হল প্রথমে ম্যাকলীন পালিয়ে যাবেন।

'এন কে ভিডি'র কর্তারা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। ওয়াশিংটনে বার্জেসকে হাইস্পীডে গাড়ি চালাবার জন্যে তিনবার গ্রেপ্তার করা হল।

প্রতিবারই তার সংগে ছিল এক গণিকা। প্রতিবারই স্থানীয় পুলিশদের সংগে বার্জেসের তুমুল তর্কবিতর্ক হল। আমেরিকান সরকার বৃটিশ এম্বাসডারের কাছে নালিশ করল এবং বলল বার্জেস আমেরিকায় অবাঞ্ছিত। অতএব তাকে অবিলম্বে আমেরিকা থেকে ফেরৎ পাঠান হক।

আয়োজন বন্দোবস্ত অনুযায়ী বার্জেস লণ্ডনে পেঁছে ম্যাকলীনকে সাবধান করে বললেন দেশদ্রোহিতা এবং স্পাইং-এর অভিযোগে পুলিশ তাদের দুজনকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে পারে। এরপর বার্জেস ও ম্যাকলীন উভয়েই পালিয়ে মস্কো চলে গেলেন। দুজনে পালাবার পর সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন শুরু হল। সবাই প্রশ্ন করতে লাগল ঃ ম্যাকলীন এবং বার্জেস কে? মস্কোর এজেন্ট। থার্ড ম্যান কে?

ফিলবী তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, একদিন খুব ভোরে ওয়াশিংটনের বৃটিশ এম্বাসীর 'এম আই ফাইভে'র প্রতিনিধি 'জিওফ্রি প্যাটারসন' আমাকে টেলিফোন করলেন। তিনি বললেন লণ্ডন থেকে তিনি এক লম্বা 'মোষ্ট ইমিডিয়েট" টেলিগ্রাম পেয়েছেন। ঐ টেলিগ্রাম অনুবাদ করতে তার প্রায় সারা দিন লাগবে। সাহায্যের দরকার। তিনি তার সেক্রেটারীকে ছুটি দিয়েছেন। তিনি (প্যাটারসন) আমার সেক্রেটারিকে তার এই কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন। আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং আসন্ন ঘটনার জন্যে নিজেকে তৈরী করে রাখছিলাম। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম পুলিশ ম্যাকলীনকে গ্রেপ্তার করেছে। না, শুনলাম ম্যাকলীন গ্রেপ্তার হননি, পালিয়ে গেছেন। আমার এম্বাসীতে গিয়ে প্যাটারসনকে এই টেলিগ্রাম অনুবাদ করতে সাহায্য করবার ইচ্ছা হল বার বার। আমি নিজেকে সংযত, শান্ত রাখবার চেষ্টা করলাম। পরে এম্বাসীতে গিয়ে পেঁছুবার সংগে সংগে প্যাটারসন আমাকে বললেন ঃ কিম, পাখী উড়ে গেছে। আমি বিস্ময়ের ভান করলাম।

: কোন পাখী ? ম্যাক্লীন ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: হ্যাঁ ম্যাকলীন। প্যাটারসন জবাব দিলেন। কিন্তু তার চাইতে আরো একটা দুসংবাদ আছে। ম্যাকলীনের সংগে বার্জেসও পালিয়েছে।

এবার আমি নিজের মনের বিস্ময়কে চাপতে পারলাম না।

এই খবর পাবার পর ফিলবী বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের কর্তা মেনজিসকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। পরে ফিলবী মেনজিসকে এক দীর্ঘ লম্বা চিঠি লিখলেন এবং বার্জেসের বিভিন্ন সন্দেহজনক কাজকর্মের কথা উল্লেখ করলেন। ফিলবীর এই চিঠি গিয়ে আর্থার মার্টিনের হাতে পড়ল। ইস্তানবুল থেকে রাশিয়ান ভাইসকন্সাল ভলোকভ অন্তর্ধান হবার সময়ে 'লণ্ডন-মস্কো' যে দীর্ঘ রেডিও-ওয়ারলেসে ট্রান্সমিশন হয়েছিল মার্টিন সেই দীর্ঘ রেডিও ট্রাফিক নিয়ে তদন্ত করেছিলেন। মার্টিন এই চিঠি পড়ে মন্তব্য করলেন : এই চিঠি বিশ্বাসযোগ্য নয়। মার্টিন নিজের মনের সন্দেহের কথা তার কর্তা ডিকহোয়াইটকে বললেন। হোয়াইট ফিলবীর ফাইল খুঁজে বার করলেন। হোয়াইট গিয়ে বড় কর্তা মেনজিসের সংগে দেখা করলেন। স্থির হল ফিলবীকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান হবে এবং তাকে ম্যাকলীন ও বার্জেসের পালিয়ে যাবার তদন্তে এম আই ফাইভকে সাহায্য করতে বলা হবে। মেনজিস বললেন ফিলবীকে সন্দেহ করবার মতো কোন নির্ভরশীল তথ্য নেই।

একদিন বিকেলে মেনজিস বৃটিশ এজেন্ট জন আলেকজাণ্ডার ড্রুর সংগে দেখা করলেন। কথা ছিল পরের দিন ড্রু আমেরিকা চলে যাবেন। এই আলোচনার পর ফিলবীর কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠান হল। ঐ টেলিগ্রামে বলা হল ফিলবী যেন অবিলম্বে লণ্ডনে ফিরে আসেন। টেলিগ্রামটি সোজাসুজি ফিলবীর কাছে না পাঠিয়ে ড্রুর হাতে দেওয়া হল। বলা হল এই টেলিগ্রামটি তিনি যেন ফিলবীর হাতে তুলে দেন।

ওয়াশিংটনে পেঁছুবার পর ড্রু বৃটিশ এম্বাসীতে এক আলোড়ন, চাপা-গুঞ্জন শুনতে পেলেন। ম্যাকলীন ও বার্জেসের পালিয়ে যাবার ঘটনা এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। এবার জানা গেল, বৃটিশ সংবাদপত্র 'ডেলিএক্সপ্রেস' ম্যাকলীন ও বার্জেসের পালিয়ে যাবার খবর পেয়েছে। ডেলিএক্সপ্রেস দু একদিনের মধ্যে ঐ খবর ছাপবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

এবার ফিলবী ড্রুকে জিজ্ঞেস করলেন : লণ্ডন তার জন্যে কিছু পাঠিয়েছে কি না, 'ড্রু' এবার মেনজিসের চিঠিটি ফিলবীকে দিলেন। চিঠিতে কোড সাইফারে বলা হয়েছিল আপনি নিজের হাতে এই চিঠি ডিকোড করবেন। ডিকোড করে ফিলবী জানতে পারলেন : আপনি অবিলম্বে লণ্ডনে চলে আসবেন। এই আদেশ যেন অমান্য না করা হয়।

এরপর ফিলবী লণ্ডনে চলে এলেন। লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি মেনজিসকে তার পেঁছি খবর দিলেন। পরে ফিলবী বৃটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের

হেডকোয়ার্টারে গিয়ে বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। তাকে এম আই ফাইভের কর্তা ডিক হোয়াইটের সঙ্গে দেখা করতে বলা হল। ডিক হোয়াইট ম্যাকলীন, বার্জেস পালিয়ে যাবার ঘটনা নিয়ে জেরা তদন্ত করছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি কিমের সাহায্য চাইলেন।

কিম ডিক হোয়াইটকে বার্জেসের অতীত জীবন সম্বন্ধে অনেক খবর দিলেন। হোয়াইট কিমকে কোন আভাষ কিংবা আন্দাজ অনুমান করতে দিলেন না, তার তদন্তের মূল উদ্দেশ্য কী। তিনি কী জানতে চাইছেন। অবশ্যি ডিক হোয়াইট ফ্রাইডম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে এবং ভলোকভের পালিয়ে যাবার ঘটনার পর আন্দাজ অনুমান করেছিলেন কিমের অতীত কালো। আর একটি বৈঠকে ডিক হোয়াইট ফিলবীর জীবনী নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। এবার এইসব প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল কিমকে তারা সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। এই সন্দেহ হবার একটি কারণ ছিল। কিম ভুল করে ডিক হোয়াইটকে একটি মূল্যবান খবর দিয়েছিলেন। খবরটি ছিল কিম ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পুরো য়ুরোপ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিল কিমের বেড়াবার পয়সা কে দিয়েছিল? এই সব প্রশ্নের সুর থেকে বোঝা গেল কিমকে বেড়াবার টাকা দিয়েছিল রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস।

ডিক হোয়াইটের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না, কিম হলেন 'রাশিয়ান স্পাই'। এবং কিমই ম্যাকলীনকে বার্জেসের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং তাদের দুজনকেই পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। ফিলবী এবার তার নিজের বিপদের কথা বুঝতে পারলেন। তার দোষ প্রমাণিত হলে সাজা ছিল ফাঁসি।

বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের প্রতিনিধি পার্সি সিলিটো এবং আর্থার মার্টিন গিয়ে সি আই এর কর্তা বেডেল স্মিথ [ঐ সময়ে তিনি ছিলেন সি-আই-এর কর্তা] এবং এফ বী আইর কর্তা এডগার হুভারের সঙ্গে দেখা করলেন। এই দেখা সাক্ষাতের পর হুভার প্রায় সাড়ে চার পাতার চিঠি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠালেন। এই চিঠিতে তিনি প্রেসিডেন্টকে ম্যাকলীন ও বার্জেস সম্বন্ধে এবং কিম ফিলবী সম্বন্ধে এফ বী আইকে মতামত জানালেন।

মেনজিস ফিলবীর পূর্বসুরী ইউষ্টেনকে বেভেল স্মিথের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন। মেনজিস ডিক হোয়াইটের তদন্তের ফলাফলের কথার কিছুই ইউস্টেনকে জানালেন না। তাকে শুধু বলা হল তিনি যেন সি আই এ'কে বলেন কিম ফিলবীকে নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

ইউস্টেন ওয়াশিংটনে পেঁছে বেভেল স্মিথের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে তিনি এফ বী আই'র কর্তাদের সংগে দেখা করলেন। ঐ মিটিং-এ অ্যালান ডালেসও উপস্থিত ছিলেন। ঐ মিটিং খুব বেশি ফলপ্রসূ হলনা।

ইউস্টেন লণ্ডনে ফিরে এসে জানতে পারলেন যে মেনজিস তাকে ফিলবী

সম্বন্ধে পুরো খবর দেননি। তাকে শুধু আমেরিকায় পাঠিয়ে হয়রানি করা হয়েছিল।

ফিলবীর বিরুদ্ধে দশটি অভিযোগ ছিল।

১। ফিলবী ডিভোর্স না করে দ্বিতীয়বার আইলিন ফুর্সকে বিয়ে করেছিলেন। এ ছিল দেশের আইন কানুনের বিরোধী।

২। ফিলবী লিজি ফ্রাইডম্যান নামে এক কম্যুনিস্টকে প্রথমে বিয়ে করেছিলেন।

৩। তিনি বার্জেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

৪। তার য়ুরোপ ভ্রমণের পয়সা কে দিয়েছিল? রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস?

৫। ছাত্র অবস্থায় ফিলবীর কম্যুনিজমের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল।

৬। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে 'হোমার' সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গিয়েছিল।

৭। ইস্তানবুল থেকে ভলোকভের হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার সময় লণ্ডন মস্কোর মধ্যে বিদেশী ওয়ারলেস ট্রাফিক অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। একই অনুপাতে মস্কো ইস্তানবুলের মধ্যে ওয়ারলেস ট্রাফিক বেড়ে গিয়েছিল কেন?

৮। তার সম্বন্ধে ভলোকভের তদন্ত অনেকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল।

৯। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে বার্জেসের ফ্ল্যাটে ফিলবী অনেক পরিচিত কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সংগে নিয়মিতভাবে দেখা সাক্ষাৎ করতেন।

১০। পরে ম্যাকলীন ও বার্জেসের পালিয়ে যাওয়া ছিল ফিলবীকে সন্দেহ করবার আর একটি কারণ।

মেনজিস স্থির করলেন তিনি ফিলবীর সংগে রাশিয়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবেন। পরে এই কাজের দায়িত্ব ইউস্টেনকে দেওয়া হল। ইউস্টেন ফিলবীকে জেরার জন্যে তার দপ্তরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

ইউস্টেন পরে বলেছিলেন আমি ফিলবীর সংগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এবং বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। তার ডিভোর্স ছাড়া দ্বিতীয়বার বিয়ে ছিল বেআইনী এবং অবৈধ। লিজ ফ্রাইডম্যানের মত কম্যুনিস্ট এজেন্টের সংগে তার প্রথম বিয়ে নিয়েও আলোচনা করলাম। লিজ ফ্রাইডম্যান বিয়ের আগে লণ্ডনে রাশিয়ান এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিলেন। কিম নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করলেন না।

কিছুদিন পরে বৃটিশ ইনটেলিজেন্সের বড় কর্তা মেনজিস ফিলবীকে ডেকে বললেন: আপনাকে রিজাইন করতে হবে। এর জন্যে সরকার আপনাকে চার হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। দুএকদিন পরে মেনজিস আবার ফিলবীকে বললেন: আপনাকে এই ক্ষতিপূরণ পাঁচ কিস্তিতে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তিতে

আপনি দু হাজার পাউন্ড পাবেন। বাকী দু হাজার চার কিস্তিতে দেওয়া হবে।

এই ঘটনার সময়কালে ফিলবীর বয়স ছিল উনচল্লিশ। এইটে ছিল ফিলবীর জীবনের সবচাইতে দুঃখের এবং দুর্যোগের সময়। তার রাশিয়ান বন্ধুরা তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

মেনীজস ছিলেন ফিলবীর বন্ধু তিনিও ফিলবীকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। বেশ কিছুদিন ফিলবীকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হল। পরে ঘোষণা করা হল ম্যাকলীন ও বার্জেসের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে এক জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করা হবে। এই এনকোয়ারীর পরিচালনা করবেন ব্যারিষ্টার হেলেনাস মিলমো। জাঁদরেল ব্যারিষ্টার বলে মিলমোর নাম ডাক ছিল।

মিলমোর এনকোয়ারী পরিচালনা নিয়ে ফিলবী যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"মিলমো তদন্ত পরিচালনা করবেন শুনে আমি বিপদের আশঙ্কা করলাম। তিনি জেরা করবার বাহাদুর ছিলেন। সাধারণতঃ এম আই ফাইভ কারু কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে হলে কেস পরিচালনার দায়িত্ব মিলমোর হাতে তুলে দিতেন।

আমি মিলমোর জেরার জন্যে নিজেকে তৈরী করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। তবে আমার বিরুদ্ধে নতুন কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এ কথা আমার জানা ছিল না।

পরে মিলমোর জেরা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফিলবী আরো লিখেছিলেন মিলমোর জেরাবন্দীর সঙ্গে আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলাম। তাই নিরপেক্ষ ভাবে কোন মন্তব্য করতে পারলাম না।

'জেরাবন্দী' প্রায় গতানুগতিক পথেই চলল। আমি বার্জেস সম্বন্ধে আগে যা বলেছিলাম সেই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলাম।

মিলমো এবার এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন যার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি বললেন ইস্তানবুল থেকে ভলোকভ অন্তর্ধান হবার সময় লণ্ডন-মস্কোর ওয়ারলেস ট্রাফিক অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল কেন?

এই সব তদন্ত প্রশ্নে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মিলমোর তদন্তের শেষে এম আই ফাইভ আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। আমার পাশপোর্ট ছিনিয়ে নেওয়া হল। আমি পাশপোর্ট ছেড়ে দিতে রাজি হলাম। আমি জানতাম পালিয়ে যাবার সময় নিজের আসল পরিচয় অর্থাৎ পাশপোর্ট ব্যবহার করা চলবে না। আমি রেজিস্ট্রি পোস্টে পাশপোর্ট ফেরৎ দেবার কথা বললাম। এম আই ফাইভ আমার প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিল না। স্থির হল এম আই ফাইভের একজন বড় কর্মচারি উইলিয়াম স্কারডন এসে আমার কাছ থেকে পাশপোর্ট নিয়ে যাবেন। পথে স্কারডন আমাকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে

বার বার অনুরোধ করলেন। আমি চুপ করে স্কারডনের বক্তৃতা শুনলাম। আমি জানতাম আমার বিপদ কাটেনি।"

ফিলবী ভুল অনুমান করেননি ইতিমধ্যে ফিলবীর বিরুদ্ধে আরো নতুন তথ্য আবিষ্কার করা হল স্পাই জগতের ইতিহাসে 'কিম ফিলবী' থার্ডম্যান নামে পরিচিত।

মিলমো এম আই ফাইভের জেরা বন্দীর পর কিম ফিলবী বেশ কিছুদিন চুপচাপ বসেছিলেন দীর্ঘ কঠোর জেরা করেও বৃটিশ ইনটেলিজেন্স তার কাছ থেকে আপত্তিকর কোন ঘটনা জানতে পারেনি

এবার বৃটিশ ইনটেলিজেন্স লণ্ডন 'অবজারভার' পত্রিকার মালিক ডেভিড এস্টরের কাছে প্রস্তাব করল কিম ফিলবী বর্তমানে ইনটেলিজেন্স থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন—কিমকে "অবজারভারের" সংবাদদাতা করে রিপোর্ট আনতে পাঠান হক।

"অবজারভার" এই প্রস্তাবকে মেনে নিল এবং লণ্ডন 'ইকনমিষ্টের" কাছেও প্রস্তাব করল তারা যদি ফিলবীকে "ইকনমিষ্টের" মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োগ করেন তাহলে দুই পত্রিকার খরচ কম হবে। 'ইকনমিষ্ট' এই প্রস্তাব মেনে নিল ফিলবীকে বেরুটে পাঠান হল ফিলবীর কাছে এই প্রস্তাব ছিল আকাশের চাঁদ পাওয়া।

বেরুটে গিয়ে কিম ফিলবী কানতারিতে ফ্ল্যাট নিলেন। (বর্তমান লেখকের পাশের বাড়ি এবং পুরাতন ভারতীয় দূতাবাসের একটি অংশ) ঐখান থেকে তিনি নিয়মিতভাবে অবজারভার ও ইকনমিষ্টকে খবর পাঠাতেন। এই কাজ করে তিনি আনন্দ পেতেন।

বেরুটে থাকাকালীন তিনি আবার বিয়ে করলেন। তার নবপরিণীতা স্ত্রী ছিলেন এলেনর ব্রুয়ার তিনি ছিলেন—"ন্যুইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার শ্যাম ব্রুয়ারের স্ত্রী অনেক ঝগড়াঝাটির পর শ্যাম ব্রুয়ার তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিলেন। শ্যাম ব্রুয়ার অবশ্য কিম ফিলবীকে আগে থেকে চিনতেন স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

এদিকে আনটলি গল্টসিন নামে একজন রাশিয়ান এজেন্ট পালিয়ে আমেরিকার সি-আই-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন গল্টসিন কিম ফিলবী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সি-আই-একে দিলেন ফিলবীর প্রতি আবার সন্দেহ বাড়ল। তখন কিম ফিলবী বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতের নাগালের বাইরে ছিলেন। কিম ফিলবী অবশ্য গল্টসিনের বিবৃতির কথা শুনে একটু বিচলিত হলেও প্রকাশ্যে তার মনের উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না।

তারপর হঠাৎ একদিন কিম ফিলবীর বাবা সেণ্টজন ফিলবী মারা গেলেন। মরবার সময় তিনি বেরুটে ছেলের কাছে ছিলেন। বাবার মৃত্যু ফিলবীকে বিচলিত করল। তিনি আবার অত্যধিক মদ পান করতে শুরু করলেন।

নতুন করে জেরা করবার জন্যে এবার বৃটিশ ইনটেলিজেন্স তাদের একজন প্রতিনিধিকে বেরুটে কিমের কাছে পাঠাল।

এই প্রতিনিধির নাম ছিল নিকোলাস এলিয়ট। নিকোলাস এলিয়ট ছিলেন কিমের পূর্ব পরিচিত।

নিকোলাস এলিয়ট কিমকে নতুন তথ্য দিয়ে জেরা শুরু করলেন। বুধবার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬১ সালে কিম ফিলবী লুকিয়ে বেরুট থেকে পালিয়ে গেলেন।

স্পাই জগতের ইতিহাসে এক পুরাতন অধ্যায় শেষ হল। শুরু হল এক নতুন স্পাই যুগ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'সাবোটাজ' হল রামায়ণ মহাভারত। এই দীর্ঘ কাহিনীর শেষ নেই। এই ইতিহাস গল্পের বেশ কিছুটা প্রথম খণ্ডে তুলে ধরা হল। এই বই লিখতে গিয়ে যে সব বই-এর সাহায্য পেয়েছি তার একটি ছোট তালিকা এখানে দেওয়া হল। বইয়ের এবং ব্রাকেটে লেখকের নাম

হিটলার এ স্টাডি ইন টিরাণি (অ্যালান বুলোক)। বডি অবলাইজ (আন্তনি কেভব্রাউন)। চীফ অব ইনটেলিজেন্স (ইয়ান কলভিন)। দি সোয়াস্তিকা অ্যাণ্ড অরিজিনস অব সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার (জেমস কম্পটন)। দি ট্রায়াল অব দি জার্মানস নুরেমবার্গ ট্রায়াল (ইউজিন ডেভিডসন)। দি ব্রুটাল ফ্রেণ্ডশিপ-মুসোলিনী হিটলার এ্যাণ্ড দি ফল অব ইতালিয়ান ফ্রেন্ডশিপ (এফ ডব্লিউ ডেকিন)। প্রিলুড টু ডাউন ফল (সাউথ ফ্রাইণ্ডল্যাণ্ডার)। দি অরিজিনস অব দি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস (ফ্রান্সিস ডারনিক)। দি গেম অব দি ফক্সেস (লাডিসলাস ফারাগো)। এসকেপ ফ্রম ফ্রীডম (এরিক ফ্রম)। হিষ্ট্রি অব দি জর্মান জেনারেল ষ্টাফ (ওয়াল্টার গোয়েরলিটজ)। হিটলার স্ট্রাটেজি (এফ এইচ হিনসলে)। হিটলারস ওয়ারস (ডেভিড আরভিন)। ডবল ক্রস সিস্টেম (জে সি মাষ্টারম্যান)। দি আদার সাইড অব দি হিল (লিডেল হার্ট)। হিস্ট্রী অব দি নাৎসী পার্টি (ডিয়েট্রিক অরলো)। দি ম্যান হু স্টারটেড দি ওয়ার (গুনটার পাইস)। দি আলিং চ্যাপম্যান স্টোরি (ফ্রাঙ্ক ওয়েন)। দি সিক্রেট সার্ভিস—থার্টি থ্রি সেঞ্চুরিস অব এস পিওনেজ (রিচার্ড উইলমার অব রোয়ান) ইনভেসন ১৯৪৪—রমেল অ্যাণ্ড নরমাণ্ডী ক্যাম্পেন (হান্স স্পিণ্ডেল ইংরাজি অনুবাদ) মেন অব ইনটেলিজেন্স (কেনেথ স্ট্রংগ)। দি ফিলবী অ্যাফেয়ার্স (ট্রেভর রোপার)। দি লাষ্ট ডেজ অব হিটলার (ট্রেভর রোপার)। দি শেলেনবুর্গ মেমোয়ার্স (ওয়াল্টার শেলেনবুর্গ)। ওয়ারস অ্যাণ্ড রিউমারস এ মেমোয়ার (জেমস মার্শাল কর্ণওয়াল)। কর্নেল জেড দি সিক্রেট লাইফ অব মাষ্টার স্পাইস (অ্যাণ্টনি রীড, ডেভিড ফিশার)। সিক্রেট সার্ভিস দি মেকিং অব দি বৃটিশ ইনটেলিজেন্স (ক্রিস্টোফার অ্যানড্রুজ)। ফিলবি অব আরবিয়া (এলিজাবেথ মনরো)। এডওয়ার্ড অষ্টম (ফ্রান্সিস ডোনাল্ডসন) এসও ই ইন ফ্রান্স (এম আর ডি ফুট—এই বইতে নুর ইনায়েৎ খানের জীবনীর এবং কার্যকলাপের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে)। দি ক্লাইমেট অব ট্রিজন (অ্যাণ্ড্রু বয়েল)। এনিগমা (গুস্তাভ বারনার্ড)। টপ সিক্রেট আলট্রা (পিটার কালভো করেসি)। মাই সাইলেন্ট ওয়ার (কিম ফিলবী)। বৃটিশ ইনটেলিজেন্স ইন ওয়ার্লড ওয়ার টু (এফ এইচ হিনস্লে)। দি ফ্রিনজেস অব পাওয়ার (কোলভিল)।

রুজভেল্ট অ্যাণ্ড হপকিন্স (রবার্ট শেরউড)। ডনোভান অ্যান্ড সি·আই·এ (এফ এইচ ট্রয়)। চার্চিল—দেয়ার ফাইনেষ্ট আওয়ার (চার্চিল)। দি আলট্রা সিক্রেট (উইনটার বথাম)। লণ্ডন কলিং নর্থ পোল (এইচ জে জিসকে)। ইনসাইড হিটলারস হেড কোয়ার্টার (জেনারেল ওয়ারলিমণ্ট)। কানারী (কার্ল হাইনজ আবসাগেন)। দি অরিজিন অ্যাণ্ড হিস্ট্রী অব বৃটিশ কাউন্টার এসপিওনেজ (জন বুলোক)। দি অ্যাক্টিভিটিস অব নাৎসীজ ইন ফরেইন কান্ট্রিজ (ব্রাউন নেটওয়ার্ক) চীফ অব ইনটেলিজেন্স (আয়ান কোলভিন)। কন্সপিরেসী এগেনষ্ট হিটলার ইন টুইলাইট অব ওয়ার (হ্যারল্ড ডয়েচ)। এ হিস্ট্রী অব বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস (রিচার্ড ডি আকন)। দি গেষ্টাপো, (ফ্র্যাংক শ)। দি নাৎসী অক্টোপাস ইন সাউথ আমেরিকা। আরটুচিও ফার্নান্ডেজ)। দি গ্রেট স্পাইস (চার্লস ফ্রাঙ্কলিন)।

দ্বিতীয় খণ্ডে বইয়ের পুরো তালিকা দেওয়া হবে।